ছত্রপতি মহারাজ

শিবাজীর জীবন-চরিত।

আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী

কর্ত্তৃক প্রণীত।

ইন্দ্রজিমি জম্ভপর বাড়ব সু অম্ভপর
রাবণ সুদম্ভপর রঘুকুলরাজ হ্যায়!
পৌন বারিবাহপর শম্ভুরতিনাহপর
জ্যোঁ সহস্র বাহুপর রাম দ্বিজরাজ হ্যায়।
দাবা দ্রুম দুণ্ডপর চীতা মৃগ ঝুণ্ডপর
ভূষণ বিতুণ্ডপর জৈসে মৃগরাজ হ্যায়।
তেজমিতিরংসপর কান্‌হজিমিকংসপর
ত্যোঁ মলেচ্ছবংশপর সের শিবরাজ হ্যায়॥

ভূষণ।

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রকাশিত।

সন ১৩০২ সাল।

মূল্য দেড় টাকা।

কলিকাতা
৬৩৷৩ নং মেছুয়া বাজার রোড
নববিভাকর যন্ত্রে,
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।

অর্পণ পত্র।

যে বীরবর হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত প্রদান করিয়া জননী জন্মভূমির পূজা করিয়াছিলেন সেই ভক্তগণ-বরেণ্য অনুদিন স্মরণীয় শ্রীমচ্ছত্রপতি মহারাজা শিবাজীর উদার চরিত্র, জন্মভূমিভক্ত ও ভারতীয় বীর-চরিত্র-পাঠে অনুরক্ত মহাত্মাদিগের করকমলে শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

ঈশ্বরের চিরপ্রথানুসারে প্রত্যেক দেশের উন্নতি ও অবনতি সাধিত হয়। অবনত কালের উন্নতির জন্য ভগবান মনুষ্য-সমাজমধ্যে সময় সময় এরূপ চরিত্রসম্পন্ন মনুষ্য প্রেরণ করেন, যাঁহার বন্দনীয় চরিত্রানুশীলনে আপদনিমগ্ন ব্যক্তির হৃদয়ে বল সঞ্চার হইয়া থাকে। সেই দেববলসম্পন্ন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ তদ্দেশবাসীর হৃদয়ে যেরূপ শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে এরূপ আর অন্য কিছুতেই করে না। এক জন ইউরোপীয় রাজনৈতিক পণ্ডিত কহিয়াছেন "আমাদিগের হৃদয় বলবান করিবার জন্য বৈদেশিক মহাত্মাগণের উদাহরণের আবশ্যকতা নাই। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বন্দনীয় চরিত্র আমাদিগের হৃদয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনে সম্পূর্ণ পর্য্যাপ্ত।" কথাগুলি যুক্তিযুক্ত এবং আমাদিগের এই পতিত দেশের পক্ষে উপদেশ-পরিপূর্ণ।

স্বধর্ম্মানুরাগ, স্বদেশপ্রেম, পিতৃ ও মাতৃভক্তি, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এবং অধীনস্থ ব্যক্তির সহিত ব্যবহার প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য শিক্ষনীয় গুণ সকল শিবাজীর জীবনে যেরূপ ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, আধুনিক ভারত ইতিহাসে সেরূপ আর কাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া, মদীয় পিতৃদেব পূজ্যপাদ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে শিবাজীর জীবনী লিখিতে আদেশ করেন। তদনুসারে আমি দাক্ষিণাত্যে দেশ ও কোকন প্রদেশের যে সকল স্থলে শিবাজী জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত

করিয়াছিলেন তাহা পরিদর্শন ও জীবনীর উপকরণ সংগ্রহার্থে ৺ কাশীধাম হইতে বহির্গত হই।

ইতিপূর্ব্বে আমি কাশীতে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ মহারাষ্ট্রীয় আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক ও সহাধ্যায়ীগণের নিকট কিছু কিছু মহারাষ্ট্রীয় ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ছিলাম। বলা বাহুল্য আমার এই ভ্রমণ-কালে ইহা অত্যন্ত উপকারে আসিয়াছিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা ণ ন, ব ব, ল ল, ইত্যাদি বর্ণের দ্বিবিধ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই পুস্তকে যে সকল নাম ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা মহারাষ্ট্রীয়দিগের উচ্চারণ ও লিখন-প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে শকাব্দা ব্যবহৃত হইয়াছে। যে স্থলে খৃষ্টাব্দ দেওয়া হয় নাই তথায় শকের সহিত ৭৮ বৎসর যোগ দিলে খৃষ্টাব্দে পরিণত হইবে।

শিবাজীর জীবনের ঘটনা সকল শ্রেণীবদ্ধ না থাকায় সময় নিরুপণ করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। আফজল খাঁর মৃত্যুর পর সিদ্দী জোহর কর্ত্তৃক পন্হালা অবরোধ এবং নেতাজীর কর্ম্মচ্যুতি কোন এক বৎসরে কথিত হইয়াছে। কিন্তু নেতাজীকে আমরা পশ্চাৎ অনেক বার দেখিতে পাই এজন্য সভাসদের মতানুসারে পন্হালা অবরোধ শিবাজীর দিল্লী হইতে প্রত্যাগমনের পর উল্লিখিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বোম্বাই নগরে লিখিত হয়। দক্ষিণী জনসাধারণের সমবেদনা আমি কখন বিস্মৃত হইব না। বিশেষতঃ এ সুযোগে বোম্বাই হাইকোর্টের জজ মান্যবর রেণাডে, অধ্যাপক রাজারাম ভাগবত, ডাক্তার ভালচাঁদ রাও বাহাদুর,

বরোদা কলেজের অধ্যাপক নাইক প্রভৃতি মনিষীগণের সহৃদয়-তার জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। তাঁহারা যদি আমাকে বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য পুস্তক প্রদান বা সন্দেহ সকল দূর না করিতেন তাহা হইলে আমাকে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইত সন্দেহ নাই।

শিবাজী উপলক্ষে স্বদেশবাসী মহাশয়গণের নিকট হইতে যে সকল সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

অবশেষে যে কয়েকজন বন্ধু ইহার প্রুফ শোধনে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আমি পরমোপকৃত। নববিভাকর প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ঘোষাল মহাশয়ের সহৃদয় ব্যবহার ও অল্প সময়ের মধ্যে ইহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করা জন্য আমি তাঁহার নিকট উপকৃত আছি। লিপিকর প্রমাদ এবং আমার অনভ্যাস জন্য ইহাতে অনেক ভ্রম রহিয়া গিয়াছে; সহৃদয় পাঠক তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। ইহাতে কতকগুলি চিত্র দিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানাবিধ কারণে এবার তাহা হইয়া উঠিল না; ভবিষ্যতে এ বাসনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা রহিল। ইতি

শ্রীস[illegible]রণ শর্ম্মা

দক্ষিণেশ্বর,
৫ই আশ্বিন, ১৮১৭ শক।

এই পুস্তক প্রণয়নে যে সকল পুস্তকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

মহারাষ্ট্রীয়।—সভাসদ, চিটনীস, চিত্রগুপ্ত ও জাবলীকার কৃত শিবাজীর বখর। মহারাট্টা সাম্রাজ্যের বখর রামদাস স্বামীর চরিত্র ও বখর। কাব্যেতিহাস সংগ্রহ, বিবধ জ্ঞান বিস্তার প্রভৃতি সাময়িক পত্র, পবাড়া সংগ্রহ, তুকারাম, বামন প্রভৃতির গ্রন্থ ও জীবনী এবং প্রাচীন হস্তলিপি।

হিন্দী।—শিবভূষণ কাব্য. ভূষণ কবিতা।

সংস্কৃত।—শিবকাব্য, রাজব্যবহার কোষ।

ইংরাজী।—A new account of East India and Persia.—By John Fryer, M. D. Annals of East India Company from 1600–1708—By Bruce, M. P. Orm's Historical Fragments. Dow's History of Hindustan. Selection from State papers of the Bombay Government. Warring's History of Maharatta. Grad Duff's History of Maharatta. Scott's Ferashta. Bombay Gazetteer.

এতদ্ব্যতীত ব্রিগস্, এলফিনস্টোন, বুন্দেলা কাফি খাঁ, ওয়েন প্রভৃতির গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১০ পৃষ্ঠা ১৯ ও ২০ পংক্তি	
করিয়া থাকে সেলাম	সেলাম করিয়া থাকে

ছত্রপতি মহারাজ

শিবাজীর জীবন চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

বিশ্বপাতা পরমেশ্বরের চিরন্তন নিয়ম, যে সময় যে পদার্থের আবশ্যক হইয়া থাকে, ঠিক সেই সময় তিনি সেই পদার্থ প্রেরণ করিয়া তাহার অভাব দূর করিয়া থাকেন। অত্যন্ত উত্তাপের পর বৃষ্টি, নির্ব্বাত অবস্থার পর ঝটিকা, দুঃখের পর সুখ, অন্ধকারের পর আলোক, এ সকল বিষয় যেরূপ নৈসর্গিক নিয়মে ব্যবস্থিত সেইরূপ যে সময় কোন জাতি অপর জাতি কর্তৃক প্রপীড়িত, ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্তৃক অভিভূত, দরিদ্র ধনবান কর্তৃক পদদলিত, সত্য মিথ্যা কর্তৃক অভিহত হয়, সে সময় সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর সে প্রদেশে এ প্রকার লোকোত্তর মনুষ্য সৃষ্টি করেন যিনি অবলীলাক্রমে অত্যাচার-সাগর-নিমগ্ন জাতিকে স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে গৌরবগিরির উচ্চতম শিখরে আনয়ন করিয়া থাকেন। মানবজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে এবিষয়ে শত শত জলন্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যে সময়ে ফ্রান্স, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ রাজপীড়নে প্রপীড়িত, করভারে আক্রান্ত, রাজার অবৈধ ইচ্ছা পরিপূরণের

নিমিত্ত নিরীহ প্রজাকুলের সুখস্বচ্ছন্দতা প্রতি পদে পদ দলিত হইতেছিল, ঠিক সেই সেই সময়ে মহাপ্রাণ নেপোলিয়ন, ওয়াসিংটন ও শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়া অধঃপতিত বিপন্ন জাতিকে অলৌকিক শক্তি দ্বারা সকল প্রকারে উন্নত করিয়াছিলেন। যে সময় স্বার্থপরায়ণ ধর্ম্মযাজকগণ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ধর্ম্মের আবরণ পরিধান করিয়া নানাপ্রকার অধর্ম্মাচরণ করিতেন, যে সময় নীচপ্রকৃতির মনুষ্যগণ বিশ্বপ্রেমিকতার নির্ম্মলতা কল্পনা করিতেও কুণ্ঠিত হইত, যে সময় নানাপ্রকার পাপস্রোত গুপ্ত ও প্রকাশ্যরূপে সমাজমধ্যে প্রবাহিত হইত, ঠিক সেই সময় ভগবান বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ আবির্ভূত হইয়া পাপস্রোত রোধ করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হন।

যে সময় ভারতবর্ষে যবনগণ বিকটবেশে হিন্দুগণের উপর অমানুষিক অত্যাচারনিরত ছিলেন, যে সময় যবন নৃপতিগণ হিন্দুধর্ম্মের উপর কঠোর আঘাত প্রদান করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছিলেন, যে সময় হিন্দুগণের ধন, মান যবনগণের কুটিল নয়ন হইতে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল, সেই সময় বিপদসহায় ভগবান, নর্ম্মদা, তাপী, গোদাবরী, ভীমা, কৃষ্ণা প্রভৃতি পবিত্র নদী পরিধৌত এবং দুর্লঙ্ঘ্য সহ্যাদ্রি-পর্ব্বত-প্রাকার পরিবেষ্টিত, দৃঢ়কায় সমরনিপুণ সুদক্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মাবলা, খোরী প্রভৃতি শূদ্রগণ পরিব্যাপ্ত মহারাষ্ট্র মণ্ডলে হিন্দুধর্ম্ম ও রাজ্য পুনঃস্থাপনের জন্য শিবাজীকে প্রেরণ করেন।

শিবাজীর জন্মগ্রহণের সময় দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ নিজাম সাহী, কুতব সাহী, আদিল সাহী এবং মোগল রাজত্বে বিভক্ত

ছিল। প্রথমোক্ত রাজ্যত্রয় বিশৃঙ্খলা পরিপূর্ণ; রাজা ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ ব্যসনাসক্ত, অদূরদর্শী, অর্থগৃধ্নু এবং প্রজা-পীড়ন-তৎপর ছিলেন; ঐশ্বর্য্যোন্মত্ত মোগলেরা রাজ্য বিস্তার-পরায়ণ, অর্থগৃধ্নু এবং প্রজাপীড়ক ছিলেন; মুসলমান প্রজাদিগের প্রতি ততদূর না হউক, হিন্দু প্রজার প্রতি শেষ কালে জজিয়া (মুণ্ডকর) কর সংস্থাপনেও পরাঙ্মুখ হন নাই। হিন্দু-বিজয়নগর রাজ্য স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনেক দিন হইতে অসীম সাহসে মুসলমানগণ সহ যুদ্ধ করিয়া হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে; অবশেষে তৎকর্তৃক যুগপৎ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া বিধ্বস্ত এবং ইহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার রাজা উৎপন্ন হয়। যদিও সাহী রাজন্যবর্গ হিন্দুদিগের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ এবং প্রধান প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারীগণ কর্তৃক পরিচালিত হওয়াতে অনেক সময়ে হিন্দুদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন, তথাপি প্রধান প্রধান হিন্দুগণ তাঁহাদিগের মন যোগাইতে দিবানিশি ব্যস্ত থাকিতেন। সাধারণ প্রজাবর্গ মুসলমানদিগের শৌর্য্য, বুদ্ধিমত্তা, আচার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ, সাহিত্য ও সুরম্য হর্ম্ম্য প্রভৃতি পরি-দর্শন করিয়া এরূপ মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন যে, সকল বিষয়েই তাঁহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বিবেচনা করিতেন। মুসল-মানেরা পরমেশ্বরের অনুগৃহীত জাতি, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা মুসলমানগণ কর্তৃক শাসিত হইব, অতএব স্বাধীনতার আশা করা পাপজনক এইরূপ মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহাদিগের আচার-ব্যবহার অনুকরণ, সাহিত্য অধ্যয়ন এমন কি অনেকে মুসলমান ধর্ম্ম পর্য্যন্ত

গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। উত্তর ভারতবর্ষে রাজপুত বীরগণ মুসলমান কর্ত্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়াও কোনরূপে প্রাণাদপিপ্রিয়তম স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পর্ব্বতে পর্ব্বতে বনচরগণ সহ পরিভ্রমণ করিতেন এবং সুযোগ প্রাপ্ত হইবামাত্র প্রচণ্ড সিংহবিক্রমে অরিকুল বিনাশ সাধনে তৎপর হইতেন। আবার কতকগুলি নীচমনা হিন্দু, মুসলমান সম্রাটের কৃপাকটাক্ষ এবং উপাধিপ্রাপ্তি লালসায় স্বীয় স্বীয় কন্যা, ভগ্নী প্রদান করিয়াও তাঁহাদিগের প্রীতি সম্পাদনে যত্নবান হইতেন। এই সময়ে যুদ্ধ ও ধর্ম্মবীর শিখগুরুগণ বলিষ্ঠ পাঞ্জাবীগণের হৃদয়ে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের নিমিত্ত বীজরোপণ করেন। বঙ্গদেশে "বঙ্গের শেষ বীর" প্রতাপাদিত্য ও শঙ্কর চক্রবর্ত্তী বহুকালব্যাপী-স্বাধীনতা-সংস্থাপন-যুদ্ধে অকৃতকার্য্য হওয়াতে, বঙ্গীয়গণ হীনবীর্য্য হইয়া পড়েন। এই সময় হইতে তাঁহারা স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা চিরকালের নিমিত্ত অনন্ত কালসাগরে নিমজ্জিত করিয়া চিরদাসত্বপাশে গলদেশ আবদ্ধ করেন।

এই সময় ভগবান চৈতন্যদেব, কবীর, নানক, জ্ঞানদেব, রামদাস স্বামী প্রভৃতি মহাত্মা এবং তাঁহাদিগের শিষ্যবর্গ ভারতাকাশে উদিত হইয়া ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। পাঞ্জাবে নানক সম্প্রদায় মুসলমান কর্ত্তৃক বারংবার কঠোর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আত্মস্বত্ব রক্ষার্থে তরবারী গ্রহণ করেন। পরে এই শিখ সম্প্রদায় ভারতবর্ষে এক প্রধান বীর জাতি বলিয়া অভিহিত হন। বঙ্গদেশে বিশ্বপ্রেমিক চৈতন্য সকলকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য আত্মসম্ভ্রম, আত্মমর্য্যাদা, আত্মস্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া, শত্রু ও মিত্র উভয়ই সমান, পার্থিব বিষয় সকল

ক্ষণভঙ্গুর, অতএব সাংসারিক উন্নতি-লাভ-প্রযত্ন নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিয়া শান্ত প্রকৃতির বঙ্গীয়-গণকে অধিকতর শান্ত ও শত্রু-পদদলন সহনশীল করিয়াছিলেন।

ভগবান চৈতন্য পৃথিবীর সকলকেই আপনার পবিত্র হৃদয়ের অনুরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাই তিনি জাতিভেদ-পার্থক্য দূর করিয়া সকলকে এক করিতে প্রয়াস পান। তাই তিনি আত্মাদর পরিত্যাগ করিয়া সকলকে ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু যাহারা পরের স্বাধীনতা হরণের জন্য সহস্র সহস্র ক্রোশও অতিক্রম করিতে বদ্ধপরিকর, আপনার স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সহস্র সহস্র সমান-ধর্ম্মী মনুষ্যগণকে ক্লেশজালে নিপতিত করিতে অসঙ্কুচিতচিত্ত, তীক্ষ্ণধার তরবারিই কার্য্য সাধনের অদ্বিতীয় উপায় বলিয়া যাহারা সিদ্ধান্ত করে, প্রবঞ্চনা কুটিলতা প্রভৃতি জঘন্য উপায়ে কার্য্য সাধন করিয়া যাহারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করে, এরূপ প্রতিবেশী পরিবেষ্টিত জনসমাজ মধ্যে চৈতন্য-উপদেশ মনুষ্যগণকে কাপুরুষ করিয়া তোলে সন্দেহ নাই।

দাক্ষিণাত্যে রামদাস স্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, জননী, জন্মভূমি ও স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় সকলেরই এক প্রাণে সম্মিলিত হইয়া অস্ত্র গ্রহণ করা উচিত ; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য যিনি অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া যুদ্ধে শত্রু শিরঃ কর্ত্তন করিয়া নিহত হন, তিনি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া নির্ব্বাণ পদ এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পরম কীর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করেন ; যিনি গো ব্রাহ্মণ রক্ষায় উদাসীন হন তিনি ঘোরতর নরকে নিপতিত হইয়া অনন্তকাল অনবচ্ছিন্ন দুঃখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন

পৃথিবীর মধ্যে যদি মনুষ্যের কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকে তাহা হইলে জন্মভূমির কীর্ত্তিকলাপ দিঙ্মণ্ডলে বিঘোষিত করাই প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম; স্বর্গ হইতে পরম পবিত্র জন্মভূমিকে শত্রু-পদ-স্পর্শে কলুষিত করিতে না দেওয়াই মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম; যিনি কর্ত্তব্যকর্ম্মপরায়ণ তিনিই প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত, তিনিই যোগী, তপস্বী ও সন্ন্যাসী; ঈশ্বর তাঁহারই প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এই প্রকার উপদেশ পরম্পরা প্রদান করিয়া দাক্ষিণাত্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। পরে মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

যে সময় শিবাজী জন্ম গ্রহণ করেন, সে সময় প্রায়শঃ হিন্দুগণ নৈতিক বলবিহীন ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সর্ব্ব সম্পৎ-সম্পন্ন জাতি যদি নৈতিক বল বিহীন হয় তাহা হইলে সে জাতির উন্নতি সাধন সাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ম্ম নহে। যদি সুশিক্ষিত সৈন্য মধ্যে একবার পরাজয়-বিভীষিকা প্রবেশ করিয়া নৈতিক বলকে দূর করে, তাহা হইলে সেই সুশিক্ষিত সেনা যুদ্ধানভিজ্ঞ অশিক্ষিত জনগণ কর্তৃকও বারবার পরাজিত হইতে পারে ইহা ইতিহাস পাঠে সপ্রমাণ হয়। পুরাকালে অসভ্য বর্ব্বর কর্তৃক রোম সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ এবং বর্ত্তমান কালে চীন-জাপান সমর ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণস্থল। নৈতিক বল বিহীন চীনগণ বিজয়োদৃপ্ত জাপানীগণের নিকট প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরাজিত হইতেছেন।*

শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতের প্রধান দুর্গ যাহার নাম স্মরণ করিলে কাপুরুষ হৃদয়েও বীররসের উদ্রেক হইয়া থাকে, যাহার

* ইহা লিখিবার সময় চীন জাপান সমর ঘোরতর রূপে হইতেছিল।

বীর কাহিনী চিরকাল বীরজগতে গীত হইয়া আসিতেছে. যাহা দর্শন করিলে ঘোর নৈরাশ্য আসিয়া শত্রুগণের হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, যাহার মধ্যগত হইলে মনুষ্য আপনাকে দেব-বল-সম্পন্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, যাহার কীর্ত্তিস্তম্ভ বর্ত্তমান কালেও অদ্বিতীয় বলিয়া অভিহিত হয়, সেই বীর-রসের ক্রীড়াভূমি চিতোর দুর্গের অধিবাসী ছিলেন। পাঠক! যদি আপনাদিগের মধ্যে কাহারও হিন্দু কীর্ত্তিস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ অথবা ভারতের প্রধান তীর্থস্থল (যেহেতু এ স্থান হইতে শত শত ব্যক্তি নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়াছেন) অথবা বিশাল শ্মশানভূমি পরিদর্শনের কৌতূহল হয় তাহা হইলে একবার চিতোরে গমন করুন, আপনার সমস্ত আশা তৃপ্ত ও ব্যয়ের স্বার্থকতা সম্পাদিত হইবে।

শিবাজীর আদি পুরুষ শিবরায় নামে একজন পরাক্রান্ত যোদ্ধা চিতোর দুর্গে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র; তন্মধ্যে দুই জন মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধকালে অসাধারণ শৌর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক নিহত হন। কনিষ্ঠ ভীমসিংহ কোনরূপে সমর ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া "ভোঁসচে" দুর্গ আশ্রয় পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করেন। এই ঘটনা হইতে তিনি ও তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ "ভোঁসলে" উপনাম প্রাপ্ত হন। ইহাঁর পুত্র বিজয়ভানু; ইনি একজন অমিত-বলশালী যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিজয়ভানুর পুত্র খেলকর্ণ; ইহাঁর সময় যবনগণ চিতোর দুর্গ উপর্য্যুপরি আক্রমণ করিয়া হিন্দুশক্তি ধ্বংস করিতে বিপুল পরিমাণে প্রয়াশ পান। খেলকর্ণ আপন সৈন্য বল সহ দেবগিরীর (বর্ত্তমান দৌলতাবাদ) নিকট বেরুল

নামক স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ইহার পুত্র জয়কর্ণ, জয়কর্ণের পুত্র মহাকর্ণ; ইনি একজন অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন যোদ্ধা ছিলেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইনি শত্রু-সৈন্য বিদলিত করিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্র রাজা শিব; ইনি ভীমা নদীতে নিমজ্জিত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহার পুত্র বাবাজী বা শম্ভাজী, ইনি ১৪৫৩ শকে* জন্ম গ্রহণ করেন, ইহার জমিদারী কয়েকখানি গ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার মালোজী ও বিঠোজী নামে দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ ১৪৭২ শকে† (সাধারণ নাম সম্বৎসর) প্রসূত হন। উভয়েই বুদ্ধি-মান, উদ্যোগী, কর্ম্মনিপুণ, ধর্ম্মভীরু, উন্নত হৃদয় এবং উভয়েই সুভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ ছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় আপনাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত সিন্দেখেড় নিবাসী লুখজী জাধবের নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া গমন করেন। লুখজী নিজামসাহী দরবারের একজন বিশ্বস্ত প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি সরকার দৌলতা-বাদ বিভাগের প্রধানতম কর্ম্মচারী এবং দ্বাদশ সহস্র অশ্বের মনসবদার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মালোজী স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় লুখজীর প্রীতিলাভ করেন। মালোজী অত্যন্ত স্থূলকায় হওয়াতে লুখজীর গৃহ কর্ম্মচারী এবং বিঠোজী অশ্বারোহী সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত হন। এই স্থানে অবস্থান করিবার সময় মালোজী শাস-রিফ্ নামক জনৈক ফকিরের আশীর্ব্বাদে দুইটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। মালোজী ফকিরের নামানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের শাহাজী এবং কনিষ্ঠের সরীফজী নামকরণ করেন।

* খৃঃ ১৫৩১।
† খৃঃ ১৫৫০।

লুখজী জাধব, মালোজীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, প্রভুভক্তি, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজী অবলোকনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে গৃহকার্য্যের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন। ১৫২১ শকে* ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রার সময় এক দিন মালোজী পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র শাহাজীকে সঙ্গে করিয়া লুখজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। লুখজী শাহাজীর কমনীয় রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সন্নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক ক্রোড়স্থিতা স্বীয় কন্যা জিজাবাইকে সম্বোধন করিয়া কহেন "কেমন জিজা তুই একে বে করবি ?" অনন্তর পার্শ্বস্থ সভাসদবৃন্দকে কহেন "ইহাদিগের দুইজনকে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে ;" ইত্যবসরে বালক বালিকা উভয়ে কুঙ্কুমাদি লইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে। সভাস্থ সকলে তাহাদিগকে প্রীতিভাবে এইরূপ ক্রীড়া করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করিতে আরম্ভ করেন। মালোজী ভোঁসলা এই সুযোগে সকলকে কহিলেন "আপনারা সকলে সাক্ষী থাকুন, অদ্য হইতে জাধবরাও আমার সহিত বৈবাহিক সূত্রে গ্রথিত হইলেন।" জাধবরাও মালোজীর কথায় কোন রূপ উত্তর প্রদান না করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। পর দিবস জাধবরাও মালোজী সহ একত্র ভোজন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। মালোজী প্রত্যুত্তরে কহিয়া পাঠান "যদি তিনি আমার পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন তাহা হইলে আমি ভোজন করিতে প্রস্তুত আছি, অন্যথা নহে।" ধনমদোন্মত্ত জাধবরাওবনিতা মালোজীর সমস্ত কথা অবগত হইয়া উপহাসপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন

* খৃঃ ১৫৯৯

"কি আশ্চর্য্যের কথা, দরিদ্র ভোঁসলা-বালক আমার একমাত্র কন্যার পাণিপীড়ন করিবে? মালোজী এ কথা কল্পনা করিতেও কম্পিত হয় না?" এইরূপ নানা প্রকার ভর্ৎসনা করেন। মালোজী পূর্ব্ব হইতেই জাধবরাও-পত্নীর অন্তঃসারশূন্যতা, ধনলোলুপতা এবং অত্যন্ত বাহ্য-আড়ম্বরপ্রিয়তা অবগত ছিলেন। তাঁহাদিগের দরিদ্রতা এবং জাধবের অধীনে অবস্থান করা, এ সম্বন্ধের প্রধান অন্তরায় বুঝিতে পারিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় পুনরায় বেরুলে গমন ও ধনোপার্জ্জনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। মালোজী বেরুলে অবস্থান কালে অত্যন্ত সাত্ত্বিক ভাবে কাল যাপন, ব্রতাদি শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অনুষ্ঠান এবং গৃহকর্ম্মের পর অবশিষ্ট সময় ঈশ্বর উপাসনায় অতিবাহিত করিতেন। ১৫২৫ শকের* মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রিতে ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষেত্র রক্ষায় নিযুক্ত, কনিষ্ঠ বিঠোজী নিদ্রাতুর হইয়া শয়িত, মালোজী প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন, এমন সময় তিনি অদূরে বিদ্যুল্লতার ন্যায় একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ পদার্থ অবলোকন করেন, মালোজী তাহা দর্শন করিয়া ভীতমনে কনিষ্ঠকে জাগরিত করিয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করেন। জ্যেষ্ঠ তন্দ্রা বশতঃ এরূপ অপরূপ রূপ দর্শন করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে শয়ন করিতে কহিয়া বিঠোজী স্বয়ং জাগরিত রহিলেন। মালোজী নিদ্রিত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে স্বপ্ন দেখিলেন, পরম রমণীয় রূপে ভগবতী কহিতেছেন "মালোজী আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বিদ্যুল্লতা রূপে যাহা দর্শন করিয়াছ আমিই তাহা; উক্ত স্থানে স্বুবর্ণ মুদ্রা

* খৃঃ ১৬০৩।

পরিপূর্ণ সপ্ত কলস ভূগর্ভে নিহিত আছে, তাহা উত্তোলন করিয়া তুমি কার্য্য করিতে প্রারম্ভ কর, তোমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইবে। সপ্তবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার সন্ততিগণ অখণ্ড রাজত্ব ভোগ করিবেক ;" ইত্যাদি কহিয়া ভগবতী অন্তর্হিতা হন। মালোজী জাগরিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত পুনরায় কনিষ্ঠকে জ্ঞাপন করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিয়া পূর্ব্ব কথিত ধন প্রাপ্ত হন এবং সে রাত্রিতেই তাহা উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিয়া পর দিবস প্রত্যূষে শ্রীগেন্দ গ্রামে গমন করিয়া পূর্ব্বপরিচিত, বিশ্বস্ত, বণিকপ্রধান শেযোবা নাইক-পুণ্ড সমীপে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। বণিক, ভ্রাতৃদ্বয়ের সাধুবৃত্তি পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা দৈবকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। মালোজী ইহাঁর সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং ইহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আপন শ্যালক (তাঁহার সহধর্ম্মিনী দীপাবাইএর সহোদর) ফলটন কর ও নিম্বল কর জগপালের নিকট দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সাহায্য প্রাপ্তির আশায় লোক প্রেরণ করেন। এ সময় জগপালের অধীনে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সর্ব্বদা সন্নদ্ধ থাকিত ; ইনি স্বাধীন ভাবে আপন জাইগীর শাসন করিতেন। জগপাল মালোজী-প্রেরিত লোক মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আহ্লাদ সহকারে তাঁহার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং যে সময় যাহা আবশ্যক হইবে তাহা প্রদান করিবেন বলিয়া আশা প্রদান করেন।

মালোজী, শ্যালকপ্রেরিত দ্বিসহস্র এবং তাঁহার নিযুক্ত

এক সহস্র, মিলিত তিন সহস্র, অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া লুখজী জাধবের জাইগীর অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া তড়িৎগতিতে দৌলতাবাদে উপস্থিত হন এবং শূকর সকল হত্যা ও তাহাদের গলদেশে আবেদন পত্র সংলগ্ন করিয়া প্রধান প্রধান মসজিদে তাহা সংস্থাপন করেন। প্রাতঃকালে মুসলমানগণ মসজিদে মৃত শূকর অবলোকন করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা শূকরের গলদেশে পত্র সংলগ্ন দেখিয়া ইহার রহস্য অবগত হইবার জন্য তাহা পাঠার্থে সকলে ব্যগ্র হন। মালোজী তাহাতে বিনয় পূর্ব্বক এইরূপ মর্ম্মে লিখিয়াছেন "মুসলমানেরা আমার রাজা, তাঁহাদিগের কোনরূপ অপ্রিয় সাধন করা আমার উদ্দেশ্য নহে কিন্তু অগত্যা আমাকে এরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইল। আমি লুখজী জাধব কর্তৃক অপমানিত হওয়াতে যৎপরোনাস্তি মর্ম্মপীড়িত হইয়াছি; এই মর্ম্মপীড়া দূরীভূত করিবার জন্য আমি সমগ্র মুসলমান জাতির নিকট ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা এবিষয় যাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন আমি তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব। লুখজী এক সময়ে আমার পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন, এ বিষয় তাঁহার সভাসদ্‌বর্গ অবগত আছেন, সম্প্রতি তিনি এ বিষয় অস্বীকার করিতেছেন, তাঁহার এই সত্যভঙ্গ জন্য সমাজ মধ্যে আমাকে অত্যন্ত ধিক্কৃত হইতে হইয়াছে, আপনারা আমাদিগের রক্ষক, যদি আপনারা আমার উপর সুবিচার না করেন তাহা হইলে অগত্যা আমাকে গত্যন্তর গ্রহণ করিতে হইবে।" প্রধান মৌলবী পত্র পাঠ করিয়া সমস্ত বিবরণ নবাবের নিকট নিবেদন করেন। নবাব লুখজীর

ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠান এবং অনতিবিলম্বে বিবাহ প্রদান করিতে আজ্ঞা করেন। লুখজী, মালোজীর দরিদ্রতা নিবন্ধন বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, নবাব তাহা অবগত হইয়া মালোজীকে পঞ্চ সহস্র সৈন্যের মনসবদার নিযুক্ত এবং তাঁহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দরবারে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করেন। মালোজী পুত্রসহ দরবারে উপস্থিত হইয়া যথাবিহিত উপহার প্রদান করিয়া যথাস্থানে সসম্মানে উপবেশন করেন। নবাব বালক শাহাজীর কমনীয় রূপমাধুরী পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং শীঘ্র বিবাহের জন্য পুনরায় আজ্ঞা প্রদান করেন। জাধবরাও-বনিতার এখন আর ক্রোধের কোন কারণ নাই; স্বয়ং নবাব ইহাঁদিগের উপর সুপ্রসন্ন সুতরাং এক কথাতেই সমস্ত বিষয় স্থির হইয়া অত্যন্ত সমারোহ পূর্ব্বক জিজাবাইয়ের সহিত শাহাজীর বিবাহ সম্পন্ন হইল।

এই ঘটনার পর হইতে মালোজী সাধারণের চিত্তাকর্ষণের জন্য হিন্দু ও মুসলমান সন্ন্যাসীগণের সেবা, নানা স্থানে দেবালয় ও জলাশয় নির্ম্মাণ এবং তাঁহার বংশে ভগবতীর কৃপায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক, হিন্দু ধর্ম্ম ও রাজ্য সংস্থাপক, পুত্রসুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন এই রূপ কথা লোকমধ্যে প্রচার করেন। এই সময় হইতে মালোজীর গৃহ সর্ব্বদাই উৎসবময়, নৃত্য গীত ও ভোজন সর্ব্বদাই হইতেছে, রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ মালোজীর উদারতা, সরলতা সুজনতা, ব্যয়শীলতা, প্রভৃতিতে মোহিত হইয়া তাঁহাকে রাজা উপাধি, পুণা ও সুপ পরগণাদ্বয় জাইগীর, সিউনারী ও চাকান দুর্গদ্বয় এবং ইহার অধীনস্থ প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহ ভার অর্পণ করেন। মালোজী

এইরূপ অতি সামান্য অবস্থা হইতে ঈশ্বরনির্ভরতা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় সহকারে সকলের শ্রদ্ধা ও রাজসম্মান লাভ করিয়া ৫৪১ শকে* মানবলীলা সম্বরণ করেন।

সম্রাট আকবরের দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের পর হইতে আহমদ-গর রাজ্যের অবনতি প্রারম্ভ হয়। বিশেষতঃ ১৫৪২ শকে † াজাহান সম্রাটের আক্রমণ কাল হইতে আহমদনগর রাজ্য েকেবারে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ-ালে, মুসলমান সেনানায়কের অবিমৃষ্যকারিতায় পরাজিত ইলেও লুথজী জাধব, শাহাজী ভোঁসলে প্রভৃতি হিন্দুবীরগণ সাধারণ শৌর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্রাটের চিত্তাকর্ষণ করেন। বক শাহাজী আহমদনগরের অবনতি এবং মোগলদিগের ন দিন উন্নতি হইতেছে দেখিয়া আহমদনগরে অবস্থান রা শ্রেয়স্কর নহে বিবেচনা করিয়া ১৫৫১ শকে ‡ সম্রাট াজাহানের নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া গমন করেন। সম্রাট াহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া, ছয় হাজার অশ্বের অধিপতি-দে নিযুক্ত করেন। এক সময় সম্রাট, শাহাজীর বীরতায় সন্ন হইয়া তাঁহাকে কতকগুলি বহুমূল্য পদার্থ পুরস্কার স্বরূপ দান করেন; ফতে খাঁ নামক জনৈক নীচমনা মুসলমান, হাজীকে অল্প দিনের মধ্যে সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইতে খিয়া ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হয়, এবং ষড়যন্ত্র করিয়া সম্রাট-াত্ত পুরস্কার দ্রব্য শাহাজীকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং আত্ম-ৎ করে। এই সময় নিজামসাহী বংশের দশম নৃপতি াহুর সার মৃত্যু হওয়াতে রাজ্যমধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত

* খৃঃ ১৬১৯। † খৃঃ ১৬২০। ‡ খৃঃ ১৬২৯।

হয়; শাহাজী মোগল কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এক্ষণে পূর্ব্বতন প্রভুর বিপদবার্ত্তা অবগত হইয়া অবিলম্বে আহমদনগরে উপস্থিত হন।

শাহাজী আহমদনগরে প্রত্যাগমন করাতে তাঁহার বন্ধু বান্ধবের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বাহাদুরসার পুত্রদ্বয় অত্যন্ত বালক, উপযুক্ত মন্ত্রী ব্যতীত রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা সুকঠিন এজন্য বালকদ্বয়ের মাতা, সাবাজী অনন্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া এক জন উপযুক্ত মন্ত্রী নির্ব্বাচনের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। সাবাজী, শাহাজীকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ জানিয়া ঐ পদের জন্য তাঁহাকে মনোনীত করেন। বেগম সাহেব তাঁহার মতে অনুমোদন করিয়া প্রকাশ্য সভাতে সিংহাসনোপরি শাহাজীর অঙ্কে রাজকুমারদ্বয়কে স্থাপন করিয়া মন্ত্রীপদে অভিষেক করেন। এতদুপলক্ষে রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও সমাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর নিম্নদেশে উপবেশন করেন।

যাহার পিতা, লুখজী জাধবের দ্বারদেশে সামান্য কর্ম্মচারী বেশে অবস্থান করিত, আজ তাহার পুত্রের অধীনে নিম্নতর প্রদেশে উপবেশন করিতে গর্ব্বিত লুখজীর হৃদয় সহস্র বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিকতর প্রপীড়িত। অর্থ সম্বন্ধ কি ভয়ঙ্কর! যাহাকে প্রাণাধিক বলিয়া ভাল বাসা হয়, যাহাকে অর্থ দিয়াও বর্দ্ধিত করা হয়, যাহার সংবাদ পাইতে বিলম্ব হইলে মন কত ব্যাকুলিত হয়, সেই জামাতার বিরুদ্ধে পরম পূজনীয় শ্বশুর দুর্ব্বাসনা পোষণ করিতে প্রারম্ভ করিলেন। ঈর্ষা-

প্রজ্বলিত লুখজী. অপমানিত হইয়া আহমদনগরে অবস্থান করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া, গোপনে সম্রাট সাজাহানকে দৌলতাবাদ আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। সম্রাট লুখজীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেনাপতি মীরজুম্লা সহ ষষ্টি সহস্র সৈন্য প্রদান করিয়া দক্ষিণাভিমুখে, প্রেরণ করেন। লুখজী জাধব, অধীনস্থ সৈন্য ও স্বীয় দলবল সমভিব্যাহারে নর্ম্মদা তীরে মোগল সৈন্য সহ মিলিত হইয়া আহমদনগর আক্রমণ করেন। শাহাজী এ সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাদিগের গতি রোধের নিমিত্ত সসৈন্যে গমন করেন, কিন্তু সৈন্যের অল্পতা বশতঃ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নবাবের পরিবারবর্গ ও রাজকুমারদ্বয় সহ কল্যাণ ভিণ্ডির নিকটবর্ত্তী মাহুলী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বিজয়ী লুখজী, মোগল সৈন্য সহ দ্রুত গতিতে শাহাজীর পশ্চাদ্গমন করিয়া মাহুলী দুর্গ অবরোধ করেন। শাহাজী অসীম বীরতার সহিত ছয় মাস দুর্গ রক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন দুর্গ রক্ষার আর কোন উপায় নাই, তাঁহার মন্ত্রিপদপ্রাপ্তি জন্য এই যুদ্ধ দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া রাজ্যের বহুল অনিষ্টসাধন করিতেছে, তিনি ইহা পরিত্যাগ করিলে সমস্ত বিবাদ দূর হয়, তখন এরূপ অবস্থাতে কুমার-পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধে লিপ্ত থাকা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া বিজাপুর রাজের নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া গোপনে লোক প্রেরণ করেন। বিজাপুরের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী মুরার জগদেব নবাবের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শাহাজীকে আগমন করিতে আমন্ত্রণ করেন।

এক দিন শাহাজী, জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভাজী, সাত মাস গর্ভিণী জিজাবাই এবং ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিপুল বিক্রমে লুখজীর সৈন্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গমন করেন। লুখজীও জামাতাকে বন্দী করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পশ্চাদ্ধাবিত সৈন্য নয়নপথের বহির্ভূত হইলেও শাহাজীর দ্রুতগমনের বিরাম নাই। গর্ভিণী জিজাবাই দ্রুত গমনজনিত গর্ভপীড়ায় অত্যন্ত ক্লেশিতা, এক পদ অগ্রগমনে অসক্তা; শাহাজী এই বিপদের উপর বিপদে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। অগত্যা তিনি এক শত অশ্বারোহী সৈন্যের উপর জিজাবাইয়ের রক্ষণভার অর্পণ করিয়া, শম্ভাজীকে সঙ্গে লইয়া অনতিবিলম্বে বিজাপুর রাজ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। শাহাজী যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে বিজাপুর দরবারে উপস্থিত হইলে অতি সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হন। এ সময় বিজাপুর রাজের সহিত কর্ণাটক প্রান্তে যুদ্ধ হইতেছিল, মুরার জগদেব শাহাজীকে দশ সহস্র সৈন্যের মনসবদার এবং দ্বিতীয় সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া কর্ণাটক প্রদেশে প্রেরণ করেন। শাহাজী অসাধারণ বহুদর্শিতা, রণনিপুণতা, বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন এবং বহু যুদ্ধে জয়লাভ করাতে বিজয়লব্ধ প্রদেশের কিয়দংশ বিজাপুর দরবার হইতে জাইগীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন।

শাহাজী গর্ভিণী স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুর রাজ্যে গমন করিলে লুখজী স্বীয় কন্যাকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়া দেন। স্ত্রী প্রত্যর্পণের নিমিত্ত শাহাজী বারংবার প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেও যখন শ্বশুর জামাতার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না, তখন শাহাজী অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া দ্বিতীয়

ারপরিগ্রহ করেন, তাঁহার নাম তুকাবাই, ইনি মাহিতের কন্যা ও ব্যাঙ্কোজীর গর্ভধারিণী।

শাহাজী সরলতা, মধুর সম্ভাষণ, প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধিমত্তায় কি হন্দু কি মুসলমান সকলেরই প্রিয়পাত্র হন। বিশেষতঃ নিম্নোক্ত টনার পর হইতে প্রধান মন্ত্রী মুরার জগদেবের অত্যন্ত স্নেহ-াজন হন। জগদেব পঞ্চবিংশতিতমতুলার সময় হস্তী সহ তালিত হইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু হস্তী সহ কিরূপে তোলিত ইবেন তাহার উপায় নিরাকরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সে ঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। শাহাজী এ কথা শ্রবণ করিয়া হস্তী তৌল করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। শাহাজী প্রথমতঃ একটী ড় নৌকা আনয়নপূর্ব্বক তাহাতে হস্তী আরোহণ করাইয়া নৌকার জলনিমগ্ন স্থানে রেখা প্রদান করেন, অনন্তর হস্তী বতরণ করাইয়া যে পর্য্যন্ত উক্ত রেখাতে জলাগমন না করে ত পর্য্যন্ত ধান্য পূর্ণ করেন। বলা বাহুল্য হস্তী ও ধান্যের রিমাণ উভয়ই তুল্য হইল।

শাহাজীর নিজামসাহী রাজ্য হইতে গমন করার পর হইতে জামসাহী রাজ্য শোচনীয় দশার শেষ সীমায় উপনীত হয়। মাগলগণ বিজাপুরসহ মিলিত হইয়া ইহা বিভাগ করিয়া লইবার ন্য সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, কিন্তু দুর্ব্বল বিজাপুররাজ মোগলদিগের হিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়াতে বলবান মোগলেরা ারে ধীরে তাহা মোগল সাম্রাজ্যেরর সহিত মিলিত করেন।

মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের বখর ও মল্লাররাও, চিটনিস প্রভৃতির বখর এবং রেস্তা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এ অধ্যায়ে বহুল পরিমাণে সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শাহাজী গর্ভিণী জিজাবাইকে পথিমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, পরদিবস প্রাতঃকালে লুখজী জাধব মোগল সৈন্যসহ সে স্থানে আগমন করেন, তিনি প্রথমতঃ কন্যার তত্ত্ব লইতে অস্বীকৃত হন; কিন্তু পাছে যবন সৈন্য কর্তৃক কন্যার উপর কোন প্রকার অত্যাচার হয়, এই ভয়ে তাহাকে বন্দিনী করিয়া সিউনারী দুর্গে প্রেরণ করেন। জিজাবাই পিতার আচরণে ব্যথিত, যুদ্ধের লোমহর্ষণ স্থান হইতে ঈশ্বর কৃপায় রক্ষিত, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত ও প্রবল রাজনৈতিকবাত্যাবিপর্য্যস্ত হইয়া সিউনারী দুর্গে পিতার বন্দিনী! এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতে জিজাবাই আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। অভিমান, ক্রোধ, প্রভৃতি বৃত্তি নিচয়কে ধীরভাবে দমন করিয়া সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরের উপর আত্ম-সমর্পণ করেন। বীরপত্নী জিজাবাইয়ের গর্ভের প্রথমাবস্থা হইতে যুদ্ধের নানা প্রকার আলাপ এবং তোপ ও রণবাদ্য ধ্বনিতে কর্ণকুহর বধির হইত, স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে করিতে তাঁহাকে অনেক সময় দিবসরজনী অতিবাহিত করিতে হইত, যথাসময় আহার্য্য দ্রব্য না পাওয়াতে সময় সময় বুভুক্ষিতাবস্থায় সময় যাপন করিতে হইত, কখন বা তিনি জয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উল্লসিত, আবার কখন বা পরাজয় কথা শুনিয়া চিন্তাক্রান্তা হইতেন। শিবাজী গর্ভমধ্যে অবস্থান কাল হইতে মনুষ্যজীবনের নানা প্রকার অবস্থা ভোগ করেন।

দারপরিগ্রহ করেন, তাঁহার নাম তুকাবাই, ইনি মাহিতের কন্যা ও ব্যাঙ্কোজীর গর্ভধারিণী।

শাহাজী সরলতা, মধুর সম্ভাষণ, প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধিমত্তায় কি হিন্দু কি মসলমান সকলেরই প্রিয়পাত্র হন। বিশেষতঃ নিম্নোক্ত ঘটনার পর হইতে প্রধান মন্ত্রী মুরার জগদেবের অত্যন্ত স্নেহ-ভাজন হন। জগদেব পঞ্চবিংশতিতমতুলার সময় হস্তী সহ তৌলিত হইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু হস্তী সহ কিরূপে তৌলিত হইবেন তাহার উপায় নিরাকরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন। শাহাজী এ কথা শ্রবণ করিয়া হস্তী তৌল করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। শাহাজী প্রথমতঃ একটী দৃঢ় নৌকা আনয়নপূর্ব্বক তাহাতে হস্তী আরোহণ করাইয়া নৌকার জলনিমগ্ন স্থানে রেখা প্রদান করেন, অনন্তর হস্তী অবতরণ করাইয়া যে পর্য্যন্ত উক্ত রেখাতে জলাগমন না করে সে পর্য্যন্ত ধান্য পূর্ণ করেন। বলা বাহুল্য হস্তী ও ধান্যের পরিমাণ উভয়ই তুল্য হইল।

শাহাজীর নিজামসাহী রাজ্য হইতে গমন করার পর হইতে নিজামসাহী রাজ্য শোচনীয় দশার শেষ সীমায় উপনীত হয়। মোগলগণ বিজাপুরসহ মিলিত হইয়া ইহা বিভাগ করিয়া লইবার জন্য সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, কিন্তু দুর্ব্বল বিজাপুররাজ মোগলদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়াতে বলবান মোগলেরা ধীরে ধীরে তাহা মোগল সাম্রাজ্যের সহিত মিলিত করেন।

মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের বখর ও মল্লাররাও, চিটনিস প্রভৃতির বখর এবং ফেরেস্তা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এ অধ্যায়ে বহুল পরিমাণে সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শাহাজী গর্ভিণী জিজাবাইকে পথিমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, পরদিবস প্রাতঃকালে লুখজী জাধব মোগল সৈন্যসহ সে স্থানে আগমন করেন, তিনি প্রথমতঃ কন্যার তত্ত্ব লইতে অস্বীকৃত হন ; কিন্তু পাছে যবন সৈন্য কর্তৃক কন্যার উপর কোন প্রকার অত্যাচার হয়, এই ভয়ে তাহাকে বন্দিনী করিয়া সিউনারী দুর্গে প্রেরণ করেন। জিজাবাই পিতার আচরণে ব্যথিত, যুদ্ধের লোমহর্ষণ স্থান হইতে ঈশ্বর কৃপায় রক্ষিত, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত ও প্রবল রাজনৈতিকবাত্যাবিপন্যস্ত হইয়া সিউনারী দুর্গে পিতার বন্দিনী! এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতে জিজাবাই আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। অভিমান, ক্রোধ, প্রভৃতি বৃত্তি নিচয়কে ধীরভাবে দমন করিয়া সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরের উপর আত্ম-সমর্পণ করেন। বীরপত্নী জিজাবাইয়ের গর্ভের প্রথমাবস্থা হইতে যুদ্ধের নানা প্রকার আলাপ এবং তোপ ও রণবাদ্য ধ্বনিতে কর্ণকুহর বধির হইত, স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে করিতে তাঁহাকে অনেক সময় দিবসরজনী অতিবাহিত করিতে হইত, যথাসময় আহার্য্য দ্রব্য না পাওয়াতে সময় সময় বুভুক্ষিতাবস্থায় সময় যাপন করিতে হইত, কখন বা তিনি বিজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উল্লসিত, আবার কখন বা পরাজয় কথা শুনিয়া চিন্তাক্রান্তা হইতেন। শিবাজী গর্ভমধ্যে অবস্থান কাল হইতে মনুষ্যজীবনের নানা প্রকার অবস্থা ভোগ করেন।

পতিবিরহকাতরা জিজাবাই, সিউনারী দুর্গে আগমন করিয়া দুর্গাধিষ্ঠাত্রী শিবাইদেবীর মন্দিরে পূজা অর্চ্চনায় দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন এবং ভগবতীর নিকট পরম সৌভাগ্যশালী বীরকুলতিলক একটী পুত্ররত্ন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেন। পুত্র প্রসূত হইলে ভগবতীর নামানুসারে বালকের নামকরণ করিবেন, এইরূপ মানস করিয়া সর্ব্বদা দেবতা ব্রাহ্মণগণের পূজা, দান উপবাস ও ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্তা থাকিতেন।

একদা রাত্রিকালে জিজাবাই স্বপ্ন দেখিলেন ভগবান দেবাদিদেব মহাদেব কহিতেছেন ' জিজা! তোমার আচরণে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নানা প্রকার অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিব। দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তুমি আমাকে চক্ষুর অন্তরাল করিও না, তদনন্তর আমাকে যদৃচ্ছাক্রমে যথা তথা ভ্রমণ করিতে দিবে।” জিজাবাই প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আনন্দে বিহ্বল হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুল পরিমাণে ভোজ্য ও অর্থ প্রদান করেন। এইরূপ কিছুকাল পরে যথা সময়ে জিজাবাই ১৫৪৯ শকে* প্রভব নাম সম্বৎসরে বৈশাখ শুক্ল দ্বিতীয়া বৃহস্পতিবারে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। বালকের নাম দুর্গাধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীর নামানুসারে শিবাজী রক্ষিত হয়। জিজাবাইয়ের নির্ব্বিঘ্নে প্রসববার্ত্তা বিজাপুরে শাহাজীর নিকট প্রেরিত হইলে তিনি বার্ত্তাবাহককে স্বুবর্ণ বলয় এবং ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণকে বহুল পরিমাণে ভোজ্যাদি প্রদান করেন।

*১৬২৭ খৃঃ।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে প্রায় একই সময়ে দুইটি বীজ অতি সামান্যভাবে সংরোপিত হয়। কালক্রমে বীজদ্বয় এরূপ পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় যে তাহা প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়া প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ আচ্ছাদিত করে। প্রথম, বণিকবেশে ইংরাজের সুরাটে পদার্পণ। ইহার বিবরণ ইতিহাসজ্ঞ পাঠক সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। দ্বিতীয়, মহাভাগ শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাট্টা সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন। পরে মহারাট্টারা, ভারতের অদৃষ্ট-চক্র প্রায় দেড় শত বৎসর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

নিজামসাহিরাজ্যে শান্তি স্থাপনা হইলে, শাহাজী বিজাপুর দরবারের মধ্যস্থতায় আপনার পূর্ব্বতন জাইগীর ও স্ত্রীপুত্র পুনঃ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। তাৎকালিক কর্ম্মচারীরা, শাহাজীর ইহাতে ন্যায্য স্বত্ব সুতরাং তাহার উপর আর কোন রূপ আপত্তি উত্থাপন না করিয়া তাঁহাকে জাইগীর আদি পুনঃ প্রদান করেন। শাহাজী, শিবাজীর শিক্ষা এবং তাঁহার জাইগীর শাসনের জন্য দাদোজী কোণ্ডদেব নামক এক জন বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান বহুল জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করেন. তাঁহারই প্রযত্নে শিবাজী তৎকালে অদ্বিতীয় অশ্বারোহী লক্ষ্যভেদক, অস্ত্রপরিচালক এবং যুদ্ধবিদ্যা পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহারই উপদেশাবলী শিবাজীকে শৈশবকাল হইতে ভারতের শোচনীয় অবস্থা পরিচিন্তন এবং হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপনের আশা করিতে শিখায়।

দাদোজী কোণ্ডদেবের যত্নে শিবাজী ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। দাদোজী ক্ষত্রিয় শিশুকে পুস্তকাক্ষর

গণনায় দীক্ষিত করা অপেক্ষা বীররসে অভিষিক্ত করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট রামায়ণ মহাভারতাদি হইতে বীররসোদ্দীপক অংশ সকল পাঠ করিতেন। গোব্রাহ্মণের জন্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য, শত্রু আক্রমণ হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য, দুর্ব্বলকে বলবানের পীড়ন হইতে মুক্ত করিবার জন্য, ম্লেচ্ছগণের পাশবপীড়ন হইতে স্বীয় ধর্ম্মকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, ক্ষত্রিয়গণের এমন কি ব্রাহ্মণাদি অপর বর্ণত্রয়ের অস্ত্রধারণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, এরূপ শিক্ষা প্রদান করিতেন। দাদোজী বালক শিবাজীর কোমল হৃদয়ে রণস্থলের ভৈরব মূর্ত্তি, যুদ্ধনিহত ব্যক্তির স্পৃহণীয় পরলোক, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অসাধারণ বীরত্ব, স্বদেশপ্রেমিকতা, নিঃস্বার্থপরতা, সুন্দররূপে অঙ্কিত করেন।

বৃদ্ধ বহুদর্শী ব্রাহ্মণ দাদোজী, শিবাজীর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া মানবচরিত্র পরীক্ষা, অপরের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় গোপন প্রভৃতি রাজনৈতিক পণ্ডিতদিগের শিক্ষণীয় গুণ সকল তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে নিপুণতার সহিত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে শিবাজীরূপ উর্ব্বর ক্ষেত্রে দাদোজীর উপদেশরূপ অত্যুত্তম বীজ পতিত হইয়া কালে সুস্নিগ্ধ শ্যামল পত্র, ফল ও ছায়াযুক্ত বৃহদ্ বৃক্ষে পরিণত হয়। সকল ক্ষেত্রের ভাগ্যে এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন বীজ পতিত হয় না, আবার সকল বীজের ভাগ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এরূপ উর্ব্বর ক্ষেত্রও উপস্থিত হয় না, অধিকাংশ বীজ, মরুস্থলে বিকীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। দাদোজী ভাগ্যক্রমে এরূপ উর্ব্বর ক্ষেত্র এবং শিবাজী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বীজ প্রাপ্ত হন।

প্রায় ৭।৮ বৎসর পুত্রকলত্র হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় এবং পুত্রের অলৌকিক গুণপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিবার বাসনা অত্যন্ত প্রবলা হওয়ায়, শাহাজী, সিউনারী হইতে শিবাজী এবং জিজাবাইকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করেন। শাহাজী শিবাজীর নবদূর্ব্বাদলনিভ শ্যামবর্ণ, উন্নত ললাট, বিশাল নেত্র, ধনুকের ন্যায় ভ্রূ, তিলফুলসম অগ্রভাগনত নাসিকা, সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয়, সুগঠিত চিবুক, সুন্দর গ্রীবা, বিস্তৃত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুবিভক্ত অবলোকন করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া মুরাররাও প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণের সহিত শিবাজীর পরিচয় করিয়া দেন। তাঁহারা বালক শিবাজীর নির্ভীকতা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা সন্দর্শন করিয়া বিজাপুরাধিপের নিকট বালকের অনেক প্রশংসা করেন। নবাব কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সভা-মধ্যে শিবাজীকে আনয়ন করিবার জন্য শাহাজীকে বলিয়া পাঠান। শিবাজী তাঁহার সভাগমনের প্রস্তাব শুনিয়া পিতাকে কহিয়া পাঠান "আমরা হিন্দু, তাহারা যবন, অতি নীচ, তাহা অপেক্ষা নীচ জাতি আর কেহই নাই। তাহাদিগকে প্রণাম করিতে হইলে আমার প্রাণ যেন কণ্ঠাগত হয়। পথিমধ্যে গোবধ হইতে দেখিলে আমার হৃদয়ে অসংখ্য বৃশ্চিক-দংশন-যাতনা উপস্থিত হয়; ইচ্ছা করে এই সকল গোখাদকদিগের শিরঃ ছেদন করি। পাছে আপনারা বিরক্ত হন এই ভয়ে আমি এরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকি। যাহারা ধর্ম্মনিন্দা ও গোব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার করে, তাহারা যত কেন শক্তিশালী হউক না তাহাদিগের নিকট আমার যাইতে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি হয় না।

ঘটনাক্রমে তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে যে পর্য্যন্ত না বস্ত্র পরিত্যাগ করি সে পর্যান্ত আমি শান্তি প্রাপ্ত হই না।” শাহাজী পুত্রের হৃদ্‌গত ভাব অবগত হইয়া তিনি স্বয়ং ও জিজাবাই উভয়ে মিলিত হইয়া তাহাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কিছুতেই শিবাজীর দৃঢ় অধ্যবসায় বিচলিত হইল না। পিতা মাতা বারবা এইরূপ বলিলে অবশেষে শিবাজী কহিলেন “যাহারা গো ব্রাহ্ম ও দেবতার অনিষ্টসাধনে নিযুক্ত, যাহারা আমাদিগকে পশুর ন্যায় বিবেচনা করে, যাহারা আমাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়া আমাদিগকে দাসভাবে রাখিয়াছে, কেমন করিয়া সেই সকল ধর্ম্মবিদ্বেষী গোখাদক দস্যুদিগের নিকট গমন করিব? প্রাণ বহির্গত হইলেও আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উহাদিগের নিকট গমন করিব না। কিন্তু আপনারা আমার সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ সুতরাং আপনাদিগের আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।” শিবাজী বিষণ্ণ ভাবে এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। শাহাজী পুত্রের বিজাতীয় যবনবিদ্বেষ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ভীত হন নবাবের আদেশানুসারে এক দিন শাহাজী শিবাজীকে সঙ্গে করিয়া রাজসভায় গমন করেন, শাহাজী যথা রীতি নমস্কার করিয়া উপবেশন করিলেন, কিন্তু বালক শিবাজী কোন প্রকা প্রণাম না করিয়া উপবেশন করেন। নবাব শিবাজীর অভিবাদন না করার কারণ কি, মুরার রাওকে জিজ্ঞাসা করেন মুরার রাও পূর্ব্ব হইতে বালকের প্রকৃতি অবগত ছিলেন তা গোপন করিয়া তাহার অনভিজ্ঞতানিবেদন করেন। নবা শিবাজীর আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া নানা প্রকার অলঙ্কার এ সুন্দর পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া বিদায় প্রদান করেন। শিবা

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ ও স্নান করিয়া পবিত্র হন। শিবাজীর যবনবিদ্বেষ বাল্যকাল হইতে এরূপ দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল যে উহাদিগের উৎকর্ষ ইহাঁর সম্মুখে কীর্ত্তন করিলে মুখমণ্ডল আরক্ত, নিশ্বাস দ্রুতবেগে প্রবাহিত, শরীরে ঘর্ম্মোদ্গম প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকটিত হইয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিত। এরূপ অবস্থায় শিবাজীকে যবন রাজধানী মধ্যে রাখা হিতকর নহে বিবেচনা করিয়া শাহাজী, তাঁহাকে পুণাতে পাঠাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। তাঁহাদিগকে পুণাপ্রেরণের পূর্ব্বে শাহাজী শিবাজীর বিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন করেন। এ সময় শিবাজীর বয়ঃক্রম দশ বৎসর। কন্যার নাম সইবাই, তিনি শিরকেবংশের কন্যা, পরম গুণবতী ও রূপবতী ছিলেন, শিবাজী রাজনৈতিক প্রহেলিকায় অবসন্ন হইয়া পড়িলে সইবাই সুমন্ত্রীর ন্যায় যুক্তিযুক্ত উপদেশ প্রদান করিতেন; অনেক সময় তাঁহার উপদেশানুসারে শিবাজী পরিচালিত হইয়া অনেক দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পতিভক্তি অত্যন্ত প্রগাঢ় ছিল। জিজাবাই পুত্র ও বধূ সহ দাদোজী সমভিব্যাহারে পুণা প্রত্যাগমন করেন। দাদোজী বার্দ্ধক্যবশতঃ রাজকার্য্যকরণে অসমর্থ, এজন্য শাহাজীসমীপে পুণা প্রান্তস্থ জাইগীর শাসনের নিমিত্ত কয়েক জন উপযুক্ত মনুষ্যের প্রয়োজন ইহা জ্ঞাপন করেন। শাহাজী দাদোজীর কথানুসারে শ্যামরাও নীলকণ্ঠকে পেশওয়া*, কৃষ্ণ পন্তকে মজুমদার†, সনোপন্তকে দবীর‡ এবং রঘুনাথ

* পেশওয়া—সৈনিক ও রাজ্য শাসনবিষয়ক উচ্চতম কর্ম্মচারী।
† "অমাত্য স্যাৎ মজুমদার"।
‡ "যুক্ত্যভিজ্ঞো দবীর স্যাৎ"। ইতি রাজব্যবহার কোষ।

বল্লালকে সবনীস* পদে বরণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রেরণ করেন। তাঁহারা যথাসময় নির্ব্বিঘ্নে পুণায় উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। নূতন কর্ম্মচারীদিগকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান ও বিষয়কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক দাদোজী ঈশ্বরচিন্তা এবং শিবাজীর চরিত্র গঠনে মনোনিবেশ করেন। এই সময় তিনি শিবাজীর অবস্থানের জন্য পুণাতে বিখ্যাত রঙ্গমহল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ইহা শিবাজীর বড় ভালবাসার স্থল ছিল; মাতার সহিত তিনি অনেক দিন এই গৃহে অতিবাহিত করেন।

---

* "সবনীস স্তথা সেনা লেখক পরিকীর্ত্তিতঃ" ইতি রাজব্যবহার কোষ।

তৃতীয় অধ্যায়।

শিবাজীর বিজাপুর হইতে পুণা প্রত্যাগমনের সহিত তাঁহার চক্ষু হইতে একটি আবরণ উদ্ঘাটিত হইল। ভ্রমণকালীন, দাদোজী কোণ্ডদেবের ন্যায় শিক্ষক, শিবাজীর ন্যায় শিষ্যকে, কিরূপে স্বভাব পরিদর্শন করিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতে হয়, কিরূপে পরিদৃশ্যমান পদার্থের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে হয়, সে সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। শিবাজীকে, তিনি দেশের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইতে লাগিলেন। গ্রাম সকল যবনসৈন্য কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত, ভস্মীভূত ও অত্যাচার-প্রপীড়িত, ক্ষেত্র সকল অশ্বপদবিক্ষেপে মর্দ্দিত, কর্ত্তিত এবং বিধ্বস্ত, পুরুষ সকল অত্যাচার প্রপীড়িত, দারুণ দারিদ্র্য-রাক্ষসী-গ্রস্ত, জীর্ণ, শীর্ণ ও মুমূর্ষু। দেবালয় সকল খণ্ডিত, স্ফুটিত ও চূর্ণীকৃত। দাদোজী, শিবাজীর হৃদয়পটে এইরূপে দেশের অবস্থা চিত্রিত করেন। পুণা প্রত্যাগমনের পর হইতে, শিবাজীর হৃদয় হইতে জাত্যভিমান, ধনাভিমান প্রভৃতি নীচ শ্রেণীর অভিমান সকল দূর হইয়া তাহার স্থলে স্বদেশানুরাগ প্রকটিত হইল। এই সময় হইতে তিনি নিম্ন শ্রেণীস্থ পুরুষগণের সহিত প্রীতিভাবে মিলিতে আরম্ভ করেন, তাহারা বালক শিবাজীর প্রেমরজ্জুতে এরূপ দৃঢ়াবদ্ধ হয় যে তাহারা তাঁহার ইঙ্গিতে শয়ন, ভোজন, গমন, উপবেশন, এমন কি প্রাণ প্রদানেও কুণ্ঠিত হইত না। এই যে নিম্ন শ্রেণীস্থ পুরুষদিগের কথা আমরা উল্লেখ করিলাম তাহারাই শিবাজীর

বিখ্যাত মবলা সৈন্য। ভগবান রামচন্দ্রের ন্যায় শিবাজীর যত্ন, উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ে এই সকল অরণ্যবাসী অসভ্য বর্ব্বর এরূপ সুশিক্ষিত, যুদ্ধ-নিপুণ ও ক্লেশসহিষ্ণু সৈন্য হইয়াছিল যে তাহারা আলেকজেণ্ডার, প্রাচীন রোম ও হানিবলের সৈন্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না; তাহারা তুরস্কীয় সৈন্য জেনসীমারীগণের ন্যায় বিলাসপরায়ণ হইয়া অকর্ম্মণ্য হয় নাই। তাহারা নেপোলিয়নের ইম্পীরিয়াল গার্ড অপেক্ষাও প্রভুভক্ত ছিল। তাহাদিগের সহিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে, অরণ্যে অরণ্যে, মৃগয়া করাতে গিরিপথ সকল শিবাজীর এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিল যে কোন স্থানে উপলখণ্ড কিরূপ ভাবে অবস্থিত, কোন স্থানে নির্ঝরিণী ও নদী প্রবাহিত, কোন পথ দুর্গম বা সুগম, এবং কোন পথেই বা শীঘ্র বা বিলম্বে গমন করা যায় এ সকল বিষয় তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত হন।

যে সময় শিবাজী মবলাদিগের সহিত মিলিত হন সে সময় মবলা সম্প্রদায় হিরডস্, পবন, অন্দর আদি ভেদে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহারা প্রায় সর্ব্বদাই পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত থাকিত। শিবাজী তাহাদিগের অধিনায়কদিগকে একে একে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা বশীভূত করিয়া স্বয়ং তাহাদিগের নেতৃপদে আরূঢ় হন। মবলাগণও পূর্ব্ব-বৈর বিস্মৃত হইয়া সকলে এক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া একপ্রাণে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।

১৫৬৮ শকে* অর্থাৎ শিবাজীর ১৯ বৎসর বয়ক্রমের সময় বিজাপুররাজ কর্ণাটযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। শিবাজী এই সুযোগ

* ১৬৪৬ খৃঃ।

অবলোকন করিয়া স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভোর প্রদেশস্থ তোরণা দুর্গের প্রতি সলোলনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তোরণা দুর্গ পুণার দক্ষিণপশ্চিম নয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অসমসাহসিক শিবাজী দুর্গের প্রধান কর্ম্মচারীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া একদা মধ্যরাত্রিতে মবলা সহচরগণ সহ দুর্গ আক্রমণ এবং বিনা রক্তপাতে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন ও মবলাগণকে অনায়াসলব্ধ জয়োল্লাসে ভবিষ্যৎ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত প্রোৎসাহিত করেন। এই সময় হইতে তাঁহার বাল্যসহচর তানাজী মালস্থরে, স্থরেরাও কাঁকড়ে, বাজী ফসলকর, ষেসজী কঙ্ক, প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বহুবার্ষিক-রাজ্য-সংস্থাপন-যজ্ঞের প্রধান অধ্বর্য্য হইয়া আজীবন বিশ্বস্তভাবে ইহাতে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করেন।

শিবাজী তোরণাদুর্গ অধীনে আনয়ন করিয়া তাহার যে যে স্থান পুরাতন, বিপক্ষের আক্রমণ অসহ এবং সুগম ছিল সে সকল স্থান দুর্গম, দৃঢ় এবং নূতনরূপে নির্ম্মাণ করেন। দুর্গের এইরূপ জীর্ণ সংস্কার করিবার সময় এক স্থান খনন করিতে করিতে শিবাজী বহুল পরিমাণে সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হন। লোকসাধারণ শিবাজীর এই অর্থ প্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া তিনি সাধারণ লোক নহেন এবং পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ অনুগৃহীত এইরূপ ধারণা করিতে আরম্ভ করে।

দৈবানুকূল শিবাজী এই অর্থ দ্বারা তোরাণদুর্গ সম্পূর্ণ সংস্কার এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া তাহার এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী মুরবাদ নামক পর্ব্বতোপরি শত্রু-অভেদ্য

একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়। ইহাই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজগড়, এই দুর্গমধ্যে শিবাজী রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। শিবাজীর এই সকল কার্য্যপরম্পরা শাহাজীর কর্ণগোচর হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। পুত্রের এরূপ অসমসাহসিক কার্য্য দেখিয়া শাহাজী ভীত হইয়া অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া এরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ-পত্র লিখেন। দাদোজী কোণ্ডদেব, শিবাজীর কুশাগ্রীয়মতি ক্ষিপ্রকারিতা ও নির্ভীকতা দেখিয়া মনে মনে আহ্লাদিত কিন্তু এ সময়ে এরূপ করিলে শাহাজীর বিপদ হইতে পারে বিবেচনা করিয়া শিবাজীকে এরূপ কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইতে উপদেশ প্রদান করেন। শিবাজী পিতার আজ্ঞা এবং দাদোজীর উপদেশে কিছুদিন স্থির থাকিয়া পৈতৃক বিষয়ের উন্নতিকল্পে মন নিবেশ করেন। ১৫৬৯ শকে* দাদোজী কোণ্ডদেব সপ্ততি বৎসর বয়ক্রমে পদার্পণ করেন, বৃদ্ধের শরীর জরার আক্রমণে জীর্ণ, শীর্ণ, শিথিল ও রোগপ্রবণ। মৃত্যু আসন্নবর্ত্তী অবগত হইয়া তিনি এক দিন শিবাজীকে আহ্বান করিয়া উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়া কহেন "দেখ, শিব! মৃত্যু আমার আসন্নবর্ত্তী। আমাকে শীঘ্রই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অপর লোকে গমন করিতে হইবে। আমি পৃথিবীমধ্যে দীর্ঘকাল নানা অবস্থা ভোগ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তদনুসারে কার্য্য করিলে তুমি ইহকালে ও পরকালে শ্রেয়ঃ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তুমি অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে

* ১৬৪৭ খৃঃ।

গাত্রোত্থান করিয়া জগৎপাতা জগদীশ্বরের নাম স্মরণ পূর্ব্বক আপনাকে এইক্ষণ বিধ্বংসি সংসারের অন্তর্গত বিবেচনা করিয়া সুখে ও দুঃখে অবিকম্পিতভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবে। কখন ক্রোধ বা মোহের বশীভূত হইয়া পক্ষপাত করিয়া বিচার করিও না কিম্বা এক পক্ষ শ্রবণ করিয়া মত প্রদান অথবা সত্য পরিত্যাগ কখনই করিও না, সত্যই সকল ধর্ম্মের সার। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে সত্য সীমাবদ্ধ এবং মিথ্যা অসীম সুতরাং মিথ্যা বক্তার ইচ্ছানুসারে বর্দ্ধিত হয়। কখন অহঙ্কারী হইও না, সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়া অহঙ্কারী হইলে তাহাকে সকলে ঘৃণা করে। বিচারস্থলে স্বীয় মত স্থাপনের নিমিত্ত দুরাগ্রহী হইও না, কেন না, তুমি ভ্রান্তও হইতে পার। আমি সব বুঝি, এরূপ ভাব কখন বাক্যে, এমন কি আকার ইঙ্গিতেও প্রকাশ করিও না, বুদ্ধিমান ব্যক্তির ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয় দোষ। চাটুকারদিগের কথায় উল্লসিত হইও না, ধনবানদিগের ইহারা পরম শত্রু, যথার্থবাদী পণ্ডিতগণকে সম্মান ও অর্থ দিয়া পূজা করিবে, যেহেতু তাঁহারা যথার্থ মিত্র। সাধ্যানুসারে দেশপর্য্যটন করিবে এবং প্রত্যেক বিষয় সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করিবে, অন্যথা দেশপর্য্যটনের ফল প্রাপ্ত হইবে না। সূক্ষ্মদর্শী দেশপর্য্যটকের নিকট হইতে তত্ত্ব সকল অবগত হইবে, নিজের দেশের সহিত অপর দেশের তুলনা করিতে চহিবে এবং উৎকর্ষাপকর্ষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবে। ভোজন ও পরিধান বিষয়ে কখন আড়ম্বর করিও না ইহা মূর্খদিগেরই শোভা পাইয়া থাকে। সিদ্ধি, আফিং, গাঁজা, মদ্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্য হইতে অতি দূরে অবস্থান করিবে, এ সকল

পদার্থ মনুষ্যের পাপপ্রবৃত্তি সকলকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। শাস্ত্রে ইহারা অদেয়, অপেয়, অঘ্রেয় বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। পরস্ত্রী সংসর্গ হইতে আপনাকে বিশেষ করিয়া রক্ষা করিবে। পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন মহাপাপ থাকে তাহা হইলে মাদক সেবন ও পরস্ত্রীগমন অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন পাপ• আমার উপলব্ধ হয় না, ইহা মনুষ্যগণের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার উৎকট ব্যাধি আনয়ন করিয়া আত্মহত্যা সাধন করিয়া থাকে। আত্মহত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ অন্য কি আছে? আহার, নিদ্রা প্রভৃতি কার্য্য যত হ্রাস করিতে পার ততই শুভজনক। অপ্রমাণত কখন ভোজন করিও না, অজীর্ণ সকল রোগের মূল। আহার করিয়াই দশ ক্রোশ ঘোটকোপরি অক্লেশে গমন করিতে পার এরূপ ভাবে ভোজন করিবে। অতি ক্ষুদ্রতম কার্য্যও কাহারও উপর ভার দিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিও না; স্বীয় চক্ষে তাহা দেখিতে অভ্যাস করিবে। যত ধারণা করিবে ততই ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

অধীনস্থ ব্যক্তির ক্ষমনীয় অপরাধ হইলে তাহার জীবিকোচ্ছেদ করিও না; তাহাকে অন্য প্রকার দণ্ড প্রদান করিবে। এক প্রকার অপরাধে লোক ভেদে দণ্ড ভেদ করা উচিত; কেননা কাহারও পক্ষে বাকৃদণ্ড প্রাণদণ্ড অপেক্ষাও ক্লেশকর। রাজাই প্রজার পিতা ও মাতা, অতএব পিতামাতার ন্যায় প্রজার সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টা করিবে। প্রজা জ্ঞান ও ধনবান হইলে রাজারই কল্যাণ সাধিত হয়। যে রাজার প্রজা দরিদ্র ও মূর্খ তিনি রাজপদের উপযুক্ত নন। আয় বুঝিয়া ব্যায় করিবে। কথন মনের আবেগ বশতঃ বহুব্যয় করিও না, কৃপণের ন্যায়

সঞ্চয় করিবে এবং যথাকালে বিরক্তের ন্যায় ব্যয় করিবে। ক্রয় বিক্রয় কাল উদারতাপ্রদর্শনের সময় নহে; এ সময় কাঠিন্য অবলম্বন করা উচিত। বিষয়বাসনা চরিতার্থের নিমিত্ত রাজার এক কপর্দ্দক প্রজার অর্থ হইতে ব্যয় করা উচিত নহে; ইহাতে তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রত্যবায়গ্রস্ত হন। যেরূপ কেন দুরবস্থাতে পতিত হওনা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে এবং স্থিরভাবে সে ভাব দূর করিতে যত্নবান হইবে। কার্য্য পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যাহাতে মন্ত্রণা প্রকাশ না হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। কোন কোন রাজনৈতিক পণ্ডিত বলেন "যদি আমার শ্মশ্রু কোন রূপে মনভাব অবগত হয় তাহা হইলে আমি তাহা উৎপাটন করি।" আমি কিন্তু সকল সময় এতদূর কঠোর হইতে উপদেশ প্রদান করি না, বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহিত মত মিলন করা উচিত। রাজা সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও সুমন্ত্রীর আবশ্যক। যেরূপ, নৌকাতে কর্ণধার থাকিলেও তাহা ক্ষেপকের সাহায্যে অবলীলাক্রমে উর্ম্মীরাজী ভেদ করিয়া গন্তব্যস্থানে গমন করে, সেইরূপ, রাজা সুমন্ত্রীর সাহায্যে অনুদ্বেগে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পরম সৌভাগ্যলাভ করেন। আবাজী সোনদেব, সম্ভাজী কাবজী, শ্যামরাজ পন্ত, নেতাজী পালকর রঘুনাথ পন্ত, নরহর বল্লাল, মোরোপন্ত পিঙ্গলে, বালাজী আবজী, নিরাজী পন্ত, নিলোজী কাটকর, সোমনাথ পন্ত, গোমাজী নাইক, আন্নাজী দত্তো, বালকৃষ্ণ হণমন্তে, হংসাজী মোহিতে, কার্টোজী গুজ্জর, বিট্‌ঠল পিলদেব, শোষাপ্পানাইক প্রভৃতি পুরুষগণ সকলেই বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন, প্রভুভক্ত, ক্লেশসহিষ্ণু, স্বধর্ম্মপরায়ণ, দূরদর্শী, স্বদেশানুরক্ত এবং সকলেই গোব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মের জন্য প্রাণ প্রদান

করিতেও কাতর নহেন। ইহাঁরা সকলেই শূরবীর ও যুদ্ধপ্রিয়। ইহাদিগকে তুমি যথাযুক্ত বিনিয়োগ করিতে পারিলে অসাধারণ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে। আপন স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থের উপর কোন রূপে আঘাত প্রদান করিও না, এ বিষয়ে বিশেষ রূপে মনোযোগী হইবে। যে সকল কুলাঙ্গার নিজের স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থ বলি প্রদান করে, সেই সকল নররাক্ষস চিরকাল মনুষ্যসমাজ কর্ত্তৃক ধিকৃত হইয়া থাকে। মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক বন্দ্যনীয় মহাত্মা ও বীরগণের চরিত্র বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে সভা, বিরাট, বন, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা ও শান্তি পর্ব্ব এক মনে প্রতি দিবস কিছু কিছু শ্রবণ করিবে। বিদেশীয় ইতিহাস ও বীরপুরুষদিগের চরিত্র শ্রবণ করা উচিত। কোন দেশ হীনাবস্থা হইতে কি উপায়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং কোন কোন কারণেই বা অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে সেই সকল বিষয় সর্ব্বদা মনোযোগের সহিত চিন্তা করিবে, কোন মহাত্মা সম্পূর্ণরূপে শত্রুগণবেষ্টিত হইয়া কি উপায় অবলম্বন করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন, কি রূপেই বা মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত সৈন্য লইয়া সেনাপতিগণ সুশিক্ষিত সেনাদল পরাস্ত করেন ইত্যাদি বিষয় বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রবন করিবে। যেহেতু, ইতিহাসই একমাত্র মনুষ্যগণকে সকল কর্ম্মে উপযুক্ত হইতে শিক্ষা প্রদান করে। যদি কাহারও রাজনৈতিক পণ্ডিত হইবার বাসনা থাকে তাহা হইলে তাঁহার ইতিহাস অধ্যয়ণ করা উচিত। যদি কাহারও যোদ্ধা হইবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাঁহার ইতিহাস পাঠ করা বিধেয়। অধিক কি কহিব, ইতিহাসই জলন্ত উদাহরণ সহিত দর্শন শাস্ত্র। পিতা-

মাতাকে মনুষ্যরূপধারী দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে। তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিপরীত মনে মনে চিন্তা করাও পাপজনক। কখন তাঁহাদিগের বিপরীতাচরণ করিও না। কেহ তোমার নিকট কোন বিষয় আশা করিয়া আগমন করিলে একেবারে তাহার আশা সমূলে উন্মূলিত করিও না, বাসনা পূর্ণ করিতে না পারিলে মধুরসম্ভাষণে তাহার মন প্রবোধিত করিবে। স্বপ্নেও কাহার প্রতি কটুভাষণ করিও না। শত্রুকে সংহার করিবার সময়ও মধুর ভাষণ করিবে। যুদ্ধনিহত সৈন্যগণের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণকে প্রতিপালন করিবে; ইহাতে সৈন্যগণের মন প্রভুভক্তি-প্রবণ হয়। চরের দ্বারা স্বীয় ও পররাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি এবং জনসাধারণের অভিপ্রায় অবগত হইবে। নিজেও সময় সময় গুপ্তরূপে সকলের আভ্যন্তরীক চরিত্র অবগত হইবে। শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিও না, আহতশত্রুগণকে শুশ্রূষা, ঔষধ ও পথ্য প্রদান এবং আরোগ্য করিয়া সবিশেষ প্রশংসা পূর্ব্বক বিদায় প্রদান করিবে। আমি তোমাদিগের এস্থানে ২৫।৩০ বৎসর কার্য্য করিতেছি। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে ম[illegible]গণের চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি, ইহারা স্বভাবতঃ সরল, সত্যবাদী, প্রভুভক্ত, পরিশ্রমী ও ক্লেশসহিষ্ণু। ইহারা এরূপ সদ্গুণসম্পন্ন হইলেও জমীদারের পীড়নে ইহাদিগের উদরে অন্ন, পরিধানে বস্ত্র এবং শয়নের জন্য শয্যা নাই। ইহারা দরিদ্রতার প্রপীড়নে বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বিচরণ করিয়া থাকে। ইহারা বৎসরের অধিকাংশ সময় বন্য ফলমূল, কন্দ প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, ইহাদিগের এরূপ শোচনীয়

অবস্থা দেখিয়া আমি তোমার পরমপূজনীয় পিতার নিকট এ সকল বিষয় নিবেদন করি। তিনি আমার সহিত এক মত হইয়া ইহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে অনুমোদন করেন। তদবধি ইহাদিগের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারা স্বভাবতঃ সৈনিক কার্য্যের উপযুক্ত, প্রভুর জন্য প্রাণ প্রদান করিতে ইহারা পরাঙ্মুখ নহে। ইহারা বিশ্বাসঘাতকতার কথা অবগত নহে। তুমি ইহাদিগকে স্নেহের সহিত পালন করিবে। ইহারা রাজধানী বা রাজসভার আড়ম্বরের বিষয় কিছুই অবগত নহে; অতএব ইহাদিগের অভাব ও অভিযোগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিবে। ইহারা পার্ব্বত্য পথ ও দুর্গম প্রদেশ সকল সম্যকরূপে অবগত থাকায় অবলীলাক্রমে তাহা আরোহণ ও অবরোহণ করিয়া থাকে। তীর, বন্দুক ও তরবারি প্রয়োগে ইহারা অত্যন্ত প্রবীণ। কোন রূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে আর অপর খাদ্যের অভিলাষ করে না। স্বামী যাহা বেতন বা কৃপা করিয়া পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। ইহাদিগের দ্বারা তুমি অনেক শ্রমসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে। তোমাকে অধিক আর কি বলিব সর্ব্বদা দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে এবং ধর্ম্মপথ হইতে কখন বিচ্যুত হইবে না। প্রজা যে কোন জাতি হউক না কেন তাহাদিগকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিবে। তাহাদিগের ধর্ম্মের উপর কখন আঘাত করিবে না! কেন না রাজা ধর্ম্মস্বরূপ। তোমাকে একটি কথা কহিব, বিষয়টি পালন করিতে বিশেষ যত্নবান হইবে—কুসংসর্গ হইতে আপনাকে যত্নের সহিত রক্ষা করিবে।

পুস্তক মূর্খের হস্তগত হইলে তাহার সদ্গুণরাজি যেরূপ ঘোর তমসাবৃত হয়, সেইরূপ অসৎসংসর্গ মানবমনকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া থাকে।” দাদোজী এই সকল কথা কহিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। শিবাজী দাদোজীর এই সকল মহামূল্য উপদেশ হৃদয়পটে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াও সর্ব্বদা তদ্বিষয়ক চিন্তা করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন।

দাদোজী দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন, জিজাবাই ও শিবাজীর সমস্ত সেবা ব্যর্থ হইল ; এখন তাঁহার আরোগ্য আশা চিকিৎসকগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল। শিবাজী, জিজাবাই এবং তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার নিকট হইতে অন্যত্র গমন করেন না, সর্ব্বদাই নিস্তব্ধভাবে দাদোজীর পার্শ্ব-দেশে উপবেশন করিয়া ক্লেশ দূর করণের নিমিত্ত যত্নবান। দাদোজী মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে মূর্চ্ছিত হন, মূর্চ্ছাবসানে সংজ্ঞা লাভ করিয়া শিবাজীকে সন্নিকট আসিতে ইঙ্গিত করেন এবং ধীরে ধীরে বলেন “ দেখ শিব ! তুমি যে কার্য্য করিবার নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর হইয়াছ ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কার্য্য আর নাই, তুমি গো, ব্রাহ্মণ ও দেশের কল্যাণার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়াছ ইহা অপেক্ষা অত্যুত্তম সন্ন্যাস কি হইতে পারে ? তুমি স্বধর্ম্মের উন্নতির জন্য যে উৎকট দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়াছ ইহা অপেক্ষা ঘোরতর তপস্যা আর কি হইতে পারে ? তোমার এই মঙ্গলময় কার্য্যে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর সহায় হউন। তোমাকে এই পরম কল্যাণকর কার্য্যে নানাপ্রকার অভাবনীয় বিপদ, ক্লেশ ও দুঃখে পতিত হইতে হইবে, সাবধান ! সেই সকল পরীক্ষাস্থলে যেন কদাচ ম্রিয়মাণ হইও না, পরমেশ্বরে

একাগ্র চিত্ত হইবে, তাঁহার কৃপাতে সকল প্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। কর্ত্তব্যকর্ম্মবোধে কার্য্য করিবে কর্ম্ম সফল বা বিফল হইলে তাহাতে সুখী কিম্বা দুঃখিত হইও না, এরূপ অভ্যাস করিতে যত্নবান হইবে।" এই বলিয়া দাদোজী নিস্তব্ধ হইলেন। শিবাজীর মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল, হৃদ্গহ্বর হইতে শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়া মুখকমল আরক্তিম করিল, দাদোজীর আজ্ঞায় শিবাজীর হৃদয় অপার আনন্দে ভাসমান হইল। আবার যখন দেখিলেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ গুরু মৃত্যুশয্যায় শায়িত এমন কারুণিক গুরু আর প্রাপ্ত হইবেন না, এরূপ সকল শাস্ত্রের সার উপদেশাবলী আর শ্রুতিগোচর হইবে না, তখন তাঁহার মুখকমল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ এবং নেত্র হইতে শিশিররূপ অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়া মুখপ্রভাকে দূর করিল। কি অদ্ভুত দৃশ্য! দাদোজীর এখন বারংবার মূর্চ্ছা হইতেছে, কথা কহিতে তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশ হয়, মূর্চ্ছাবসানের পর ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমার মস্তক একটু উচ্চ করিয়া ধর" ইহা কহাতে তাঁহার সহধর্ম্মিনী মস্তক উত্তোলন করিয়া ধরিলেন, অবিলম্বে মৃত্যুর চিহ্ন সকল লক্ষিত হইতে লাগিল, এরূপ সময়েও তাঁহার স্মরণশক্তির লোপ হয় নাই।

"অন্তকালে চ মামে ব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।"

এই গীতা-বাক্য উচ্চারণ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। ইহার পরেই তাঁহার পাঞ্চ ভৌতিক শরীর পঞ্চ ভূতে মিলিত হইল। দাদোজী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী অসহনীয় নববৈধব্যযন্ত্রণায় মূৰ্চ্ছিত হইয়া

পতিতা হন। এই মূর্চ্ছা হইতে তাঁহাকে আর গাত্রোত্থান করিতে হইল না, পতির সহিত অক্ষয় লোকে গমন করিলেন। দাদোজীর বিয়োগ অপেক্ষা তাঁহার গুণবতী পত্নী-বিয়োগদুঃখ সকলকে অধিকতর দুঃখিত করিল।

দাদোজী, পুণা প্রদেশের অন্তর্গত শিরুরের সন্নিকট মলটন নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ এই গ্রামের কুলকর্ণীর (গ্রামের হিসাব রক্ষক) কর্ম্ম করিতেন। যে সময় শাহাজী আহমদনগররাজ্য রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন সে সময় দাদোজী তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিতেন, তিনি কোণ্ডদেবের প্রখর বুদ্ধি, কার্য্যতৎপরতা, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুণা ও সুপ জাইগীর শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। দাদোজী অল্প কালের মধ্যে ইহার আয় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অরণ্য সকল কর্ত্তন এবং হিংস্র জন্তু বধের নিমিত্ত পুরস্কার স্থাপন করেন। তিনি ভূমির উৎপন্ন অনুসারে করস্থাপন করেন এবং বিশেষ করিয়া মবলাগণের উন্নতির জন্য অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার নিপুণতায় শাহাজীর জাইগীরের আয় প্রায় চত্বারিংশৎ সহস্র মুদ্রা হইয়াছিল। তাঁহার বিচারে প্রজা সকল যেরূপ অনুরক্ত, শাহাজীও সেইরূপ প্রীত ছিলেন। তিনি অপক্ষপাতী বিচারক এবং কঠোর নৈতিক পুরুষ ছিলেন। তিনি কিরূপ কঠোরতার সহিত নীতিপথ অনুসরণ করিতেন, নিম্নের উদাহরণে তাহা বেশ ব্যক্ত হয়। এক সময় তিনি কতিপয় সহচরসহ উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, একটি আম্রফল বৃক্ষ হইতে ছিন্ন করেন। তাহা গ্রহণ করিয়াই তাঁহার মন মধ্যে "আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম! আমি এ স্থলের সর্ব্ব-

প্রধান কর্ম্মচারী, আমি যদি প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত স্বীয় ভোগ সাধনের নিমিত্ত এই রূপে দ্রব্য সকল গ্রহণ করি তাহা হইলে নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ এরূপ অবৈধ কার্য্য করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইবে না;" এরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি ইহার দণ্ডস্বরূপ কোষ হইতে তরবারি মুক্ত করিয়া হস্ত কর্ত্তণে উদ্যত হন। তাঁহার এ অদ্ভুত ব্যবহার দেখিয়া পার্শ্বস্থ সকল লোক পটাঙ্কিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হন, অবশেষে সকলের প্রার্থনায় এ লঘু পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত হইতে নিবৃত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এরূপ জঘন্য হস্তে কথন আবরণ প্রদান করিবেন না, এতদনুসারে তিনি আজীবন এক হস্ত-যুক্ত জামা পরিধান করেন! কি রাজকার্য্য, কি গৃহকার্য্য, সকল বিষয়েই তিনি এইরূপ কঠোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার এইরূপ স্বভাব শিবাজীতে অনেক পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল।

মৃত্যুকালীন দাদোজীর উপদেশ, মলহার রাও চিটনিস প্রভৃতির বখর হইতে এ অধ্যায়ে বহুল পরিমাণে সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

দাদোজীর মৃত্যুর পর হইতে শিবাজীর স্কন্ধে পৈত্রিক সম্পত্তির শাসনভার পতিত হওয়াতে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র প্রভূত পরিমাণে প্রসারিত হয় এবং এক্ষণ হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হন। পরাধীন দেশে কিরূপ ভাবে কার্য্য করিলে পরিণামে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, কিরূপ নীতিরই বা অনুসরণ করিলে, যদি অকৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যপরম্পরা, ভবিষ্যতে যাঁহারা এরূপ পবিত্র উদ্যম করিবেন, তাঁহাদিগের কার্য্যপথে কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে না পারে, এই সকল গভীর প্রশ্ন মীমাংসায় সর্ব্বদা নির্জ্জনে চিন্তা-নিমগ্ন থাকিতেন।

দাদোজীর মৃত্যুর পর শিবাজী, শাহাজীর নিকট হইতে সঞ্চিত ধন প্রেরণের জন্য এক খানি পত্র প্রাপ্ত হন। শিবাজী, এসময় সঞ্চিত অর্থ হস্তচ্যুত করা বিধেয় নহে বিবেচনা করিয়া, পত্রবাহক দ্বারা গুরুদেবের মৃত্যুকথা এবং দরিদ্র দেশে নূতন রাজস্ব ও শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন জন্য ব্যয়াধিক্য হইতেছে সুতরাং এরূপ অবস্থাতে অর্থ প্রেরণ অসম্ভব ইত্যাদি কথা কহিয়া তাহাকে পিতার নিকট পুনঃ প্রেরণ করেন।

শিবাজী কেবল চিন্তা করিয়া সময় অতিবাহিত করিবার লোক নহেন; কিন্তু চিন্তিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। তিনি প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ-রক্ষণ-ইচ্ছা

উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, সকলকে স্বীয় স্বীয় শোচনীয় অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এরূপ শোচনীয় অবস্থাতে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিলে দুঃখ ঘোরতর রূপে ঘনীভূত হইয়া আক্রমণ করিবে, সুতরাং স্ত্রী-পুত্র ও জননী জন্মভূমির জন্য, অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সকলকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি পরাধীনতার দুর্ব্বিসহ দুঃখ কিরূপ ভয়াবহ তাহা মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর পুরুষগণের হৃদয়ে, বিশদরূপে অঙ্কিত করিয়া দিতে ও স্বাধীনতার স্বর্গীয়সুখ অনুভব করিতে তাঁহারা যত দূর সক্ষম, আপনাদিগকে উচ্চ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ধনবান বলিয়া যাঁহারা পরিচয় প্রদান করেন তাঁহারা তত দূর সক্ষম নহেন, এই তত্ত্ব সকলকে বুঝাইতে প্রারম্ভ করেন। ধনবানেরা অধিকাংশই পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে রত হওয়াতে প্রায়শঃ অল্পায়ু হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোক দ্বারা পৃথিবীর মহৎ কার্য্য অতি অল্পই সাধিত হইয়াছে, তাহারা অধিকাংশ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, যদি বা কেহ এই সকল দোষনির্ম্মুক্ত হয়, যখন দেশের স্বার্থের সহিত তাহাদিগের স্বার্থের সংঘর্ষণ- হয় তখন তাহারা একেবারে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে। এজন্য শিবাজী ইহাদিগের নিকট সহায়তা প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর লোক সকলকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করেন। পৃথিবীমধ্যে তাহাদিগকে মায়াজালে আবদ্ধ করিবার পদার্থ অত্যন্ত অল্প। সংসারমধ্যে পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র এবং তাঁহাদিগের ভরণপোষণই উহাদিগের চিন্তার একমাত্র বিষয়; অতি অল্পেতেই ইহাদিগকে চিন্তানির্ম্মুক্ত করা যাইতে পারে। নিশ্চিন্ত পুরুষই কার্য্যকারী হইয়া

থাকে। শিবাজীর ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীস্থ পুরুষগণ তাঁহার সহিত মিলিত ও ব্যক্তিগত স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া আপন আপন ধন, সময় ও শক্তি স্বদেশের উন্নতি কল্পে বিনিয়োগ করে।

শিবাজীর স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের উৎকট ইচ্ছা, যবনগণের দুর্বৃত্ত বৃত্তি দমনের নিমিত্ত অসাধারণ অধ্যবসায় এবং হৃদয়োন্মত্ততাজনক বীররসপরিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া চাকান দুর্গের হাবিলদার ফেরঙ্গজী নরসালার হৃদয়ে স্বদেশাভিমান ও স্বধর্ম্মরক্ষণ-প্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ হয়। প্রসুপ্ত সিংহের ন্যায় ফেরঙ্গজী জাগরিত হইয়া দুর্গ ও তরবারির সহিত শিবাজীর চরণতলে শরীর ও মন অর্পণ করিলেন। শিবাজী চাকান দুর্গ প্রাপ্তি অপেক্ষা ফেরঙ্গজীকে প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর আহ্লাদিত হইয়া চাকান দুর্গ যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহারই হস্তে তাহার শাসন ভার প্রদান করেন।

শিবাজী চাকান দুর্গ অধীনে আনয়ন করিয়া সুপ প্রদেশের প্রধান কর্ম্মচারী বিমাতার ভাই * শম্ভাজী মোহিতেকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা মরুস্থল-নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় সমস্ত ব্যর্থ হইলে শিবাজী অনন্যোপায় হইয়া নিম্নোক্ত প্রকারে তাঁহাকে বন্দী করিয়া পিতার নিকট প্রেরণ করেন। ফাল্গুন মাস, দোলযাত্রা সমীপবর্ত্তী, শিবাজী পার্ব্বনী গ্রহণের ভাণ করিয়া মোহিতের নিকট উপস্থিত হন এবং সুযোগক্রমে কৌশলপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার কথানুসারে কার্য্য করিবার জন্য অনেক অনুনয় ও

* চিটনীস ইহার নাম বাজী মোহিতে কহেন।

অনুরোধ করেন। কিন্তু গর্ব্বিত মোহিতে ভাগিনেয়ের (বিশেষতঃ সহোদরার সপত্নীপুত্র) অধীনে কার্য্য করা অপমানজনক বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অস্বীকৃত হন। শিবাজী মাতুলকে যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বক পিতার নিকট প্রেরণ করেন। শিবাজীর এই ব্যবহারে কেহ কেহ তাঁহার উপর দোষারোপ করেন। একটু মনোযোগের সহিত বিচার করিলে ইহাতে শিবাজীর শিষ্টতাই প্রতীয়মান হয়। মোহিতে শিবাজীর অধীনস্থ এক জন প্রধান কর্ম্মচারী, শিবাজীর ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হইলে, তিনি উদাসীন ভাব অবলম্বন বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি এ প্রক্রিয়া অলম্বন না করিয়া তাঁহার কার্য্যের বাধা দিতে চেষ্টা করেন, এরূপ অবস্থায় শিবাজীকে অগত্যা এ উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

শিবাজী সুপ প্রদেশ আপন অধীনে আনয়ন করিয়া তিন শত ঘোটক, বহুল পরিমাণে বস্ত্র ও অন্যান্য নানা প্রকার দ্রব্য হস্তগত করেন। মোহিতের অবস্থা দেখিয়া বারামতী, ইন্দপূর প্রভৃতি প্রদেশের কর্ম্মচারীগণ বিনা আপত্তিতে শিবাজীর নিকট রাজস্ব প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

শিবাজী এক্ষণে স্বয়ং কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মানকোজী দহাতোণ্ডে নামক এক জন অসীম সাহসী, সকল প্রকার ভীতিজনক কার্য্যে অগ্রগামী, বীরপুরুষকে সেনাপতি, শ্যামরাও নীলকণ্ঠকে পেশওয়াপদে নিয়োগ এবং দুর্গাদি গ্রহণে যাঁহারা বীরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ‘ সরদার” উপাধি প্রধান করিয়া প্রোৎসাহিত করেন। শিবাজী কোন প্রদেশ হস্তগত করিলে তাহার শাসন বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে

মনোযোগ করিতেন, ইহা তাঁহার প্রথম বিজয় হইতেই পরিলক্ষিত হয়।

শিবাজীর পরাক্রম, স্বদেশহিতৈষিতা ও নির্ভিকতা, যুবক তানাজীর হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া তাহাকে বীররসে পরিপূর্ণ করে। তিনি শয়নে স্বপনে হিন্দু স্বাধীনতাসূর্য্য অবলোকন করিতেন। বীরাগ্রগণ্য তানাজী শিবাজীর অদ্ভুত কার্য্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া এক দিন তাঁহার নিকট আগমন করিয়া আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক অতীব দুর্গম কোণ্ডনা দুর্গ আক্রমণ বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শিবাজী তাঁহার প্রস্তাব প্রীতির সহিত অনুমোদন করিয়া কহেন, মুসলমানদিগের হস্ত হইতে ইহা উদ্ধার করিতে পারিলে আপনাকে ইহার শাসনকর্ত্তা পদে প্রতিষ্ঠিত করিব।

পরম সাহসী তানাজী গোপন ভাবে দুর্গের বিশেষ বিবরণ তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হইয়া শিবাজীর নিকট বর্ণন করেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় বীরবর তানাজী মৃত্যুভয়-বিরহিত, দৃঢ়-শরীর, ক্লেশসহিষ্ণু, বলবান মবলাসৈন্য নির্ব্বাচিত করিয়া কোণ্ডনা দুর্গ আক্রমন করিতে গমন করেন। নিশ্চিন্ত যবনগণ মোহ-নিদ্রায় অভিভূত, প্রহরী সকলও মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট; তানাজী-প্রমুখবীরগণ দুর্গপ্রাচীর অতিক্রমণ করিয়া অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। প্রসুপ্ত মুসলমানগণ অচিন্তনীয় শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এবং অস্ত্রাগার অগ্রেই আক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া, যুদ্ধ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া পরাভব স্বীকার করে।

শিবাজী তানাজীর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, ক্ষিপ্রকারিতা ও নির্ভীকতা দেখিয়া কোণ্ডনা দুর্গের প্রাচীন নাম পরিবর্ত্তন

করিয়া তানাজীর পরাক্রমদ্যোতক ইহার নাম সিংহ গড় প্রদান করেন এবং পূর্ব্ব কথানুসারে তাঁহাকে ইহার শাসনকর্ত্তা-পদে নিয়োগ করিয়া সম্যক প্রকারে ইহার আত্মরক্ষা এবং শত্রু-আক্রমণ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। মুসলমানদিগের সহিত অনতিবিলম্বে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবি বুঝিয়া শিবাজী দুর্গ সকল ধান্যাদি খাদ্য দ্রব্য এবং যুদ্ধোপযোগী পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। দুর্গ সকল যে যে স্থানে জীর্ণ এবং অক্লেশে অতিক্রমনীয় ছিল সে সকল স্থান পুনঃ সংস্কার ও দুর্গম করিলেন। মাবলাগণকে নিদ্রা তন্দ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতর্ক ভাবে দুর্গ রক্ষার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। শত্রুগণ যাহাতে তাঁহাদিগের ন্যায় অকস্মাৎ আক্রমণ করিতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি দিতে কহিলেন। যুদ্ধের সম্ভাবনা থাক্ বা না থাক্ সৈন্যগণকে সর্ব্বদা যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত থাকিতে উপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে দুর্গসকল নিয়মাবদ্ধ করিয়া নূতন তিন হাজার অশ্বারোহী এবং দশ হাজার মাবলা পদাতি, সৈন্যমধ্যে নিযুক্ত করেন। বিপক্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া শিবাজী মাতার নিকট পুণা প্রত্যাগমন করিলেন। পুণা আগমন করিয়া শ্রবণ করিলেন, পুরন্দরের ব্রাহ্মণ দুর্গাধ্যক্ষ নীল কণ্ঠরাওয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্রত্রয় দুর্গাধিকার জন্য বিবদমান হইয়া শিবাজীকে মধ্যস্থরূপে আহ্বান করেন। শিবাজী ভ্রাতৃত্রয়ের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া তাহাদিগকে জাইগীর ও উচ্চপদ প্রদান করিয়া স্বয়ং দুর্গ গ্রহণ করেন।

কেহ কেহ শিবাজীকে দুর্গ গ্রহণাপরাধে অপরাধী করিয়া থাকেন। বহুদর্শী শিবাজী যদি সে সময় দুর্গ গ্রহণ না করিয়া

নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্য কোন প্রবল ব্যক্তি তাহা অধিকার করিয়া লইত। যাহারা আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ তাহাদিগের হস্তে পুরন্দরের ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ় দুর্গ ন্যস্ত করা কোনরূপে রাজনীতিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া, শিবাজী তাহার শাসনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে শিবাজীর দূরদর্শিতা উপলব্ধি হয়। শিবাজী পুরন্দর দুর্গ গ্রহণ করিয়া মোরোপন্ত পিঙ্গলের হস্তে তাহার শাসন ভার অর্পণ করেন।

দাদোজী কোণ্ড দেবের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে শিবাজী বিনা রক্তপাতে চাকান ও নিরার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের অধিপতি হন; এবং দাদোজী কোণ্ডদেবের উপদেশ প্রত্যেক অক্ষরানুসারে পালন করিতে আরম্ভ করেন।

বিজাপুররাজ শিবাজীর ক্রিয়াকলাপের প্রথমাবস্থা ভালরূপে বুঝিতে না পারাতে তিনি অতি শীঘ্র পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। অবশেষে তাঁহারা আপনাদিগের অনভিজ্ঞতা অবগত হইয়া সর্ব্বদা পরিবেদনা করিতেন। বিজাপুর দরবারের, শিবাজীর কার্য্যের প্রতি প্রথমাবস্থাতেই, দৃষ্টি আকর্ষণ না হইবার তিনটি প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে শিবাজী আপন জায়গীরের সুব্যবস্থা করিতেছেন, সুতরাং তাহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন; এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত করেন।

দ্বিতীয়তঃ। শাহাজী বিজাপুর দরবারের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজপুরুষ, তাঁহার পুত্র বিজাপুরের বিপক্ষে কার্য্য

করিবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। শাহাজীর বন্ধুবর্গও এবিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, এজন্য অপরে কেহ এ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে সাহসী হইতেন না।

তৃতীয়তঃ। সে সময়ে বিজাপুররাজ কর্ণাটযুদ্ধে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। শাহাজীর বুদ্ধিমত্তায় ও বীরতায় সেই যুদ্ধে শত্রু সকল করদীকৃত হইতেছে শ্রবণ করিয়া সকলেই আহ্লাদিত সুতরাং তাঁহার পুত্রের রাজ্যাক্রমণ বিষয় কেহ সম্যকরূপে আলোচনা করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইতেন না। শিবাজী এরূপ অনুকূল সময়ে সৈন্য, দুর্গ ও ধনবলে বলীয়ান এবং ভবিষ্যৎ কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার সময় প্রাপ্ত হন। এইরূপে শিবাজী আপন অসাধারণ বুদ্ধিবলে বিনা রক্তপাতে গোব্রাহ্মণ রক্ষা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপন, যবনগণকে জন্মভূমি হইতে বিদূরিত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া হিন্দু বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

১৫৭০ শকে* শিবাজী একবিংশতি বৎসর বয়সে পদাক্রমণ করেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সর্ব্বোপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিজাপুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষা করিতে উপযুক্ত বিবেচনা করেন। একবিংশতিবর্ষীয় যুবক অসীম মানসিক শক্তি-বলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া একজন পরাক্রান্ত নৃপতির প্রতিদ্বন্দ্বীপদে দণ্ডায়মান, তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও দূর-দর্শিতা অনেক রৌপ্যমণ্ডিত-মস্তক বর্ষীয়ান্‌গণকে ব্যাকুলিত ও তাঁহার যুদ্ধনিপুণতা অনেক বহুদর্শী যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত-বৃন্দকে বিমোহিত করিয়াছিল। এ সময়ে শিবাজী এরূপ ক্ষিপ্র-কারিতার সহিত কার্য্য করিতেন যে তাহা কল্পনা করিলে বিস্ময়া-পন্ন হইতে হয়। তিনি দুর্গের পর দুর্গ জয় ও নির্ম্মাণ, গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর আক্রমণ ও পরাজয় করিতে প্রারম্ভ করেন। শিবাজী এরূপ প্রতীত হইতে লাগিলেন যেন তিনি বহুরূপ ধারণ করিয়া যুগপৎ সকল স্থানে সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেছেন। শিবাজী, নেতাজী পালকর, ফেরঙ্গজী নরসালা, তানাজী মালস্বরে, মোরোপন্ত পিঙ্গলে প্রভৃতি বীরগণসহ কোলাবা এবং ভোর প্রদেশস্থ দুর্গ সকল আক্রমণ করেন, এই সকল দুর্গ আক্রমণকালে তাঁহাদিগের উদ্ভাবনী-শক্তি বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। কখন বা তাঁহারা কৃষকবেশে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতেন এবং তৃণমধ্যে লুক্কায়িত অস্ত্রদ্বারা

* খৃঃ ১৬৪৮।

দুর্গবাসিদিগকে আক্রমণ করিতেন; ইত্যবসরে বনস্থিত প্রচ্ছন্ন সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতেন। কখন বা দুর্গস্থ সৈন্যগণকে উৎসবনিমগ্ন অবগত হইয়া অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিতেন। কখন বা অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি ও অন্ধকারযুক্ত রজনীতে ধীরে ধীরে দুর্গ-প্রাচীর অতিক্রমণ করিয়া অবলীলাক্রমে দুর্গ অধিকার করিতেন। কখন বা অল্পসংখ্যক সৈন্য দুর্গাক্রমণ করিয়া আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিতেন, ইহাতে দুর্গস্থ সৈন্য বিজয়োল্লাসে অধিক পরিমাণে দুর্গবহির্ভাগে তাঁহা-দিগকে দূরতর প্রদেশে অনুসরণ করিলে অন্য সৈন্যদল আসিয়া উদ্ঘাটিতদ্বার, শূন্যপ্রায় দুর্গ আক্রমণ করিয়া অবলীলাক্রমে পরাজয় করিতেন। এইরূপ নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া কাগারী, তিকোনা, লোহগড়, রাজমাচী, কুবারী, ভোরোপ, ঘনগড় কোলনা প্রভৃতি দুর্গ পরাজয় করেন। যে সময় শিবাজী এই সকল দুর্গ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সে সময় ব্রাহ্মণবীর আবজী সোনদেব কতকগুলি অমিতপরাক্রম, ক্লেশসহিষ্ণু সবলা সৈন্য নির্ব্বাচিত করিয়া বোম্বাইয়ের নিকট কল্যাণ নামক সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর আক্রমণ করেন। ইহার শাসনকর্ত্তা মুলানা আহমদ সোনদেব কর্তৃক অকস্মাৎ আক্রান্ত ও সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া পুত্রবধূসহ বন্দী হন। আবজী বিজয়লব্ধ দ্রব্য সহ মুলানাকে শিবাজীসকাশে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং কল্যাণের শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা চার্ব্বাঙ্গী স্ত্রীরত্ন স্বহস্তে প্রদান করিবার জন্য শিবাজীসমীপে গমন করেন। সোন-দেব মনে করিয়াছিলেন এরূপ স্ত্রীরত্ন প্রাপ্ত হইয়া শিবাজী

কতই আহ্লাদিত এবং কতই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন সোনদেবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পূর্ণ সভাতে শিবাজী বন্দিনীসহ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে কহেন "যদি আমাদিগের গর্ভধারিণী এইরূপ সুন্দরী হইতেন তাহ'লে আমরাও এইরূপ পরম সুন্দর হইতাম সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্র ও ভূষণ প্রদান ও সুরক্ষিত করিয়া বিজাপুরে প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন। অনন্তর সভ্যবৃন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহেন "যিনি অণুমাত্র যশোপার্জ্জন-বাসনা হৃদয়মধ্যে পোষণ করেন, স্বপ্নকালেও তাঁহার পরস্ত্রী প্রাপ্তিকামনা করা উচিত নহে। পুরাকালে প্রবল পরাক্রান্ত রাবণাদি নৃপতিবর্গ পরস্ত্রীতে মোহিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রজাগণ রাজার পুত্র ও কন্যা. যিনি এবম্বিধ পবিত্র সম্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিয়া পাশব প্রবৃত্তি পরিপূরণে রত হন তিনি অচিরে ধ্বংস ও অনন্ত নরকে নিমগ্ন হন। শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ভূয়োভূয়ঃ আদেশ করিয়াছেন; তাঁহাদিগের আজ্ঞা কোন প্রকারে উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে।" শিবাজীর এরূপ উদাহরণ সহস্র সহস্র উপদেশ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ সন্দেহ নাই।

কল্যাণ পরাজয়ের কথা বিজাপুরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শিবাজী কোকণ ও কল্যাণ প্রদেশের দুর্গ সকল অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যে সকল গিরিপথ অরক্ষিত ছিল তথায় দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিয়া সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। এই সময় রায়রীর নিকট লিঙ্গানা এবং ঘোসালার নিকট বিথাড়ি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

শিবাজী আবজীর অতিমানুষ কার্য্যপরম্পরায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কল্যাণের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন।

বিজাপুর দরবার কল্যাণ পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া শাহাজী ও শিবাজী উভয়ের উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হন, শাহাজীর ইঙ্গিতানুসারে শিবাজী এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিতেছে, মহম্মদ আদিলসা এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া শাহাজীকে তিরস্কার ও কোপপরিপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন। বিজাপুর দরবার অকস্মাৎ শিবাজীর বৃহদাকার দর্শন করিয়া ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন, কি উপায়ে ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করা যায় সেই চিন্তায় ব্যাকুলিত হইলেন। শাহাজী বিজাপুর দরবারের নিকট হইতে তীব্র তিরস্কারপূর্ণপত্র প্রাপ্ত হইয়া অতি বিনীতভাবে পুত্রের সহিত তাঁহার সম্পর্কবিহীনতা, তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে এই সকল কার্য্য হইতেছে, তাহার এই সকল কার্য্য জন্য সে কঠোর দণ্ডার্হ এইরূপ উত্তর প্রদান করেন। শাহাজীর বিনয়পত্র প্রাপ্ত হওয়াতে বিজাপুর রাজের সন্দেহ অধিকতর ঘনীভূত হইল, শাহাজীর প্রভূত প্রভুতা ও অতুল সম্পত্তি মহম্মদ আদিলসাকে অধিকতর ক্লেশিত করিতে লাগিল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া শাহাজীকে গোপনে বন্দী করিতে মনন করেন, ইহা সাধনের নিমিত্ত বিজাপুর দরবার শাহাজীর মিত্র বাজী ঘোড়ফড়েকে নানা প্রকার প্রলোভনপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন, প্রলুব্ধ ঘোড়ফড়ে এরূপ জঘন্য কার্য্যে স্বীকৃত হইয়া একদিন রাত্রিতে শাহাজীকে ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। শাহাজী একাকী বিশ্বস্তভাবে বন্ধুভবনে ভোজন করিতে আগমন করিলে কুটিলবুদ্ধি,

বিশ্বাসঘাতক, মিত্রদ্রোহী, ঘোড়ফড়ে শাহাজীকে বন্দী করিয়া সেই রাত্রিতেই গোপনভাবে উপযুক্ত রক্ষী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত করিয়া বিজাপুরে প্রেরণ করেন (১৫৭১ শক*)। ক্রুদ্ধ বিজাপুর-রাজ শাহাজীকে হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করেন। তাহা শ্রবণ করিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। শাহাজীকে এক অত্যন্ত ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া, তাহার দ্বারদেশ রোধ করিয়া দেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিবাজী, বিজাপুরের সমস্ত রাজ্য প্রত্যর্পণ না করিলে আহার ও বায়ু বন্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন! শিবাজী পিতার উপর তাঁহার জন্য এরূপ লোমহর্ষণজনক অত্যাচার সাধিত হইতেছে শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হন। এরূপ ঘোর সঙ্কটে শিবাজী কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া পতিপ্রাণা প্রিয়ম্বদা সইবাইকে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। বীরপত্নী সইবাই ভর্তা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে বিনয়পূর্ণবাক্যে কহেন "আপনার পিতা আমার পরম পূজনীয় শ্বশুর, তাঁহার বিপদকথা শুনিয়া আমরা বিপন্ন হইব তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার উদ্ধার সাধন করা আপনার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু এ বিষয়ে দাসীর একটি নিবেদন আছে, আপনি জন্মভূমির উদ্ধার সাধনার্থে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার্থে, দেবতাগণের প্রীতিলাভার্থে এই পরম পবিত্র অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থের উপর কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত না হয়, এ বিষয়, আপনার বিপুলধী মন্ত্রীগণকে জিজ্ঞাসা করুন;

* খৃঃ ১৬৪৯।

যাহাতে শ্বশুর মহাশয়ের উদ্ধার অথচ অপনার প্রবর্ত্তিত কার্য্যের কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত না হয়, এরূপ ভাবে কার্য্য করুন, তাহা হইলে ইহলোক ও পরলোক উভয় দিকই রক্ষিত হইবে।" শিবাজী সহধর্ম্মিণীর স্বর্গীয়বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণকে কর্ত্তব্য নিরাকরণের জন্য আহ্বান করেন। তাঁহারা বহু তর্কের পর দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন; এক পক্ষ বলেন বিজাপুরের সহিত সন্ধিস্থাপন ব্যতীত শাহাজীর জীবন রক্ষা কোনরূপে সম্ভবপর নহে। অন্য পক্ষ যুদ্ধ করাই এক মাত্র উপায়, এতদ্ব্যতীত অন্য সদুপায় পরিলক্ষিত হয় না এরূপ কহেন। শিবাজী উভয় পক্ষের মত শ্রবণ করিয়া স্বীয় অভিমতি প্রকাশ করিয়া কহেন "আমরা এক্ষণে ঘোর সঙ্কট সময়ে অবস্থিত, এ সময় সন্ধি ও যুদ্ধ উভয়েই আমাদিগের স্বার্থ সাধনের সম্পূর্ণ অন্তরায়। যুদ্ধ করিলে যদি তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া পিতৃদেবকে অসীম যাতনা প্রদান করিয়া সংহার করে, তাহা হইলে আমাদিগের সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হইবে। আর যদি আমরা সন্ধির প্রস্তাব করি তাহা হইলে উহারা আমাদিগকে অধীন ও অসমর্থ বিবেচনা করিয়া অসম্ভব প্রস্তাব করিবে সন্দেহ নাই। এমতস্থলে আমি দিল্লীশ্বর সাজাহানের সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করি এবং তাঁহার দ্বারা ভক্তিভাজন পিতৃদেবের উদ্ধার-সাধন-বাসনা করিয়াছি।" শিবাজীর এই অত্যুত্তম প্রস্তাব সকলে অত্যন্ত প্রীতির সহিত অনুমোদন করিলেন। শিবাজী এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া দিল্লীর সম্রাটের সহিত মিলিত হইবার জন্য দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিলেন। দূত সম্রাটসমীপে নীত হইলে তিনি আদরের সহিত শিবাজীর

প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সম্রাট শিবাজীকে পঞ্চ সহস্র অশ্বের মনসবদার নিযুক্ত করিয়া শাহাজীর মুক্তির জন্য বিজাপুর দরবারে আজ্ঞা-পত্র প্রেরণ করেন।

মুরারপন্ত, সরজা খাঁ, রণদুল্লা খাঁ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ শাহাজীর সহিত মিত্রতাসূত্রে পূর্ব্ব হইতেই আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা শাহাজীকে বিনা দোষে এই ঘোরতর ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিয়া পূর্ব্ব মিত্রতা স্মরণ করিয়া নবাবের নিকট তাঁহার মুক্তির জন্য প্রতিভূ হন এবং শাহাজীর সহিত শিবাজীর বাস্তবিক পক্ষে কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহার অনভিমতে এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, শাহাজীর দূরতর প্রদেশে অবস্থান বশতঃ শিবাজীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধও দূরতর হইয়াছে ইত্যাদি বিষয় নবাবের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া আংশিকরূপে তাঁহার ক্লেশের লাঘব সম্পাদন করেন। ইত্যবসরে মোগল দূত শাহাজীর মুক্তি-পত্র লইয়া বিজাপুরে উপস্থিত হন। শাহাজী পুত্রের অসাধারণ ক্ষিপ্রকারিতা ও বুদ্ধিমত্তায় কারামুক্ত হইলেন। শিবাজী যে সকল প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই রহিল অধিকন্তু পিতার মুক্তি ও সম্রাটের সহায়তা প্রাপ্ত হইলেন।

যে সময় সইবাইয়ের ন্যায় নারীরূপধারিণী দেবী জন্মভূমির স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পতিকে রণস্থলে প্রেরণ করিবার জন্য পরমোৎসাহিত, যে সময়ে ভারত-ললনা জন্মভূমির স্বাধীনতা সংরক্ষণ জন্য ভারত বিধবার কঠোর বৈধব্য সহনে কৃতসঙ্কল্প, সে সময় শিবাজীর ন্যায় বীরপুরুষগণের আবির্ভূত হওয়া বিচিত্র বিষয় নহে! আবার যে সময় ভারতললনাগণ রন্ধনশালার চিন্তার সহিত সমগ্র দেশের কল্যাণ-চিন্তায় চিন্তা-

ক্রান্তা হইবেন, আবার যে সময় ভারত রমণীগণ স্বামী ও পুত্রকে মৃতপ্রায় অলসভাবে অবস্থান করিতে দেখিলে উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যে সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ হইবেন তখন আবার ভারতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। তখন আবার ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য পুনরুদিত হইবে। অয়ি চির-বীরপ্রসবিনী ভারতললনে! তোমাদিগের হস্তে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ন্যস্ত রহিয়াছে! তোমরা যদি বিজাতির বিজাতীয়ভাবে ভাবান্তরিত হও, তাহা হইলে ভারতের শোচনীয়তা অধিকতর শোচনীয় হইবে!

শাহাজীর কর্ণাটক প্রদেশ হইতে আগমনের পর হইতে তথায় শাসন বিষয়ক নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজন্যবর্গ বিদ্রোহাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। শাহাজী এই সুযোগে বিজাপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শিবাজীকে ঘোড়ফড়ের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল দিতে আজ্ঞা করিয়া স্বীয় জাইগীরে উপস্থিত হন এবং কনক গিরির দুর্গাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সাম্ভাজীকে প্রেরণ করেন। মহারাষ্ট্রীয় বথরকারেরা কহেন, সাম্ভাজী এই সময় জনৈক মুসলমান কর্ত্তৃক বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক নিহত হন। শাহাজীর এক দুঃখ শেষ হইতে না হইতে পুনরায় আর এক ঘোরতর দুঃখে অভিভূত হন।

শাহাজীকে কারারুদ্ধ করার পর হইতে শিবাজীর শক্তি হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হওয়াতে বিজাপুর-রাজ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন। শিবাজীকে অকস্মাৎ গুপ্তভাবে বন্দী করিতে পারিলে সমস্ত কার্য্যসিদ্ধ হইবে এই বিবেচনা করিয়া মহম্মদসা, জাবলীর চন্দ্ররাও মোরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বাজী শ্যামরাও সহ

বহু সংখ্যক সৈন্য দিয়া শিবাজীকে বন্দী করিবার জন্য প্রেরণ করেন। চন্দ্ররাও বরণা ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী ঘাটমাথা প্রদেশের অধিপতি। তাঁহার অধীনে তৎকালে দ্বাদশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য ও অনেকগুলি দৃঢ় দুর্গ ছিল। শিবাজীর দিন দিন উন্নতি দেখিয়া তিনি ঈর্ষা-কষায়িত লোচনে তাঁহার কার্য্যপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া অসহমান হইয়া শিবাজী-বিধ্বংসের নিমিত্ত বিজাপুরের সহিত গোপনে মিলিত হন। শ্যামরাও জাবলীর চন্দ্ররাও সমীপে শিবাজীর সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া মহাড়াভিমুখে গমন করেন। চার-চক্ষু শিবাজী ইহাদিগের ভিতরের সমস্ত বাসনা অবগত হইয়া কতকগুলি নির্ব্বাচিত সবলা সৈন্যসহ শ্যাম রাজকে পর্ব্বতের পাদদেশে অকস্মাৎ আক্রমণ করিলেন এবং প্রবল প্রভঞ্জনের সম্মুখস্থ অভ্রের ন্যায় তাঁহার সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বিজাপুররাজ ও চন্দ্ররাও, শ্যাম রাজের সম্পূর্ণরূপে পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হইয়া পড়েন।

শিবাজী শত্রুদমনে ব্যস্ত থাকিবার সময় সপ্ত শত মুসলমান সৈন্য বিজাপুরের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শিবাজী সমীপে কর্ম্ম প্রার্থী হইয়া আগমন করে। "বিজাপুরের সহিত আমাদিগের পরম শত্রুতা, আগত ব্যক্তি সকলেই মুসলমান সুতরাং ইহারা কি বিশ্বাসের পাত্র?" শিবাজী এই প্রশ্ন করিলে গোমাজী নাইক পানসবল হবলদার * প্রত্যুত্তরে বলেন "প্রভুর সহিত সুলতানের শত্রুতা. সমগ্র মুসলমান জাতির সহিত শত্রুতা

* ইনি জিজাবাইয়ের বিবাহের পর হইতে তাঁহার নিকট অবস্থিতি করেন। প্রাচীন ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন।

নাই। ইহারা আপনার প্রজা হইলে পুত্রের ন্যায় প্রতিপাল্য। রাজ্যমধ্যে গুণবান ব্যক্তি যদি না থাকে তাহা হইলে রাজ্যের উন্নতি কিরূপে হইবে? শিবাজী পানসবলের যুক্তিযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া তাহার উপর কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। রাঘোবল্লাল অত্রে নামক জনৈক সুচতুর মরহাট্টাবীরকে এই নব নিযুক্ত যবন সেনার সেনানায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সেনাদল বিশ্বস্ততার সহিত কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেরই বিরুদ্ধে বহুতর যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন।

শিবাজী যে সময় রাজ্যের সুব্যবস্থা সংস্থাপনে অভিনিবিষ্ট চিত্ত, সেই সময় জঞ্জীরার * সিদ্দিরা † তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। শিবাজী কালক্ষেপ না করিয়া পুণা হইতে কোকণ প্রদেশে গমন করিয়া সিদ্দি সৈন্যকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া তাহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করেন। শিবাজী সিদ্দিরাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রত্যাগমনকালে হরিহরেশ্বরে আগমন করেন। প্রতি মাসেই শিবাজীর রাজ্যসীমা ও দুর্গসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, অবিরাম কার্য্য করিতে করিতে সেনা ও সেনাপতিগণের কার্য্যকরী শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে, সকলেই কার্য্য করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। শিবাজী হাবসী রাজ্য আক্রমণ করিয়া কিছু দিন হরিহরেশ্বরে অবস্থান করেন। স্থানটি সমুদ্র তটোপরি,

* আরবি জজিরা শব্দের অর্থ দ্বীপ। এই দ্বীপে এবসিনিয়নরা (হাবসী) উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। তাঁহারা ক্রমান্বয়ে বিজাপুর ও মোগলদিগের নৌসেনাপতির কার্য্য করেন।

† আরবি সৈয়দ হইতে সিদ্দি শব্দ রূপান্তরিত হইয়াছে। সৈয়দ অর্থাৎ প্রভু।

প্রায় তিন দিক পর্ব্বতবেষ্টিত। গুবাক, নারিকেল এবং তালের ঘন ছায়ায় আচ্ছাদিত হওয়াতে স্থানটি অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছে, বোধ হয় ইহা যেন শান্তি দেবীর শান্তি-নিকেতন। সম্মুখে সুনীল অনন্ত বারিধি বিমল চন্দ্রিকাসনে মিলিত হইলে আত্মবিস্মৃতি আনয়ন করিয়া থাকে। শিবাজী এ স্থানে ভগবান অগস্ত্য-স্থাপিত শিবলিঙ্গ পূজন এবং কালভৈরবের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন।* শিবাজীর এ স্থানে অবস্থান-কালে নানা শ্রেণীর লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। তন্মধ্যে গোবলকর সাম্বতের আগমন বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব সাহসী বীরপুরুষ। শিবাজী তাঁহার সাহস, বুদ্ধিমত্তা, বাক্‌চাতুর্য্য প্রভৃতি গুণনিচয় দর্শন করিয়া তাঁহাকে একটি উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করেন। কৃত-জ্ঞতাভারাবনত সাম্বত শিবাজীকে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট তরবারি উপহার প্রদান করেন। শিবাজী ইঁহার নিকট হইতে বিনা-মূল্যে তলবার গ্রহণ করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া মূল্য স্বরূপ তিন শত হোণ† এবং একটি সুন্দর পরিচ্ছদ প্রদান করেন। শিবাজী তলবারের নির্ম্মাণ বিচিত্রতায়মুগ্ধ হইয়া তাহার "ভবানী" সংজ্ঞা প্রদান করেন। ইহা শিবাজীর আজীবন পার্শ্বে অবস্থান করিয়া শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। তৎকালে সাধারণ জনগণ মধ্যে এরূপ সংস্কার দৃঢ়াবদ্ধ হইয়াছিল যে শিবাজী সমরাঙ্গণে ভবানী-কৃপাণসহ অবস্থান করিলে যবন-

* বোম্বাই প্রদেশে হরিহরেশ্বর, পিশাচ-বাধা দূর ও জল বায়ুর জন্য বিখ্যাত। পিশাচগ্রস্ত লোক সকল এ স্থানে আগমন করিলে রোগমুক্ত হয়। লেখক অনেক ব্যক্তিকে রোগমুক্ত হইতে দেখিয়াছেন।

† একটি হোণ মুদ্রার মূল্য ১।৩ টাকা।

গণের কথা কি, দেবদানবগণকেও অক্লেশে পরাজয় করিতে সমর্থ হন।

চন্দ্ররাও মোরে গোপনে বিজাপুরসহ মিলিত হইয়া তাঁহার উচ্ছেদ-সাধনে তৎপর রহিয়াছেন অবগত হইয়া, বিশালহৃদয় শিবাজী যাহাতে হিন্দু, হিন্দুর সহিত শত্রুতাভাব পরিহার করিয়া পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান হন, যাহাতে হিন্দুরাজগণ এককেন্দ্র লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন দেশে থাকিয়াও পরস্পর সমবেদনা প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হন, যাহাতে সুদূরস্থ একজন হিন্দু আহত হইলে স্বয়ং আহত হইয়াছি বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতীকার সাধনে যত্নপর হন, এইরূপ জাতীয়ভাব সংস্থাপনের নিমিত্ত রঘুনাথ পন্ত নামক একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী ও সম্ভাজী কাবজী নামক জনৈক ভীম-পরাক্রম মহারাষ্ট্রা ক্ষত্রিয়ের সহিত কতকগুলি সৈন্য প্রদান করিয়া জাবলি প্রেরণ করেন। শিবাজী তাঁহাদিগকে নানা-প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া কহিয়া দেন যে জাতীয়ভাবে প্রসুপ্ত চন্দ্ররাও মোরেকে প্রবোধিত করিতে অসমর্থ হইলে বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবে; ইহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহার রাজ্যাক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন এতদর্থে তাঁহাদিগকে প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতে আদেশ প্রদান করিয়া জাবলীতে প্রেরণ করেন। রঘুনাথ পন্ত জাবলীতে উপস্থিত হইয়া চন্দ্ররাও মোরের নিকট তাঁহাদিগের আগমন-সংবাদ প্রেরণ করেন। চন্দ্ররাও মোরে, রঘুনাথ পন্ত প্রভৃতিকে অবজ্ঞার সহিত গ্রহণ করিয়া শিবাজীপ্রোক্ত সন্ধি-সূত্র উপহাসের সহিত উপেক্ষা

প্রদর্শন করেন। রঘুনাথ পন্ত নানাপ্রকার হিতগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করিয়াও চন্দ্ররাওয়ের মতি পরিবর্ত্তন করিতে, হিন্দুগণের সাধারণ শত্রু গোখাদক যবনগণের বিরুদ্ধে তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে, এবং শিবাজীসহ তাঁহাকে বৈবাহিকসূত্রে গ্রথিত করিতে বিফল প্রয়াস হইলেন, সুতরাং এরূপ অবস্থায় জাবালী রাজ্য আক্রমণ করাই একমাত্র উপায় স্থির করিয়া শিবাজীসকাশে কহিয়া পাঠান। শিবাজী রঘুনাথের নিকট সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া সঙ্কেতকালে জাবলী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন, স্বয়ং পুরন্দর দুর্গ পরিদর্শন পূর্ব্বক মহাবলেশ্বর হইয়া নিসনির গিরি-পথে সৈন্যগণসহ মিলিত হইলেন, এবং মহাপরাক্রমে অকস্মাৎ জাবলী আক্রমণ করেন* (শক ১৫৭৭)। সাঙ্কেতিক সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রঘুনাথ পন্ত ও সম্ভাজী কাবজী আপনাদিগের সৈন্যগণকে সন্নদ্ধ রাখিয়া, চন্দ্ররাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তাঁহারা কথাপ্রসঙ্গক্রমে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্ররাও ও সূর্য্যরাও উভয় ভ্রাতাকে নিহত করেন। ইত্যবসরে শিবাজী সসৈন্যে আগমন করিয়া দ্বি প্রহর ঘোরতর যুদ্ধ করেন এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া জাবলী গ্রহণ করেন। জাবলী পরাজয়ের পর অধিবাসীগণের প্রতি সৈন্যগণ কোনরূপ অত্যাচার না করে, এজন্য শিবাজী সৈন্যগণমধ্যে কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিয়া জাবলীর অধীনস্থ দুর্গ সকল আক্রমণ করিবার জন্য সেনানায়কগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে শিবাজী, সম্ভাজী কাবজীকে, চন্দ্ররাওয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হনমন্তরাওয়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি বহুসংখ্যক

*১৬৫৫ খৃঃ।

সৈন্য লইয়া চতুর্বেট নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্ভাজী তাঁহাকে নিহত করিয়া সে স্থান অধিকার করেন। বাবজীরাও নামক জনৈক ব্যক্তি পরাজিত জাবলিসৈন্য একত্রিত করিয়া শিবাজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করেন, কিন্তু তিনি অল্প দিনের মধ্যেই শিবাজীর বিজয়িবাহিনীর নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে জাবলী রাজ্য পরাজিত, চন্দ্ররাওয়ের বাজীরাও ও কৃষ্ণরাও নামক পুত্রদ্বয় যুদ্ধস্থলে ধৃত এবং সমস্ত প্রদেশে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইল। শিবাজী জাবলী রাজ্য পরাজয় করিয়া বহুল পরিমাণে যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য এবং অন্যান্য নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার প্রাপ্ত হন। কতকগুলি অবিদিততত্ত্ব লেখক, চন্দ্ররাওয়ের হত্যাজনিত অপরাধ শিবাজীর উপর আরোপ করিয়া থাকেন। যিনি কাপুরুষের ন্যায় গুপ্ত-ভাবে শিবাজীকে নিহত করিবার জন্য বিজাপুরের সহিত মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টা করিতেছিলেন, যিনি শিবাজী-প্রেরিত লোক কর্তৃক, শিবাজীসহ মিত্রতা বা উদাসীনভাব অবলম্বন করিতে বার বার বিনয়সহ অনুরুদ্ধ হইয়াও শক্রতাভাব পোষণ করেন, তাঁহার রাজ্যাক্রমণ করা যে রাজনীতিসম্মত ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে স্বদেশবাসী জন্মভূমির স্বাধীনতা সংস্থাপনে বাধা প্রদান করে, সেরূপ মনুষ্যাপসদ ব্যক্তিকে ঘোর নৃশংসতার সহিত নিহত করিলেও কোনরূপ পাপ সঞ্চার হয় না সত্য বটে, কিন্তু রঘুনাথ পন্ত ক্রোধের বশীভূত হইয়া এবং শিবাজীর প্রীতি সম্পাদনার্থে ভ্রাতৃসহ চন্দ্ররাওকে বিশ্রব্ধ অবস্থায় নিহত করিয়া অত্যন্ত দোষভাগী হইয়াছেন। শিবাজী তাঁহার কার্য্যে অনুমোদন না করিয়া বরং অত্যন্ত

বিরক্তই হইয়াছিলেন। এজন্য ভবিষ্যতে শিবাজী, তাঁহাকে কোন গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই, একজন প্রতিভাশালী কর্ম্মচারীর পক্ষে ইহা নিতান্ত লঘু দণ্ড নহে। শিবাজী জাবলী হইতে কতকগুলি নির্ব্বাচিত মাবলা সৈন্য সঙ্গে লইয়া একদিন অকস্মাৎ রায়রী দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গাধিপতি দেশামুখ বন্দাল, বাজীপরভু প্রভৃতি অসমসাহসিক কর্ম্মচারী-গণ সহ ঘোরতর বিক্রমে দুর্গ রক্ষা করিতে প্রয়াস পান, কিন্ত শিবাজীসৈন্যের সংখ্যাধিক্য বশতঃ বন্দাল অকৃতকার্য্য হইয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করেন। বাজীপরভু প্রভৃতি বীরবৃন্দ সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া আহত হওয়াতে শিবাজীর বন্দী হন। শিবাজী, বাজীপরভু প্রভৃতি বীরগণের অতিমানুষ বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যান্য লোককে যথোপযুক্ত কার্য্যে সন্নিবেশ করিয়া বাজী-পরভুকে সেনানায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরভু, আজীবন শিবাজীর অধীনে অবস্থান ও নানা প্রকার অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া কায়স্থ কুলের গৌরব বৃদ্ধি করেন। প্রত্যেক মনুষ্যে কোন না কোন অসাধারণ গুণ, অজ্ঞাত ভাবে অবস্থান করে, যাহা উপযুক্ত ক্ষেত্র বা নিয়োজক অভাবে বহুকাল প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অমুক ব্যক্তি বা অমুক জাতিতে অমুক গুণ নাই এই বলিয়া যাঁহারা নিরাশ হন বা তাঁহাদিগকে হতাদর করেন, তাঁহারা ভ্রমপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি শিবাজী বাজীপরভুকে উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ না করিতেন বা তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীরতা প্রদর্শনের অবসর প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে

অদ্য তাঁহার নাম কে উচ্চারণ করিত? শিবাজী রায়রীর দুর্গমতা, সমুদ্রের সন্নিকটবর্ত্তিতা, সহস্র সহস্র শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও মুষ্টিমেয় সৈন্য দ্বারা ইহা রক্ষিত হইতে পারে, ইহা দেশ ও কোকন প্রদেশের * মধ্যবর্ত্তী এবং চতুর্দ্দিকে দুর্গ পরিবেষ্টিত হওয়াতে ভবিষ্যতে এই স্থানে রাজধানী সংস্থাপন এবং ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রায়গড় প্রদান করেন।

শৃঙ্গারপুরাধিপতি † সুরবে, চন্দ্ররাও মোরের অদৃষ্ট দেখিয়া শিবাজীর আক্রমণভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক গোয়াস্থ পর্টুগীজদিগের শরণাপন্ন হন। শিবাজী বিশৃঙ্খল শৃঙ্গারপুররাজ্য আক্রমণ করিয়া তত্রস্থ প্রধান কর্ম্মচারী পিলাজী ও তানাজী শির্কের হস্তে সমস্ত রাজকার্য্য অর্পণ ও রাজপরিবার-বর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং পলায়িত সুরবে রাজকে প্রত্যাগমনের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। শিবাজী, শৃঙ্গার-পুরাধিপকে বাৎসরিক কর এবং যুদ্ধ কালে সৈন্য সাহায্য প্রদান করিতে হইবে, এইরূপ নিয়মে আবদ্ধ করিয়া রাজগড়ে প্রত্যাগমন করেন। সুরবে রাজ, শিবাজীর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া আজীবন বিশ্বস্ত মিত্রের ন্যায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বহুতর যুদ্ধে সিংহবিক্রম প্রকাশ করিয়া হিন্দুসাম্রাজ্য প্রসারিত এবং হিন্দু-বীরগৌরব প্রবর্দ্ধিত করেন। শিবাজীও তাঁহাদিগের আচরণে প্রীত হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্ভাজী সহ সুরবে রাজকুমারী য়েসুবাইয়ের বিবাহ প্রদান করিয়া মিত্রতার প্রতিদান করেন।

* সহ্যাদ্রির পশ্চিম দিকস্থ প্রদেশ কোকন, ইহার উপত্যকা প্রদেশ ঘাট-মাথা এবং পূর্ব্বদিকস্থ প্রদেশকে দেশ কহে।

† শৃঙ্গারপুর কোকন প্রদেশে সাতারার দঃ পঃ।

শিবাজী, যে সময় জাবলী পরাজয় করিয়া শৃঙ্গারপুরের শাসন সংস্কারে ব্যস্ত ছিলেন, সেই অবকাশে বিজাপুরের নৌসেনাপতি জঞ্জীরার সিদ্দিরা শিবাজীর রাজ্য আক্রমণ করেন। শিবাজী স্বয়ং তাঁহাদিগকে দমনার্থ গমন করিতে অসমর্থ হওয়াতে শ্যামরাজ পন্ত পেশওয়েকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শ্যামরাজ বুদ্ধিমত্তার সহিত যুদ্ধ করিলেও পরাস্ত হইয়া সমরাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। ইহাতে শিবাজী পরাজিত শ্যাম রাজকে পেশওয়া পদ হইতে অপস্থত করিয়া দেশস্থ ব্রাহ্মণ, বীরকুলপ্রবর মোরোপন্ত পিঙ্গলেকে পেশওয়াপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রঘুনাথ পন্ত প্রভৃতি বীরগণ-পরিচালিত বিজয়ী সৈন্য জঞ্জীরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাঁহারা অনেক গুলি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। মোরোপন্ত, পেশওয়াপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নানাস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ এবং সৈন্যগণকে অধিকতর সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। এই সকল দুর্গের মধ্যে প্রতাপগড় ইতিহাস মধ্যে বিশেষ রূপে খ্যাতি লাভ করে। শিবাজী প্রতাপগড়ের নির্ম্মাণ-বিচিত্রতা ও দুর্গমতা পরিদর্শন করিয়া তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

শিবাজী, জাবলী রাজ্য আপন রাজ্যের সহিত সম্মিলিত, সরবে রাজকে করদীকৃত এবং জঞ্জীরাধিপকে বিতাড়িত করিয়া রাজগড়ে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মাতার চরণতলে প্রণিপাত করিয়া অনুপস্থিত কালের সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট নিবেদন করেন। এই সময় বীরপত্নী সইবাই ১৫৭৯ শকে * হেমলম্বী নাম সম্বৎসরে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে একটি পুত্র

* খৃঃ ১৬৫৭।

সন্তান প্রসব করেন। তাঁহার পুত্র প্রসবে রাজ্যমধ্যে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত, নবকুমারের কল্যাণার্থে দেবালয় সকল পূজার দ্রব্যে পরিপূরিত, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণকে বহুল পরিমাণে নানাবিধ দ্রব্য প্রদত্ত হয়। নবপ্রসূত বালকের নাম কালে সম্ভাজী রক্ষিত হয়।

কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ, চিটনীস, জাবলীকার কৃত বখর প্রাচীন হস্তলিপি প্রভৃতি হইতে এ অধ্যায় সংগৃহীত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১৫৭২ শকে* দিল্লীপতি সাজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র আরাঞ্জেব দাক্ষিণাত্যের স্থবেদার নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। তাঁহার ন্যায় স্বার্থপরায়ণ, কুটিল, সন্দিগ্ধচেতা, পিতৃ ও ভ্রাতৃদ্রোহী-ধর্ম্মান্ধবিশ্বাসী পুরুষ বন্দনীয়চরিত্র আকবরের পবিত্র সিংহাসনে কেহ আরোহণ করেন নাই। তিনি দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া ভবিষ্যতে স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মাবরণে আবৃত হইয়া সকলের প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করেন। তিনি এ প্রদেশে অবস্থানকালে একটি নগর স্থাপন করিয়া আপনার নামানুসারে তাহার আরাঙ্গাবাদ † নামকরণ করেন। আরাঞ্জেব আরাঙ্গাবাদে অবস্থান কালে সর্ব্বদা শিবাজীর শৌর্য্য, পরাক্রম, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, যুদ্ধনিপুণতা প্রভৃতি গুণনিচয় শ্রবণ করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা আপন অভীষ্টসিদ্ধির অনেক সাহায্য হইতে পারে বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আপন পক্ষে আনয়ন এবং দারামুরাদ প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গকে নিকৃত করিয়া বিচিত্র রত্নখচিত ময়ুর-সিংহাসনে আরোহণ করিতে মনস্থ করেন। এই সময় অর্থাৎ ১৫৭৯ শকে‡ বিজাপুরাধিপতি মহম্মদ আদিল সার মৃত্যু হয়। আরাঞ্জেব এই অবকাশে সমানধর্ম্মী বিজাপুররাজকে আক্রমণ করিয়া আপন

---

* ১৬৫০ খৃঃ।

† ইহার প্রাচীন নাম খড়কী, মলিকাম্বহ ইহা সংস্থাপনের প্রয়াস পান।

‡ ১৬৫৭ খৃঃ।

বল বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস এবং শিবাজীকে স্বপক্ষে আনয়নের নিমিত্ত লোক ও পত্র প্রেরণ করেন। দূরদর্শী শিবাজীর আরাঞ্জেবের অভিপ্রায় অবগত হইতে বিলম্ব হইল না। আরাঞ্জেবের মিত্রতা স্বার্থসাধনের নিমিত্ত, স্বার্থ সিদ্ধ হইলে এ মিত্রতা শত্রুতায় পরিণত হইতে বেশী বিলম্ব থাকিবে না। ইহা ব্যতীত শিবাজী আরাঞ্জেবের বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ-উদ্যোগ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। নিজামসাহী মোগল রাজ্যে মিলিত হইয়াছে, কুতবসাহী গোলকুণ্ডারাজ্য তাহাকর্ত্তৃক দিন দিন উৎপীড়িত হইতেছে, আদিল সাহী এক্ষণে তাঁহাদিগের কুটিল নয়নে নিপতিত। এ সময় দাক্ষিণাত্যে রাজশক্তির সমতা রক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া শিবাজী আরাঞ্জেবের সহিত মিত্রতা করিতে অস্বীকৃত হন। কেহ কেহ কহেন শিবাজী দুর্বৃত্ত আরাঞ্জেবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে কুক্কুরের লাঙ্গুল দেশে তাঁহার পত্র বন্ধন করিয়া তাঁহার অবমাননা করেন। আরাঞ্জেব শিবাজীর এই সকল কৃত্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং এই সময় হইতে হৃদয়মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে চিরশত্রুতা পোষণ করেন।

এই সময় হইতে শিবাজী প্রভৃতির বীরকাহিনী প্রত্যেক হিন্দুগণ কর্ত্তৃক গীত হয়। কি যুবক, কি যুবতী, কি বৃদ্ধ, কি বালক, সকলেই শিবাজীর উন্নতিতে আনন্দিত। শিবাজী প্রভৃতির বীররসোদ্দীপক কীর্ত্তিকলাপ আলোচনা করিয়া কাপুরুষগণেরও ধমনীতে উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হয়। তাঁহাদিগের হৃদয়োন্মত্ততাজনক স্বদেশানুরাগ ও স্বাধীনতা দেশমধ্যে বৈদ্যুতিক বেগে প্রবাহিত হইয়া মৃত শরীরে জীবন

সঞ্চারিত করিয়া দেয়। শিবাজী প্রভৃতির জ্বলন্ত উদাহরণে পুণার উত্তর-পশ্চিম কোলি প্রদেশস্থ হিন্দু বীরগণ স্বাধীনতা সংস্থাপনের নিমিত্ত দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। শিবাজীর প্রেরিত সৈন্য তাঁহাদিগের নিকট পৌঁছিবার পুর্ব্বেই দুর্দ্ধর্ষ মোগলগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা অকালে প্রশমিত হন। যে সকল বীরগণ স্বাধীনতা সংস্থাপনের জন্য উদ্যম করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গৃহ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল, অত্যন্ত নৃশংসতার সহিত তাঁহাদিগকে নিহত করা হইল। এই সকল বীরগণের মস্তক শকট পরিপূর্ণ করিয়া জুন্নারে প্রেরিত হয়; হিন্দুগণকে বিভীষিকা দেখাইবার নিমিত্ত মুসলমান কর্ম্মচারীরা, এই সকল মস্তক দিয়া একটি বেদিকা প্রস্তুত করেন। এখনও তাহা "কালাচবুতরা" নাম ধারণ করিয়া দর্শকগণের মন মধ্যে হিন্দু বীরগণের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য অভ্যুত্থান এবং মুসলমানদিগের নৃশংস কার্য্যের সাক্ষ্য দিয়া অতীত ঘটনা, সকলের হৃদয়ে জাগরুক করিয়া দিতেছে।

শিবাজী এ ঘটনা অবগত হইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন; আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বিয়োগে মনুষ্যগণ যেরূপ ব্যথিত ও পীড়িত হন, শিবাজীও সেইরূপ হৃদয়ভেদী দুঃখে অভিভূত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে যথাসময়ে সাহায্য করিতে না পারায় আপনাকে অত্যন্ত তিরস্কার এবং ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

আরাঙ্গেব বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন অবগত হইয়া, শিবাজী প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত প্রশ্ন করেন। মন্ত্রীগণ সকলে এক-

মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। আরাঞ্জেব যখন নিষ্কারণ অবলা কর্ত্তৃক পরিচালিত, সমধর্ম্মীর রাজ্যাক্রমণে অসঙ্কুচিত চিত্ত, তখন তিনি অবকাশ প্রাপ্ত হইলে আমাদিগকে আক্রমণ করিবেন না ইহা অলীক কল্পনা সন্দেহ নাই। বিজাপুর রাজ্য তাঁহাদিগের করতলস্থ হইলে তাঁহারা সকল প্রকারে বলীয়ান হইবেন, তখন আমাদিগের আত্মরক্ষা করা নিতান্ত সহজ হইবে না; এতদ্ব্যতীত আমাদিগের সৈন্যগণ তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিলে তাহাদিগের স্বভাব, শৌর্য্য, যুদ্ধ-প্রক্রিয়া, দুর্ব্বলতা ও সবলতা সকল বিষয়ই অবগত হইবে অধিকন্তু ইহারা ক্লেশসহিষ্ণু, দৃঢ় ও যুদ্ধপ্রিয় হইয়া উহাদিগের অজেয় হইবে সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে শিবাজী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আশু ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন।

একদিন শিবাজী মবলা সৈন্যগণের মধ্য হইতে কতকগুলি বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও সাহসী মবলা নির্ব্বাচন করিয়া জুন্নার অভিমুখে গমন করেন। নিশীথ রাত্রে শিবাজী মুসলমানগণের অজ্ঞাতসারে দুর্গে রজ্জু-আরোহিণী সংলগ্ন করিয়া সৈন্যগণসহ নির্ব্বিঘ্নে অভ্যন্তরভাগে গমন করেন। মুসলমানগণ শিবাজী-সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদিগের আগমন বার্ত্তা অবগত হয়। সুপ্তোত্থিত মুসলমান বীরগণ আত্মরক্ষার্থে যে যথায় যে কোন রূপ অস্ত্র পাইল, তাহাই লইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল কিন্তু মবলাগণের অব্যর্থ শরাঘাতে অনেকে শমন সদনে গমন করে অবশিষ্ট, মবলাগণের প্রচণ্ড তরবারী আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। শিবাজী এই বিজয়ে একাদশ

সহস্র হুণ মুদ্রা, দুই শত উত্তম অশ্ব এবং নানা প্রকার বহুমূল্য বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হন, এই সকল বিজয়লব্ধ দ্রব্য রাজগড়ে প্রেরণ করিয়া তিনি মোগল আক্রমণ হইতে পুণা রক্ষা করিবার নিমিত্ত পুণা প্রত্যাগমন করেন। পুণা রক্ষার সম্পূর্ণ সুব্যবস্থা করিয়া শিবাজী নেতাজীপালকর, নিরাজী পন্ত, মোরো পন্ত পিঙ্গলে প্রভৃতি যোদ্ধাগণের সহিত মোগল রাজ্য আক্রমণ করিতে বহির্গত হন। তাঁহারা মোগল নগর সকল আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের ধনাগার, সঞ্চিত ধান্য, যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য সকল বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হন। অপর এক দল বিজাপুরগামী মোগল সৈন্যের পশ্চাৎভাগে অবস্থান করিয়া আহার্য্য সামগ্রী সকল রোধ, ঘোটকদিগের জন্য তৃণসংগ্রহে বাধা এবং সংবাদ প্রাপ্তির পক্ষে বিশেষরূপে বিঘ্ন সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহারা সময় সময় সুযোগক্রমে মোগলসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। প্রথম দলস্থ সৈন্যগণ আহমদনগর পর্য্যন্ত ভূভাগ আক্রমণ করিয়া মোগলগণকে পরাজিত করেন। শিবাজীর সৈন্য সকল এরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্য করিত যে মোগলেরা ইহাদিগের আক্রমণ, অবস্থান ও গমন সংবাদ কোনরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইত না। আজ সংবাদ পাইল শিবাজী-সৈন্য পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে উত্তরাভিমুখে গমন করিতেছে, পর দিবস সেই দল ষাট ক্রোশ দক্ষিণ কোন নগর নিশীথকালে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া যবনগণকে সম্পূর্ণরূপে বিমর্দ্দিত ও বিত্রাসিত করিতেছে, শিবাজী এইরূপে যুদ্ধ-অনভিজ্ঞ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা অসজ্জিত অনধিত যুদ্ধ বিদ্যা, শান্ত প্রকৃতির কৃষক পুঞ্জ লইয়া শিবিরশায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের ন্যায় বিলাস

বিভবে মত্ত না হইয়া আকাশ আতপত্রের নিম্ন দেশে, ঘোটক পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে দিবানিশি শয়ন ও উপবেশনে অভ্যস্ত হইয়া, ক্ষণপ্রভার ন্যায় কখন এস্থানে, কখন ওস্থানে আবির্ভূত হইয়া মোগল রাজ্যোৎসাদনে করালকৃপাণপাণি হইয়া, মহারুদ্রের ন্যায় বিচরণ করেন। দুর্ব্বল বিজাপুররাজ মোগল সৈন্যসহ প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া তাহাদিগের নিকট প্রতিপদে পরাজিত হইয়া হতবীর্য্য হইয়া পড়েন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যুদ্ধ করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া আরাঞ্জেবের সহ সন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হন। শিবাজী যখন শুনিলেন, বিজাপুর যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া আরাঞ্জেবের সহিত সন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন একাকী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করা শ্রেয়স্কর নহে বিবেচনা করিয়া সন্ধির নিমিত্ত আরাঞ্জেবের শিবিরে দূত প্রেরণ করেন। যে সময় শিবাজীর দূত আরাঞ্জেবের শিবিরে উপনীত হন, সে সময় তিনি সম্রাট সাজাহানের সঙ্কটাপন্ন পীড়ার কথা অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে আর্য্যাবর্ত্তে গমনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আরাঞ্জেব শিবাজীর ন্যায় শত্রুকে এরূপ অবস্থায় পশ্চাৎভাগে রাখিয়া যাওয়া কোন রূপে শ্রেয়স্কর নহে বিবেচনা করিয়া, তাঁহার দূতকে আগ্রহ ও অনুগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মোগল রাজ্যের মিত্র বলিয়া স্বীকার এবং যথোপযুক্ত উপহার ও সম্মান প্রদান করিয়া দ্রুতবেগে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। শিবাজী পুনরায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে মোগল রাজের মিত্রতা লাভ করিলেন কিন্তু বিজাপুররাজের সহিত তাঁহার শত্রুতা নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং ঘোরতররূপে প্রজ্বলিত হইবার লক্ষণ সকল সূচিত হইতে লাগিল। মহম্মদ

আদিল সার সময়ে মুরার পন্ত নামে এক জন অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রভু-ভক্তি-পরায়ণ সুচতুর কার্য্যদক্ষ ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মন্ত্রীর উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত ও বিজাপুর নগরে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণ করিয়া ইহার শোভা সম্বর্দ্ধন করেন। বর্ত্তমান কালে তাঁহার নির্ম্মিত বিজাপুরের প্রখ্যাত মসজিদ ভারতবর্ষের মধ্যে একটি দর্শনীয় বিষয়। সার মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র আলি ইদল সা সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি নামে মাত্র রাজা, তাঁহার মাতাই সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। ইহাঁরা মোগলদিগের নিকট হইতে পরাভূত হওয়াতে এবং শিবাজীর দিন দিন ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হন। মুরার পন্ত গুপ্তরূপে শত্রুগণের সহিত মিলিত আছেন এরূপ সন্দেহ করিয়া ঘাতক পুরুষ হস্তে তাঁহাকে হনন করেন। এইরূপে হিন্দু পক্ষের বলহীন করিয়া কাপুরুষ মুসলমানদল প্রাধান্য লাভ করেন। আফজল খাঁ নামক এক জন ভীমপরাক্রম অদুরদর্শী গর্ব্বিত উচ্চবংশোদ্ভব মুসলমান শেষোক্ত দলের নেতা হন। ইনি ধীরে ধীরে স্বীয় ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত করিয়া পরিশেষে বেগম কর্ত্তৃক প্রধান অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

বেগম সাহেব, আপন সৈন্যগণকে শিবাজীসহ যুদ্ধে পরাজিত এবং তাঁহার দিন দিন রাজ্য বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণকে আহ্বান করিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কহেন "ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আপনাদিগের ন্যায় সুদুরদর্শী, যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ, সকল প্রকার সহায়সম্পন্ন

ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকিতে একটা নষ্টবুদ্ধি বালক কর্ত্তৃক দিন দিন আমার রাজ্য ও দুর্গ সকল হস্তচ্যুত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের ও আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? এক জন অপরিণতবয়স্ক যুবক যদি কতকগুলা অসভ্য, বর্ব্বর, অরণ্যচারীপশু লইয়া আপনাদিগকে ব্যামোহিত করিয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিলাম সত্য সত্যই মনুষ্যত্ব এ প্রদেশ হইতে পলায়ন করিয়াছে। আপনারা যদি এ সময় ইহার প্রতিকার বিধান না করেন, তাহা হইলে সে যেরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে ইহা দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যে কালে আপনাদিগকে এই পরম পবিত্র জন্মভূমি, ধন, সম্পত্তি, পুত্র, কলত্র, সকলই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এক্ষণে যাহাদিগকে আপনারা যদৃচ্ছাক্রমে শাসন করিতেছেন, আপনার স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত যাহাদিগের স্বার্থ প্রতিপদে পদদলিত করিতেছেন, যাহাদিগকে শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় বধ করিয়াও আপনারা রাজদণ্ড হইতে বঞ্চিত হইতেছেন, যাহারা আপনাদিগকে নমস্কার আদি না করিয়া অসম্মান প্রদর্শন করিলে কঠোর রূপে দণ্ডিত হইতেছে, সেই সকল জনগণ কর্ত্তৃক আপনাদিগকে শাসিত হইতে হইবে। আপনারা ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন একবার ইহারা রাজশক্তি প্রাপ্ত হইলে ইহারা কখনই তাহার প্রতিশোধ লইতে বিলম্ব করিবে না অথবা এ সকল ব্যবহার শীঘ্র বিস্মৃত হইবে না। অত্যন্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি একবার উত্তেজিত হইলে সে ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। বায়ু অত্যন্ত লঘু, ইহা একবার উত্তপ্ত হইলে প্রলয়কালীন ভৈরব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণীজগতের ভীতি সঞ্চার করিয়া থাকে।

এই যে স্বর্গচুর্লভ প্রাসাদ সকল আপনাদিগের সম্মুখে শোভিত হইতেছে, ইহার আর এ শ্রী থাকিবে না। আমাদিগের পবিত্র স্থান সকল অসভ্যগণ কর্ত্তৃক অপবিত্র হইবে। অধিক আর আমি কি বলিব, আমরা অন্তঃপুরচারিণী অবলা, সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাহ্য-বিষয়ক জ্ঞান আমাদিগের অতি অল্প, আমি যতটুকু বুঝিতে পারিতেছি আপনারা যদি চক্ষু উন্মিলিত না করেন, আপনারা যদি আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম পূর্ব্বপুরুষদিগের সমাধি সকল ক্রটিত, খনিত এবং পদদলিত হইবে। বেগমসাহেব এইরূপ উত্তেজনা-পূর্ণ কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে সকলেই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধ হইলেন। তন্মধ্য হইতে আফজল খাঁ বলিলেন "আপনি একটা বনের মর্কট দেখিয়া এরূপ বিভীষিকাগ্রস্ত হইতেছেন কেন? আপনি সামান্য রজ্জু দেখিয়া তাহাতে মহা-কালসর্পত্বের আরোপই বা করিতেছেন কেন? আমি বেশী বাগাড়ম্বর করিতে ইচ্ছা করি না, সেবককে আজ্ঞা করুন, আমি ঘোটক হইতে অবতরণ না করিয়া সেই দুষ্ট মর্কটকে হস্ত পদ বদ্ধ করিয়া জীবিতই আপনার চরণতলে আনয়ন করিয়া দিব।" আফজল খাঁর এরূপ শ্রুতিমধুর বাক্যে বেগম সাহেব অত্যন্ত প্রীত হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষে তাঁহাকে নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্র প্রদান করিয়া সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পূর্ব্বের ন্যায় খবর সকল, ডফ আদিধৃত বিজাপুর বিবরণ হইতে এ অধ্যায় সংগৃহীত হইল।

সপ্তম অধ্যায়।

আফজল খাঁ সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী, সপ্ত সহস্র পদাতিক এবং বহু সংখ্যক ধনুর্দ্ধারী, উষ্ট্র ও হস্তী আরোহী সৈন্য এবং কামান সমভিব্যাহারে বিজাপুর হইতে শিবাজী বিজয়ের নিমিত্ত বহির্গত হন। তিনি পথিমধ্যে দেবালয় সকল ভঙ্গ এবং গো হত্যা করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণকে প্রপীড়ন করিতে করিতে তুলজাপুর নামক স্থানে আগমন করেন। তুলজাপুর দাক্ষিণাত্যের একটি প্রধান তীর্থ, এস্থানে ভবানীর মন্দির বিশেষ বিখ্যাত, ইহা দর্শন করিতে শত শত লোক প্রত্যহ আগমন করিয়া থাকেন। ভগবতী ভবানী শিবাজীর কুল-দেবতা। আফজল খাঁ পাষাণ অপেক্ষা কঠোর হৃদয় ধারণ করিয়া নিরীহ নিরপরাধী হিন্দুগণকে হত্যা এবং দেবমন্দির সকল ধ্বংস করিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার করেন। তিনি জিঘাংসা বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায়, বিচারে অসমর্থ হইয়া ঘোর অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হন। ভবানীর মন্দির সমূলে বিধ্বস্ত হইল, বালক বালিকা বৃদ্ধ বৃদ্ধা কেহই তাঁহার শাণিত তরবারী হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। এস্থানে কতক দিন অবস্থান করিয়া আফজল খাঁ দাক্ষিণাত্যের পরম পবিত্র তীর্থ পণ্ডরপুরে গমন করেন। বলা বাহুল্য এখানেও তিনি হিন্দু দেবালয় ভগ্ন ও লুণ্ঠন প্রভৃতি অত্যাচার করিতে বিমুখ হন নাই। এস্থানে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিয়া ভীমা ও কৃষ্ণা নদী অতিক্রম করেন। কৃষ্ণানদী অতিক্রম করিয়া কুটিলবুদ্ধি

আফজল খাঁ বিবেচনা করেন, যুদ্ধে জয় পরাজয় বিষয়ক কোন নিশ্চয়তা নাই, যদি আমি সময়ক্রমে পরাজিত হই তাহা হইলে বিজাপুর দরবারে আমার মুখপ্রদর্শন কঠিন হইবে, জয় প্রাপ্ত হইলেও শিবাজীকে হস্তগত করা নিতান্ত সামান্য কথা নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া শিবাজীকে ছলনা পূর্ব্বক হস্তগত করিতে মনস্থ করেন। এতদভিপ্রায়ে কৃষ্ণাজী ভাস্কর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া হৃদয়ের সমস্ত কথা বিবৃত পূর্ব্বক শিবাজীর বিশ্বাস সম্পাদন করিয়া কোনরূপে তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলে বিনা রক্তপাতে সমস্ত কার্য্য সাধিত হইবে এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া আফজল খাঁ, কৃষ্ণাজী পন্তকে শিবাজীর নিকট গমন করিয়া কহিতে কহিলেন "যে শাহাজীর সহিত আমার বহু দিনের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃভাব, তিনি বিজাপুর দরবারের একজন প্রধানতম সেনাপতি, তুমি তাঁহার পুত্র সুতরাং আমাদিগের পুত্রস্থানীয়, তোমার বিরুদ্ধে কি আমাদিগের অস্ত্রধারণ করা ভাল দেখায়? আমার একান্ত বাসনা তোমাকে কোকন প্রদেশ জাইগীর প্রদত্ত হউক, তোমার পূজনীয় পিতৃদেব যেরূপ বিজাপুরের পক্ষ হইয়া কর্ণাটাদি প্রদেশ জয় করিয়া বিজাপুরের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, সেইরূপ তুমি বিজাপুরের পক্ষ হইয়া দেশ সকল জয় কর, এ বিষয়ে বিজাপুর দরবার তোমার সম্পূর্ণ সহায়তা করিবেন। তুমি গত মোগল-যুদ্ধে যেরূপ বীরতা প্রদর্শন করিয়াছ তাহা শুনিয়া আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হইবে, অতঃপর তোমাকে বিজাপুরের একজন প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত করা হইবে, আশা করি তুমি আমাদিগের

ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া প্রীতি সম্পাদন করিবে" আফজল খাঁ এইরূপ নানা প্রকার শ্রুতিমধুর প্রলোভনবাক্য বলিয়া কৃষ্ণাজীকে শিবাজীসকাশে প্রেরণ করেন।

রাজনীতিবিশারদ শিবাজী চরমুখে আফজল খাঁর বিজাপুর দরবারের গর্ব্বিত বচন, তুলজাপুর, পণ্ডরপুর প্রভৃতি স্থানের অমানুষিক অত্যাচার অবগত হইয়া কালবিলম্ব না করিয়া দুর্গসংরক্ষণ এবং সৈন্য সকলকে একত্রিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করেন। এই সঙ্কট সময়ে শিবাজীর শরীরে ভগবতী আবির্ভূত হইয়া বলেন "বৎস তুমি চিন্তিত হইও না, দেবতা সকল তোমার প্রতি প্রসন্ন আছেন, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া কার্য্য কর আমি তোমার হস্তে আফজল খাঁকে বিনাশ করিব"* এই কথা কহিয়া ভগবতী অন্তর্হিতা হন।

শিবাজী চৈতন্য লাভানন্তর সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরম পুলকিত হইয়া পরমোৎসাহে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। সেনা ও সেনানায়কগণ শিবাজী অসামান্য পুরুষ, দেবতাদিগের পরম অনুগৃহীত, তাঁহারাই ইহাঁর কার্য্য সাধনে তৎপর, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া শিবাজীর অধীনে কর্ম্ম করা গৌরবের বিষয় বিবেচনা করিয়া পরম আগ্রহের সহিত কার্য্য করিতেন।

---

* মহারাষ্ট্রীয় বখরকারেরা কহেন শিবাজীর শরীরে ভগবতী আবির্ভূত হইতেন। আবির্ভাবের আবশ্যকতা হইলে শিবাজী পবিত্র ভাবে ধ্যানযুক্ত হইয়া উপবেশন করিতেন অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া নানা প্রকার ভবিষ্যৎবাণী বাহির হইত। এ সময় ইহাঁর নিকট কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী অবস্থান করিতেন এবং তাঁহার কহিত কথা লিখিয়া লইয়া পশ্চাৎ শিবাজীকে শ্রবণ করাইতেন॥ ভবিষ্যতে আমরা ইহাকে যোগশক্তি বলিয়া উল্লেখ করিব। বর্ত্তমান কালে ইহা clairvoyance নামে অভিহিত হয়।

শিবাজী রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী এবং সেনাপতিগণকে সমবেত করিয়া আফজল খাঁর যুদ্ধ ঘোষণা, গোব্রাহ্মণ ও দেবমন্দির বিধ্বংসন এবং ভগবতীর ভবিষ্যৎ বাক্য বিশেষ রূপে কহিয়া বলিলেন "আপনারা সকলেই শ্রুত আছেন আফজল খাঁ কুটিলপ্রধান বলিয়া পরিগণিত, ইহারাই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্ভাজীকে ছলনা পূর্ব্বক হত্যা করিয়াছে, ইহারাই প্রতিভাশালী মন্ত্রীপ্রবর মুরাররাও পন্তকে বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে নিহত করিয়াছে, এই সকল দুর্ব্বৃত্তরাই পরম পূজনীয় পিতৃদেবকে বন্দী করিয়াছিল, ইহাদিগের আর সে নৈতিক বল নাই। মনুষ্য যখন নৈতিকবল বিহীন হয় তখন সে কাপুরুষের ন্যায় মায়াজাল বিস্তার করিয়া কার্য্যসাধন করিয়া থাকে, সর্পকেও বরং বিশ্বাস করা যাইতে পারে কিন্তু মায়াবীকে কখন বিশ্বাস করা উচিত নহে। যদি আমরা তাঁহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সন্ধি করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঘোরতর বিপদে পতিত হইতে হইবে। আর সন্ধিই বা কাহার সহিত করিব? যাহারা আমাদিগকে প্রতিপদে পদদলিত করিতেছে, যাহারা ভারতের স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যের কথা শ্রবণ করতঃ তাহা লুণ্ঠন করিতে আসিয়া ভাগ্যক্রমে রাজ্য লাভ করিয়াছে, যাহারা আমাদিগের ধর্ম্ম, আমাদিগের পরম পবিত্র দেবমন্দির সকল বিনষ্ট করিয়া অহর্নিশ জ্বালাতন করিতেছে, যাহারা বিচারের ভাণ করিয়া অবিচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদিগের সহিত আবার সন্ধি কি? আমরা যখন স্বর্গ হইতেও পবিত্র, প্রাণ হইতেও প্রিয়তম জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছি, আমরা যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত সমরানলে

এই নশ্বর শরীর আহুতি প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, আমরা যখন অত্যাচার-সাগর-মগ্নপ্রায় ভ্রাতৃগণের উদ্ধার বাসনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, তখন কাহার সহিত সন্ধি করিব? ধর্ম্ম আমাদিগের পথ পরিদর্শক, অতএব দেবগণ আমাদিগের প্রতি কৃপাবর্ষণ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি আপনাদিগকে আর একটি কথা কহিব, আমাদিগের এই পাঞ্চভৌতিক শরীর ইহা ক্ষণবিধ্বংসী, যদি ঘটনাক্রমে ইহা যুদ্ধে পঞ্চত্ব লাভ করে তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের কথা কি হইতে পারে? শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন যুদ্ধনিহত ব্যক্তিগণ পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে আমাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে আপনারা বালক সম্ভাজীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া সকলে একমত হইয়া আমরা যে বীজ রোপন করিয়াছি তাহা স্নেহ ও যত্নের সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বৰ্দ্ধিত করিবেন।” শিবাজীর এইরূপ হৃদয়োন্মত্ততা জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন, বক্তৃতাকালীন শিবাজীর বিশাল নেত্র হইতে বিদ্যুতপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া সকলকে যুদ্ধবিলম্ব অসহনশীল করিয়া তুলিল। শিবাজী রাজ্যের সমস্ত ব্যবস্থা সুব্যবস্থিত করিয়া পরম পূজনীয়া মাতৃদেবীর চরণকমল বন্দনা ও তাহাতে মস্তকার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন, পুত্রবৎসল জিজাবাই অশ্রুপূর্ণ গদ গদ স্বরে শিবাজীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “শিব্‌বা বিজয়ী হও।” এ দৃশ্য কি অনির্ব্বচনীয়! এক দিকে পরম স্নেহময়ী জননী অবিকম্পিতভাবে এক মাত্র পুত্রকে যুদ্ধ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতেছেন,

অপর দিকে পুত্র, স্বধর্ম্ম ও জন্মভূমি রক্ষার্থ প্রণোদিত হইয়া অসার সংসারের পুত্র কলত্র পিতা মাতা প্রভৃতির চুচ্ছেদ মায়াপাশ কর্ত্তন করিয়া গোব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। এরূপ দৃশ্য কল্পনা করিলেও শরীর পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। এরূপ উন্নতহৃদয় মাতা ও পুত্র বহু তপস্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না সন্দেহ। শিবাজী রাজগড় হইতে মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ত্বরিত গতিতে প্রতাপগড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিবাজীর প্রতাপগড়ে আগমন করিবার প্রধান উদ্দেশ্য রাজধানী হইতে দূরতর প্রদেশে আফজল খাঁকে যুদ্ধ প্রদান করেন, এতদর্থে প্রতাপগড় প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান। ইহা পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত হওয়াতে অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়াও বিপুল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করা যাইতে পারে, এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক সৈন্যের খাদ্যসংগ্রহ ও নানা প্রকার গুরুভার দ্রব্য লইয়া এ প্রদেশে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করা শত্রুগণের পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে। শিবাজী এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিপক্ষের অপরিজ্ঞাত পার্ব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করেন। শিবাজী প্রতাপগড়ে আগমন করিলে নেতাজী পালকর, মোরোপন্ত পিঙ্গলে প্রভৃতি সেনাপতিগণ বিপুল বাহিনী লইয়া আসিয়া মিলিত হইলেন। শিবাজী প্রত্যেক দুর্গে বহুল পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের অনুমতি এবং অবরুদ্ধ হইলে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। ইনি এ বিষয়টি সকলকে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন যে যদি সৈন্যগণের অনবধানতা বশত দুর্গ অথবা সৈনাশ্রেণী, শত্রুকর্তৃক অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া বিপদগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা

তাহাদিগের অন্য কোন গুরুতর অপরাধ হইতে পারে না; কয়েক ব্যক্তির অনবধানতা বশত শত শত ব্যক্তির পশুর ন্যায় মৃত্যু এবং নিন্দনীয় রূপে পরাজিত হওয়া অপেক্ষা পৃথিবীমধ্যে দুষ্কীর্ত্তি আর কিছুই নাই। এ জন্য তিনি প্রহরিগণকে বিশেষ সতর্কতার সহিত পাহারা প্রদান করিতে আজ্ঞা করেন। শিবাজী যৎকালে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তৎকালে কৃষ্ণাজী পন্ত দূতরূপে শিবাজীর নিকট আগমন করিয়া আফজল খাঁ কথিত কথা যথাবৃত্ত নিবেদন করেন। শিবাজী কৃষ্ণাজী পন্তকে মহাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহার অবস্থানের জন্য উত্তম গৃহ নির্দ্দেশ এবং যাহাতে কোন প্রকার ক্লেশ না হয়, সে বিষয় আদেশ করিয়া পাঠান। দ্বিতীয় দিবস শিবাজী রাত্রিকালে কৃষ্ণাজী পন্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান এবং ভোজন কালে কথা প্রসঙ্গে কহেন "দেখুন আমি যে এই অস্ত্র ধারণ করিয়াছি ইহা আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, যবনগণের অত্যাচার হইতে জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর স্বধর্ম্ম রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্যকর্ত্তব্য-কর্ম্ম। গোব্রাহ্মণ প্রতিপালন করিবার জন্য আমি এই ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছি, দেবতাব্রাহ্মণের কৃপা-দৃষ্টি আমার উপর থাকিলে আফজল খাঁকে পরাভব করা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে।" ইত্যাদি নানা প্রকার কথা কহিয়া শিবাজী খাঁর আন্তরিক ইচ্ছা অবগত হইবার নিমিত্ত কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণাজী, শিবাজীর স্বদেশানুরাগ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার প্রবল প্রবৃত্তি দেখিয়া মনে মনে নিজের সহিত তুলনা করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন "আপনি রাজনীতি-

বিশারদ, আপনার ন্যায় ব্যক্তি কখন শক্রর চাটুবাক্যে মোহিত হন না, আফজল খাঁ শঠতাপূর্ব্বক আপনার বিশ্বাস স্থাপনের নিমিত্ত এরূপ মনমুগ্ধকর কথা কহিয়াছেন, অবকাশ প্রাপ্ত হইলে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে বিলম্ব করিবে না, অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করুন।” মহাপ্রাণ শিবাজীর চরিত্রবল কৃষ্ণাজী পন্তের স্বদেশানুরাগকে উৎপন্ন করিয়া তাঁহাকে মিত্ররূপে পরিণত করিল।

শিবাজী, গোপীনাথ পন্ত নামক জনৈক বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান কর্ম্মচারীকে কৃষ্ণাজী পন্তের সহিত নানা প্রকার উপহার প্রদান করিয়া আফজল খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। আফজল খাঁ প্রথমতঃ ইহাঁকে আদরের সহিত গ্রহণ করেন কিন্তু যখন শুনিলেন শিবাজী তাঁহার নিকট আগমন করিতে অস্বীকৃত, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নানা প্রকার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন। হৃৎ-তত্ত্বজ্ঞ গোপীনাথের আফজল খাঁর বাসনা বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। পরে কৃষ্ণাজী যখন আফজল খাঁকে কহিলেন আপনার উপর শিবাজীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আপনার প্রস্তাবে শিবাজীর সম্পূর্ণ অভিমতি, এতদুর যখন আসিয়াছেন তখন প্রতাপগড়ে আগমন জন্য শিবাজীর একান্ত অনুরোধ ও আমন্ত্রণ এবং কার্য্যসিদ্ধির বিষয় বিশেষরূপে কহাতে আফজল খাঁ অব-শেষে শিবাজীর নিকট গমন করিতে প্রতিশ্রুত হন। প্রতাপ-গড়ে গমন করিলে শিবাজী অবলীলাক্রমে বন্দী হইবে এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়া খাঁ সাহেব সসৈন্যে প্রতাপগড়ে গমন করেন।

শিবাজী প্রতাপগড়ের পাদদেশে আফজল খাঁর অবস্থানের জন্য মণিমুক্তাখচিত শিবির সকল সন্নিবেশিত, পথসকল পরিষ্কৃত,

মধ্যে মধ্যে তোরণসকল স্থাপিত, এবং পত্রপুষ্পে সুশোভিত করেন। উৎসবের পরিসীমা রহিল না। অদ্য আশ্বিন মাসের শুক্ল ষষ্ঠী, ভারতের প্রতিগৃহে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার বোধন, আজ ভারত মহা আনন্দে উন্মত্ত, শত্রুমর্দ্দিনী ভগবতীর পূজার জন্য সকলেই ফল, মূল, পত্র, পুষ্প ও বলি আহরণে ব্যস্ত। শিবাজী মহাশক্তি ভবানীর উপাসক, তাঁহারই কৃপায় মহাপশু আফজল খাঁ তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত।

আফজল খাঁ প্রতাপগড়ের পাদদেশে আগমন করিয়া শিবাজীর সন্নিবেশিত শিবিরে অবস্থান করেন এবং শিবাজীকে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়া পাঠান। শিবাজী তাঁহাকে আগমনজনিত শ্রান্তি দূর করিতে এবং পরদিন সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিন স্থির করিয়া বলিয়া পাঠান। খাঁ, উৎকণ্ঠার সহিত রাত্রি অতিবাহিত এবং শত্রুপক্ষ হইতে আক্রমণভয়ে সমস্ত রাত্রি সৈন্যগণকে জাগরিত থাকিতে আদেশ করেন। পর দিবস শিবাজী নেতাজী পালকরকে কহিয়া পাঠাইলেন, আমি অদ্য অপরাহ্নে খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিব, অতএব তোমরা পর্ব্বতের উপরিভাগে সন্নধ্য হইয়া থাকিবে, বনের মধ্যে স্থানে স্থানে সৈন্য সকল গুপ্তভাবে স্থাপন করিবে। কি গুপ্ত, কি প্রকাশ্য, কোন পথই যেন অরক্ষিত না থাকে, মোরোপন্ত পেশওয়াকে সসৈন্য কোকনপ্রান্তে সজ্জিত থাকিতে কহিবে। যদি আমাদিগের উপর কোনরূপ বিপদাগমন করে, তাহা হইলে সঙ্কেত স্বরূপ দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইবে, তোমরা তাহা শ্রবণ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিক হইতে যুগপৎ যবনগণকে আক্রমণ করিবে। শিবাজী এইরূপে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা

করতঃ ভোজনান্তে আপনার কুলদেবতা ও পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া পদদেশ হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত লৌহ পরিচ্ছদে আবৃত ও তদুপরি প্রচলিত বস্ত্র পরিধান করেন, এইরূপ মস্তকেও লৌহ শিরস্ত্রাণ আচ্ছাদিত করিয়া কটিদেশে ভবানী তলবার এবং এক হস্তে "বাঘনখ" অপর হস্তে তীক্ষ্ণধার কর্ত্তরিকা গুপ্তভাবে স্থাপন করিয়া কতকগুলি ধারকরী সৈন্য (কোকনদেশীয় সৈন্য), সম্ভাজী কাবজী এবং জিউমহলা নামক দুই জন অমিত পরাক্রমশালী এবং অস্ত্রবিদ্যাকুশল ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইয়া শিবিকা আরোহণ পূর্ব্বক খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করেন। আফজল খাঁ ইতি পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া সে স্থানে আগমন করেন। এই সৈন্য দেখিয়া কৃষ্ণাজী ভাস্কর আফজল খাঁকে কহিলেন, এত অধিক পরিমাণে সৈন্য লইয়া এস্থানে অবস্থান করিলে শিবাজী কোনরূপ সন্দেহ করিয়া চাই কি নাও আসিতে পারেন। বিশেষতঃ তিনি স্বভাবতঃ মুসলমান দেখিলে ভাত হন, তাহাতে এরূপ দীর্ঘকায় বলবান মুসলমানদিগকে আপনার পার্শ্বে অবলোকন করিলে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইবার পক্ষে বিঘ্ন হইবে। আফজল খাঁ শিবাজীর অনিবার্য্য মৃত্যুদশা উপস্থিত বিবেচনা করিয়া সৈন্যগণকে দূরে থাকিতে আজ্ঞা করিলেন, শিবাজী ধারকরী সৈন্যগণকে পশ্চাদ্ভাগে পরিত্যাগ এবং শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া জিউমহালা এবং সম্ভাজী কাবজী নামক দুই জন বলবান পুরুষকে সঙ্গে করিয়া পদব্রজে গমন করেন। আফজল খাঁ দূর হইতে তাঁহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, ইহার মধ্যে শিবাজী কে ? পার্শ্বস্থ ব্যক্তি অঙ্গুলি

নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন ঐ যে শ্যামকায়, আজানুলম্বিত, কটিদেশে কৃপাণবদ্ধ, অনতিদীর্ঘকায় পুরুষ সকলের অগ্রে আগমন করিতেছেন উনিই শিবাজী। অত্যুন্নত প্রকাণ্ড শরীর আফজল খাঁ হ্রস্বকায় শিবাজীকে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার করতলস্থ বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লিত হইলেন। শিবাজী প্রতীয়মান নিরস্ত্রভাবে সহচরদ্বয়সহ আফজল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দরবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। আফজল খাঁ ইহাঁকে আগমন করিতে দেখিয়া সৃক্কণীদ্বয় লেহন এবং ক্রূরভাবে তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া প্রচলিত প্রথানুসারে আলিঙ্গন করিবার জন্য নিকট গমন করেন। ভীমকায় আফজল খাঁ আলিঙ্গন কালে শিবাজীর মস্তক হস্তপাশে দৃঢ়াবদ্ধ ও তড়িতবেগে যমদাঁড় * কোষমুক্ত করিয়া আঘাত করেন কিন্তু শিবাজীর বস্ত্রাভ্যন্তরস্থ আবরণে তাহা আহত হইয়া ঝন ঝন শব্দে প্রতিহত হইল; শিবাজীও নিমেষ মধ্যে দক্ষিণ হস্তস্থ বাঘনখ † তাঁহার উদরমধ্যে বিদ্ধ করিয়া অন্ত্র সকল বহির্গত এবং তড়িত-বেগে বাম হস্তস্থ বিচবিয়া ‡ হৃদ্দেশে বিদ্ধ করেন। আফজল খাঁ শিবাজীর প্রথম আঘাতেই সাংঘাতিক আহত হইয়া "মলুম মলুম, রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিয়া ভূপতিত হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করেন। আফজল খাঁর চীৎকার শব্দ শুনিয়া সৈয়দ বণ্ড নামক পাঠান এবং গোবিন্দ পন্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করেন; ইহা দেখিয়া সম্ভাজী,

* যমদাঁড় যমদংষ্ট্রঃ স্যাৎ। রা, বা, কোশ বৃহৎ তরবারি বিশেষ।

† ইহা ব্যাঘ্র নখাকৃতি।

‡ বৃশ্চিকের ন্যায় কর্ত্তরিকা বিশেষ।

কাবজী ও জিউমহালা শিবাজীর নিকট গমন করেন। সৈয়দ শিবাজীর উপর অস্ত্রচালনা করিতে উদ্যত হইলে পশ্চাৎ ভাগ হইতে সম্ভাজী লম্ফ প্রদান করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হন এবং এক আঘাতেই তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করেন। গোবিন্দ পন্তও তরবারি নিষ্কাসিত করিয়া আক্রমণ করিতে আসিলে সম্ভাজী কহিলেন "তুমি ব্রাহ্মণ, এজন্য মহারাজার নিকট অবধ্য অতএব প্রাণ লইয়া গৃহে গমন কর" ইত্যবসরে জিউমহালা পশ্চাৎ ভাগ হইতে তাঁহাকে ধৃত করিয়া তরবারি কাড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দেন। ইহা লিখিতে অনেক সময় অতীত হইল কিন্তু ইহা নিষ্পন্ন করিতে এক মুহূর্ত্তেরও অধিক সময়ের আবশ্যক হয় নাই।

শিবাজী শত্রু বিজয় করিয়া দ্রুতবেগে নির্ব্বিঘ্নে দুর্গমধ্যে উপস্থিত হইয়া তোপধ্বনি করিতে আদেশ প্রদান করেন। অদ্য ১৫৮১ শক * বিকারী নাম সম্বৎসর আশ্বিন মাস শুক্লপক্ষ সপ্তমী তিথি শুক্রবার ভারতের নানাস্থানে ভক্তগণ নানাপ্রকার বলি প্রদান করিয়া ভক্তবাঞ্ছা পরিপূরক মহামায়ার পূজা করিতেছেন। এ সকল পূজক একদেশী ও আপন আপন অভীষ্ট সাধনার্থে যত্নবান, কিন্তু মহাভাগ, পরম কারুণিক শিবাজীর হৃদয় সমগ্র ভারতের জন্য চিন্তিত, দারিদ্র্যভার প্রপীড়িত ভারত-বাসীর দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়া জগজ্জননীর পূজায় শরীর উৎসর্গ করিতেছেন। বলিপ্রিয়া ভগবতীর তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত শিবাজী আজ স্বহস্তে শত্রুশির ভগবতীর পদতলে সমর্পণ করিলেন। শিবাজী এই ঘোরতর

* ১৬৫৯ খৃঃ।

উৎকট তপস্যার ফল একাকী ভোগ করিবার জন্য সাধনা করেন নাই, তিনি সমগ্র ভারতের জন্য এ উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার ফল এক সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল এরূপ নহে। আজ যে আমরা হিন্দু বলিয়া গৌরব করিতেছি যদি শিবাজী এরূপ তপস্যা না করিতেন, এরূপে শত্রুশির বলি প্রদান করিয়া মহাশক্তির পূজা না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভাগ্যচক্র অন্যরূপে আবর্ত্তিত হইত। ভক্তবৎসল মহামায়ার অপার কৃপা, এ কৃপা কোন জাতিমধ্যে আবদ্ধ নহে! কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, এমন কি দানবগণের প্রতিও তাঁহার অপার কৃপা কুণ্ঠিত নহে। যিনি তাঁহার সাধনা করেন, তিনিই অপার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হন।

শিবাজী দুর্গমধ্যে গমন করিয়াই তোপধ্বনি করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। তাহার শব্দ শ্রবণ করিয়াই নেতাজী, মোরোপন্ত, প্রভৃতি বীরগণ বিদ্যুৎবেগে যুগপৎ চতুর্দ্দিক হইতে যবন সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। মুসলমানগণ অকস্মাৎ আফজল খাঁর মৃত্যু সংবাদে স্তম্ভিত, তদনন্তর যুগপৎ চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। রাত্রি আগমনেও যুদ্ধের বিরাম নাই, দুই প্রহর ভীষণ যুদ্ধ করিয়া শিবাজী জয়লাভ করিলেন। মুসলমান পক্ষীয় বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং আরব, রোহিলা, পাঠান প্রভৃতি নানা জাতীয় সৈন্য নিহত হন। আফজল খাঁর পুত্র, ফজল মহম্মদ বিন অফজলসহ অনেক মুসলমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ঝুঁজারাও ঘাড়গে, কম্বাজী ভোঁসলে প্রভৃতি হিন্দু কর্ম্মচারীগণ বন্দী হন। শিবাজী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ৬৫ হস্তী ৪০০০ ঘোটক, ১২০০ উষ্ট্র, ২০০০ বস্তা

কাপড়, ১০০০০০ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রৌপ্য মিলিত দ্রব্য, এতদ্ব্যতীত বহুল পরিমাণে যুদ্ধোপযোগী বন্দুক কামান তলবার প্রভৃতি দ্রব্য প্রাপ্ত হন।

শিবাজী বিজয় প্রাপ্তির পরেই ক্ষণবিলম্ব না করিয়া পরম উৎকণ্ঠিতা মাতার নিকট রাজগড়ে বিজয় সংবাদ প্রেরণ করিলেন। বীরমাতা জিজাবাই পুত্রের বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক দেবালয়ে পূজা প্রেরণ এবং অনাথ, দরিদ্র, এবং ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট পরিমাণে ভোজ্য বস্ত্র ও অর্থ প্রদান করিলেন। অদ্য হইতে শঠতা পূর্ব্বক সম্ভাজীর মৃত্যুজনিত দুঃখ তাঁহার অনেক পরিমাণে লাঘব হয়।

শিবাজী যুদ্ধনিহত ব্যক্তিগণের যথারীতি সংকার করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া লোক প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধনিহত শত্রুপক্ষীয় বীরগণ এখন আর তাঁহার শত্রু নহে। শিবাজী স্বয়ং আগমন করিয়া অতি সমারোহ পূর্ব্বক মুসলমান সেনাপতি আফজলখাঁর সমাধি প্রদান করেন। এখনও প্রতাপগড়ের সানুদেশে তাঁহার সমাধি পথিকগণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।* নিহতব্যক্তির স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ, আহত ব্যক্তিগণের চিকিৎসা সেবা ও শুশ্রূষার সুব্যবস্থা এবং তাহাদিগকে ৫০ হইতে ৫০০ শত টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন। যুদ্ধস্থানে যাহারা বিশেষরূপে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে হস্তে বলয়, কণ্ঠে মালা, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, পদোন্নতি প্রভৃতি নানা প্রকার পুরস্কার প্রদান করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

* প্রতি বৎসর মাঘ মাসে প্রতাপগড়ে বার্ষিক উৎসব হইয়া থাকে। এ সময় শিবাজীর প্রতিমূর্ত্তি পাল্কী করিয়া এই কবর পর্য্যন্ত আনীত হয়।

শিবাজীর যুদ্ধ-বন্দীর প্রতি সদ্ব্যবহার চিরপ্রসিদ্ধ। যে সময়ের কথা আমরা কহিতেছি সে সময় জনসাধারণ শত্রু হস্তগত হইলে তাহার প্রতি নিষ্ঠুরব্যবহার অনুষ্ঠান জন্য আপনাকে নিন্দনীয় বিবেচনা করিতেন না. এরূপ সময়ে শত্রুর প্রতি সদ্ব্যবহার সামান্য প্রশংসার কথা নহে। শিবাজী যুদ্ধ-ধৃত বালক, বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা প্রভৃতিকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। এ যুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি বন্দীকৃত হন, তাঁহাদিগের পদমর্য্যাদা অনুসারে বস্ত্র, অর্থ ভোজ্য অশ্ব প্রভৃতি প্রদান ও প্রশংসা পূর্ব্বক বিদায় প্রদান এবং যিনি তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতে প্রার্থনা করেন তাঁহাকে উপযুক্ত কার্য্য প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। হিন্দু বন্দীদিগের মধ্যে ঝুঁজারাও সহ সাহাজীর বিশেষ বন্ধুত্ব থাকায় শিবাজী তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। ইহাতে ধর্ম্মভীরু ঝুঁজারাও কহেন " যাহার অন্নে শরীর বর্দ্ধিত হইয়াছে, বিপদ কালে তাহাকে পরিত্যাগ করিলে অধর্ম্মগ্রস্ত হইব। আমরা যথায় যে ভাবে থাকি না কেন. তোমাকে আমরা প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি যে গোব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মহদ্ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, ঈশ্বরের কৃপায় অনতিবিলম্বে ইহা উদ্‌যাপন কর।" শিবাজী তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্রাদি উপঢৌকন প্রদান করিয়া সৎকার পূর্ব্বক বিদায় প্রদান করেন।

আফজল খাঁর নিধন জন্য কতকগুলি অবিদিত-তত্ত্ব ও একদেশদর্শী লেখক শিবাজীর উপর বিশ্বাসঘাতকতা দোষ আরোপ করিয়া থাকেন। আফজল খাঁ প্রথম হইতেই শিবাজীকে ছলনা পূর্ব্বক হস্তগত করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু

শিবাজীর নিকট সে সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়। শিবাজী কৃষ্ণাজী পন্তের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া আফজল খাঁর হৃদ্গত ভাব অবগত হইবার জন্য গোপীনাথ পন্তকে প্রেরণ করেন, কিন্তু এখানেও শিবাজী তাহার কুটিলতা অবগত হন। শিবাজী বিজাপুরবলে বলীয়ান হইয়া মোগলগণকে দাক্ষিণাত্য হইতে দূরীভূত করিবার বাসনা মনে মনে পোষণ করেন, এই জন্য তিনি আফজল খাঁর কুটিলতা অবগত হইয়াও আপন চরিতবলের উপর দৃঢ় নির্ভর করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং তাঁহারই প্রস্তাবে তাঁহাকে সম্মত করিতে প্রয়াস পান। শিবাজীর এরূপ বিশ্বাস ছিল যে তিনি একবার যাহার সহিত আলাপ করিবেন সে শত্রু হইলেও তাহাকে মিত্ররূপে পরিণত করিতে সমর্থ হন। শিবাজী আত্মরক্ষার জন্য গুপ্তভাবে সশস্ত্র হইয়া গমন করেন, যদি এরূপ ভাবে তিনি গমন না করিতেন তাহা হইলে কি আফজল খাঁর হস্ত হইতে কখনও নিষ্কৃতি পাইতেন? শিবাজী খাঁর অভিপ্রায় সম্যকরূপে অবগত হইয়াও যদি আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র হইয়া না যাইতেন তাহা হইলে তিনি অদূরদর্শী ও নীতি-শাস্ত্রানভিজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইতেন সন্দেহ নাই। আফজল খাঁ বাস্তবিকই যদি সন্ধি না করিয়া শিবাজীকে বন্দী করিবার চেষ্টা পান, তাহা হইলে তাহার বাসনা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে সৈন্যসকল যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিয়া রাখেন ইহাতে শিবাজীর দূরদর্শিতাই প্রতিপন্ন হয়। শিবাজীর যদি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে তিনি রাত্রি-কালে শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে

সমর্থ হইতেন। এ সময় তাঁহার নিকট সৈন্যবল নিতান্ত কম ছিল না। শিবাজীর হৃদয় যদি কপটতা দোষে দূষিত হইত, তাহা হইলে তিনি যুদ্ধবন্দী মুসলমানগণের প্রতি কখনও সদ্ব্যবহার করিতেন না, কপট হৃদয়ে মানবজাতির উদার বৃত্তি সকল কখনই বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। আফজল খাঁ যদি কুটিলতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত সরল ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে সৈন্যগণসহ তাঁহাকে অকালে যমসদনে কখনই গমন করিতে হইত না।

ক্ষিপ্রকারী শিবাজী বিজয় প্রাপ্তির পর জয়মদে মগ্ন হইয়া বৃথা সময় অতিবাহিত করিবার লোক নহেন। তিনি নেতাজীকে সাতারার অন্তর্গত পহ্বাল ও পবনগড় হস্তগত করিবার জন্য ত্বরিত বেগে গমন করিতে আজ্ঞা করেন। দহাতোণ্ডের মৃত্যুর পর ইনি অশ্বারোহী সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। নেতাজী অসামান্য শৌর্য্য ও বুদ্ধিবলে অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত দুর্গদ্বয় অধীনে আনয়ন করেন।

আফজল খাঁর মৃত্যুর চতুর্থ দিবস পরে বিজাপুর সৈন্যের সম্পূর্ণ পরাভব-সংবাদ বিজাপুর দরবার অবগত হন। আফজল খাঁর মৃত্যু ও পরাজয় সংবাদে বেগম সাহেব ও আলি আদিল সা এরূপ অধীর হইয়াছিলেন যে দিবসত্রয় তিনি দরবারগৃহে পদার্পণ করেন নাই। সর্ব্বদাই নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া "পরমেশ্বর বুঝি বা মুসলমান রাজ্যের উচ্ছেদ বাসনায় শিবাজীকে সৃষ্টি করিয়াছেন" এইরূপ বিলাপ করিয়া সময় যাপন করিতেন।

শিবাজী দুর্গের পর দুর্গ জয় করিতে আরম্ভ করাতে মুসলমানগণের হৃদয়ে ঘোর নৈরাশ্য আসিয়া অধিকার করিল। শিবাজীর

নামের প্রভাবে তাহাদিগের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। শিবাজী স্বয়ং মবলা সৈন্য লইয়া মুসলমানগণ কর্তৃক সুরক্ষিত বসন্তগড় পরাজয় করেন, ইহাতে মবলাগণ অসাধারণ ক্লেশসহিষ্ণুতা ও শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া মুসলমানগণকে ব্যামোহিত করেন। শিবাজী দুর্গের পর দুর্গ, দেশের পর দেশ জয় করিতে করিতে কৃষ্ণানদীর তীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন; স্থানে স্থানে রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত সৈন্য স্থাপন ও সুশৃঙ্খলা সহকারে রাজ্য শাসন করিবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিজাপুর রাজধানী পর্য্যন্ত গমন করেন. ইহাতে শিবাজী বহুল পরিমাণে বহুমূল্য বিজয়লব্ধ দ্রব্য প্রাপ্ত হন। প্রত্যাগমন কালে শিবাজী রাঙ্গণা ও বিশালগড় নামক দুইটি অতি দৃঢ় দুর্গ অবলীলাক্রমে পরাজয় করেন. ইহাতে সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের সমীপ-বর্ত্তী ভূভাগ তাঁহার হস্তগত হয়। শিবাজী ফাল্গুনমাসের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৫৮২ শকের * প্রথম ভাগে নেতাজীকে বিজাপুর যুদ্ধ পরিচালনের নিমিত্ত রাখিয়া স্বয়ং রত্নাগিরির অন্তর্গত রাজাপুর আক্রমণ এবং সে প্রদেশের হিন্দুরাজগণকে. বিজাপুরযুদ্ধে তাঁহার প্রতিপক্ষতা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। ইহাদিগের সহিত যুদ্ধকালে শিবাজীর বাল্যসহচর বাজীফসলকর অসাধারণ শূরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিহত হন। শিবাজী ইহাঁর আত্মজগণকে পুত্রর্নির্বিশেষে স্নেহ ও প্রধান প্রধান কার্য্যভার দিয়া সম্মানিত করেন। শিবাজী হিন্দুরাজগণকে বাৎসরিক কর প্রদানে স্বীকৃত এবং ভবিষ্যতে হিন্দুরাজবিরুদ্ধে মুসলমানসহ মিলিত হইয়া অস্ত্র ধারণ যাহাতে না করেন সে জন্য প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ করেন।

* খৃঃ ১৬৬০।

বিজাপুর দরবার, শিবাজীর রত্নাগিরি প্রান্তে জয়লাভের কথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হন। শিবাজীর অনুপস্থিতিতে ইহারা বহুল পরিমাণে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাঙ্গণা ও বিশালগড় পুনরধিকারের নিমিত্ত প্রাণপণে প্রযত্ন করে কিন্তু শিবাজীর রণনিপুণ মবলা সৈন্যের অতিমানুষ বীরত্বে তাহারা সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। শিবাজী একথা শ্রবণ করিয়া নক্ষত্রবেগে বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন, তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণে বিজাপুর রাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। খবাস খাঁ শিবাজীর গতি রোধ করিবার নিমিত্ত দশ সহস্র সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন। শিবাজী গমন কালে বাজী ঘোড়ফড়ের জন্মভূমি মুধোল নামক গ্রাম আক্রমণ করেন। ঘোড়ফড়ে খবাস খাঁর নিকট হইতে কিয়দংশ সৈন্য লইয়া পুত্র কলত্র রক্ষার্থে মুধোল আগমন করেন। শিবাজী ঘোরতর যুদ্ধে পিতৃ-শত্রু ঘোড়ফড়েকে নিহত করিয়া বিজাপুরসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। খবাস খাঁ এ পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া যুদ্ধ-সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাপুরে গমন করেন। বিজাপুররাজ অনন্যোপায় হইয়া শাহাজীকে শিবাজীর নিকট প্রেরণ পূর্ব্বক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। এ বিষয় আমরা অধ্যায়ান্তরে সবিশেষ বর্ণন করিব। শিবাজী এই ঘোরতর যুদ্ধকালে প্রতাপ-গড় দুর্গের মধ্যে ভগবতী ভবানীর ভব্য প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। বর্ত্তমান কালে ইহা তীর্থস্থলরূপে পরিণত হওয়ায় শত শত যাত্রী দেবদর্শনে গমন করিয়া থাকেন। সূক্ষ্মদর্শী শিবাজী যৎকালে রত্নাগিরি প্রদেশে যুদ্ধনিযুক্ত ছিলেন, সে সময় তিনি পর্টুগীজ-গণকে নৌবলে বলীয়ান এবং আপনাকে একেবারে নৌবল বিহীন

দেখিয়াছিলেন, কালে ইহাদিগের সহিত যুদ্ধকালে আপন স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য নৌবল স্থাপন করিতে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার রাজ্যে এবিষয়ের উপাদান অভাব ছিল না। কোকনপ্রান্তের ধীবরেরা সুশিক্ষিত হইলে পৃথিবীর অপর কোন নৌসেনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে না, ইহারা কর্ম্মঠ, বলবান, সমুদ্র-বিচরণশীল, নৌকাচালন-দক্ষ ও সাহসী। ইহারা হিন্দু ও মুসলমান ভেদে জাতিদ্বয়ে বিভক্ত। শিবাজী বর্ণ ভেদ না করিয়া ইহাদিগকে নৌসেনা শ্রেণী মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান সকল প্রস্তুত হইতে লাগিল।* অল্প দিনের মধ্যেই তাহা যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যে পূর্ণ এবং কোলাবা তাঁহার নৌসেনা অবস্থানের প্রধান স্থল হইল। এসময় ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে পর্টুগীজেরা ভারত বাণিজ্যে প্রাধান্যলাভ করেন। শিবাজী ইহাদিগের রাজ্য আক্রমণ বা বাণিজ্যে বাধা প্রদান করিবেন না এরূপ নিয়মে আবদ্ধ এবং পর্টুগীজেরাও বন্দুক কামন বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন।† তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শিবাজীর অতিমানুষ অধ্যবসায়ে হিন্দুবিজয়বৈজয়ন্তী ভারত-সমুদ্রবক্ষে উড্ডীয়মান হইল। আধুনিক ভারত-ইতিহাসে ইহার ন্যায় পবিত্র দিন আর কি আছে?

---

* গুরাও, তরণ্ডী, গলবোত ডুবারে, শিহাণ্ডে পগার, মচবে, বন্তোর, তিরকটী, পাল ইত্যাদি শ্রেণীর পঞ্চশত অর্ণবযান নির্ম্মাণ করেন।

† নব্বটা উত্তম কামান উপযুক্ত পরিমাণে বারুদ গোলা প্রভৃতি এবং বিদেশীয় বহুমুল্য দুর্লভ পদার্থ দিতে প্রতিশ্রুত হন।

অষ্টম অধ্যায়।

মহাভাগ রঞ্জিত সিংহ, নেপোলিয়ন প্রভৃতি বীরপুরুষগ যদি সহচরবিহীন হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন তাঃ হইলে কি লোকোত্তর কার্য্যসকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেন এ প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর বিদ্বানগণ প্রদান করিয়া থাকেন প্রথম, পরমেশ্বরই সেই মহাভাগ পুরুষবৃন্দের কার্য্যসকল সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত অসাধারণ গুণসম্পন্ন সহায়সকল প্রেরণ করিয়া থাকেন, অপর কেহ কেহ কহেন পরমেশ্বর লোকোত্তর মহাভাগ পুরুষগণকে এরূপ গুণশালী করেন যে তাঁহারা যাহার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন সেই ব্যক্তিই অসাধারণ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। উত্তরদ্বয়ই যুক্তিযুক্ত এবং হৃদয়গ্রাহী। আমরা অগ্রে পরম পূজনীয় রামদাস স্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াছি। ইহাঁর ন্যায় মহাপুরুষ ভারতে বহুকাল জন্মগ্রহণ করেন নাই, ইহাঁরই শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া শিবাজী পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয় পুরুষ হইয়াছেন।

মনুষ্য মাত্রেরই জীবন, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ভেদে দ্বিবিধ। শিবাজীর নৈতিক-জীবন অন্য কোন মহাত্মা অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইতে পারে কিন্তু তাঁহার উভয় জীবন একত্রিত করিলে তিনি ভূতপূর্ব্ব মহাত্মাগণ অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। এমন কি নেপোলিয়ন, সীজার, হানিবল, আলেকজেণ্ডার প্রভৃতি অসামান্য পুরুষবৃন্দের তাঁহার সহিত তুলনা হইতে পারে না।

ইহাঁদিগের আধ্যাত্মিক-জীবন মৃতপ্রায় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁদিগের লক্ষ্য সাংসারিক কার্য্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আপনাপন সাংসারিক কার্য্যের বহির্ভাগে ইহাঁদিগের দৃষ্টি গমন করিত না। নেপোলিয়ান সেণ্ট হেলেনায় বসিয়া পুরাকালীন যোদ্ধাগণের সহিত স্বীয় শৌর্য্যের তুলনা এবং আপনার রাজ-কার্য্যের সমালোচনা করিয়া সময় যাপন করিতেন। সীজার সমগ্র রোম সাম্রাজ্যের আধিপত্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাহা অক্ষুণ্ণ এবং স্ববংশে রক্ষণ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। হানিবল জন্মভূমি-পরিত্যক্ত হইয়াও স্বীয় প্রভুত্ব সংস্থাপনের নিমিত্ত রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অলীক স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। জগদ্বিজেতা স্বল্পায়ু আলেকজেণ্ডার শেষকালে অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। শিবাজী যেরূপ, এই নশ্বর পার্থিব রাজ্যলাভের জন্য যত্নবান ছিলেন; সেইরূপ পরম মুক্তি-রাজ্যপ্রাপ্তি জন্য একাগ্র-মনা ছিলেন। তাঁহার ঈশ্বরভক্তি প্রগাঢ়, তাহা কখন রাজ-নৈতিক জীবনের প্রবল বাত্যায় বিচলিত হয় নাই। দাদোজী কোণ্ডদেবের রমণীয় উপদেশাবলী শিবাজীকে বাল্যকাল হইতে ঈশ্বরপরায়ণ করিয়াছিল।

প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় পুস্তকে এরূপ লিখিত আছে, এক দিন শিবাজী কোন কার্য্যোপলক্ষে মহাড়ে গমন করেন, তৎকালে এক জন বন্দনীয়-চরিত্র সন্ন্যাসী ধ্রুবোপাখ্যান কথা কহেন। শিবাজীর একটি বিশেষ নিয়ম ছিল, সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে ঈশ্বরকথা হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া অন্য কার্য্য করিতেন। তদনুসারে তিনি সন্ন্যাসীর কথা শুনিতে গমন করেন। সন্ন্যাসী

ধ্রুবচরিত্র কহিতে কহিতে নারদ কর্ত্তৃক "ধ্রুব উপদেশ" বিষয়টী সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা করিতে করিতে কহেন "মনুষ্য যে কোন কার্য্য করুন না কেন, সকল বিষয়েই গুরুর আবশ্যক, বিশেষতঃ ঐশিক তত্ত্ব গুরুর কৃপা ব্যতীত কখনও অবগত হইতে পারা যায় না, ইহার পথ অতীব গভীর ও ঘোর তমসাচ্ছন্ন; গুরুরূপ আলোক ব্যতীত ইহার অন্ধকার কখন বিদূরিত হয় না।" শিবাজীর হৃদয়ে কথাগুলি বজ্রের ন্যায় ভেদ করিল, মনোমধ্যে অসীম অশান্তি আসিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল, তিনি আপন অবস্থা অনুদিন অনুশীলন করিতে লাগিলেন। শিবাজী রাজগড়ে প্রত্যাগমন করিয়া রাজকার্য্যের পর গুরুনির্ব্বাচন চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। শিবাজী একদিন যোগশক্তিকে একীভূত করিয়া ধ্যাননিমগ্ন হন। এমত কালে তাঁহার মুখ হইতে ভগবতী কহিলেন "শিব্‌বা গুরুর জন্য চিন্তাকুল হইও না; রামদাস স্বামী গুরুর উপযুক্ত ব্যক্তি, তুমি তাঁহাকে গুরুপদে বরণ কর।" শিবাজী এই ঘটনার পর হইতে রামদাস স্বামীর তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। রামদাস স্বামী এক স্থানে নিয়ত কাল অবস্থান করিতেন না, সর্ব্বদা ইতস্ততঃ শিষ্যগণ সহ ভ্রমণ করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিপালনের নিমিত্ত বর্ণচতুষ্টয়কে প্রীতিভাবে উপদেশ প্রদান করিতেন; এই মহানুভাব মনীষির প্রীতি মনুষ্য সমাজ মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এমত নহে; ইতর জীবজন্তুর প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ, ইনিই যথার্থ বিশ্বপ্রেমিক পদের উপযুক্ত পাত্র। ভগবান রামদাস স্বামীর, তপ্তকাঞ্চননিভ কান্তি, উন্নত ললাট, বংশীর ন্যায় নাসিকা, পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত চক্ষুদ্বয়, মস্তকোপরি পরিশোভিত পিঙ্গল

জটাজুট, হস্তে কমণ্ডলু, কৌপিনবদ্ধ কটিদেশ, এরূপ সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিলে পাষাণ-হৃদয়েও ভক্তিরসের আবির্ভাব হইয়া থাকে। শিবাজী বহু অন্বেষণের পর স্বামীর দর্শন লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক বিনীতভাবে শিষ্য হইবার জন্য বহুদিন প্রার্থনা করেন, রামদাস স্বামী তাঁহার বিনম্র ব্যবহারে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শিষ্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৫৭১ শকে * বিরোধীনাম সম্বৎসরে বৈশাখ শুক্ল নবমী তিথি বৃহস্পতি বার দিবসে দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ক্রমের সময় শিবাজী মন্ত্রগ্রহণ করিয়া দীক্ষিত হন। রামদাস স্বামীর মন্ত্র এক মুহূর্ত্তের কয়েক কথায় সমাপ্ত হয় নাই, তাঁহার উপদেশাবলী শিবাজীর নিকট আধ্যাত্মিক রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেয়। দ্বাররুদ্ধ গৃহের ক্ষুদ্রতম ছিদ্র দিয়া সূর্য্যরশ্মি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সেই রশ্মিমধ্যে যেরূপ সূক্ষ্ম পরমাণু সকল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সেইরূপ রামদাস স্বামীর অল্পাক্ষর বাক্য সকল ঘোর অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন সংসারমধ্যে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল শিবাজীর চক্ষে ভাসমান করিয়া দিল। শিবাজী বুঝিলেন নিস্বার্থভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করাই পরম ধর্ম্ম এবং স্বর্গজনক। যে সকল মূঢ় স্বার্থহানি হইবে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণে বিরত অথবা উদাসীন থাকে তাহারা সংসারমধ্যে ঘোরতর পাপী, তাহারাই যথার্থ স্বধর্ম্ম ও স্বদেশদ্রোহী। শিবাজীর দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে ধর্ম্ম ও স্বদেশকে বিদেশীগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা মনুষ্যমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যিনি আপন

* খৃঃ ১৬৪৯।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বিরত তিনি অন্তে নিরয়-প্রাপ্তি এবং অকীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় যত দিন পর্য্যন্ত আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য এবং না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে এইরূপ বিবেচনা না করিবেন—তত দিন ইঁহারা মুখে উদ্দীপনাপূর্ণ যতই কেন বাক্য বলুন না, বাস্তবিক পক্ষে তত দিন সমাজ বা দেশের কোনই উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। রামদাস স্বামী নীতি শাস্ত্রের এইরূপ নানা প্রকার হিতকর কথা শিবাজীর হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করেন। স্বামী কেবল নীতি শাস্ত্র বিষয়ক উপদেশ দিয়া বিরত থাকিতেন এরূপ নহে; পরন্তু যোগশাস্ত্রের নানা প্রকার গোপনীয় উপদেশ প্রদান করিয়া শিবাজীর যোগশক্তির বহুল পরিমাণে উৎকর্ষ সাধন করেন। যাঁহার আদর্শ-চরিত্র ও উপদেশ শিবাজীর জীবনের উপর অসাধারণ প্রভুতা স্থাপন করিয়াছিল, যাঁহার চরণতলে শিবাজী রাজ্যৈশ্বর্য্য সমস্ত অর্পণ ও কৌপীন ধারণ করিয়া ভিক্ষা-ব্রত অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, যিনি গৈরিক বসনকে ভারতের জাতীয় পতাকা বলিয়া অভিহিত করেন এবং যাহা এখনও মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যে উড্ডীয়মান হইতেছে, আমরা সংক্ষেপে সেই বন্দনীয়-চরিত্র রাম দাস স্বামীর বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি।

ইনি গোদাবরীর তটোপরি জাম্বব নামক গ্রামে ১৫৩০শকে* কীলক সম্বৎসরে চৈত্র শুক্ল নবমী রবিবার দিবসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় প্রাচীন পুস্তকে এরূপ

* খৃঃ ১৬০৮।

কথা কথিত আছে যে, এক দিবস ইঁহার পিতা সূর্য্যাজী পন্ত কোন যজ্ঞ সমাধা করিয়া যে সময় পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে গমন করেন, সেই সময় এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন এবং বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সূর্য্যাজী প্রত্যুত্তরে কহেন আমার কোন বিষয়ে বাসনা নাই। সুতরাং বর গ্রহণের আবশ্যকতা দেখি না। ব্রাহ্মণের অনেক অনুরোধেও যখন তিনি বর গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না, তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন তোমার সহধর্ম্মনীকে আনয়ন কর, তাঁহার যদি কোন বিষয়ে বাঞ্ছা থাকে আমি তাহাই পূর্ণ করিব। সূর্য্যাজীপত্নী রাণুবাই অভ্যাগতকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান। অতিথি, রাণুবাইকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার ঈপ্সিত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। পুত্রবিহীনা রাণুবাই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন "তোমার দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র অত্যন্ত খ্যাতিলাভ এবং তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য অসীম উদ্যম করিবেন। তাঁহার সুমধুর হৃদয়গ্রাহী উপদেশ, শ্রবণ করিয়া সেকলে মাহিত হইবেন এবং তিনি লোকমধ্যে মারুতীর অবতার বলিয়া অভিহিত ও পূজিত হইবেন।" ব্রাহ্মণের বাক্যানুসারে পুত্রদ্বয় যথাকালে ভুমিষ্ঠ হন। কনিষ্ঠ আমাদিগের রামদাস স্বামী। তাঁহার পিতামাতা নামকরণ কালে নারায়ণ নাম প্রদান করেন। পঞ্চম বর্ষে ইহাঁর যজ্ঞোপবীত ও বিদ্যারম্ভ হয়।

বালক নারায়ণ স্বভাবতঃ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধাবী ছিলেন। একবার যাহা কর্ণগোচর করিতেন তাহা কখন বিস্মৃত হইতেন না, নারায়ণ অল্প সময়ের মধ্যে পদ, ক্রম, ঘনাদি সহিত সমগ্র বেদ

কণ্ঠস্থ করিলেন। ১৫৩৭ শকে * রাক্ষস নাম সম্বৎসরে ইহাঁর সপ্তম বৎসর বয়ক্রমের সময়, সূর্য্যাজী পন্ত মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই সময় হইতে নারায়ণ কিছু কিছু গৃহকার্য্যে যোগ-দান করেন। পাঠশালা বা গৃহকার্য্য হইতে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেই নারায়ণ কল-কল নিনাদিনী পবিত্র-সলিলা পর্ব্বতবেষ্টিতা গোদাবরীর তটে অথবা ঘনচ্ছায়া-সমন্বিত নানা প্রকার পক্ষী-নিনাদিত নির্জ্জন নগ্রোধ পাদপের মূলদেশে উপবেশন করিয়া কপোল দেশে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। পরিণতবয়স্ক দার্শনিকগণ যে সকল চিন্তায় ব্যামোহিত এবং তত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হন, কোমলমস্তিষ্ক বালক নারায়ণ সেই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিতেন। তিনি চিন্তাসাগরে এরূপ নিমগ্ন থাকিতেন যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, তাঁহার ব্যাঘাত সম্পাদনে অসমর্থ হইত, কোন দিক দিয়া সময় অতিবাহিত হইত তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর হইত না এবং যথা সময়ে গৃহে উপস্থিত হইতে না পারাতে তাঁহার মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিতেন। নারায়ণকে ইহার জন্য অসীম ভৎর্সনা এবং সময় সময় প্রহার পর্য্যন্তও ভোগ করিতে হইত, তথাপি তাঁহার এস্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি-প্রাপ্তি হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অবনতিতে মর্ম্মাহত হইয়া ইহার কারণ সকল নিরাকরণ করিবার জন্য অনুদিন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। ১৫৩৮ শকে † নল নাম সম্বৎসরে শ্রাবণ মাসে শুক্ল নবমী তিথিতে নারায়ণ অষ্টম বৎসর বয়সের সময় জাম্বব

* ১৬১৫ খৃঃ। † ১৬১৬ খৃঃ।

গ্রামের নির্জ্জন পঞ্চবটী বনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, বাহ্যজগত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইন্দ্রিয় সকল অন্তর্বিষয়ে লীন এবং স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া এক স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক ভারত-চিন্তায় চিন্তিত থাকিতেন।

এই ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন দুর্দিনে জন্মভূমির অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিবার জন্য, সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য, বৈদেশীক অত্যাচারপীড়িত ভারতবাসীকে মুক্ত করিবার জন্য, সকলের দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য বালক নারায়ণ কঠোর দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হন। নিঃস্বার্থভাবে লোকহিত সাধন করিতে সমর্থ হইবেন বিবেচনা করিয়া চির-কুমারব্রত অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট সাধনে স্থিরসঙ্কল্প হন। ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রাপ্ত হইলে লোকে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, নারায়ণ ভারতের জন্য সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইয়া তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দিত হন। ভগবান বুদ্ধদেব যেরূপ উৎকট তপস্যার পর বোধি তরুমূলে বোধ লাভ করিয়া পরম আনন্দসাগরে ভাসমান হন, তাঁহার সম্মুখে যেরূপ অন্ধকার সকল বিদূরিত হইয়া বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নারায়ণের বোধ হইল দেবতারা তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন এবং তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। দেববলে বলীয়ান হইয়া নারায়ণ অপার আনন্দসাগরে নিমজ্জিত। নারায়ণ যখন এইরূপ স্বর্গীয় সুখানুভব করিতেছিলেন, তখন রাণুবাই প্রাতঃ-কাল হইতে ইহাঁর অদর্শন-চিন্তায় ব্যাকুলিত। চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়াও যখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন না, তখন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আহ্বান করিয়া নারায়ণ অন্বেষণে প্রেরণ করেন। তিনি ইতস্ততঃ

অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে পঞ্চবটী বনে নারায়ণকে দেখিতে পান। আজ তিনি নারায়ণের অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলেন। অন্য দিন তিনি তাঁহাকে বিষাদনিমগ্ন দেখিতেন। আজ দেখিলেন তিনি আনন্দিত, তাঁহার মুখকমল প্রস্ফুটিত, সে বিষাদভাব নাই, সে পাণ্ডুবর্ণ দূর হইয়া আরক্তিম ভাব ধারণ করিয়াছে, মুখমণ্ডলে দিব্য জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইয়া বালকের মুখশ্রী অধিকতর কমনীয় হইয়াছে। নারায়ণ জ্যেষ্ঠ সহোদরকে দেখিতে পাইয়া স্বীয় সুখপ্রাপ্তির কথা নিবেদন করিলেন। "দাদা! আপনারা আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি চিরকুমারব্রত অবলম্বন করিয়া দেশের উন্নতি এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত দেশে দেশে ভ্রমণ করি, যবন পীড়িত দেশের যদি কিছু প্রতিকার থাকে তাহার প্রতিবিধানার্থ সমস্ত জীবন অতিবাহিত করি। ধর্ম্মই একমাত্র দুঃখ দূর করিবার উপায়, অতএব আমি পরম সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত সকলকে ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করি।" নারায়ণ বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া এই সকল কথা কহিলে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের বাক্যে অনুমোদন এবং আশ্বাস প্রদান করিয়া গৃহে আনয়ন করেন।

কিছুদিন সাংসারিক কার্য্যে অতিবাহিত হইলে রাণুবাই নারায়ণের এ ভাব দূর করিবার জন্য তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব করেন, লোক পরম্পরায় এ কথা নারায়ণের কর্ণগোচর হয়। এ কথা শ্রবণ করিয়া তিনি রৌদ্রমূর্ত্তি ধারণ এবং যিনি এ কথা উত্থাপন করেন তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে আরম্ভ করেন। এক দিবস তাঁহার শিক্ষক নির্জ্জন স্থানে আহ্বান করিয়া তাঁহার দৌরাত্ম্যের জন্য ভর্ৎসনা করেন এবং

বিবাহ বিষয়ে মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের মতের বিরুদ্ধাচরণ করা কোনমতে উচিত নহে, ইহাতে ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। নারায়ণ নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ ও কোন প্রকার উত্তর প্রদান না করিয়া পাঠশালা বন্ধের পর গৃহে গমন না করিয়া তাঁহাদিগের গৃহের নিকট পুষ্করিণীর সমীপস্থ একটি অশ্বত্থ বৃক্ষে আরোহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া ডাকিতে ডাকিতে খুঁজিতে যান। নারায়ণ বৃক্ষের উপর হইতে উত্তর প্রদান করিয়া পুষ্করিণীতে লম্ফ দিয়া পতিত হন। নারায়ণের জলমগ্ন কথা তড়িৎবেগে গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল। গ্রামস্থ সকলেই পুষ্করিণীর তটে দণ্ডায়মান, কেহ বা নিমগ্ন হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছেন, কেহ বা জাল ফেলিতেছেন কিন্তু সকলের পরিশ্রম ব্যর্থ হইল, বিষাদের পরিসীমা রহিল না; তাঁহার মাতা কার্য্যোপলক্ষে গ্রাম মধ্যেই কোন আত্মীয়ের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন, পুত্রের জলমগ্ন কথা শ্রবণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে আগমন করিয়া পুষ্করিণীমধ্যে ঝম্প প্রদান করেন এবং বহু অন্বেষণের পর নারায়ণকে প্রাপ্ত হন। অনেক সেবাশুশ্রূষার পর তিনি চৈতন্য লাভ করেন। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার নিকট বিবাহের কথা কহিতে আর কেহ সাহসী হইতেন না। নারায়ণের এরূপ আচরণে রাণুবাই যৎপরোনাস্তি ব্যথিতা। পুত্র বিবাহ করিবে না, সন্ন্যাসী হইবে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিবে, যথাসময়ে ভোজনাদি পাইবে না ইত্যাদি ভাবিয়া কোন্ মাতা ক্ষিন্ন হন না? নারায়ণ বাল্যকাল হইতে অসাধারণ মাতৃভক্ত ছিলেন, বয়ঃবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার এ বৃত্তি অধিক পরিমাণে বিকশিত,

হয়। এক দিন রাণুবাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি যে সময় সময় বেদমধ্যে অধ্যয়ন কর "মাতৃ দেবো ভব" ইহার অর্থ কি? নারায়ণ মার প্রশ্ন শুনিয়া ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া বলিলেন, মাতা অর্থাৎ জননী যাঁহা হইতে আমরা উৎপত্তি লাভ করিয়াছি, সেই মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পূজা ও চিন্তা করিবে, মাতার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত, তাঁহার ভরণপোষণ ও তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, পুত্র, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবেন। জন্মভূমিকেও পণ্ডিতগণ জননী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইনি সর্ব্বসাধারণের সমান মাতা, গৃহের মাকে সকল প্রকারে রক্ষা করিয়া যে পুত্র জন্মভূমির উন্নতির জন্য ধন, মন, প্রাণ, অর্পণ করেন না, সে পুত্র, পুত্রনামের যোগ্য নহে। সে পুত্রাধম, স্বদেশ ও মাতৃদ্রোহী নামে অভিহিত হয়। যিনি ইহ জীবনে মাতৃদুঃখ দূর করিতে অসমর্থ, তিনি কিরূপে পুন্নাম নরক হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন? স্বর্গাদপি গরীয়সি জননী ও জন্মভূমির সেবার নিমিত্ত সকলের আত্মসুখ ও নিদ্রালস্য, ভয়, মোহ, পরিত্যাগ করিয়া যত্নবান হওয়া উচিত, ইহাই বেদের আজ্ঞা এবং ইহাই সকল শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ো কথিত হইয়াছে। নারায়ণ ইহা কহিয়া নিস্তব্ধ হইলে রাণুবাই বলিলেন "তবে আমি কি তোমার প্রত্যক্ষ দেবতা? আমার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত তুমি কি সকল প্রকার কার্য্য করিতে পার? আচ্ছা, আমি তোমাকে একটি কথা কহিব তুমি কি তাহা পালন করিবে?" নারায়ণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন "আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব ইহা কি আবার কহিতে হইবে? আপনি পরমপূজনীয়া এবং বেদবাক্যের

ন্যায় আপনার আজ্ঞা পালনীয়া, আজ্ঞা করুন আমাকে কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।” রাণুবাই পরম আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন “তুমি বিবাহ করিলে পরম সুখী হইব, তোমাকে বিবাহিত দেখাই আমার এক মাত্র বাসনা।” নারায়ণ উভয় সঙ্কটে পতিত, মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন, কি চির অভীষ্ট পরিত্যাগ করিবেন, এই ঘোর সমস্যায় মাতার মতে মত দিয়া কহিলেন আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই আমি প্রতি-পালন করিব।” রাণুবাই অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া বিবাহ সম্বন্ধের জন্য চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে স্বীয় ভ্রাতৃ-কন্যার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন।* দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন সমীপবর্ত্তী হইলে নারায়ণ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর আত্মনির্ভর করিয়া রহিলেন, কোনরূপ চিন্তার রেখা মুখোপরি দৃষ্টিগোচর হয় না, সমস্তই শান্তিপূর্ণ হৃদয় ও বিষাদ বিহীন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ সহ নারায়ণ বিবাহস্থলে উপ-স্থিত হইলেন; বর ও কন্যা, আসনোপরি উপবিষ্ট, পুরোহিত সঙ্কল্পার্থ আচমন করিবার জন্য জল গ্রহণ করিবেন এমত সময়ে নারায়ণ “সকলে সাবধান হও” বলিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করি-লেন। সকলে ইঁহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল কিন্তু কেহই নারায়ণকে ধরিতে পারিল না। নারায়ণ স্বদেশের উন্নতিসাধন মানসে চিরকালের জন্য আত্মসুখ বলি প্রদান

---

*বঙ্গীয় পাঠকগণ! মাতুলকন্যা বিবাহের কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই আপনারা বিস্মিত হইয়া থাকিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই বর্ত্তমান কালেও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে করাড়া এবং দেশস্থ ব্রাহ্মণগণমধ্যে এ প্রথা প্রচলিত আছে।

করিয়া দারিদ্র্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। যে দেশে এরূপ মহাপ্রাণ মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকাল হইতে দেশের কল্যাণ সাধনার্থে জীবন উৎসর্গ করেন, সে দেশ যে অচিরে উন্নতি লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ কি? যে পর্য্যন্ত পতিত দেশে এরূপ স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষগণ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত না হন, সে পর্য্যন্ত সে দেশের উন্নতি কোথায়? হে আত্মসুখরত ভারতবাসিন্! তোমাদিগের পূর্ব্বজগণের স্বদেশানুরাগ, ও আত্মোৎসর্গের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার অনুকরণ করিতে কি প্রবৃত্তি হয় না?

নারায়ণ বিবাহ প্রাঙ্গণ হইতে পলায়ণ করিয়া নাসিকাভিমুখে গমন করেন। নাসিকে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ভারতের রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা সূক্ষ্মরূপে অবগত হইবার জন্য তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। এই সময় হইতে তিনি রামদাস স্বামী নামে পরিচিত হইলেন, অতঃপর আমরাও তাঁহাকে ঐ নামে উল্লেখ করিব। স্বামী, ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পরিভ্রমণ করিয়া দেশের অবস্থা এবং ভারত শাসক প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষরূপে অবগত হন। আবার সময়ে সময়ে জ্ঞানের আবাসভূমি নগাধিরাজ হিমালয়ে গমন করিয়া অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক শোভা, অসংখ্য প্রকারের বনস্পতি, বহুবিধ প্রাকৃতিক অদ্ভুত ক্রিয়া, নানা শ্রেণীর উপলখণ্ড প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেন। আবার সময়ে সময়ে সিদ্ধ যোগাশ্রমে গমন করিয়া ত্রিকালদর্শী তেজঃপুঞ্জ যোগীগণের নিকট যোগশাস্ত্রের রহস্যসকল অবগত হইতেন।

এইরূপে দ্বাদশ বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া রামদাস জননী ও ন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই ময় হইতে তিনি শিষ্যমণ্ডলিসহ সকলকে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ রিয়া স্বীয় স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিপালনের নিমিত্ত সুমধুর সরল থায় সকলের হৃদয়োদ্বোধিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ময় হইতে তিনি মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যের অত্যুত্তম গ্রন্থ ধর্ম্মনীতি, াজনীতি ও ব্যবহারনীতি পরিপূর্ণ "দাসবোধ" লিখিতে মারম্ভ করেন। উদারচরিত্র রামদাস স্বামী সকলের সহিত প্রেম সম্ভাষণ ও সমবেদনা প্রকাশ করাতে অচিরকাল মধ্যে াধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। এই সময় শিবাজী াহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, শিবাজী তাঁহাকে অনন্যমনে ক্তি করিতেন, তিনি যাহা আজ্ঞা করিতেন তাহা অবিচলিত চত্তে পালন এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে তাঁহার নিকট নিয়ম র্ব্বক গমন করিতেন এবং সেই সময়ে তাঁহার নিকট সপ্তাহের মস্ত ঘটনা নিবেদন ও রাজকার্য্য বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ রিতেন।

নিম্নের কয়েকটি ঘটনাতে শিবাজীর অসাধারণ গুরুভক্তি বং রামদাস স্বামীর বুদ্ধিমত্তা পরিলক্ষিত হয়। একদিন শবাজী রামদাস স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বনীতভাবে নিবেদন করিলেন ভগবন্! আপনি যে সেবকের াতি প্রসন্ন আছেন তাহার তো কোন নিদর্শন পাইলাম না। দি প্রসন্ন থাকিতেন তাহা হইলে অবশ্যই কিছু আজ্ঞা করিতেন। রদৃষ্ট বশতঃ আপনি এ পর্য্যন্ত আমার প্রতি কোন আজ্ঞা রেন নাই, কোনরূপ আজ্ঞা করিয়া সেবককে কৃতার্থ করুন।

ব্রাহ্মণগণই ভারতের উন্নতি ও অবনতির কারণ, যে পর্য্যন্ত না ব্রাহ্মণগণের অবস্থা উন্নত হইতেছে, সে পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। ব্রাহ্মণই হিন্দু সমাজের মূল, তাঁহারা দুর্ব্বল হইলে হিন্দুগণ কখন সামাজিক বা রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। সেই উন্নতি শাস্ত্রাধ্যয়ন সাপেক্ষ এবং ইহা ধনবানদিগের সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া অতীব দুষ্কর। ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানসম্পন্ন হইলে ভারতের চিরস্থায়ী উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। তাঁহারা পৃথিবীর কোন বুদ্ধিমান জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের সহিত প্রীতি-ভাবে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইলে তাঁহারা পৃথিবীর সকল জাতির অজেয় ও শীর্ষ স্থানীয় সন্দেহ নাই। রামদাস স্বামী এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন "যাহাতে ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রজ্ঞ হন সে বিষয়ে মনোনিবেশ এবং তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যানুসারে বাৎসরিক বৃত্তি ব্যবস্থাপন কর। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক শ্রাবণ মাসে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া এক কোটী শিবলিঙ্গ পূজা আরম্ভ কর। তৃতীয়তঃ, তোমার রাজ্য হিন্দুরাজ্য, হিন্দুরাজ্যের হিন্দুপ্রজারা যবনদিগের আচার ব্যবহার অনুকরণ করে, ইহা অপেক্ষা ঘৃণিত ব্যাপার আর কি আছে? বিশে· ষতঃ বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নমস্কারের পরিবর্ত্তে করিয়া থাকে; ইহার ন্যায় বিসদৃশ দৃশ্য কি হইতে পারে? সেলাম তাই বলি ব্রাহ্মণেতর জাতির পরস্পর সাক্ষাৎকালে "রাম রাম" বলিয়া নমস্কার-প্রথা প্রবর্ত্তিত করাও।" দূরদর্শী রামদাস স্বামীর আজ্ঞায় এ সকল প্রথা অনতিবিলম্বে প্রচলিত হইল। প্রথমোক্ত প্রথাদ্বয় বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের পুষ্টি বিষয়ে

বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছিল। শেষোক্ত প্রথা মহারাষ্ট্রীয়গণমধ্যে অনুক্রামিত হইয়া স্বধর্ম্মাভিমান প্রবর্ত্তিত করতঃ বিজাতীয় ভাব দূরীভূত করিয়াছিল। এ প্রথা এখনও মহারাষ্ট্রদেশে ও ভারতের নানা স্থানে প্রচলিত রহিয়াছে।

এক সময়ে রামদাস স্বামী যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সাতারা নগরে উপস্থিত হন, এ সময় শিবাজীও সাতারায় উপস্থিত ছিলেন। রামদাস স্বামী ভিক্ষা করিবার জন্য এক গৃহস্থের দ্বারদেশে "জয় রঘুপতি" শব্দ উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করিয়া দণ্ডায়মান হন। ইহাঁর সমীপবর্ত্তী গৃহে শিবাজী অবস্থান করিতেছিলেন, এশব্দ শিবাজীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র ইহা স্বামীজীর স্বর অবগত হইতে বিলম্ব রহিল না। তৎক্ষণাৎ প্রধান কর্ম্মচারীকে কহিলেন "আমি এ পর্য্যন্ত যে সকল রাজ্য জয় করিয়াছি এবং অন্যান্য যাহা কিছু আমার আছে সে সমস্ত পদার্থ ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিলাম" এই মর্ম্মে এক পত্র লিখ এবং স্বয়ং দ্রুতপদে যথায় সৌম্যমূর্ত্তি, বিশ্ব-প্রেমিক রামদাস স্বামী ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হন এবং তাঁহাকে গৃহে আনয়ন ও পাদ্যার্ঘ্য দিয়া পূজাকরতঃ পূর্ব্বকথিত পত্র মুদ্রাঙ্কিত করিয়া স্বামীজীর ভিক্ষাপাত্রে অর্পণ করেন। স্বামী শিবাজীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিলেন "শিব্বা তুমি এ কি কাগজ ভিক্ষাপাত্রে নিক্ষেপ করিলে? কাগজে আমরা উদর পূর্ণ করি না, মুষ্টিমিত অন্ন হইলে আমাদিগের শরীরচিন্তা দুর হয়" ইহা বলিয়া অন্ন প্রার্থনা করেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী জনৈক ব্যক্তিকে ইহাতে কি লিখিত আছে পড়িবার জন্য প্রদান করেন। যখন শুনিলেন শিবাজী

সমস্ত রাজ্য ভিক্ষারূপে অর্পণ করিয়াছেন, তখন রামদাস স্বামী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "আচ্ছা শিব্বা এখন তুমি কি করিবে ?" শিবাজী মুহূর্ত্তবিলম্ব না করিয়া কহিলেন "ভগবন্! আপনার শত শত শিষ্য, আমি তাঁহাদিগের অধীন হইয়া আপনার চরণসেবা করিব।" স্বামী কহিলেন "ইহাতে কৌপীন ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়। এ সকল কঠোর ব্রত তুমি কি পালন করিতে পারিবে ?" শিবাজী প্রত্যুত্তরে কহিলেন "দাস শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে সকল বিষয়েই প্রস্তুত আছে। এরূপ বর্ণিত আছে যে রামদাস স্বামী এক দিন শিবাজীকে গৈরিক বসন পরিধান এবং হস্তে কমণ্ডলু ধারণ করাইয়া ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। শিবাজীর কি অসাধারণ গুরুভক্তি এবং আজ্ঞা-প্রতিপালন, এরূপ উদাহরণ পুরাণাদি গ্রন্থেও নিতান্ত সুলভ নহে। স্বামী শিবাজীর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া কৌপীনাদি পরিত্যাগকরতঃ রাজকার্য্য করিতে কহেন। শিবাজী বিমর্ষ হইয়া কহিলেন "দেব! যে পদার্থ একবার গুরুভিক্ষারূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে কেমন করিয়া তাহা পুনর্গ্রহণ করিব, আমরা ক্ষত্রিয়, প্রতিগ্রহ আমাদিগের ধর্ম্ম নহে।" স্বামী কহিলেন "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় ইহা সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন না করেন তাঁহাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও নিন্দনীয় হইতে হয়।" শিবাজী রাজ্যপালনে কিছুতেই স্বীকৃত না হইলে রামদাস স্বামী বলিলেন "তুমি আমার কর্ম্মচারী হইয়া রাজকার্য্য কর।" শিবাজী ইহাতে সম্মত হইয়া রাজকার্য্য করিতে প্রারম্ভ করেন। এই সময় হইতে রামদাস স্বামীর রাজচিহ্নস্বরূপ গৈরিক বসন পতাকা হইল, পরে ইহা মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয়

পতাকার স্থান অধিকার করে। ইহা প্রত্যেক হিন্দুর গৌরবকে উন্নত করিয়া থাকে; ইহাতে প্রত্যেক হিন্দুর সমান অধিকার, ইহা প্রত্যেক হিন্দুর নমস্য ও পূজনীয়। যদি ভারতের কোন জাতীয় পতাকা থাকে তাহা হইলে এই গৈরিক বসনই সেই স্থান অধিকার করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী-সকল বর্ণ ও আশ্রমের উপর সমানভাবে আপন শক্তি বিকীর্ণ করিয়া থাকে।

এইক্ষণ হইতে শিবাজী, আপনাকে একজন বিনত কর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচনা করেন এবং কার্য্যতঃও সেইরূপ দেখান। ইনি মন্ত্রিগণের হস্তে সামরিক এবং রাজ্যশাসনবিষয়ক সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়া সকলের হৃদয় এক কেন্দ্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। হে স্ব স্ব প্রাধান্যাভিলাষি ভারতবাসিন্! এক বার চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দেখ, যাহার হৃদয়ে স্বল্পমাত্রও স্বদেশহিতৈষিতা, স্বজাতি-প্রেমিকতা অবস্থান করে সেই দেবচরিত্র মহাভাগ পুরুষ নেতা হইয়া অথবা অধীন হইয়া সকল অবস্থাতেই প্রশান্ত চিত্তে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

শিবাজী এইরূপ নিস্পৃহভাবে কর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার উপস্থিত বা অনুপস্থিত কোন সময়েই রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলতা হইত না। সকলেই একহৃদয়ে নিন্দা ও প্রশংসার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন আপন কার্য্য করিতেন। শিবাজী এইরূপে লোকোত্তর গুণসম্পন্ন হওয়ায় প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকাতেও ইনি ধীরে ধীরে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

স্বদেশহিতৈষী রামদাস স্বামী অধিকাংশ সময় কৃষ্ণার তটে

নানা স্থানে বিচরণ করিতেন। একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির গুরু হইয়াও ইঁনি মুষ্টিভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ইঁহার উদারতা আকাশের ন্যায় অসীম ছিল, এই ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষের উদ্দীপনায় শিবাজী ও তাঁহার সহচরগণ অসাধারণ কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়া চিরকালের জন্য পূজার পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার মিতাচার শিবাজী প্রভৃতিতে সংক্রামিত হইয়া তাঁহাদিগকে শত্রু-দুর্দ্ধর্ষ ও যুদ্ধোপযোগী করিয়াছিল।

শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্ভাজী যথেচ্ছাচারী হইলে তিনি তাঁহাকে অনেক উপদেশ প্রদান করেন; সম্ভাজী তাঁহার আজ্ঞানুসারে না চলায় অসীম ক্লেশপান এবং অবশেষে যবন কর্ত্তৃক নিহত হন। সেই ঘোর সঙ্কটকালে রামদাস স্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইলেও তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করে। রামদাস স্বামী শত্রুকুলনিসূদন ভগবান রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। তিনি বলিতেন "বৈদেশিক আক্রান্ত ভারতের ন্যায় পতিত দেশের উদ্ধার সাধন করিতে হইলে মহাবীর হনুমানের ন্যায় দীর্ঘদর্শী, প্রশান্ত হৃদয়, স্বামিকার্য্যে তৎপর, এবং সকল অবস্থাতেই অবিকম্পিত চিত্ত হওয়া আবশ্যক।"

রামদাস স্বামী জীবনের শেষভাগে অধিকাংশ সময় সজ্জন গড়ে অবস্থান করিতেন। আমৃত্যু তিনি ভারতের কল্যাণ-চিন্তায় চিন্তিত থাকিতেন। তিনি ত্রিসপ্ততি বৎসর বয়ক্রমে ১৬০৩ শকে* মাঘ মাসে কৃষ্ণা নবমী শনিবার দিবসে, শিবাজীর মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পরে সজ্জন গড়ে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

* খৃঃ ১৬৮১।

ভগবান রামদাস স্বামীর জীবন অনুশীলন করিলে আমরা দেখিতে পাই, কোন উচ্চতম কার্য্য করিতে হইলে বিশেষতঃ ভারতের ন্যায় পতিত দেশের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে হইলে, ঘোর দারিদ্র্য ব্রতাবলম্বনকরতঃ নিঃস্বার্থভাবের আদর্শ পুরুষ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত পতিত ভারতবাসীরা এই সকল দেবদুর্লভ গুণ অভ্যাস না করিবেন, তত দিন তাঁহাদিগের বাস্তবিক উন্নতি সম্ভবপর নহে।

রামদাস স্বামীর বখর, জীবনচরিত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে এ অধ্যায় সঙ্কলিত হইল।

নবম অধ্যায়।

মহাবীর শিবাজী বিজাপুররাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বাড়ী প্রদেশের সাবন্তগণের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ইহাঁরা গত যুদ্ধে বিজাপুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শিবাজীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শিবজী সেনাপতিগণসহ তাঁহাদিগকে প্রচণ্ড বিক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে যুগপৎ আক্রমণ করিলেন। সাবন্তরাজ শিবাজীর গতিরোধ করিতে অসমর্থ ও প্রত্যেক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পর্টুগিজদিগের শরণাপন্ন হন। শিবাজী-ভীত পর্টুগিজরা সাবন্তরাজকে আশ্রয় দিলে পাছে তাঁহাদিগের উপর বিপদাগমন করে এই ভয়ে তাঁহারা তাঁহাকে অন্যত্র স্থানান্বেষণের জন্য অনুরোধ করেন। বাড়ী-অধিপতি লখম সাবন্ত অনন্যোপায় হইয়া শিবাজীসকাশে পীতাম্বর সেণবীকে * দূতরূপে প্রেরণ করেন। শিবাজী লখম সাবন্তের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা, তাঁহাকে দেশমুখপদে প্রতিষ্ঠিত এবং বাৎসরিক ছয় শত হোণ কর প্রদান করিতে নিয়মবদ্ধ করিয়া রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করেন। এস্থানে অবস্থান কালে নাম সাবন্ত ও রামদলবী নামক দুইজন অমিত বলশালী

* কৃষ্ণাজী অনন্ত ইহাকে মৎসাহারী বিশেষণ দিয়াছেন। সেণবী ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে গৌড় দেশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। কত দিন যে তাঁহারা গৌড় (বঙ্গ দেশ) পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তেলঙ্গ, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি বাম্বের মনীষিগণ এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। আমাদিগের আচার ব্যবহারের সহিত ইহাঁদিগের অনেক বিষয়ের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বদেশানুরক্ত পুরুষকে সৈনিক বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। কালক্রমে ইহাঁরা শিবাজীর সম্পূর্ণ বিশ্বাসপাত্র হন।

শিবাজী প্রেম ও সরলতা পূর্ব্বক সাবধবাড়ীর নৃপতিকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। যেখানে সহৃদয়তা, সুজনতা, সরলতা প্রভৃতি উপায় ব্যর্থ হইত, অগত্যা সে স্থানে শিবাজী শাণিত খড়্গের সাহায্যে কার্য্য সাধন করিতেন। পার্শ্বস্থ রাজন্যবর্গ একে একে শিবাজীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার পুষ্টিসাধন করিতেছেন দেখিয়া বিজাপুররাজ আলি আদিল সার মন্ত্রী আবদুল মহম্মদ রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণকে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। এতদুপলক্ষে শাহাজীও তাঞ্জোর হইতে আহূত হইলেন। শিবাজী এবং মোগলেরা দিন দিন যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছেন এইরূপ অবস্থায় ইঁহাদিগের মধ্যে এক জনের সহিত মিত্রতা না থাকিলে কালে বিজাপুর রাজ্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে, মোগল সম্রাট সমধর্ম্মী হইলেও অত্যন্ত রাজ্যগৃধ্নু, তাঁহার নিকট সমবেদনার আশা. দুরাশা। শিবাজী এক্ষণে যেরূপ বলশালী হইতেছেন তাহাতে তিনি মোগল আক্রমণ কালে সহায়তা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। সকলে এবিষয়ে একমত হইয়া এই মিত্রতা সংস্থাপনের জন্য শাহাজীকে সবিশেষ সম্মানপুরঃসর শিবাজীসকাসে প্রেরণ করেন।

শাহাজী বহুকাল হইতে শিবাজীর স্বদেশানুরক্ততা, স্বধর্ম্ম পরায়ণতা, অসীম উদারতা, লোকোত্তর বীরতা প্রভৃতি গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া পুত্রমুখ দেখিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক হন। এরূপ গুণবান পুত্রের মুখ-নিরীক্ষণ ইচ্ছা কোন্ পিতার না হইয়া থাকে? কিন্তু নানা প্রকার রাজনৈতিক ঘটনায় শাহা-

জীর হৃদয়ের এ বাসনা পরিপূর্ণ হইতে পারে নাই। শাহাজী গোপনে গোপনে পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া বিজাপুর রাজ্য উচ্ছেদ বাসনায় যত্নবান, তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা তাঁহার প্রতি এইরূপ গুরুতর দোষারোপ করেন। ধর্ম্মভীরু শাহাজী প্রকৃতই শূর ছিলেন। তিনি বাক্যদ্বারা ইহার উত্তর প্রদান না করিয়া কার্য্যতঃ দোষক্ষালণার্থ পুত্রের সংসর্গ একেবারেই পরিত্যাগ করেন। আপন দোষ দূর করিবার নিমিত্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্রকে পরিত্যাগ করার উদাহরণ ক্বচিৎ নয়নগোচর হয়। শাহাজী, শিবাজীর বিমাতা তুকাবাই, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যাঙ্কোজী এবং অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীসহ শিবাজীসমীপে গমনবার্ত্তা অগ্রে প্রেরণ করেন। শিবাজী তাঁহাদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহার আগমনপথে প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে শিবির সকল সন্নিবেশ, তোরণ সকল নির্ম্মাণ, কদলি বৃক্ষ সকল রোপণ, পূর্ণকুম্ভ সকল সংস্থাপন এবং পান ভোজন ও অবস্থানের সুব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রাজ্য উৎসবপূর্ণ ও আনন্দময় হইয়া উঠিল। শাহাজীর বিজাপুর দরবার হইতে বিদায় গ্রহণ কালে আবদুল মহম্মদ তাঁহাকে কার্য্য সমাধা করিয়া অনতিবিলম্বে আগমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শিবাজীর সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে তিনি তথায় অবস্থান না করেন এজন্য তাঁহাকে শপথ গ্রহণ করাইয়া বিদায় প্রদান করিলেন। শাহাজী তুলজাপুর, পণ্ডরপুর, দর্শন করিয়া ধীরে ধীরে উত্তরাভিমুখে আগমন করিলে শিবাজী সমস্ত সৈন্যসহ সেনাপতি নেতাজীপালকরকে পিতার অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং, মাতা জিজাবাই ও রাজ

বধূগণ সমভিব্যাহারে জেজুরীতে উপস্থিত হইয়া ১৫৮১ শকে* তথাকার প্রসিদ্ধ দেবালয়ে বহু দিন পরে পরম পূজনীয় পিতা, মাতা ও ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলেন। শাহাজী বহুকাল পরে পুত্র, কলত্র, পুত্রবধূগণ এবং পৌত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হন। শিবাজী আপনাকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিয়া সমাগত ব্রাহ্মণ ও দীন দরিদ্রদিগকে নানাবিধ দ্রব্য প্রদান এবং পিতার সহিত আগত কর্ম্মচারীগণকে নানা প্রকার বহুমূল্য উপহার দ্রব্য দিয়া পরিতুষ্ট করেন। জেজুরীতে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া তাঁহারা পুণা অভিমুখে গমন করিলেন। গমনকালে শিবাজী নগ্ন পদে পিতার শিবিকা ধারণ করিয়া দশ ক্রোশ পদব্রজে গমন করেন, রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বরকে দেখিলে সামান্য ভৃত্য যেরূপ ভাব প্রদর্শন করে শিবাজী তদপেক্ষা বিনত ভাব প্রদর্শন করিয়া পিতার সম্মাননা করেন। শিবাজীর ভক্তি বাহ্যিক কার্য্যে পরিসমাপ্ত হইয়াছিল এরূপ নহে। ইনি পার্থিব স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপর হওতঃ পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গুণসম্পন্ন পুত্র সকলের ভাগ্যে জন্মগ্রহণ করে না, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন অথচ পিতৃভক্ত পুত্র পাওয়া অসাধারণ পুণ্যের ফল সন্দেহ নাই। শাহাজী পুণাতে কিছুদিন আনন্দোৎসবে যাপন করিয়া শিবাজীর রাজ্য পরিদর্শনার্থে বহির্গত হন, কিছু দিন মহাবলেশ্বরের পূজন ও নৈসর্গিক দৃশ্য দর্শন করিয়া প্রতাপগড়ে গমন করেন। যে স্থলে আফজল খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক শিবাজীকে নিহত করিতে চেষ্টা পান ও বিফলমনোরথ

* ১৬৫৯ খৃ।

হইয়া স্বয়ং নিহত হন, শিবাজী পিতাকে সে সকল স্থান বিশেষ করিয়া দেখাইলেন; এস্থলে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া শিবাজী-প্রতিষ্ঠিত ভবানীর পূজন অর্চ্চনাদি করিয়া চিপলুনে দুষ্ট ক্ষত্রিয় গর্ব্ব খর্ব্বকারী পরশুরাম দর্শন করিয়া এ স্থান হইতে সমুদ্র তটোপরিস্থিত হরিহরেশ্বর ক্ষেত্র দর্শন করিতে গমন করেন। এ স্থানের অনির্ব্বচনীয় শোভা অবলোকন ও দেবপূজন করিয়া মহাড়ে গমন করেন। মহাড়ের উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান এবং প্রাচীন বৌদ্ধগণের বিস্ময়জনক কীর্ত্তি সকল পরিদর্শন করেন। এ প্রদেশের মধ্যে মহাড় বাণিজ্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। নানা স্থান হইতে নানা দেশের বাণিজ্য-পোত সকল আগমন করিয়া ইহার বহির্বাণিজ্যের পুষ্টি সাধন করিতেছে, শত শত শকট ও বলিবর্দ্দ নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য আনয়ন করিয়া ইহার বাজার পরিপূর্ণ করিতেছে, বৈতরণী নদীবক্ষে নৌকা সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি ও আমদানির এবং মনুষ্যগণের ক্রয় বিক্রয় জনিত শব্দে কর্ণকুহর বধির প্রায় হইতেছে. পুত্রকলত্রসহ শাহাজী এস্থানে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া রায়ারী অভিমুখে গমন করেন, ইহার বর্ত্তমান নাম রায়গড়। প্রাচীন ইংরাজ লেখকগণ এ স্থানের দুর্গমতা এবং অন্যান্য সকল স্থানের উপর ইহার প্রভুতা থাকায় ইহাকে দাক্ষিণাত্যের জিব্রেলটার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জনৈক ইংরাজ লেখক এপ্রদেশের নিভৃততা, দুরধিগম্যতা, এবং সমুদ্রের সন্নিকটবর্ত্তিতা দেখিয়া গুপ্তভাবে সৈন্য সংগঠনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এ প্রদেশের লোক সকল অত্যন্ত দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মনিপুণ

দুরারোহ পর্ব্বত আরোহণে ইহারা অত্যন্ত অভ্যস্ত। শাহাজী শিবাজীকে এই নৈসর্গিক দুর্গ মধ্যে রাজধানী স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া উপদেশ দেন। শিবাজী তৎক্ষণাৎ কল্যাণের শাসনকর্ত্তা আবাজীসোনদেবকে ইহা নূতনরূপে নির্ম্মাণ করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করেন। শিবাজী পিতার সহিত রাজ্য পরিদর্শন করিতে করিতে সাতারা নগরে উপস্থিত হন। এস্থানে তাঁহারা রামদাস স্বামীকে দর্শন করিয়া পন্থাল দুর্গে গমন করেন। শিবাজী এ স্থানে ধনাগার উদ্ঘাটন করিয়া বিমাতা এবং ব্যাঙ্কোজীকে যথেপ্সীত দ্রব্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। দেখিতে দেখিতে দুই মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, শাহাজী বিজাপুরে প্রত্যাগমন কথা পুত্রকে কহিলেন, শিবাজী এ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আপনার বিজাপুরে গমন করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, আপনি এখানকার অধীশ্বর হইয়া রাজ্যশাসন করুন; আমরা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কৃতার্থ হইব।" শিবাজী এইরূপ নানা প্রকার প্রার্থনা করিলেও শাহাজী বিজাপুর গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, গমন কালে তিনি শিবাজীকে বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করেন। শিবাজী পিতার আদেশানুসারে যতদিন পর্য্যন্ত না তিনি বিজাপুর সৈন্য কর্ত্তৃক প্রথমাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং যতদিন শাহাজী জীবিত ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত বিজাপুরের স্বার্থ সংরক্ষণে মনোযোগী ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি বিজাপুর-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বা তাঁহাদিগের স্বার্থনাশ চিন্তা অথবা গুপ্তরূপে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না।

শিবাজীর সহিত শাহাজীর মিলন ইতিহাসে চিরস্মরণীয় বিষয়। কোন্ পিতা আপন প্রভুর হিতসাধনার্থ পুত্রের স্বার্থ পদদলিত করিয়াছেন? কোন্ পিতা প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? শাহাজীর ধর্ম্মভীরুতা ও প্রভুপরায়ণতা অতুলনীয়। তিনি বিজাপুরে নির্দ্দয় অত্যাচার ভোগ করিয়াও সে সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে নিহত হইলেও তিনি তাহা ক্ষমা করেন। তিনি মনে করিলে শিবাজীর সহিত মিলিত হইয়া বিজাপুরের বহুবিধ অনিষ্ট সম্পাদন করিতে পারিতেন। তিনি একজন ভাগ্যশালী দূরদর্শী যোদ্ধা, শিবাজী তাঁহা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে কার্য্য সকল সুশৃঙ্খলা সহকারে শীঘ্র শীঘ্র সাধিত হইত সন্দেহ নাই। ধর্ম্মভীরু শাহাজী আপন বাক্য প্রতিপালনার্থ বিজাপুরে গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। বিদায়কালীন দৃশ্য অত্যন্ত হৃদয়বেধক এবং করুণরসোদ্দীপক। শিবাজী বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে পিতার চরণতলে পতিত হইলেন। নিকটে থাকিবার এবং পুনদর্শন জন্য বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন। শাহাজী, শিবাজীকে আলিঙ্গন ও নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া ভগ্নহৃদয়ে স্ত্রী পুত্রের নিকট হইতে বিজাপুরাভিমুখে গমন করিলেন। বিজাপুরপতি শিবাজীর নিকট হইতে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া এবং শাহাজী সন্ধি স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হন। শাহাজী প্রত্যাগমন কালে শিবাজীকে এক খানি উৎকৃষ্ট তরবারি প্রদান করেন। শিবাজী ইহাকেও "ভবানীর" ন্যায় পূজা এবং পিতৃ-

স্নেহের চিহ্নস্বরূপ প্রত্যেক অভিযানে ইহা সঙ্গে লইয়া যাইতেন। ইহাকে তিনি "তুলজা" নামে অভিহিত করেন।

শিবাজী, পার্শ্ববর্ত্তী শত্রু বিজাপুররাজসহ মিত্রতা হওয়াতে নিশ্চিন্ত হইয়া, রাজ্যশাসন বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগী হইলেন। তাঁহার রাজ্য-বিস্তৃতি এ সময় নিতান্ত অল্প নহে—সমস্ত কোকন প্রদেশ, কল্যাণ হইতে গোয়ার দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, কোকন ঘাটমাথা এবং ভীমা হইতে ওয়ারনা প্রায় ৮০ ক্রোশ বিস্তৃত প্রদেশ স্বীয় বাহুবলে উপার্জ্জন করেন। ইনি যুদ্ধস্থলে ন্যূনকল্পে ৬০ হাজার পদাতিক সৈন্য এবং ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য চক্ষুর ইঙ্গিতে লইয়া যাইতে সমর্থ ছিলেন। এই সকল সৈন্য সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য সন্নদ্ধ থাকিত, এতদ্ব্যতীত আবশ্যক হইলে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মাত্রেই তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রণস্থলে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইত।

শিবাজী ৩২ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় অর্থাৎ ষোড়শ বৎসরের অধ্যবসায়, বুদ্ধিমত্তা, পরিশ্রম এবং ক্ষিপ্রকারিতায় অতি সামান্য অবস্থা হইতে বিপুল রাজ্য সংস্থাপন করেন। তদানীন্তন প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ তাঁহার মিত্রতা আগ্রহের সহিত প্রার্থনা এবং শত্রুতা পরিহারের নিমিত্ত যত্নবান হইতেন।

নেপোলিয়নের সহিত তুলিত হইলে ,শিবাজীর অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রতীত হয়। ফ্রান্স যখন ভীষণ রাজনৈতিক ঝটিকায়, কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় বিপদাপন্ন, নেপোলিয়ন সেই সময় রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় প্রতিভাবলে কর্ণধার-পদ গ্রহণ করেন। নেপোলিয়নের যে সকল ন্যূনতা ছিল, এই পদ-প্রাপ্তি হওয়াতে তাঁহার সেই সকল ন্যূনতা

দূরীভূত হয়। বিপ্লবের পর ফ্রান্স পররাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহার স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য একজন উপযুক্ত সেনানীর আবশ্যক হয়। বুদ্ধিমান নেপোলিয়ন সেই পদ দক্ষতার সহিত পূরণ করিয়া চঞ্চলচিত্ত ফ্রান্সবাসীর এক মাত্র আরাধ্য দেবতা হইয়া উঠেন। ফরাসী ও ভারতবাসীর স্বভাব চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফ্রান্সবাসী এক বার চালিত হইলে পৃথিবী মধ্যে এমন কোন জাতি নাই যে তাহার গতিরোধ করে। উদ্দীপিত ফ্রান্স দানব-বল ধারণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী আলোড়ন করিতে সমর্থ। ফ্রান্সের গতি উৎপানার্থে নেপোলীয়নকে স্বল্প মাত্রও পরিশ্রম করিতে হয় নাই। রোঁসো, ভলটেয়ার প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ফ্রান্সের যে গতি আনয়ন করেন, নেপোলীয়ন সেই ঘুর্ণায়মান চক্র হইতে আপন অভীষ্টানুসারে পদার্থ প্রস্তুত করিয়া তাহা উপভোগ করিয়াছিলেন।

শিবাজীর অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি ভারতবর্ষকে গতি-শক্তি বিহীন অচল অবস্থায় প্রাপ্ত হন। ভারতের ধর্ম্মমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে গতিশক্তি নিহিত আছে বুঝিতে পারিয়া তিনি স্বীয় কার্য্য সকল ধর্ম্মের সহিত সম্মিলিত করেন। তিনি গো ব্রাহ্মণ রক্ষা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া হিন্দু মাত্রের সমবেদনা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নেপোলীয়নের সহায়তার জন্য জগতমধ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী বৈজ্ঞানিক উপকরণ-সম্পন্ন বিস্তৃত দেশ দণ্ডায়মান; ইহার অগণিত মনুষ্য এবং দর্ব্বাগ্রগণ্য বিদ্বানগণ, সকল প্রকারে সহায়তা করিবার জন্য একপ্রাণ হইয়াছিলেন। শিবাজীর ভাগ্যে এ সকল সুবিধা সংঘটিত হয় নাই। তাঁহাকে একটি জড়জাতি লইয়া কার্য্য

করিতে হইয়াছিল। ইহার ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার, ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের, বর্ণের সহিত বর্ণের, ভাষার সহিত ভাষার সম্পূর্ণ বিভিন্নতা। এই সকল অনৈক্য ভাব দূর করিয়া শিবাজী সকলকে এক কেন্দ্রে আবদ্ধ ও জাতীয় ভাবে প্রোৎসাহিত করেন। পূজ্যপাদ রামদাস স্বামীর উপদেশ লোকসাধারণের উপর রোঁসো প্রভৃতি লেখকের ন্যায় কার্য্যকারী হইয়া শিবাজীর কার্য্যের ততদূর সহায়তা করে নাই। তাঁহার উপদেশ শিবাজীর উপর সর্ব্বতোমুখী শক্তি প্রকাশ করিয়া শিবাজীরই উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। এস্থলে ভগবান রামদাস স্বামী নিষ্কাম মন্ত্রী ভাবে তাঁহার কার্য্য করিয়াছেন মাত্র উপলব্ধি হয়। শিবাজীকে কতকগুলি অসভ্য, বনচর, মবলাগণকে সঙ্গে লইয়া তৎকালীন সুশিক্ষিত সর্ব্বায়ুধ সম্পন্ন জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সম্রাট নেপোলীয়নকে সেরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার সৈন্যগণ অষ্ট্রীয়ন বা জর্ম্মণ প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিস্পর্দ্ধী। শিবাজী এইরূপ নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্য হইতে প্রখর বুদ্ধিমত্তা, শৌর্য্য এবং অধ্যবসায়ে হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন। শিবাজী পতিত হিন্দুগণকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যে সকল অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই সকল লোকোত্তর কার্য্যের জন্য ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাকে মহাদেবের অবতার বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন।

দশম অধ্যায়।

আরাঙ্গেব পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ্রুতবেগে উত্তর-ভারতবর্ষে গমন করিয়া কিরূপে ভ্রাতৃগণকে ত্যা এবং পিতাকে বন্দী করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন াহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন। যে সময় আরাঙ্গেব াধিপত্য লাভের নিমিত্ত কূটচক্রান্তে লিপ্ত এবং বিদ্রোহ াশমনার্থে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সে সময়ের মধ্যে শিবাজী াফজল খাঁকে নিহত, বিজাপুর-সৈন্য পরাস্ত, হিন্দুরাজন্য-র্গকে সম্মিলিত এবং ভারতসমুদ্রবক্ষে হিন্দুপতাকা স্থাপিত ়রিয়া আপন বল দৃঢ়ীভূত করেন। আরাঙ্গেব উত্তর-ভারত-র্ষে আপনার ভিত্তি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিয়া দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্খলতা বিদূরিত করিবার জন্য মনোনিবেশ করেন। শিবাজী ান দিন অত্যন্ত বলশালী হইতেছেন, মোগলদিগের মুখবিবর ইতে বলপূর্ব্বক বিজাপুর রাজ্য গ্রহণ করিতেছেন, ইহাঁকে াথম অবস্থাতে দমন না করিলে ভবিষ্যতে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ইয়া পড়িবে বিবেচনা করিয়া জেষ্ঠ্য পুত্র কুমার মৌজমকে বেদার এবং বিখ্যাত নুরমহলের ভ্রাতুষ্পুত্র সায়েস্তা খাঁকে ামির-উল-ওমরা উপাধি প্রদান ও প্রধান সেনাপতিপদে প্রতি-ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। দরবার এবং অন্তঃপুর ভয় স্থানেই সায়েস্তা খাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা; ইনি সম্রাটের শ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র হওয়াতে আপনাকে রাজ্যমধ্যে সর্ব্বপ্রধান

কর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সায়েস্তা খাঁ সেনাপতিপদে বরিত হইয়া সম্রাটসমক্ষে নানা প্রকার গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া শিবাজী দমন, দুর্গসকল অধীনে আনয়ন এবং তাহাতে মোগল বিজয়-বৈজয়ন্তী সংস্থাপন করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া বিপুল বাহিনী সহ দাক্ষিণাত্যাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার বিপুলবাহিনী চলংশীলনগরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইহার বৃহৎ বৃহৎ শোভায়মান শিবির, আপণ-বীথিকা, ভোগবিলাস দ্রব্যের প্রাচুর্য্য ও নৃত্যগীত এই চলংশীল নগরীকে উৎসবময় করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদিগকে যুদ্ধযাত্রী বীরপুরুষ না বলিয়া ভোগসুখনিরত উপবনবিহারী নাগরিক বলিলে যথার্থ আখ্যা প্রদান করা হয়।

শিবাজী, চরমুখে সায়েস্তা খাঁর দাক্ষিণাত্যে আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আসন্ন যুদ্ধের জন্য দুর্গসকল আহার্য্য ও যুদ্ধোপ-যোগী দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং সৈন্যসকল একত্রিত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মোরোপন্ত পেশওয়া এবং অশ্বা-রোহী-সৈন্য-সেনাপতি নেতাজী পালকরকে মোগলরাজ্য আক্রমণ ও চৌথ সংস্থাপনের আজ্ঞা প্রদান করিয়া বিদায় প্রদান করেন। মোরোপন্ত পদাতিক সৈন্য লইয়া জুন্নারের উত্তরভাগস্থ অনেকগুলি দুর্গ হইতে মোগলদিগকে বিদূরিত করিয়া গৈরিক পতাকা স্থাপন এবং গ্রাম ও নগর হইতে চৌথ সংগ্রহ করিয়া শিবাজীর ধনাগার বৃদ্ধি করেন। নেতাজী পালকর মোগল রাজ্যে প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় প্রবল বেগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে গমন করিয়া সমুদায় বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পতঙ্গপালের

ন্যায় উপস্থিতি, বিদ্যুতের ন্যায় গতি এবং বজ্রের ন্যায় ভৈরব আক্রমণে আরাঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত ভূভাগ বিত্রাসিত হইল। নেতাজীর অবদানপরম্পরা সায়েস্তা খাঁর বিলাসিতার ব্যাঘাত সম্পাদন করাতে তিনি আরাঙ্গাবাদে বেশী বিলম্ব না করিয়া আহমদনগরাভিমুখে গমন করেন। আহমদনগর রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া পীরগাঁও হইয়া পুণা উপস্থিত হন। পুণা গমনকালীন সায়েস্তা খাঁ গ্রামসকল দগ্ধ, শস্যক্ষেত্র সকল ধ্বংস এবং শিবাজী যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহা পুনরধিকার করিবার জন্য উপযুক্ত সেনানায়কের অধীনে সেনাদল সকল প্রেরণ করেন। শিবাজী সায়েস্তা খাঁর পুণা আগমনবার্ত্তা শ্রবণান্তর রাজগড় পরিত্যাগ করিয়া শত্রু-অভেদ্য সিংহগড়ে পুত্র কলত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে নিরাপদে রাখিয়া সায়েস্তা খাঁ-পরাভবের উপায় উদ্ভাবন করেন।

সায়েস্তা খাঁ বিবেচনা করিয়াছিলেন তাঁহার বিপুলবাহিনী সহ আগমন বার্ত্তায়, মোগল সম্রাট নামের ত্রাসোৎপাদিকা শক্তিতে মহারাষ্ট্রাগণ বিনা বাধায় দুর্গ প্রদান করিয়া শরণাপন্ন হইবে। কিন্তু যখন মোগল সৈন্যদলেরা দুর্গসকল জয় করিতে অসমর্থ হইয়া বিফল মনোরথে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল তখন সায়েস্তা খাঁর পূর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব হইল ও ইহাদিগকে জয় করা সুখসাধ্য নহে এরূপ মনে মনে স্থির করিলেন।

হিন্দুগণ জননী জন্মভূমিকে স্বর্গ অপেক্ষা পবিত্র বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা যবন আক্রমণ হইতে আপনার প্রিয়তম জন্মভূমি ও ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! শিবাজী-

প্রবর্ত্তিত ঘূর্ণায়মান উপদেশচক্র, আপন আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম-পরিপালন-ধর্ম্ম সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়াছিল। যখন মনুষ্য-হৃদয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হয়, তখন তাঁহাকে বিপদ বা সম্পদ কোন অবস্থা বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তাই জন্মভূমি রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর বীরগণের নিকট সায়েস্তা খাঁ-প্রেরিত সৈন্যগণ পরাভূত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিল।

সায়েস্তা খাঁর প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হওয়াতে তিনি সমস্ত সৈন্য পরিচালনা করিয়া স্বয়ং চাকন দুর্গ আক্রমণ করিতে গমন করেন। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে শিবাজী ১৫৬৮ শকে* ইহা অধিকার করেন, সেই সময় হইতে ফেরঙ্গজী নরসালা ইহার শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত।

ফেরঙ্গজী স্বধর্ম্মানুরক্ত ও জন্মভূমি-ভক্তগণের অগ্রগণ্য। তিনি দিবানিশি হিন্দুগৌরব-পতাকা ভারতাকাশে চিরদিনের নিমিত্ত কিরূপে উড্ডীয়মান হয়, কিরূপে ভারত পূর্ব্ব বিদ্যা ও তরবারীর শ্রেষ্ঠতা সম্প্রাপ্ত হয় এবং কিরূপেই বা সেই পূর্ব্বকার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য ভারতবাসী পুনঃপ্রাপ্ত হন, এই সকল মহতী চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন।

ফেরঙ্গজী সায়েস্তা খাঁর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সায়েস্তা খাঁ সমস্ত সৈন্যের সহিত চাকন দুর্গ অবরোধ করিয়া অসীম অধ্যবসায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রারম্ভ করেন। তিনি প্রথমতঃ দুর্গের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে না পারিয়া মোগল গোলন্দাজদিগকে কামান

* ১৬৪৬ খৃঃ।

সকল দুর্গাভিমুখে সংস্থাপন করিয়া অনবরত অগ্নিময় গোলক সকল উদ্গীরণ করিতে আদেশ করেন। ফেরঙ্গজী-পরিচালিত মবলাগণ দিবস-রজনী মোগলগণের উপর অগ্নিবর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে বার বার স্থানচ্যুত করিয়া পশ্চাৎপদ করিতে লাগিল। সায়েস্তা খাঁ অসীম উদ্যমেও দুর্গ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া সেনা নায়কগণকে আহ্বান করিয়া যে কোন প্রকারে হউক দুর্গ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা এবং কৃতকার্য্য হইতে পারিলে বহুমূল্য পুরস্কার এবং পদোন্নতির প্রলোভনে প্রলুব্ধ করেন। ফেরঙ্গজীর নির্ভীকতা, সকলের অগ্রবর্ত্তিতা, আত্মরক্ষা বিমুখতা, এবং সকলের প্রতি বিশেষতঃ আহত সৈন্যের প্রতি সহৃদয়তা প্রত্যেক মবলাগণমধ্যে সংক্রামিত হইয়া তাহাদিগের শৌর্য্য ও সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা, বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে। ধনমদোন্মত্ত ধনবানগণ ধনবলে যে সকল কার্য্য করিতে অপারগ হন, সৎপুরুষগণ তাহা আত্মবলে অক্লেশে সমাধা করিয়া থাকেন। মোগলগণ, বনচর মবলাগণের নিকট বিপর্য্যস্ত এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত বার বার পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। মোগলেরা এইরূপ বারংবার বিফলমনোরথ হইয়া ঈশান কোণস্থ দুর্গমঞ্চতলে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা আংশিক-রূপে বিধ্বংস করেন। মোগলসৈন্য সেই পথ দিয়া জয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া প্রাণপণে দুর্গ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ফেরঙ্গজী নারসালা উপস্থিত বিপদে মুহ্যমান না হইয়া স্বীয় শৌর্য্য, প্রভুপরায়ণতা ও স্বদেশপ্রেমিকতা দেখাইবার উপযুক্ত অবকাশ প্রাপ্ত হওয়াতে আনন্দোন্মত্ত হইয়া ঘোরতর বিক্রমে মোগলগণকে আক্রমণ করিলেন। মোগলদিগের বিজয়ানন্দ

নিরানন্দে পরিণত হইল, তাঁহারা মবলাগণের অস্ত্রাঘাত সহনে অসমর্থ হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন এবং রজনী সমাগমনে এই লোকক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধও স্থগিত রহিল।

ফেরঙ্গজী দেখিলেন দুর্গের এরূপ ভগ্নাবস্থায় ইহা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাওয়া কেবল নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক এবং তাঁহার দুরাগ্রহ জন্য মবলাবীরগণ নিহত হইবে বিবেচনা করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে অবরোধের সপ্ত পঞ্চাশত্তম দিবসে সায়েস্তা খাঁর নিকট বলিয়া পাঠান তাঁহাদিগকে সশস্ত্রে গমন করিতে পথ প্রদান করিলে তিনি দুর্গার্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। সায়েস্তা খাঁ, যুদ্ধ ক্লেশ সমাপ্ত হইল ভাবিয়া সাদরে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। (১৫৮৫ শকে *)

সায়েস্তা খাঁ ফেরঙ্গজীর বীরতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মোগল পক্ষে আনয়ন বাসনায় অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ এবং সম্রাটের অধীন কার্য্য গ্রহণের নিমিত্ত অনেক প্রলোভন প্রদর্শন এবং অনুরোধ করেন। বীরহৃদয় নরসালা প্রত্যুত্তরে কহেন "শিবাজীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, আমার ন্যায় ব্যক্তি তাঁহার থাকিলে বা না থাকিলে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, এতদ্ব্যতীত তিনি আমার জীবিকার্থে যাহা প্রদান করেন তাহাতেই আমার সাংসারিক ব্যয় সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত নির্ব্বাহ হয় এবং উদ্বৃত্ত অর্থে অতিথি দেবতা পূজন সম্পন্ন হয়। আমি আমার অবস্থাতে পরিতুষ্ট আছি" ইত্যাদি নানাপ্রকার কথা কহিয়া সায়েস্তা খাঁর অনুরোধ অস্বীকার করেন।

* ১৬৬৩ খৃঃ।

যে সময় দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর বলিয়া গীত হইতেন, যে সময় তাঁহাদিগের অধীনে অতি সামান্য কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে লোকে আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া বিবেচনা করিত, সে সময় ফেরঙ্গজী মোগল সম্রাটের অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া সামান্য স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রেম প্রদর্শন করেন নাই। ফেরঙ্গজীর আত্মাভিমান এতদূর প্রবল ছিল যে দেশের শত্রু বলিয়া যাহারা পরিগণিত, তাহাদিগের অধীনে কর্ম্ম বা তাহাদিগের সংসর্গে গমন করাও পাপজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি সায়েস্তা খাঁর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শিবাজীর সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলে শিবাজী তাঁহার ব্যবহারে অসীম প্রীত হইয়া আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক সম্মাননা করেন। ফেরঙ্গজী সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলে যেরূপ সুখী না হইতেন শিবাজীর প্রেমালিঙ্গনে তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দিত হন। শিবাজী ফেরঙ্গজীকে বহুমূল্য উপহার প্রদান পূর্ব্বক ভূপাল গড়ের দুর্গাধিপতি করিয়া তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করেন।

সায়েস্তা খাঁর এই চিরস্মরণীয় অবরোধে প্রায় নয় শত ব্যক্তি নিহত ও আহত হয়। যদিও সমস্ত সৈন্যের সহিত তুলনায় ইহার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প কিন্তু এই অবরোধে গিরিদুর্গাবরোধের দুর্গমতা ও ভীষণতা, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণের দৃঢ়তা ও যুদ্ধনিপুণতা সায়েস্তা খাঁর হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগকে মোগল নামের ভীতি প্রদর্শন করাইয়া অথবা অর্থ বা রাজ্যের লোভ দেখাইয়া বশীভূত করা যাইবে না ইহা তাঁহার হৃদয়ে বিশেষরূপে বদ্ধমূল হয়। সায়েস্তা খাঁ চাকন দুর্গের সুব্যবস্থা

পূর্ব্বক পুণা প্রত্যাগমন করিয়া দাদোজী কোণ্ডদেবনির্ম্মিত রঙ্গ-মহল নামক প্রাসাদে নিশ্চেষ্টভাবে সময়াতিপাত করেন। আরাঙ্গেব মাতুলের অকর্ম্মণ্যতা অবগত হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্যসহ যোধপুরাধিপতি যশবন্তসিংহকে তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন।

শিবাজী প্রতাপরাও গুজরকে নেতাজী-পরিত্যক্ত অবশিষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য প্রদান করিয়া সায়েস্তা খাঁর আহার্য্য দ্রব্য এবং সংবাদ প্রাপ্তি রোধ করিতে আদেশ করেন। তিনি অসীম সাহসে, গুরুভারপূর্ণ শকট, সংবাদবাহী ভৃত্য এবং সময় সময় অকস্মাৎ মোগলসৈন্যের উপর পতিত হইয়া, প্রচণ্ডবিক্রমে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

নেতাজীপালকর আহমদনগর, জালনপুর প্রভৃতি মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগর আক্রমণ এবং চৌথ স্থাপন করিয়া, বিজয়লব্ধ দ্রব্যসহ প্রত্যাগমন কালে অকস্মাৎ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হন; কিন্তু তিনি অসীম ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি বলে নির্ব্বিঘ্নে বিজিত দ্রব্যসহ প্রত্যাগমন করেন। যুদ্ধকালে ঘোরতর বিক্রমে সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করা তাঁহার চির অভ্যাস; এইরূপে যুদ্ধ করিবার সময় তিনি আহত ও সংজ্ঞা বিহীন হইয়া ভূপতিত হন, বিজাপুরের সেনাপতি রস্তম জুমান তাঁহার অমিত পরাক্রম দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন এবং আসন্ন বন্দী হইবার উপক্রম হইতে রক্ষা করেন।

শিবাজী সিংহগড় হইতে সায়েস্তা খাঁর কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সায়েস্তা খাঁ শিবাজীর ভয়ে ভীত হইয়া আজ্ঞা প্রচার করেন যে, কোন মহারাষ্ট্রীয় পদাতিক বা অশ্বারোহী পুণা প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং কোন

মহারাষ্ট্রীয় বিশেষ অনুমতি ব্যতীত গৃহে অস্ত্র রাখিলে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। এ বিষয় প্রহরীগণকে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিতে কহেন। দুর্ব্বলহৃদয় সন্দিগ্ধচেতা মনুষ্যগণ স্বীয় হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ মানবজাতিকে সাধারণ অধিকার হইতে বিচ্যুত করিতে ক্ষণমাত্রও সঙ্কুচিত হয় না। ধিক্! তাহাদিগের পাশব বলকে, ধিক্! তাহাদিগের মনুষ্যত্বকে। শিবাজী সায়েস্তা খাঁর কার্য্যপরম্পরা অবগত হইয়া এক দিন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন ভাদ্র মাসের সন্ধ্যাকালে এসজী কঙ্ক, তানাজী মালসুরে, দাদাজী বাপুজী দেশপাণ্ডে, চিমাজী বাপুজী দেশপাণ্ডে, সুরবে প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি মহারথীকে আহ্বান করিলেন। যাঁহাদের এক এক জন শত শত ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে ক্লেশিত হন না, যুদ্ধস্থলে যাঁহাদিগকে যমের নিয়ন্তা বলিয়া প্রতীত হয়, এইরূপ পুরুষসিংহসহ সায়েস্তা খাঁকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন। এতদর্থে সিংহগড়ের সন্নিকট কাত্রজেঘাটীর দুরারোহ পর্ব্বতের স্থানে স্থানে বৃক্ষোপরি এবং কতকগুলি বলীবর্দ্দের শৃঙ্গে মসাল বাঁধিয়া রাখিতে এবং তাঁহার ইঙ্গিত কালে এই সকল মসাল প্রজ্বলিত ও রণ বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে গমন করিতে আজ্ঞা করেন। শিবাজী মবলাগণকে এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়া এক সহস্র নির্ব্বাচিত মবলা সৈন্য পথে স্থাপন এবং আম্বেত্তহোল নামক স্থানে অবশিষ্ট সৈন্য রাখিয়া স্বয়ং পঞ্চবিংশতি যমরাজসহচর যোদ্ধাগণের সহিত পুণা মধ্যে প্রবেশ করেন। ভাদ্র মাসের ঘোর তমসাচ্ছন্ন ভীষণ রজনী তাহাতে আবার বৃষ্টি ও ঝড় ইহার ভীষণতাকে অধিকতর ভীষণ করিয়া তুলি-

য়াছে, এরূপ অবস্থায় ইহাঁদিগের গমনকালে পথিমধ্যে অর্দ্ধনিদ্রিত জনৈক প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে ? কোথা হইতে আসিতেছ এবং কোথায় বা যাইবে?" চিন্নাজী উচ্চৈস্বরে নিঃশঙ্কভাবে কহিলেন "আমরা সেনা নিবাসের লোক, পাহারা দিতে গিয়াছিলাম, এক্ষণে প্রত্যাগমন করিতেছি" এই বলিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে সায়েস্তা খাঁর বাস ভবনের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিবাজী প্রভৃতির ইহা চির পরিচিত গৃহ, ইহার প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক বিষয় ইঁহারা সম্পূর্ণ অবগত ; শিবাজী প্রভৃতি গৃহমধ্যে গমন করিলে সায়েস্তা খাঁর জনৈক পরিচারিকা তাঁহাদিগের আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া চীৎকার করিয়া সকলকে জাগরিত করে। সায়েস্তা খাঁ প্রাণভয়ে গবাক্ষ দিয়া পলায়ন কালে দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলীর বিনিময়ে ভাগ্য ক্রমে জীবন রক্ষা করেন। ১৫৮২ শকে ভাদ্র মাসে শিবাজীর এ প্রচণ্ড আক্রমণে সায়েস্তা খাঁর পুত্র আবুলফতে খাঁ প্রহরীগণসহ নিহত হন। সায়েস্তা খাঁর সাহায্যার্থে সৈন্য আসিবার পূর্ব্বেই শিবাজী নির্ব্বিঘ্নে আম্বেওহোল নামক স্থানে সৈন্যগণসহ মিলিত হইলেন। এ দিকে পূর্ব্ব সঙ্কেতানুসারে মবলাগণ মসাল সকল প্রজ্বলিত ও রণবাদ্য বাজাইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে আরম্ভ করে। মোগলসৈন্যের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল ; সুতরাং শিবাজী অন্য পথ দিয়া নিরুদ্বেগে সৈন্যগণসহ সিংহগড়ে উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে, মোগল সৈন্য যে স্থানে রাত্রিকালে মসালসমূহ প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়াছিল, তথায় গমন করিয়া দগ্ধাবশিষ্ট মসাল সকল বৃক্ষ এবং বৃষশৃঙ্গ সংযুক্ত দেখিয়া তাহারা শিবাজী কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছে বিবেচনা

করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হয়; এমন সময় তাহারা শিবাজীর লুক্কায়িত সৈন্যকর্ত্তৃক অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া বিচলিত হইয়া পড়ে। মবলাগণ অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতাসহ মোগল সৈন্যের উপর অবিশ্রান্ত অগ্নি বর্ষণ করিলে, মোগলগণ প্রাণ ভয়ে রণ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পুণা আগমন করিল। সায়েস্তা খাঁ সৈন্যগণের মুখে সমস্ত বিষয় অবগত ও ক্রোধে অধীর হইয়া সিংহগড় অবরোধ করিবার জন্য স্বয়ং সসৈন্যে গমন করিলেন। একে পার্ব্বত্য প্রদেশ, তাহার উপর ভাদ্র মাসের অবিশ্রান্ত বারিধারায় পথ সকল অধিকতর দুর্গম হইয়াছে; সায়েস্তা খাঁ এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া কোনরূপে সিংহগড়ের পাদদেশে উপস্থিত হন; কিন্তু শিবাজীর ভীষণ কামানের ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুদ্গীরণে কোনরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। শিবাজীর কামান সকল যে সময় লোক সংহারকর কার্য্যে নিবৃত্ত থাকে, সেই অবসরে পর্জ্জন্যদেব তুমুলবেগে বারি বর্ষণ করিয়া মোগলগণকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করেন। সায়েস্তা খাঁ মনুষ্য ও দেবতা কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হওতঃ সিংহগড়াবরোধে অকৃতকার্য্য হইয়া পুণা প্রত্যাগমন করেন। কিছু দিন পুণাতে অবস্থান করিয়া শিবাজীর এত সন্নিকট অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নহে, কোন্ দিন তিনি অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিবেন, এইরূপ বিচার করিয়া পুণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে পেণ্ডগাঁও অভিমুখে গমন করেন। "যশবন্ত সিংহ গুপ্তরূপে মহারাষ্ট্রীদিগের সহিত মিলিত; তাঁহারই প্ররোচনায় শিবাজী গুপ্তরূপে পুণা আক্রমণ করেন," পরাজয়ের ইত্যাদি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া সন্দিগ্ধচেতা সায়েস্তা খাঁ সম্রাট-

সমীপে আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। আরাঙ্গেব তাঁহাদিগের পরাজয় বার্ত্তা অবগত হইয়া অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে উভয়কে দিল্লীতে আহ্বান করেন। সম্রাট মাতুলকে বঙ্গের সুবেদার এবং যশবন্ত সিংহকে কুমার মৌজমের অধীনে প্রথম সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুনরায় দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন।

যে সময় শিবাজী সায়েস্তা খাঁর সহিত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত. যে সময় তিনি মোগলরাজ্যাক্রমণের জন্য সেনাপতি সকল চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করেন, সেই সময় অর্থাৎ ১৫৮৩ শকে* প্লবনাম সম্বৎসরে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে রাজগড়ে সোয়রাবাই পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। বাসন্তীপূজার নবমীর দিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া শিবাজী পুত্রের "রাজারাম''নামকরণ করেন। ইহার জন্মে শিবাজী অত্যন্ত আহ্লাদিত হন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণ উদ্দেশে বহুল পরিমাণে দান ধর্ম্ম করেন। এই বৎসর শাহাজী ব্যাংলোরের নিকটবর্ত্তী বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত রণতুল্লা খাঁর সাহায্যার্থে গমন করতঃ তাঁহারা বিদ্রোহীগণকে পরাস্ত করিয়া আগমন কালে তুঙ্গাভদ্রার তীরস্থ বন্দেকীর বা বস্তুপট্টন নামক স্থানে মৃগয়ার্থে গমন করেন। মৃগয়া কালে ইনি অশ্ব হইতে পতিত হইয়া মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে পঞ্চত্ব লাভ করেন। শিবাজী পিতার মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। জিজাবাই পতির পরলোক গমন কথা শুনিয়া অগ্নিপ্রবেশের উপক্রম করেন, শিবাজী এবং অন্যান্য মাননীয় ব্যক্তির চেষ্টায় তিনি একার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন। শিবাজী লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ এবং যে স্থানে তিনি নিহত হন

* খৃঃ ১৬৬১।

তথায় সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ এবং সেখানে পূজাপাঠ ব্যয়ের জন্য জাইগীর প্রদান করেন।

শাহাজী একজন উন্নত হৃদয়, ধর্ম্মভীরু, প্রভুপরায়ণ, সৌভাগ্যশালী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি লুখজী জাধব প্রভৃতি বীরপুরুষগণ সহ ১৫৪২ শকে আহমদনগরের পক্ষ হইয়া যে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে কথনও বিলুপ্ত হইবার নহে। যদিও তাঁহারা মুসলমান সেনাপতির অদূরদর্শিতা বশতঃ পরাজিত হন, তথাপি গুণদর্শী সম্রাট সাজাহান শাহাজীর বীরতায় মুগ্ধ হইয়া সময়ান্তরে তাঁহাকে পাঁচ হাজার অশ্বের মনসবদার করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। বিপদসাগরমগ্ন নিজামসাহী রাজ্যের অস্তিত্বলোপের উপক্রম হইলে প্রভুভক্ত শাহাজী নিজামসাহী রাজ্যের উদ্ধারবাসনায় সম্রাটপ্রদত্ত সম্মান ও গৌরব পরিত্যাগ করিয়া আহমদনগরে আগমন পূর্ব্বক প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া কোকন ও দেশ প্রদেশস্থ রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন।

শাহাজী বিজাপুরের সেনাপতি হইয়া ৩০ বৎসর অবিশ্রামে যুদ্ধ করতঃ কর্ণাটক, মহীসুর, ভিলোর, গিঞ্জী, মাদুরা এবং তাঞ্জোরের দুর্দ্ধর্ষ রাজন্যবর্গকে পরাভূত করিয়া বিজাপুর রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যের সুদূরপ্রান্তে মহারাষ্ট্রীয় উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া মহারাষ্ট্রীয় প্রভুতা বিস্তারকরিয়াছিলেন।

যথন বিশ্বাসী শাহাজী বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে বন্দী হইয়া বিজাপুরে নীত এবং অশেষ প্রকারে ক্লেশিত হন, তথন তিনি আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। শাহাজী মনে

করিলে স্বয়ং বা পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া বিজাপুরের সমূহ অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হইতেন। তাঁহার উদার হৃদয়ে এরূপ জঘন্য-বৃত্তি কখনও স্থান পায় নাই। যে সময় তিনি দূতস্বরূপ পুত্রের নিকট গমন করেন, সে সময় যাহাতে বিজাপুরের সম্পূর্ণ হিত সাধিত হয় সে বিষয় শিবাজীকে বিশেষরূপে মনোযোগ দিতে কহেন, শাহাজীর মন ও হস্ত কখন প্রভুর অহিত চিন্তায় বা কার্য্যে কলুষিত হয় নাই। তাঁহার দেবচরিত্র, শিবাজীতে সংক্রামিত হইয়া শিবাজীকে পুরুষদেব করিয়া তোলে।

যশবন্ত সিংহ দাক্ষিণাত্যে পুনরাগমন করিয়া কিছুদিন অধ্যবসায়ের সহিত সিংহগড় আক্রমণ করেন; কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া চাকন ও জুন্নর দুর্গে সৈন্য সংস্থাপন করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন। বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্য রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিতেছে দেখিয়া দূরদর্শী শিবাজী ইহাদিগকে রাজ্য হইতে বিদূরিত করিবার জন্য মোগল রাজ্যান্তর্গত সুরাতনগর আক্রমণে উদ্যোগী হইয়া কল্যাণ এবং দণ্ডারাজপুরী নামক স্থানে সৈন্য সকল একত্রিত করিতে আদেশ প্রদান করেন। মানসিক ভাব গোপন করিয়া সাধারণতঃ এরূপ প্রকাশ করিলেন যে পর্টুগীজ এবং জঞ্জীরার সিদ্দীরা দিন দিন দুর্দ্ধর্ষ হইতেছে, ইহাদিগকে শীঘ্র দমন করা অত্যন্ত আবশ্যক এজন্য কল্যাণ হইতে বসাই ও চেউল বা রেবদণ্ডা * এবং দণ্ডারাজপুরী হইতে জঞ্জীরা আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন।

শিবাজী যখন কল্যাণ নগরে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী

* ইহাই প্রাচীন চম্পাবতী নগর, অতি প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্যের জন্য খ্যাতি লাভ করে।

একত্রিত করেন, সে সময় বহির্জীনাইক নামক তাঁহার প্রখ্যাত গুপ্তচর আগমন করিয়া স্থরাতের সমস্ত বিবরণ বর্ণন করে। শিবাজী ক্ষণবিলম্ব না করিয়া প্রতাপরাও গুজরসরনোবত, নিলোসোনদেব, অন্নাজীদত্তো স্থরনীস, মানসিংমোরে, রূপাজী ভোসলে, মকাজী আনন্দরাও, বাঙ্কাজীদত্তো প্রভৃতি ভীমকর্ম্মা যোদ্ধাগণসহ কল্যাণে উপস্থিত হইয়া সমস্ত সৈন্যসহ নাসিকস্থ পঞ্চবটী প্রভৃতি তীর্থস্থান এবং মোরোপন্ত পিঙ্গলে যে সকল দুর্গ জয় করিয়াছিলেন তাহা পরিদর্শন করতঃ অতি দ্রুতবেগে গমন করিয়া অকস্মাৎ স্থরাত আক্রমণ করেন। মোগলগণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া স্থরাত পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে অক্সডেন-পরিচালিত ইংরাজ সৈন্য বীরতার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপন স্বত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। (১৫৮৬ শক)।*

শিবাজী ছয় দিবস স্থরাতে অবস্থান করিয়া ন্যূন কল্পে এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য প্রাপ্ত হন। মোগলগণ এ সময় হইতে শিবাজীকে কৃতান্তের ন্যায় বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। শিবাজী তড়িতবেগে নগর হইতে নগরান্তরে, দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া যবনগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে কোন স্থদূর প্রদেশস্থ দুর্গ হউক না কেন, দূরতা তাহাদিগের শিবাজী-আক্রমণ-ভীতি দূর করিতে সমর্থ হইত না।

শিবাজী বিজয়লব্ধ দ্রব্য সকল স্থশৃঙ্খলা পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে রায়গড়ে আনয়ন করিয়া মোগলগণসহ তুমুল যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

* ১৬৬৪ খৃঃ।

একাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, শাহাজীর উপদেশানুসারে শিবাজী কল্যাণের শাসনকর্ত্তা আবজী সোনদেবকে রায়রী দুর্গ নির্ম্মাণের ভার প্রদান করেন। ইহার উপরিভাগ দৈর্ঘ্যে সার্দ্ধ এবং প্রস্থে অর্দ্ধ ক্রোশ। স্বভাবতঃই ইহা অজেয় ও দুর্গম; তাহার উপর সোনদেব-নির্ম্মিত দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে ইহার দুর্গমতা অধিকতর দুর্গম করিয়াছে। ইহার এক মাত্র প্রবেশ-পথ তাহাতে তিনটি সুরক্ষিত দ্বার আছে। প্রথম দ্বার শিখর হইতে প্রায় ৪০০ ফুট নিম্নে, ৩০ ফুট উচ্চ মঞ্চযুক্ত ও প্রাচীরবেষ্টিত। ইহার কিয়দ্দূরে দ্বিতীয় দ্বার, ইহার নিকট বহু কোণ বিশিষ্ট ৩০ ফুট উচ্চ দ্বিতল মঞ্চ, ইহাতে নানাপ্রকার প্রাচীন প্রথার কারুকার্য্য সকল খোদিত হইয়া আছে। এই উপত্যকাভূমিতে একটি সুন্দর সরোবর দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার কিয়দ্দূরে বালাকিল্লা, ইহার সোপানাবলী প্রশস্ত ও সুন্দর এবং প্রাচীরবেষ্টিত। পথের পার্শ্ব দেশে ধান্য রাখিবার জন্য সাতটি খোদিত গৃহ, ইহা অতিক্রমণ করিয়া দুর্গমধ্যে যাইতে হয়। সম্মুখে উচ্চ নহবতখানা, বাজার, প্রত্যেক বিভাগের পৃথক পৃথক কার্য্যালয়, রাজপ্রাসাদ, সভা-গৃহ, সেনানিবাস। এইরূপ তিনশত প্রস্তরনির্ম্মিত সুরম্য রাজকীয় প্রাসাদ বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ স্থপতি নিযুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী সকলও সুন্দর সুন্দর আবাস গৃহ রচনা করিয়া ইহার শোভা অধিকতর সম্বর্দ্ধন

করেন। বাপী, কূপ, তড়াগ সকল খনিত হইয়া ইহার সুস্বাদু-পানীয় জলের সুলভতা সম্পাদন করে। দুর্গনির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইলে শিবাজী প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণসহ আগমন করিয়া দুর্গ দর্শনে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া কহেন "যদি কোন পুরুষ প্রকাশ্য দ্বার ব্যতীত দুর্গারোহণ করিয়া এই পতাকা সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি এই সুবর্ণ বলয়যুগ্ম ও সুবর্ণ মুদ্রা পরিপূরিত পাত্র প্রাপ্ত হইবেন।" শিবাজীর বাক্যে সকলেই নির্ব্বাক, যে সকল মবলা সৈন্য দুর্গারোহণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ, তাহারাও এ বিপদসঙ্কুল ভীতিজনক প্রাকার অতিক্রমণে কুণ্ঠিত। শিবাজী পুনর্ব্বার বলিলেন "তোমাদিগের মধ্যে কি কাহারও এ পুরস্কার গ্রহণে সামর্থ্য নাই?" একথা শ্রবণ করিয়া একজন মহার দূর হইতে করযোড়ে কহিল "প্রভুর আজ্ঞা হইলে দাস এ বিষয় একবার চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করে।" শিবাজী তাহার কথা শুনিয়া উৎসাহবর্দ্ধন পূর্ব্বক আরোহণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মহার সকলের সম্মুখে প্রাণপণ যত্নে দুর্গপ্রাচীর অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পতাকা স্থাপন করিল। শিবাজী তাহার সাহসে প্রসন্ন হইয়া অশেষবিধ প্রশংসাসহ পূর্ব্বোক্ত পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক তাহার পদোন্নতি করিয়া দেন। যে স্থান হইতে মহার দুর্গারোহণ করিয়াছিল সে স্থান অধিকতর দুর্গম করিতে আজ্ঞা প্রদান এবং দুর্গের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "রায়গড়" নাম প্রদান করেন। পিতার মৃত্যুর পর হইতে শিবাজী এই দুর্গে অবস্থান ও রাজা উপাধি গ্রহণ এবং আপনার নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া প্রচলিত করেন।

যশবন্ত সিংহ নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত করিতে আরম্ভ করিলে শিবাজী সে সময় ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে জল ও স্থল উভয় পথেই মোগলগণকে আক্রমণ করেন। স্থলপথে নেতাজী পালকর, মোগল রাজ্যে অনেক নূতন স্থান আক্রমণ ও চৌথ স্থাপন করিয়া বর্ষার প্রারম্ভে বহুল পরিমাণে বিজয়লব্ধ পদার্থ লইয়া রায়গড়ে প্রত্যাগমন করেন। জলপথে দর্যাসাগর, ইব্রাহিম খাঁ, মায়নাক ভাণ্ডারী প্রভৃতি জলযুদ্ধনিপুণ সেনাপতিগণ অনেকগুলি যুদ্ধ, বাণিজ্য এবং তীর্থযাত্রী জাহাজ বন্দী করিয়া আনেন। শিবাজীর এই সকল কার্য্যের জন্য কতকগুলি লেখক তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি যখন ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, এবং আমেরিকানদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল সে সময় কিজন্য নিরীহ প্রজাবর্গ বন্দী এবং বাণিজ্য জাহাজ আক্রান্ত হইয়াছিল? যৎকালে মোগল সৈন্য তাঁহার রাজ্যমধ্যে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেছিল, তৎকালে তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বিদূরিত করিবার জন্য শিবাজী শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিবেত্তার ন্যায় এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পাঠক! সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণকালে স্বদেশমধ্যে সৈন্যগণ, সেনানিবাসে অবস্থান কালে সময় সময় কিরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে তাহা সেনানিবাস-সমীপস্থ গ্রামবাসীগণ বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন। শিবাজী প্রজাগণকে শত্রুপীড়ন হইতে মুক্ত করিবার জন্য শত্রুরাজ্যমধ্যে শত্রুগণকে আক্রমণ করেন।

শিবাজী স্বয়ং আহমদনগর ও পত্তন পরাজয় এবং আরাঙ্গাবাদ আক্রমণ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিনিবন্ধন বিজাপুররাজ

সন্ধি ছিন্ন করিয়া কোকন প্রদেশ আক্রমণ করেন। শিবাজী এ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র দ্রুতবেগে কোকনপ্রান্তে আগমন করিয়া ভেঙ্গুরলা নামক স্থানে সমবেত বিজাপুর-সৈন্য পরাভব করেন। এ যুদ্ধে বিজাপুরের অনেকগুলি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী এবং ৬০০০ সৈন্য নিহত ও আহত হন। শিবাজী যুদ্ধে জয়লাভ এবং সেনাপতি হস্তে বিজাপুর আক্রমণের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং সিংহগড়ে আগমন পূর্ব্বক মোগল সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করেন। এ সময় জুন্নর সেনানিবেশে বহুসংখ্যক নবীন যবন সেনা আগমন করে, শিবাজী ইহাদিগের নিকট হইতে আক্রমণ সম্ভাবনা নাই অবগত হইয়া কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন।

শিবাজীর এ সময়ের কার্য্যতৎপরতা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি কখন আরাঙ্গাবাদে সেনাগণের অগ্রগামী হইয়া মোগল সৈন্য আক্রমণ করিতেছেন, কখন বা কোকন-আক্রমী বিজাপুর সৈন্য পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করিতেছেন, কখন বা মোগলদিগের আক্রমণ-সম্ভাবনা অবগত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতেছেন, কখন বা মন্ত্রী-গণকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে প্রশান্তভাবে উপদেশ প্রদান করিতে-ছেন। শিবাজী এইরূপ কার্য্যতৎপরতার মধ্যে সমুদ্রতীরবর্ত্তী মালবন হইতে অষ্ট অশীতি সংখ্যক রণতরী স্বয়ং পরিচালনা করিয়া গোয়ার ৬৫ ক্রোশ দক্ষিণ বারসিলোর নগর অকস্মাৎ আক্রমণ করেন। এ স্থানে দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন। প্রত্যাগমনকালে গোকর্ণ-তীর্থে অবতীর্ণ হইয়া এবং রণতরীদলকে প্রত্যাগমন করিতে

আজ্ঞা দিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করতঃ স্থলপথে গমন করেন। আগমন কালে তিনি গোয়ার পর্টুগীজদিগকে যথাসময়ে যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য প্রেরণ করিবার জন্য বিশেষ আদেশ প্রদান এবং কারওয়াস্থ ইংরাজ বণিকের উপর ১১২০৲টাকা বাৎসরিক কর স্থাপন করিয়া সিংহগড়ে প্রত্যাগমন করেন।

আরাঞ্জেব, শিবাজীর দিন দিন বলবৃদ্ধি এবং আপন কর্ম্মচারীগণের অকর্ম্মণ্যতা অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুন্ন হন। সন্দিগ্ধচেতা সম্রাট বিদ্রোহভয়ে কর্ম্মচারীগণের হস্তে উপযুক্ত সৈন্য প্রদান বা তাহাদিগের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই; সুতরাং তাঁহাকে শিবাজীকর্ত্তৃক সুরাত আক্রমণ, মোগলসৈন্য পরাভব, মুসলমান যাত্রী বন্দী এবং শিবাজীর সিংহাসনারোহণ প্রভৃতি মর্ম্মবেধক, গাত্রদাহজনক কথা স্থিরভাবে সহ্য করিতে হয়। শিবাজীর কার্য্যকলাপ যখন একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিল তখন তিনি রাজপুতবীর, অম্বরাধিপতি জয়সিংহ এবং আফগান যোদ্ধা দিলের খাঁকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। পূর্ব্বে এই সেনাপতিদ্বয় ধর্ম্মভীরু দারার পক্ষপাতী ছিলেন, অবশেষে ইহাঁরা আরাঞ্জেবের পক্ষাবলম্বন করেন। আরাঞ্জেব ইহাঁদিগের শৌর্য্য, বুদ্ধিমত্তা, লোকপ্রিয়তা দেখিয়া ভিতরে ভিতরে ঈর্ষান্বিত হন। নৈতিক বল বিহীন সম্রাট, কিসে তাঁহারা সকলের অপ্রিয়, নিন্দনীয় এবং অপদস্থ হন সেই সকল বিষয় অনুদিন চিন্তা করিতেন। তাঁহাদিগকে সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিলে উভয় অর্থ সাধিত হইবে বিবেচনা করিয়া শিবাজী-বিজয়ে প্রেরণ করেন এবং প্রতিভূস্বরূপ জয়সিংহের পুত্র রামসিংহকে সমীপে রাখিয়া দেন।

শিবাজী সমুদ্রযাত্রা হইতে রায়গড়ে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রবণ করিলেন দিলের খাঁ এবং জয়সিংহ সসৈন্যে পুণা আগমন করিয়াছেন। এ সংবাদ অবগত হইয়া তিনি নেতাজী পালকর, কারতোজী গুজর, প্রভৃতি যোদ্ধাগণকে মোগল সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদিগের আহার্য্য সামগ্রী রোধ এবং সময় সময় অকস্মাৎ আক্রমণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। ইহাঁরা শিবাজীর আদেশানুসারে যবনদিগকে আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। অম্বরাধিপতি জয়সিংহ প্রথমতঃ স্বয়ং পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করিয়া দিলের খাঁর অধীনে ইহার তত্ত্বাবধান প্রদান পূর্ব্বক সিংহগড় অবরোধ করিতে গমন করেন এবং রায়গড়াভিমুখে অগ্রগামী সৈন্য প্রেরণ করিয়া মহারাষ্ট্রগণকে ব্যতিব্যস্ত করিতে চেষ্টা পান। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইতেছে তথাপি কোন নূতন দুর্গ হস্তগত হইতেছে না; মোগল সম্রাটের ভীতি-প্রদ নাম ও অজস্র অর্থ ব্যর্থ হইতেছে, বহু যুদ্ধজয়ী লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেনাপতিদ্বয়ের অসীম অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তা বিফল হইতেছে, তাৎকালিক পরিজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক উপায় সকল কার্য্যকারী হই-তেছে না, মহারাষ্ট্রারা কালাতিপাত সহকারে অবসন্ন না হইয়া বরং দিন দিন অধিকতর দুর্দ্ধর্ষ হইতেছে, অবরুদ্ধ দুর্গরক্ষকেরা বহুদিন হইতে শিবাজীর সংবাদ পরিজ্ঞাত না হইয়াও অনুদ্বেগে অসীম সাহসে কর্ত্তব্যকর্ম্মানুরোধে একপ্রাণে কার্য্য করিতেছে— ইত্যাদি বিষয় পরিচিন্তন করিয়া এবং গোব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য শিবাজীর অলৌকিক উদ্যম পরিজ্ঞাত হইয়া, হিন্দু-গৌরবাভিমানি মহারাজা জয়সিংহ, আন্তরিক আহ্লাদিত হন।

দিলের খাঁ পুরন্দর দুর্গ অবরোধানন্তর কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে পুরন্দরের সন্নিকট রুদ্রমাল পর্ব্বতে কামানরাজী সংস্থাপিত করিয়া অগ্নিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। পুরন্দর দুর্গ অত্যন্ত দুরারোহ ও দুর্ভেদ্য; ইহার শিখরদেশ পদতল হইতে ১৭০০ ফুটেরও অধিক উচ্চ। শিখরস্থ দুর্গের ৪০০ ফুট নিম্নে অপর আর একটি দুর্গ আছে। দিলের খাঁর গোলকবর্ষণ আংশিকরূপে নিম্ন দুর্গের প্রাচীর ধ্বংস করে। পুরন্দরের হাবিলদার কায়স্থবীরচূড়ামনি মহাড়ের দেশপাণ্ডে মুরারবাজী পরভু দুই হাজার সৈন্য লইয়া মোগল সৈন্যবারিধি হইতে পুরন্দর তটভূমিকে অসীম সাহসে রক্ষা করেন। দাবানলের নিকট, নিবিড় অরণ্য প্রতিমুহূর্ত্তে যেরূপ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ অজেয় শিবাজী-সৈনের নিকট মোগল-সৈন্য বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। যবন সৈন্য আংশিক কৃতকার্য্য হইয়াও তাহার ফলভোগে অসমর্থ হইলে দিলের খাঁ কর্ত্তৃক তাহারা অত্যন্ত ভর্ৎসিত হয়; ইহাতে যবনগণ নিম্নদুর্গের অর্দ্ধভগ্নমঞ্চ সুরঙ্গ করিয়া উড়াইয়া দেয়। এই কৃতকার্য্যে মোগলগণ অধিকতর প্রোৎসাহিত হইয়া বীরতার সহিত নিম্নদুর্গ অধিকার করেন। বিজয়োন্মত্ত মোগলেরা আত্ম অবস্থা বিস্মৃত হইয়া অধিকৃত গৃহসকল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। এই অবসরে মাবলাগণ উপর হইতে বিশ্বসংহারক অগ্নিবৃষ্টি করিয়া যবনকুল সংহার করিতে প্রবৃত্ত হন। বাজীপরভু সপ্ত শত নির্ব্বাচিত অসীমসাহসী মাবলা বীরসহ নিষ্কাশিত খড়্গাহস্তে দ্রুতবেগে নিম্নে গমন করিয়া শত্রুকুল সংহার পূর্ব্বক যমপুরীর লোকসংখ্যা বিবর্দ্ধিত করেন। আগত যবনগণের মধ্যে প্রত্যাগমন জন্য

একজনও অবশিষ্ট রহিল না, সকলেই নিহত হইল। ক্ষণকাল হস্তচ্যুত দুর্গ পুনরায় হস্তগত হইল. দিলের খাঁর সমস্ত আশা সমূলে উন্মূলিত হইল এবং বাজীপরভু সাত শত বিজয়ী সৈন্য লইয়া দুর্গের বহির্ভাগে মোগলগণকে মহাকালের ন্যায় আক্রমণ করিলেন। শত শত যবন সৈন্য ইহাঁদিগের প্রচণ্ড আক্রমণে নিহত এবং প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। যুদ্ধনিহত বীরগণের শোণিতে মেদিনী পঙ্কিল হইয়া উঠিল। রণমদোন্মত্ত পরভু লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিতে করিতে যবন কটক মধ্যে প্রবেশ করেন, যুদ্ধের বিরাম নাই; প্রতি পদে পদে ইহা যেন ঘোরতর প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, এমন সময়ে তাঁহার একজন পার্শ্বদ, মাবলাগণের ক্ষীণতা, এবং দুর্গের দূরতা তাঁহার কর্ণগোচর করেন। বাজীপরভু কিঞ্চিত ক্রোধ ও শোকাকুলচিত্তে কহিলেন "দেখুন, মহারাজ শিবাজীর যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষবীর এবং আমার সহচর ও অধীনস্থ শূরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কোন্ প্রাণে আমি সেই সকল মহাপুরুষগণকে অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইব? কিরূপেই বা এরূপ মিত্রদ্রোহী কার্য্য করিয়া লোকসমাজে মুখ প্রদর্শন করিব?" এই বলিয়া বীরবর যবনকুল বিধ্বংস করিতে করিতে দিলের খাঁর সমীপবর্ত্তী হন। দিলের খাঁ বাজীপরভুর শূরতায় সম্মোহিত হইয়া বলিলেন "বীরবর! তুমি আমাদিগের পক্ষ অবলম্বন কর, তাহা হইলে যথেষ্টরূপে পুরস্কৃত হইবে।" পরভু, দিলের খাঁর মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরগর্ব্বে কহিলেন, "আমি শিবাজী মহারাজার সৈনিক! যবনের প্রশংসা বা অনুগ্রহ আমাদিগের উপর বিষোদ্গীরণ করিয়া থাকে" এই বলিয়া

পরভু দিলের খাঁর উপর তরবারি প্রহার করেন, খাঁ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার আঘাত ব্যর্থ করিয়া নিশিত শরসন্ধান করতঃ তাঁহাকে মর্ম্মবিদ্ধ করেন। পূর্ব্ব হইতেই পরভু অস্ত্রাহত হইয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে এই মর্ম্মাঘাতে কায়স্থ কুলরবি মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় রিপুদল দহন করিয়া অকালে কুটিল রাহু-গ্রস্ত হইলেন। ইঁহার পতনে মাবলাগণ একস্বরে "হর হর মহাদেব" শব্দে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া ভৈরব বিক্রমে যবনগণকে আক্রমণ করিলেন। কুরঙ্গশাবকদল প্রচণ্ড সিংহ আক্রমণে যেরূপ দশাপ্রাপ্ত হয় যবনগণ তাহা অপেক্ষা শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইলেন। এইক্ষণ প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধে তিন শত মাবলা যোদ্ধা এক সহস্র যবনসহ সমনসদনে গমন এবং অবশিষ্ট চারি শত মাবলা নিরাপদে দুর্গে প্রত্যাগমন করেন।

হে মসীজীবী কায়স্থগণ! দেখুন! পূর্ব্বকালে কিরূপে কায়স্থ-বীর করাল কৃপাণহস্তে মহা ভৈরবের ন্যায় শত্রুকুল সংহার করতঃ হিন্দুবীরতা প্রকটিত করিয়াছেন। ইতিহাস যতদিন জগতে পূজিত হইবে ততদিন ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি উচ্চৈঃস্বরে গীত হইবে, ইঁহার লোমাঞ্চজনক বীরতা বীরগণের আনন্দবর্দ্ধন ও কাপুরুষগণের ভীতি অপনোদন করিবে। ইঁহার অসাধারণ আত্ম-মর্য্যাদা আত্মবিস্মৃত ব্যক্তির মোহ বিদূরিত করিতে থাকিবে।

পরদিন প্রাতঃকালে দিলের খাঁ সৈন্যগণকে সমবেত করিয়া কহিলেন "শত্রুসৈন্য যাহার বলে বলীয়ান হইয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল উহাদিগের সেই নেতা কল্য আমার হস্তে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে এই নেতাবিহীন সৈন্য পরাজয় সহজসাধ্য। তোমরা তোমাদিগের পূর্ব্ব পরাক্রম স্মরণ করিয়া

যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত হও তাহা হইলে অবলীলাক্রমে ইহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।” দিলের খাঁ ইহা কহিয়া পুনরায় বলিলেন, “যে পর্য্যন্ত না তোমরা দুর্গ গ্রহণ করিতে পারিতেছ, যে পর্য্যন্ত না ইহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতেছ সে পর্য্যন্ত আমি শূন্যমস্তকে অবস্থান করিব।” এই বলিয়া তিনি মস্তক হইতে উষ্ণীষ অবতরণ করেন। যবন সৈন্য দিলের খাঁর প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া সকলে প্রাণপণে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। দুর্গস্থ সৈন্যগণ বাজীপরভুর মৃত্যুতে মর্ম্মাহত, স্বীয় পিতা বা ভ্রাতার মৃত্যুতে মনুষ্য যেরূপ বিপন্ন হন ইহারাও সেইরূপ দুঃখিত। বিপদ, মনুষ্যগণকে মহীয়ান কখন বা লঘীয়ান করিয়া থাকে। যাঁহারা বিপদে মুহ্যমান না হইয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টায় নিরত থাকেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। পরভুর মৃত্যুতে মাবলাগণের বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা, অধ্যবসায়, সাহস ও শূরতা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। সকলেই আপনাকে বাজী পরভুর সহচর বলিয়া গর্ব্বিত ও শ্লাঘনীয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। বাজী পরভু তৎকালে একাকী ছিলেন এক্ষণে তিনি আমাদিগের প্রত্যেককেই বাজী পরভু করিয়া গিয়াছেন। মাবলাগণ প্রচণ্ড বিক্রমে যবন আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন। ক্ষোভিত সমুদ্র, পর্ব্বত আহত হইয়া যেরূপ পশ্চাৎ গমন করে সেইরূপ যবনসেনানিকর বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রত্যাগমন করে। দেখিতে দেখিতে বর্ষা আসিল, দিলের খাঁর কামানরাজীর ক্রিয়াও নিস্তব্ধ হইল। দুর্গের যে সকল স্থান ভগ্ন হইয়াছিল তাহা মাবলাগণ অধ্যবসায়ের সহিত নির্ম্মাণ করাতে আবার পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত নবীন হইয়া উঠিল।

মিরজা রাজা জয়সিংহ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার জন্য শিবাজী এবং ইঁহার সৈন্যগণের অতিমানুষ বীরতা ও প্রাণপণে যত্ন, দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হন। সুদূরদর্শী ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ জয়সিংহ, কিরূপে এই নবোত্থিত হিন্দুগৌরব-পতাকা চিরদিনের নিমিত্ত ভারতাকাশে উড্ডীয়মান হয়, কিসে এই সকল মহাপ্রাণ সমান-ধর্ম্মী বীরগণ অকালে কালকবলে কবলিত না হন, কিসে এই সকল বীরগণের উদাহরণ সমস্ত ভারতে প্রসারিত হইয়া যবন অত্যাচার হইতে জন্মভূমিকে বিমুক্ত করে, এই সকল বীরগণের অদম্য উদ্যম যাহাতে সর্ব্বোপায়সম্পন্ন মোগলগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পায়, সে বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি সন্ধির প্রস্তাব পূর্ব্বক শিবাজী-সমীপে একজন দূত প্রেরণ করেন। স্বদেশানুরক্ত ব্যক্তি বন্দী অথবা মুক্ত যে ভাবেই থাকুন না কেন, তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা স্বদেশের উন্নতির জন্য উৎসুক হইয়া থাকে। স্বদেশানুরাগ তাঁহার হৃদয়কে এতদূর উন্মত্ত করিয়া তোলে যে তিনি ব্যক্তিগত কলঙ্ককে ভূষণ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। জয়সিংহের প্রশস্ত হৃদয় শিবাজীর জন্য বিচলিত ও তাঁহার সমস্ত সহানুভূতি সেই দিকে ধাবিত হইল।

যৎকালে শিবাজী, বীরবর মুরারবাজী পরভুর মৃত্যুসংবাদে ক্ষিন্ন এবং মাবলাগণের অলৌকিক সাহস ও অধ্যবসায়, যুদ্ধ-নিপুণতা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের সাহায্য বিষয়ে চিন্তাক্রান্ত ছিলেন, সেই সময় মহারাজ জয়সিংহ-প্রেরিত দূত শিবাজীসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন "দেখুন, আমরা উভয়েই রাজপুত। আপনি পবিত্র শিশোদে বংশ সম্ভূত, আপনাদিগের সহিত আমা-

দিগের কচ্ছওয়া বংশের বহু দিন হইতে বিবাহ সম্বন্ধ হইয়া আসিতেছে; সে সকল বিষয় দেখিলে আপনার সহিত কোন সম্বন্ধ বাহির হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত আপনি যে বিষয়ে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক হিন্দুর সহিত আপনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আপনি গো ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া প্রত্যেক হিন্দুর গৌরবাস্পদ হইয়াছেন; পরমেশ্বর আপনার বাহুযুগল বজ্রবলে বলীয়ান করুন। আমি অর্থলোভে শরীর বিক্রয় করিয়াছি, জননী জন্মভূমির আমি এক কুলাঙ্গার পুত্র। আমি যবনক্রীত শরীর হইলেও মন বিক্রয় করি নাই। জননী-পাদ-পদ্মের মানসিক পূজক শ্রেণী মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইবার আমার কোন স্বত্ব না থাকিলেও বলবতী আশা আমাকে সময় সময় প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। আমি বৃদ্ধ বলিয়া আপনাকে একটি কথা কহিতে সাহসী হইয়াছি; আপনি যে পবিত্র বিষয়ের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, পরমেশ্বর না করুন যদি হিন্দুগণের অদৃষ্ট বশতঃ দুর্দ্দান্ত যবনগণের অত্যাচার হইতে জন্মভূমি রক্ষা করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আপনার ন্যায় ব্যক্তির পুনরাবির্ভাব ও এরূপ সুযোগপরম্পরা প্রাপ্তি নিতান্ত সহজ হইবে না; এজন্য আমি শত্রুপক্ষীয় হইলেও একজন হিন্দু রাজপুত হইয়া আপনাকে এক্ষণকার জন্য সন্ধি করিতে অনুরোধ করি।"

দূত, জয়সিংহপ্রোক্ত এই সকল কথা কহিলে, শিবাজী তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্রাদি প্রদানে সম্মানিত করিয়া তাঁহার সহিত অশেষ শাস্ত্রবিৎ রাজনীতিবিশারদ রঘুনাথ পন্থ পণ্ডিতরাজকে জয়সিংহ-সকাশে প্রেরণ করেন। মহারাজ জয়সিংহ ইঁহাকে সাদরে গ্রহণ

করেন এবং ইহাঁর বাক্‌পটুতা, নির্ভীকতা ও স্বদেশানুরক্ততা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হন। বিদায়কালে নানা প্রকার বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া শিবাজীকে আর লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত না থাকিয়া সন্ধি করিতে অনুরোধ করেন।

রঘুনাথ পন্থ শিবাজীর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজ জয়সিংহের অমায়িকতা, মহাশয়তা, স্বজাতিপ্রেমিকতা ও উদারতার বিষয় নিবেদন করেন "তিনি নিষ্কপট ও বন্ধুভাবে এ সময় সন্ধি করিবার জন্য কহিলেন; তিনি এ বিষয় আপনার স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।" যুগপৎ দিল্লী ও বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ করা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া শিবাজী দিল্লীপতির সহিত সন্ধি করা শ্রেয়স্কর মনে করিয়া এক সহস্র সুসজ্জিত সর্ব্বালঙ্কার ও অয়ুধসম্পন্ন মাবলা সৈন্য সঙ্গে লইয়া মাতার চরণবন্দনা পূর্ব্বক জয় সিংহসহ সাক্ষাৎ করিতে রায়গড় হইতে যাত্রা করেন। শিবাজী জয়সিংহের সমীপবর্ত্তী হইলে সৈন্য সকল তথায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী কয়েকজন সহচরসহ জয়সিংহসমীপে গমন করেন; শিবাজী শিবিরসমীপে উপস্থিত হইয়া রঘুনাথ পন্থকে তাঁহার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপনের জন্য প্রেরণ করেন। শিবাজী একাকী অকস্মাৎ আগমন করিয়াছেন শুনিয়া মহারাজা জয়সিংহ অত্যন্ত বিস্মিত এবং আহ্লাদিত হইয়া শিবিরবহির্ভাগে গমন পূর্ব্বক অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে আনয়ন করত বহুমূল্যাসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করেন। শিবাজী কহিলেন "ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি আমার পিতৃ-বয়স্ক, আশা করি আপনি

ধর্ম্মরক্ষা-কার্য্যে সহায়তা করিয়া বিমল যশ লাভ করিবেন।'' জয়সিংহ কহিলেন "আপনি আমার পুত্র-বয়স্ক ও পুত্রের ন্যায়, এই বৃদ্ধ রাজপুতের শরীরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক বিন্দু শোণিত অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার কোন ভীতির কারণ নাই।'' মহারাজ জয়সিংহ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শিবাজীর দৃঢ় বিশ্বাস সংস্থাপিত পূর্ব্বক একাসনে উপবেশন করিয়া যুদ্ধ বিষয়ক নানা প্রকার কথোপকথন করিয়া সন্ধি বিষয়ক প্রস্তাব করিয়া কহেন "আপনি সম্রাটের যে সকল দুর্গ ও রাজ্য অধিকার করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ করিলেই সন্ধি বিষয়ে আর কোন আপত্তি উত্থাপিত হইবে না।" এইরূপ পরস্পর নানা প্রকার কথা কহিয়া জয়সিংহ শিবাজীকে দিলের খাঁর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন।

দিলের খাঁ স্বভাবতঃ একটু গর্ব্বিত। তাহার উপর আবার সম্রাটের কৃপাপাত্র, তাঁহার কাছে না যাইলে তিনি এ বিষয়ে শত্রুতা করিতে পারেন এইরূপ বিবেচনা করিয়া জয়সিংহ শিবাজীর শরীর রক্ষার জন্য পঞ্চাশজন রাজপুতবীর এবং স্বীয় মাতুল শোভান সিংহসহ তাঁহাকে দিলের খাঁর নিকটে প্রেরণ করিলেন। দিলের খাঁ, শিবাজীর আগমনে বিস্মিত এবং জয়সিংহের সহিত অগ্রে মিলিত হওয়াতে মনে মনে ঈর্ষাপরায়ণ হন। দিলের খাঁ প্রচলিত প্রথানুসারে শিবাজীকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে একটি উপাধান-পার্শ্বে এবং অপর দিকে শোভান সিংহ উপবেশন করিলেন। দিলের খাঁ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে শিবাজীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "মিরজা রাজার সহিত কি আপনি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ?'' শোভান সিং কহিলেন

"শিবাজী মহারাজ আপনাদিগের নিকট সন্ধি কামনায় আগমন করিয়াছেন।" দিলের খাঁ—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি পুরন্দর অধিকার না করিয়া উষ্ণীষ ধারণ করিব না।" শিবাজী প্রত্যুত্তরে কহিলেন "আমি দুর্গের চাবি প্রদান করিতেছি আপনি ইহা অধিকার করুন।" শোভান কহিলেন "মহারাজ জয়সিংহ সন্ধিবিষয়ক আপনার অভিমতি চাহিয়াছেন, এক্ষণে দুর্গাবরোধ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া কহিয়াছেন।" এইরূপ নানা প্রকার কথা-বার্ত্তার পর শিবাজী পান-সুপারী গ্রহণ করিয়া জয় সিংহের নিকট প্রত্যাগমন এবং সমস্ত বিবরণ বিবৃত করেন। জয় সিংহ শিবাজীর সহিত একত্র ভোজন এবং অবস্থান জন্য পার্শ্বস্থ শিবির নির্দ্দেশ করিয়া শিবাজীর সম্মাননা করেন।

মহারাজা জয় সিংহ, দিলের খাঁ প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণকে আহ্বান করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে সন্ধি-পত্র স্বাক্ষর পূর্ব্বক সম্রাটসমীপে প্রেরণ করেন।

(১) শিবাজী, থানদেশ, নাসিক, ত্র্যম্বক প্রভৃতি যে সকল মোগল রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সন্ধি অনুসারে পরিত্যাগ করিবেন।

(২) মোগল রাজ্যেতর তাঁহার পূর্ব্ব অধিকৃত প্রদেশ তাঁহারই রহিল। তাহার উপর মোগল সম্রাট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

(৩) শিবাজী, পুরন্দর, সিংহগড় প্রভৃতি ২৭টি দুর্গ মোগল সম্রাটকে প্রদান করিবেন।

(৪) শ্রীমান সম্ভাজী দিল্লীপতির অধীনে পাঁচ হাজার অশ্বের মনসবদারপদে নিযুক্ত হইবেন।

(৫) শিবাজী ইঁহার পুত্রের পক্ষ হইয়া বিজাপুরের নিকট হইতে চৌথ ও সর-দেশমুখী সংগ্রহ করিবেন।

(৬) পরস্পর পরস্পরের শত্রু ও মিত্রকে শত্রু ও মিত্র জ্ঞান এবং যুদ্ধকালে পরস্পর সহায়তা করিবেন।

(৭) শিবাজীর বিশ্বস্ততার প্রমাণস্বরূপ বর্ত্তমান বিজাপুর-যুদ্ধে তাঁহাকে সহায়তা করিতে হইবে।

(৮) অপর অপর বিষয় শিবাজী দিল্লীতে গমন করিয়া সম্রাট-সমক্ষে নিষ্পত্তি করিবেন।

সন্ধি-পত্রসহ শিবাজী সোনোপন্ত ডবীরের শালাক রঘুনাথ বল্লাল কোরডেকে দিল্লীতে প্রেরণ করেন।

কয়েক মাসের মধ্যে সম্রাটের অভিমতিপত্র আসিয়া পৌছিল। জয়সিংহ মোগল সৈন্যসহ বিজাপুরবিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। শিবাজী, নেতাজী পালকর প্রভৃতি সেনাপতিসহ দুই হাজার অশ্বারোহী এবং আট হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া মোগল চমূর সহিত মিলিত হইলেন।

বিজাপুরের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি আবদুল করীম, খবাস খাঁ, রুস্তম জমান, ব্যাঙ্কোজী ভোঁসলা (শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) প্রভৃতি বীরগণসহ মোগলবিরুদ্ধে আগমন করেন। ইঁহারা মোগলদিগের সহিত কতিপয় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাৎসরিক কর প্রদান করিয়া সন্ধি ক্রয় করেন।

সম্রাট বিজাপুর-যুদ্ধে শিবাজীর সদ্ব্যবহার, সাহস ও শূরতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ বহুমূল্য উপহার দিয়া এবং দিল্লী আগমনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান।

বৃদ্ধ মহারাজা জয়সিংহ এই অভিযানে শিবাজীর সহিত

মিত্র একত্র সহবাস নিবন্ধন তাঁহার মধুর বাক্‌পটুতা, বুদ্ধিমত্তা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, স্বদেশানুরক্ততা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজী অবগত হইয়া সুহৃদসূত্রে গ্রথিত হন। যাহাতে শিবাজী হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ হন, যাহাতে হিন্দু গৌরব-পতাকা ভারতাকাশে পুরাকালের ন্যায় সগৌরবে উড্ডীয়মান হয়, যাহাতে যবন-পদদলিত ভারতবাসী আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া এক প্রাণে সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, যাহাতে সুচতুর শিবাজী যবন মায়াপাশ অক্লেশে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হন, তদ্বিষয়ক নানা প্রকার আলোচনা করিয়া শিবাজীর সাহায্য করিতে বদ্ধ পরিকর হন। ধর্ম্মের এমনই প্রভাব যে শত্রুও মিত্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। যিনি নিস্বার্থ ভাবে স্বদেশের হিতকামনায় শরীর বিনিয়োগ করেন, যিনি স্বদেশবাসীর সুখ সাধনের জন্য অবিকৃত বদনে ঘোরতর দুঃখভোগ করিয়া থাকেন, যিনি অত্যাচার-প্রপীড়িত জন্মভূমির অত্যাচার বিদূরিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, সেই ত্রিকালস্মরণীয় মহাপুরুষের সহায়তা করিবার জন্য সমস্ত ভূতগ্রামও আপন আপন শক্তির শেষ সীমা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সাহায্য করিয়া থাকে, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

চিটনীস, সভাসদ কাফি খাঁ প্রভৃতির গ্রন্থ, প্রাচীন হস্তলিপি এবং ফেরেস্তা প্রভৃতি হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দেশ-কালজ্ঞ শিবাজী, বিজাপুর-সমর হইতে রায়গড়ে প্রত্যাগমন করিয়া দিল্লী গমন করিবার পূর্ব্বে রাজ্যের প্রধান প্রধান নগর ও দুর্গ সকল পরিদর্শন এবং তাহার শাসন ও রক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থা করিবার জন্য রায়গড় হইতে বহির্গত হন। শিবাজী দুর্গ সকল পরিদর্শন করিয়া আজ্ঞা প্রচার করেন যে "রাত্রিকালে দুর্গদ্বারে যে কেহ উপস্থিত হউন না কেন, দুর্গ-দ্বার যেন কোন রূপেই উন্মুক্ত না হয়।" শিবাজীর এ আজ্ঞা কত দূর প্রতিপালিত হয়, তাহা পরীক্ষার জন্য এক দিন রাত্রি-কালে তিনি পন্হাল দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া কহেন যে "আমি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি, অতএব শীঘ্র দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া আমাকে রক্ষা কর" প্রহরীগণ তাঁহার কথায় দ্বার উদ্ঘাটন করিতে অস্বীকৃত হইয়া দুর্গ রক্ষককে আহ্বান করিল। সকলে শিবাজীর আগমন কথা শুনিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। শিবাজী পুনরায় দ্বারোদ্ঘাটন এবং শত্রু আক্রমণের কথা সক্রোধে কহিলেন। দুর্গরক্ষক বিনতভাবে কহিলেন "রাত্রি অবসানের আর বিলম্ব নাই, আমরা আপনার আজ্ঞাতেই দ্বাররুদ্ধ করিয়াছি সুতরাং এ রাত্রে ইহা কখনই খুলিতে পারিব না; শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে আমরা সশস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম।" প্রাতঃকালে দুর্গদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সকলে শিবাজীর চরণতলে প্রণত হইল। শিবাজী তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যনিষ্ঠাতে

অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সকলকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়া রায়গড়ে প্রত্যাগমন করেন এবং রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান রাজ-পুরুষগণকে আহ্বান করিয়া সভামধ্যে স্বীয় দিল্লীগমন বিষয় প্রকাশ করিয়া কহেন "দেখুন আমরা সকলেই এই নশ্বর জগতের অধিবাসী। ঘটনাক্রমে আমাদিগের মধ্যে যদি কাহাকে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয় তাহা হইলে আমরা এত পরিশ্রম, ক্লেশ ও অধ্যবসায় সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং দাসত্ব-শৃঙ্খল-বন্ধন ছিন্ন করিয়া যে স্বাধীনতা-রত্ন লাভ করিয়াছি, তাহা কি পুনরায় দাসত্বে পরিণত হইবে? যত দিন আমরা একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া একপ্রাণে কার্য্য করিব, তত দিন দেবতাসকল আমাদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করিবেন। তিনিই পুত্র, মিত্র ও ভৃত্য পদ বাচ্য, যিনি পিতা, সুহৃৎ এবং স্বামীর অবর্ত্তমানে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিপালন করেন। আমার এই দিল্লীগমন স্বার্থ সাধনের জন্য নহে। যে সকল বীরপুরুষগণের অজস্র শোণিতপ্রবাহে এই রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে, যে সকল মহাপুরুষগণের অসীম পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং স্বার্থত্যাগে এই রাজ্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, যে সকল মহাপ্রাণ মহাত্মাগণের আজীবন কঠোর দারিদ্র্য-ব্রতানুষ্ঠান সকলকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে, যদি আমরা এই ঘোর দুর্দ্দিনে মোগলদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন না করি, তাহা হইলে ঐ সকল মহাত্মাগণের কার্য্যকলাপ ব্যর্থ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদিগের ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ পুরুষগণ একত্রিত হইলে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী পরাজয় করা যাইতে পারে, তথাপি সন্দিগ্ধ বিষয়ে

বুদ্ধিমানগণ প্রবর্ত্তিত হন না। বিশেষতঃ আজ কাল বিজাপুরের সহিত আমাদিগের পরম শত্রুতা; ইহার উপর মোগলদিগের সহিত শত্রুতায় প্রবর্ত্তিত থাকিলে যদি ঘটনাক্রমে আমাদিগের পরাজয় হয়, তাহা হইলে সেই সকল স্বর্গবাসী মহাপুরুষদিগের নিকট আমরা কি বলিয়া উত্তর প্রদান করিব? যখন আমাদিগের পুত্র পৌত্রাদি ভাবী সন্ততিগণ আমাদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিবেন, তখনই বা তাঁহারা কি উত্তর প্রাপ্ত হইবেন? যদি আমাদিগের অদূরদর্শিতার এই রাজ্যাঙ্কুর অকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে ঘোরতর নিরয়গামী এবং দুর্নামভাগী হইতে হইবে সন্দেহ নাই। যাহাতে মোগলদিগের সহিত আমাদিগের এ সময় বিশেষ রূপে মিত্রতা সংস্থাপিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে দিল্লী গমন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। কি জানি, যদি তথায় ঘটনাক্রমে আমাদিগের কিছু হয়, তাহা হইলে আপনারা সকলে একত্রিত হইয়া শ্রীমান রাজারামকে রাজপদে অভিষিক্ত করতঃ একমতে কার্য্য করিবেন। দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া সাধারণ সৌভাগ্যের কথা নহে। অধীন ব্যক্তি যত বড় বুদ্ধিমান, ধনবান, বিদ্বান ও ধার্ম্মিক হউক না কেন, তিনি অপর বিদেশীয়ের নিকট যতই পূজা ও সম্মান প্রাপ্ত হউন না কেন, তিনি বিজেতার নিকট অতি হেয় ও কাপুরুষ, পদে পদে পদদলিত, অপমানিত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকেন। দেশ সকল শস্য সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিশালী হইলেও পরাধীন প্রজা কিন্তু উদরান্নের জন্য লালায়িত, দারিদ্র্যভার প্রপীড়িত, জীর্ণ, শীর্ণ ও অকালে কালকবলে কবলিত হয়। আপনারা সকলে অবগত

আছেন পৃথিবীমধ্যে দুই শ্রেণীর লোক সূর্য্য মণ্ডল অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে স্পৃহনীয় লোক প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন। প্রথম, যাহারা প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর, মনুষ্য যে কোন প্রদেশে অবস্থান করুন না কেন সকল সময়ে মন যাহার দিকে ধাবিত হয়, বিদেশে অবস্থান কালে যাহার নাম স্মরণ হইলে শরীর লোমাঞ্চিত এবং চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হয়, যত দিন অতীত হউক না কেন যাহার প্রত্যেক পরমাণু হৃদয়মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকে, যাহা কখনও বিস্মৃত হওয়া যায় না, যাহা স্মরণ করিলে দুঃখ হ্রাস এবং সুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধির জন্য, তাহার মহত্বতা সকল দেশের উপর স্থাপিত করিবার জন্য, তাহাকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, যে সকল মহা-প্রাণ মহানুভাব ব্যক্তি সমরক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করেন সেই যথার্থ স্বদেশানুরক্ত সন্ন্যাসী ও দেবপদ বাচ্য পুরুষ সূর্য্য লোক ভেদ করিতে সমর্থ হন।

অপর, যিনি যোগযুক্ত হইয়া শরীর পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, সেই মহাযোগী মহাপুরুষও সূর্য্য মণ্ডল ভেদ করিয়া থাকেন। যোগী হওয়া সাধারণ সাধনা ও ভাগ্যের কথা নহে, আবার শরীরোৎক্রমণকালে অনেক যোগীও বিফল মনোরথ হন। প্রথমোক্ত পথ প্রশস্ত ও সুগম ইহাতে নিজের ও দেশের উভয়ের স্বার্থ সাধিত হয়। যাহাতে নিঃসন্দেহে উভয় কার্য্য সাধিত হ[য়] তাহাই গ্রহণীয়। অতএব বীরগণ! সময় উপস্থিত হইলে অবসন্ন হইয়া এরূপ অবসর পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই উচি[ত] নহে। যে সকল নরাপসদ এরূপ পবিত্রকালে প্রাণ প্রদান করিতে

কুণ্ঠিত হয় তাহারাই সংসারমধ্যে কাপুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।" শিবাজীর ওজস্বিনী কথাগুলি শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, সকলেই ইহাঁর আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অসীম ভক্তি প্রদর্শন করেন।

শিবাজী, মোরোপন্ত পেশবে, নীলোপন্ত মজুমদার এবং নোতজী পালকর সরণোবত এই প্রধান ত্রয়ের* হস্তে সমগ্র রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক মাতা জিজাবাই এবং রামদাস স্বামীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ১৫৮৭ শকে পৌষ মাসের শেষভাগে নিরাজী রাওজী ন্যায়াধীশ, বালাজী আবজী চিটনীস, ত্র্যম্বক সোনদেব ডবীর, জীবন রাও মানকো, নরহর বল্লাল সবনীস, দত্তাজী গঙ্গাজী, রাঘোজী মিত্রা, প্রতাপরাও গুজর সরনোবত, দাবজী গাড়বে, হিরোজী ফর্জন্দ প্রভৃতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী এবং এক সহস্র নির্ব্বাচিত মাবলা পদাতিক, তিন সহস্র অশ্বারোহী ও অষ্টম বর্ষীয় পুত্র শম্ভাজীসহ দিল্লীযাত্রা করেন।† শিবাজী দিল্লী-গমনকালে আরাঙ্গাবাদে সুফিসিকন খাঁ কর্তৃক অভ্যর্থিত হন। প্রধান শাসনকর্ত্তা তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে না আসায় শিবাজী তাঁহার উপর বিরক্ত হন শাসনকর্ত্তা ইহা অবগত হইয়া বিনতভাবে শিবাজীর নিকট অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করেন। সহস্র সহস্র লোক শিবাজীকে দেখিবার জন্য ব্যগ্রভাবে আগমন করেন। ইহাতে

---

* মল্লার রাও চিটনীস শেষোক্ত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্নাজী দত্তো সুরনীসের নাম উল্লেখ করেন।

† ডফ বলেন পাঁচ শত অশ্বারোহী এবং এক সহস্র পদাতিক শিবাজীসহ দিল্লী গমন করিয়াছিল।

আরাঙ্গাবাদ লোকারণ্য হইয়া উঠে। শিবাজী তথায় অবস্থান কালে মহারাজা জয়সিংহের আতিথ্য স্বীকার করেন। জয়সিংহ নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন "আপনি দিল্লীতে খুব সাবধানে অবস্থান করিবেন; সম্রাট তীক্ষ্ণদর্শী, বুদ্ধিমান; কিন্তু পাপবুদ্ধি। আপনার সহিত একত্র দিল্লীগমন করিতে আমার একান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে দুইজনে একত্র গমন করা কোন মতে বিধেয় নহে। দুইজনের উপর যদি যুগপৎ বিপদাগমন করে, তাহা হইলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া নিতান্ত সহজ হইবে না। আপনি দিল্লী হইতে প্রত্যাগমন করিলে আমি তথায় গমন করিব। শ্রীমান্ রাম সিংকে আমি পত্র লিখিলাম, সে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।" বৃদ্ধ জয় সিংহের নিকট এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শিবাজী আরাঙ্গাবাদ হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সম্রাট আরাঞ্জেব, শিবাজীর আগমন কথা অবগত হইয়া পথিমধ্যস্থ গ্রাম ও নগরের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণের প্রতি শিবাজীর সুখস্বচ্ছন্দতার বিধান, সকল প্রকার আজ্ঞা প্রতিপালন, ও সম্মান প্রদর্শন করিতে আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন।

শিবাজী সকল স্থলে সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া মথুরায় উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনের রমণীয়তা, কালিন্দীর কল কল কল্লোল, অভ্রংলিহ মন্দির সকল ও নগরবাসীর নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রাচীন ঘটনা সকল তাঁহার স্মৃতিপটে জাগরূক হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল। এখানে কয়েক দিন অবস্থান এবং পুণ্যকৃত্য সকল সম্পন্ন করিয়া দিল্লী

অভিমুখে গমন করেন। দুই মাস কাল অনবরত পথাতিক্রমণ করিয়া শিবাজী দিল্লীর সমীপবর্ত্তী হইলে, সম্রাট ইঁহার আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া রাম সিংহ এবং জন কয়েক সামান্যপদস্থ কর্ম্মচারীকে অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করেন। সম্রাটের অনাদর ভাব অবগত হইতে শিবাজীর বিলম্ব হইল না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবাজী সে ভাব গোপন করিয়া দিল্লী গমন করিলেন। ইত্যবসরে রঘুনাথ বল্লাল সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিয়া কহিলেন "সম্রাটের মনোগত ভাব দুজ্ঞেয়, বাহ্যক ভাব অনুকূলই প্রতীত হইতেছে।" শিবাজী এইরূপে গৃহীত হইয়া দিল্লীমধ্যে আনীত হন। ইতিপূর্ব্বেই শিবাজীর অবদানপরম্পরা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসংরক্ষণ জন্য অসীম উদ্যম, সায়েস্তা খাঁ সহ মোগল অনিকিনী পরাভব-বার্ত্তা সমস্ত ভারত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই লোকোত্তর মনুষ্যরত্নকে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য অগণিত হিন্দু ও মুসলমানে দিল্লীর প্রশস্ত রাজপথ পরিপূর্ণ হইল। সকলেই স্বভাব পরিচালিত, আড়ম্বরবিহীন মাবলাগণের শৌর্য্যপূর্ণ মুখশ্রী, সুগঠিত শরীর, ইতস্ততঃ অবলোকন না করিয়া সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক গমনের অশেষবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শিবাজীর সস্মিতবদন, সকলের প্রতি সপ্রেম পরিদর্শন, প্রত্যেকের অভিবাদনে প্রত্যভিবাদন, প্রত্যেক হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করিয়া সকলকে শিবাজীর পক্ষপাতী করিয়া তুলিল। যে সকল মুসলমানগণ তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক, শঠ, ও প্রবঞ্চক বলিয়া বিবেচনা করিতেন, যাঁহারা তাঁহাকে দৈত্যদানব ও পিশাচশ্রেণী মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিতেন, তাঁহারা শিবাজীর অমায়িকতা, সকলের প্রতি তাঁহার প্রেমপ্রবণতা এবং সহৃদয়তা দেখিয়া

তাঁহাকে উচ্চশ্রেণীর মনুষ্যমধ্যে পরিগণিত করিতে প্রারম্ভ করিলেন। হিন্দুগণ তাঁহার তেজপূর্ণ মুখচ্ছবি, উন্নত ললাট, আনত নাসিকা, আজানুলম্বিত বাহু প্রভৃতি অমানুষিক লক্ষণ সকল, অতিমানুষ অবদান পরম্পরার সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাকে দেবতার ন্যায় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। দিল্লীর লোকসাধারণ শিবাজীকে হৃদয়ের সহিত অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার বাসস্থান পল্লী সাধারণ কর্তৃক সেই দিন হইতে শিবপুরা নামে প্রচারিত হইল।* শিবাজী পথশ্রান্তি দূর করিয়া সম্রাটের সাক্ষাতের জন্য কহিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট শিবাজীর সাক্ষাৎ দিনে লৌহজালের অঙ্গাবরণ পরিধান পূর্ব্বক ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন এবং সন্নিকটে বলবান যোদ্ধাগণকে সন্নদ্ধ থাকিতে আদেশ করেন। সম্রাটের দৃঢ় বিশ্বাস যে শিবাজী এক জন অসাধারণ মায়াবী-পুরুষ। ইনি এই মায়াবলে প্রচণ্ডপরাক্রম আফজল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সমস্ত সৈন্য সহিত তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। ইনি এই মায়াবলে রক্ষীগণ কর্তৃক সুরক্ষিত গৃহ ভেদ ও প্রহরীগণকে নিহত করিয়া মাতুল সায়েস্তা খাঁকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন, শিবাজী যদি দরবারে আগমন করিয়া এই রূপ কোন দুঃসাহসিক কার্য্য করেন, তাহার প্রতিবিধানার্থ আরাঞ্জেব প্রথম হইতেই তাহার সুব্যবস্থা করেন। রাজা রাম সিংহ মোগল দরবারে গমনের পূর্ব্বে শিবাজীকে নানা প্রকার নিয়মের কথা অবগত করিয়া কহিলেন "সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ-কালে ভূমি স্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে হয়, অতএব এই

* কৃষ্ণাজী অনন্ত কহেন।

প্রথানুসারে আপনাকেও নমস্কার করিতে হইবে;" শিবাজী রাম সিংহের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইয়া কহেন "এত আমি পারিব না ইহজন্মে কোন যবনকে এরূপ ভাবে অভিবাদন করি নাই সুতরাং ইহা আমি কখন পারিব না।" রাম সিংহ ইহার কথায় অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হইয়া কহিলেন "এ যে বড় কঠিন সমস্যা, এরূপ না করিলে গর্ব্বিত সম্রাটের ক্রোধাগ্নি একেবারে সন্ধুক্ষিত হইবে, তখন পরিত্রাণের সকল উপায় ব্যর্থ হইবে।" "আচ্ছা তাহাই হইবে" বলিয়া শিবাজী রাম সিংহের কথার অনুমোদন করিলেন। শিবাজী পুত্র সম্ভাজী এবং দশজন প্রধান প্রধান অমাত্যগণসহ রাম সিংহ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আম খাস দরবারগৃহে সম্রাটসমীপে নানা প্রকার উপহার লইয়া গমন করেন। শিবাজীকে আগমন করিতে দেখিয়া "আসুন শিবাজী রাজা" বলিয়া সম্রাট অভ্যর্থনা করিলেন; শিবাজী তিনবার সেলাম করিলেন। এ সেলাম ভূমি হইতে অনেক দূরে অবলোকন করিয়া রাম সিংহ একটু অন্তরাল করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কুটিল দৃষ্টি আরাঙ্গেব রাম সিংহের হৃদয় ভেদ করিয়া শিবাজীর কার্য্য পরিদর্শন করিলেন।* ইঁহার উপবেশনের নিমিত্ত মহারাজ যশবন্ত সিংহের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। পুত্রসহ শিবাজী উপবেশন করিয়া রাম সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার পার্শ্বে ইনি কে বসিয়া আছেন?" রাম সিংহ

* মহারাষ্ট্রীয় প্রাচীন ইতিহাসকারেরা কহেন শিবাজী অভিবাদনত্রয় আরাংজেবকে না করিয়া দেবাদিদেব মহাদেব, ভগবতী ভবানী এবং শাহাজীর উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন।

কহিলেন "ইনি মাড়ওয়ারাধিপতি মহারাজা যশবন্ত সিংহ।" যশবন্ত সিংহের নাম শ্রবণ করাতেই প্রধূমিত বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রসুপ্ত সিংহকে পদাঘাত করিলে যেরূপ অকস্মাৎ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠে, সেইরূপ শিবাজী আত্মাভিমানে প্রদ্দীপ্ত হইয়া কহিলেন "কি যশবন্ত সিংহের ন্যায় ওমরাওশ্রেণী মধ্যে আমি পরিগণিত হইলাম? ইঁহার ন্যায় ব্যক্তি আমার সৈন্যমধ্যে অপ্রতুল নাই, আমি মিত্ররাজের ন্যায় আগমন করিয়াছি—গৃহমধ্যে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা?" রামসিংহ শিবাজীর ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া ধৈর্য্যধারণের নিমিত্ত বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। ইহাঁদিগের কথোপকথনে নিস্তব্ধ মোগলদরবার প্রতিধ্বনিত হইল। সন্দিগ্ধ-চেতা সম্রাট শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রামসিংহ কিসের শব্দ হইতেছে?" রামসিংহ—"বনের সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ হওয়াতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছে।" সম্রাট কহিলেন "তবে ইহাকে লইয়া যাও, স্বাস্থ্যলাভ করিলে আনয়ন করিও।"

শিবাজী রামসিংসহ সদলবলে দরবার-গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং তাঁহার প্রথম ও অন্তিম সম্রাটদর্শন সমাপ্ত হইল।

যে সময়ের কথা আমরা কহিতেছি, তখন আরাঙ্গেব মোগল সাম্রাজ্যের শিখর দেশে অধিরূঢ়; সে সময় মোগলদিগের শ্রীবৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না। ইহাঁদিগের ঐশ্বর্য্য, জগদ্বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন, বহুমূল্য রত্নখচিত সভাগৃহ, জগৎমধ্যে অতুলনীয় প্রাসাদ সকল এবং বিলাসিতার পারিপাট্য দেখিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় শিবাজীর মস্তিষ্ক বিঘূর্ণীত না হইয়া ভারতের পূর্ব্বৈশ্বর্য্যের বিষয় ইঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতে লাগিল।

হিন্দু কীর্ত্তির জলন্ত সাক্ষ্য কুতবমিনার *, পৃথ্বীরাজ প্রভৃতির দুর্গ ও গৃহ সকল, পৃথিবীমধ্যে অদ্বিতীয় লৌহ-কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক হইয়া আত্মাভিমানকে সহস্রগুণে প্রবর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। ইহাই সেই ইন্দ্রপ্রস্থ, যথায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্যবর্গ একত্রিত হইয়া করযোড়ে ভারতের মহিমা মুক্তকণ্ঠে গান করিত, এই সেই স্থান যথা হইতে সমস্ত ভারতে শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত, এই সেই স্থান যথায় এক্ষণে বৈদেশীক রাজন্যবর্গ ভারত-শাসনদণ্ড যদৃচ্ছাক্রমে পরিচালন করিতেছে ইত্যাদি বিষয় শিবাজীর হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিকদংশনবৎ বেদনা প্রদান করিতে লাগিল।

শিবাজী রামসিংহসহ বাস-ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন "সম্রাট আমাকে যশবন্ত সিংহের সহিত এক শ্রেণীগত করিয়া কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন?" রামসিংহ কহিলেন "এক্ষণে আপনি কুশলে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিলে আমি গুরুতর ভার হইতে মুক্ত পাই" ইত্যাদি নানা প্রকার কথোপকথন করিয়া রামসিংহ স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। শিবাজী রঘুনাথ বল্লালকে আহ্বান করিয়া দরবারের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া, এক্ষণ কি করা কর্ত্তব্য, কিরূপে সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করা যায় ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ইহাঁরা স্থির করিলেন যে কিছুদিন পরে সম্রাটের নিকট এরূপ ভাবে আবেদন করা হউক যে এস্থানের

* ইহা হিন্দুদিগের কীর্ত্তি, কুতবুদ্দীন ইহার কারু কার্য্য সকল উল্লেখন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কোরাণ খোদিত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া দেখিলে এখনও পূর্ব্ব দেবদেবীর মুর্ত্তি স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়।

জলবায়ু আমাদিগের শরীরের পক্ষে অস্বাস্থ্যজনক, সৈন্যগণ দিন দিন রুগ্ন হইতেছে, এস্থানে এক্ষণে অবস্থানের কোন আবশ্যক নাই সুতরাং দেশে গমনের আজ্ঞা প্রদান করুন। শিবাজী কিছু দিন পরে এইরূপ আবেদন করিলে সম্রাট তাহার পার্শ্বদেশে লিখিয়া দিলেন "অপেক্ষা করুন যোগ্যতার উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হইবেন।" শিবাজী সম্রাটের হৃদয় কুটিলতাপূর্ণ অবগত হইয়া নিজের গমন প্রস্তাব আর উল্লেখ না করিয়া কিছু দিন নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন।

সম্রাট-মাতুল সায়েস্তা খাঁ পূর্ব্বশত্রুতার প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া দেওয়ান জাফরান খাঁকে কহিয়া পাঠাইলেন যে "শিবাজী যাহাতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারে তদ্বিষয় বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিবেন। এ অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক এবং ঐন্দ্রজালিক; ভূমি হইতে ৩০।৪০ হাত উর্দ্ধে উল্লম্ফন প্রদান করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম, আপনি অনতিবিলম্বে সম্রাট-সমীপে এ কথা নিবেদন করিবেন। আমি কেবল 'আল্লার মেহেরবাণীতে' প্রাণে বাঁচিয়াছি। আমি স্বচক্ষে ইহার অবিশ্বাসনীয় সয়তানের ন্যায় কার্য্যপরম্পরা অবলোকন করিয়াছি।" জাফরান খাঁ সায়েস্তা খাঁর প্ররোচনায় এই সকল বিষয় সম্রাটের কর্ণগোচর করেন। সম্রাট এই সকল বিষয় অবগত হইয়া শিবাজীর উপর অধিকতর কুসংস্কারাপন্ন হইয়া তাঁহার দরবার আগমন বন্ধ করিলেন। শিবাজী, রামসিংহের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ নানা প্রকার অলীক কথা প্রচারিত হইতেছে শুনিয়া, একদিন জাফরান খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। আলাপকালে তাঁহার স্ত্রী (সায়েস্তা খাঁর ভগ্নী) অন্তঃপুর হইতে

কহিয়া পাঠাইলেন "ইহাকে শীঘ্র বিদায় প্রদান করুন। ইনিই তিনি, যিনি সাক্ষাৎ করিতে গিয়া আফজল খাঁকে নিহত করিয়াছেন। ইনিই আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিনাশ এবং ভ্রাতার অঙ্গুলি ছেদন করিয়াছেন।" জাফরান খাঁ প্রিয়তমা পত্নীর অনুরোধ অগ্রাহ্য না করিয়া শিবাজীকে শ্রুতিমধুর বাক্য বলিয়া বিদায় প্রদান করেন।

আরাঙ্গেব শিবাজীকে অরক্ষিত অবস্থায় রাখা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া আতিথ্য-ধর্ম্মের উপর পদাঘাত পূর্ব্বক শিবাজীকে প্রহরীবেষ্টিত করিতে ইচ্ছুক হন; এজন্য দিল্লীর নগরপাল পোলাদ খাঁকে আহ্বান পূর্ব্বক শিবাজীর গতি পর্য্যবেক্ষণ এবং কোনরূপে পলায়ন করিতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে এবং যদি শিবাজী কোনরূপে পলায়ন করে তাহা হইলে তিনি বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হইবেন ইহা কহিয়া তাঁহাকে বিদায় প্রদান করেন।

পোলাদ খাঁ পরদিবস প্রাতঃকালে পাঁচ হাজার সৈন্য শিবাজীর গৃহের চতুর্দ্দিকে অহর্নিশ সশস্ত্র পাহারা দিতে আজ্ঞা করিলেন। বালক শম্ভাজী বিপদবার্ত্তা অবগত হইয়া শোকাকুলচিত্তে পিতার বক্ষদেশে মুখকমল লুক্কাইত করিয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। বজ্র হইতে কঠোর হৃদয় শিবাজী পুত্রের শোকে বিচলিত হইলেন। পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া রঘুনাথ পন্তকে আহ্বান পূর্ব্বক সম্রাটসমীপে কহিতে বলিলেন "এখানকার জলবায়ু আমার সৈন্যগণের একেবারেই সহ্য হইতেছে না, অতএব ইহাদিগকে দেশে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা করুন।" সম্রাট এ প্রস্তাবে প্রীত হইয়া বিদায় প্রদান

করিলেন। শিবাজী তাহাদিগকে দেশে যাইতে বিদায় প্রদান করিলে কেহই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিল না, সকলে ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সমভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। শিবাজী ইহাদিগকে আহ্বান করিয়া প্রবোধিত পূর্ব্বক কহিলেন "আপনারা আমার সহিত অবস্থান করিলে বিপদ অধিকতর ঘনীভূত হইবে। দুই চারি জন মনুষ্য অনায়াসে শত্রুর চক্ষে ধূলী প্রদান করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে। এত অধিক সংখ্যক মনুষ্য লইয়া গোপনে গমন সম্পূর্ণ অসম্ভব। আবার এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া রিপু-সৈন্য-সমুদ্রে অবগাহন করা উন্মত্ত-কল্পনার ন্যায় পরিত্যাজ্য। আপনারা অতি দ্রুতবেগে দেশে গমন করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। আমিও অল্প দিনের মধ্যে আপনাদিগের সহিত মিলিত হইব। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে দেশে যাইতে না পারি তাহা হইলে কাপুরুষের ন্যায় অবস্থান না করিয়া এই সকল বিলাসসাগর সংমগ্ন যবন নিকর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অসি ধারণ করিয়া প্রাণাদপি প্রিয়তম জননী-জন্মভূমিকে যবনপদ স্পর্শ হইতে বিমুক্ত করিবেন। আপনাদিগের এই সকল পবিত্রতম কার্য্য সংসিদ্ধির জন্য দেবতা সকল স্বয়ং অসি ধারণ করিয়া সহায়তা করিবেন। সহ্যাদ্রি প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতরাজী গোদাবরী প্রভৃতি স্রোতস্বতী সকল আপনাদিগের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে যবনগণকে প্রতি পদে পদে বাধা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে ক্লেশিত, পিড়ীত ও বিক্ষোভিত করিবে। আপনাদিগকে একটি কথা কহিব, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে একমাত্র বাক্যদ্বারা সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতে

প্রয়াস পাইবেন না। রণভূমির শ্রবণভৈরব, হৃৎকম্পজনক কামানরাজীর ভীষণ শব্দ, সঞ্চালিত অসির বিদ্যুল্লতার ন্যায় প্রভা, শোণিতসংসিক্ত মেদিনী, মৃত্যুকালীন ভীতিজনক দৃশ্য দেখিলে ইন্দ্রিয় সকল শিথিল ও স্ব স্ব কার্য্যে বিমুখ হইয়া পড়ে। অনেক সময় এরূপ দেখা গিয়াছে, অনেক বীরপুরুষগণ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। পৃথিবীমধ্যে এরূপ কোন বক্তা নাই যিনি এরূপ অবস্থাতে দৃঢ়তা সম্পাদনে সমর্থ হন। ইহার একমাত্র প্রতিকার এই যে সেনানায়ক মৃত্যুভয়বিরহিত ও সকলের অগ্রগামী হইয়া উদাহরণ দ্বারা সকলের হৃদয় অনুপ্রাণিত করিলে সেই সকল ভীতিবিহ্বল সৈন্যগণ রণমদোন্মত্ত হইয়া মাতঙ্গের ন্যায় যুদ্ধ স্থলে অসীম বিক্রম প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাই বলি যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণকে বাক্য দ্বারা উত্তেজিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উন্মত্ত আখ্যায় পরিগণিত হইবার উপযুক্ত। ইতিহাসে অনেক স্থলে এরূপ বর্ণিত আছে যে মুষ্টিমেয় সৈন্য, সাগরসম বিপুল বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ব্যথিত, মথিত ও নিহত করিয়াছে; ইহার একমাত্র কারণ সেই অল্প সংখ্যক সৈন্য বক্ষের প্রচণ্ড বিক্রমে অচলের ন্যায় দৃঢ়রূপে অবস্থান করিয়া শত্রুকুল সংহারে প্রবৃত্ত হন, তাই বিজয়লক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগের অঙ্কদেশ পরিশোভিত করিয়া থাকেন। আপনাদিগকে আমি যুদ্ধের এই মূল মন্ত্র কহিলাম এতদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শত্রুদিগের বিপুল অনিকীনি আপনাদিগের ভীতি বা বিহ্বলতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে না। আপনারা এক্ষণে অনতিবিলম্বে দেশে গমন করিয়া লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।" শিবাজী

ইহাদিগকে দেশে প্রেরণ করিয়া ইহাদিগকে আর তাঁহার সহিত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না ভাবিয়া আহ্লাদিত হন। শিবাজীর দুরাবগাহ বুদ্ধির নিকট আরাঙ্গেবের কূটবুদ্ধি পরাস্ত হইল।

এক দিবস শিবাজী নিরাজী পন্ত, দত্তাজী পন্ত এবং ত্র্যম্বক পন্তসহ মিলিত হইয়া এ কারাগার হইতে মুক্তি লাভের নানা প্রকার মন্ত্রণা করেন। এ সকল মন্ত্রণার মধ্যে শিবাজীর কোনটাই হৃদয়গ্রাহী না হওয়াতে সমস্ত পরিত্যক্ত হয়। শিবাজী চিন্তাক্রান্ত হইয়া যোগ শক্তি একীভূত করিয়া উপবেশন করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবতী ইহাঁর শরীরে আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন "শিববা চিন্তিত হইও না। অন্যান্য বিপদ হইতে তুমি যেরূপ উদ্ধার পাইয়াছ, ইহা হইতেও সেইরূপ নিষ্কৃতি পাইবে। তোমার শত্রুকুলকে সম্মোহিত করিয়া পুত্রসহ তোমাকে মুক্ত করিব।'' শিবাজী সংজ্ঞালাভ করতঃ ভগবতীর আশ্বাসবাক্যে আহ্লাদিত হইয়া প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে গুরুপূজা করিতে প্রারম্ভ করিলেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার মহোৎসবের সহিত পূজা এবং রাত্রে নাম সংকীর্তনে অতিবাহিত করিয়া শুক্রবার সমস্ত দিবাভাগ বৃহৎ বৃহৎ পেটিকা ভরিয়া নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও ফকীরগণকে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম প্রহরীগণ পেটিকা পরীক্ষা না করিয়া বাহিরে যাইতে দিত না। যখন প্রত্যেক শুক্রবারে এইরূপ খাদ্যপূরিত বহুসংখ্যক পেটিকা যাইতে সুরু হইল, তখন ইহারাও কার্য্যে শিথিল হইয়া বিনা পরীক্ষায় যাইতে দিতে আরম্ভ করিল। দিল্লীতে যে সকল চর নিযুক্ত করেন. তাহাদিগের সম্মুখে দিল্লী ও সম্রাটের অশেষ-

বিধ প্রশংসা করিয়া তাহাদিগের বিশ্বাসসংস্থাপন করিতে লাগিলেন। শিবাজী যখন দেখিলেন এখন আর কেহ পেটিকা পরীক্ষা করে না, তখন তিনি এক দিন অসুখের ভাণ করিয়া শয্যাশায়ী হইলেন। নির্দ্দিষ্ট লোক ব্যতীত তাঁহার গৃহে অন্যান্য ভৃত্যগণকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে বৃহস্পতিবার উপস্থিত হইল, শিবাজীর অসুস্থতানিবন্ধন অধিক পরিমাণে নৈবেদ্য দ্রব্য মানসিক করা হইল। শুক্রবারের প্রাতঃকাল হইতে যথাবৎ প্রহরীগণ এবং সমাগত দরিদ্রগণকে ভোজ্য দ্রব্য বিতরণ করিতে আরম্ভ করা হইল। নগরের মধ্যস্থ এবং বহিরস্থ যোগমায়া, কালীকা প্রভৃতি দেবালয়ে এবং নিজামুদ্দীন আউলিয়া প্রভৃতির পীর স্থানে বহুল পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য প্রেরিত হইল। শিবাজী ও সম্ভাজী একটি পেটিকা মধ্যে উপবেশন করেন। দুইজন ভীমকায় মাবলা ইহা মস্তকে করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ বাহির ও দিল্লীর প্রাকার বহির্ভূত হইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া শিবাজী ও সম্ভাজীকে পেটিকা মুক্ত করে। ইহাঁরা পূর্ব্বপ্রেরিত কর্ম্মচারীর সহিত জনৈক কুম্ভকারগৃহে মিলিত হইয়া অতি সতর্কতার সহিত মথুরাভিমুখে গমন করিলেন। শিবাজীর পলায়নের পর হিরোজী ফরজন্দ শিবাজীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, শনিবারেরও তিন প্রহর দিবা অতীত হইতে চলিল। এক জন বালক মুখাবৃত হিরোজীর শরীরে সময় সময় হাত বুলাইয়া দিতেছে—কাহারও কোন সন্দেহ নাই। এইরূপে তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে হিরোজী স্বীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বাহিরে

আসিলেন। প্রহরীগণ আগ্রহের সহিত শিবাজীর সুস্থতা-বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। হিরোজী বলিলেন "সেইরূপই আছেন, এখন একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, আমি একটা ঔষধির মূল আনিতে যাই-তেছি; যে পর্য্যন্ত না আমি আগমন করি সে পর্য্যন্ত যেন কেহ গৃহাভ্যন্তরে গমন না করেন এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিবেন।" এই বলিয়া হিরোজী রামসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বদেশাভি-মুখে যাত্রা করেন। শনিবারেরও সমস্ত রাত্রি নিঃসন্দেহ ভাবে কাটিয়া গেল। রবিবারে দেখিতে দেখিতে ৮।৯টা বাজিয়া গেল, তথাপিও শিবাজীর কক্ষায় কোনরূপ শব্দ নাই, সমস্ত যেন নিশীথকালীন নিস্তব্ধতা ধারণ করিয়াছে। প্রহরীগণ সন্দিগ্ধ হইয়া ইহার আভ্যন্তরিক রহস্য অবগত হইবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে শূন্যপর্য্যঙ্ক পতিত রহিয়াছে, লোক জন কেহই নাই, সমস্ত শূন্য। পোলাদ খাঁ ভীত হইয়া সম্রাটের নিকট শিবাজীর অদর্শন কথা জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে তিরস্কার করিয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। গুপ্তচর বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী তারবং রায়, যোগী, ফকীর, সন্ন্যাসী প্রভৃতি রূপধারী চরগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। নগরে নগরে প্রদেশে প্রদেশে শিবাজীকে ধরিবার জন্য ঘোষণাপত্র সকল প্রেরিত হইল। আরাঙ্গেবের অলীক স্বপ্ন আকাশকুসুমে পরিণত হইল। শিবাজীর কোনরূপ সংবাদ না পাওয়াতে পোলাদ খাঁ এবং তারবং খাঁ পদচ্যুত হইলেন। সম্রাটের কুটিল নয়নে পতিত হওয়াতে রাম সিংহের দরবার বন্ধ হইল। যে সকল মহারাষ্ট্রীয়েরা শিবাজীর গমনের পর ধৃত হইল তাহারা নির্দ্দয়তা সহকারে পীড়িত হইতে লাগিল।

শিবাজী মথুরাতে গমন করিয়া মোরোপন্ত পেশওয়ের শ্যালক মথুরাপ্রবাসী কৃষ্ণাজী পন্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করেন। ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃত্রয় শিবাজীদুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সম্ভাজীকে সমীপে রক্ষা এবং রায়গড়ে পৌছাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। শিবাজী, নিরাজীপন্ত, দত্তাজীপন্ত এবং রাঘো মিত্রার সহিত মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু বপন, গৈরিক বসন ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া প্রয়াগধামে ত্রিবেণী স্নান করিয়া কাশী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এখানে বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি দেবতা সকল দর্শন এবং গঙ্গাস্নান করিয়া গয়া ধামে গমন করেন। এখানে বিষ্ণুপাদ পদ্মে পিণ্ড প্রদান করিয়া বঙ্গদেশে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান করিয়া কটক নগরে উপস্থিত হন। শিবাজী অনবরত পথ পরিভ্রমণ এবং যথা সময় পানভোজন না পাওয়াতে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়েন। অধিক গমনাক্ষম শিবাজী পদগমনে অসমর্থ হইয়া এস্থান হইতে অশ্বারোহণে গমন করিবার জন্য অশ্ব ক্রয় করিতে গমন করেন। অশ্ববিক্রেতা সন্ন্যাসীবেশী শিবাজীকে কাঠিন্য না করিয়া অল্প কথায় ইহার মূল্য স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া কহে "আপনাকে শিবাজী বলিয়া প্রতীত হইতেছে।" শিবাজী ইহার কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া গম্ভীরভাবে জগন্নাথ অভিমুখে গমন করেন। শিবাজীর এ প্রদেশে আগমনের পূর্ব্বেই দিল্লী হইতে তাঁহার পলায়নবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। শিবাজী জগন্নাথ হইতে গোন্দওয়ানার মধ্য দিয়া ভাগা নগর * দর্শন করিয়া মহারাষ্ট্রে আগমন করেন।

শিবাজী মহারাষ্ট্র প্রদেশ দিয়া গমনকালে গোদাবরীর তটে

* বর্ত্তমান নিজাম হায়দারাবাদের পূর্ব্বনাম ভাগা নগর।

মধ্যাহ্নকালে কোন গ্রামে এক দরিদ্রের বাটীতে অতিথি হন। গৃহকর্ত্রী এক বৃদ্ধা. ইহাঁদিগকে যথাবিহিত সংকার করিয়া বিদায়-কালে বৈরাগীরূপী শিবাজীকে কহিল "বাবা আমরা দরিদ্র, ইহার উপর আবার কিছুদিন পূর্ব্বে সৈন্যগণের উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি।" শিবাজী সৈন্যের নাম শুনিয়া উৎকণ্ঠিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার সৈন্য?" বৃদ্ধা কহিলেন "শিবাজী মহারাজের তৈলঙ্গরাও পরিচালিত সৈন্য। মহারাজ না থাকাতে উশৃঙ্খল হইয়া মহারাজের নিয়ম সকল পদদলিত করিয়া আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে। ভগবান তাঁহাকে আমা-দিগের রক্ষার জন্য দিল্লী হইতে শীঘ্র পাঠাইয়া দিন।" শিবাজী গমনকালে ইহার নামধাম প্রভৃতি লিখিয়া লইয়া যান। বলা বাহুল্য যে ইনি রাজগড়ে পৌছিয়া ইহাকে বহুলপরিমাণে বিত্তপ্রদান ও ইহার পুত্রকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

শিবাজী নানা প্রকার ক্লেশ ও বিপদজাল অতিক্রমণ করিয়া নানা দেশের নানা প্রকার আচার ব্যবহার অবগত হইয়া নিরাজী পন্ত, দত্তাজী পন্ত এবং রাঘোজী মরহাট্টাসহ ১৫৮৮ শকে পরাভব নাম সম্বৎসরে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে দশমী তিথিতে রাজগড়ের দ্বারদেশে উপনীত হন। দ্বাররক্ষক মাবলা সন্ন্যাসীচতুষ্টয়কে আগমন করিতে দেখিয়া দুর্গের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে কহিয়া তাহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করে। দীর্ঘশ্মশ্রু মুক্তকেশী শিবাজী তপস্বীজনোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিলেন "দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী জিজাবাইকে আমার কিছু বক্তব্য আছে, আমার অভিপ্রায় তাঁহাকে শীঘ্র অবগত

† খৃঃ ১৬৬৬।

ফলাও!" জিজাবাই এ কথা অবগত হইয়া সন্ন্যাসীর পূজা করিবার সামগ্রী লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সন্ন্যাসী জিজাবাই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। জিজাবাই তেজঃপুঞ্জ তপস্বীকে আগমন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। সন্ন্যাসী সর্ব্বাগ্রে জিজাবাইয়ের চরণতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলে জিজাবাই সন্ন্যাসীর আচরণে স্পন্দহীন ও বাক্‌শক্তিরহিত হইলেন। শিবাজী মাতার অবস্থা অবগত হইয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। আত্ম পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুর্গ আহ্লাদসাগরে ভাসমান—বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী সকলেই শিবাজীর আগমনে উল্লসিত ও সঞ্জীবিত। অল্পকালমধ্যে বিদ্যুৎবেগে এ কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজগড় উৎসবে পরিপূর্ণ হইল।

শিবাজী, মথুরাতে কৃষ্ণাজী পন্থকে তাঁহাদের নির্ব্বিঘ্নে আগমনপত্র প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণাজী পন্থ প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় সস্ত্রীক বালক সম্ভাজীকে কখন বালক কখন বা বালিকাবেশে সজ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিয়া শিবাজী সমীপে উপস্থিত হন। শিবাজী ইঁহাকে "বিশ্বাস রাও" উপাধি প্রদান, এক লক্ষ হোন পুরস্কার, দশ হাজার টাকার বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি এবং ভ্রাতৃত্রয়কে উচ্চরাজপদে নিযুক্ত করেন। নিরাজী পন্থ, দত্তাজী পন্থ, রাঘো মিত্রা, হিরোজী ফর্জ্জন্দ প্রভৃতি দিল্লীসুখদুঃখের সহচরগণকেও বিশেষ পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত করেন।

দৌলতরাও সহচর বুন্দেলাকৃত বিবরণ ফেরেস্তা ও বখর সকল হইতে সংগৃহীত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সবাসীর নিকট হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থান করিলেও ইঁহাদিগের মনোরাজ্য হইতে তিনি যেরূপ বিদূরিত হন নাই, বোরবনবৃন্দের তরবারী বা অর্থ ইঁহাদিগের উপর যেরূপ কোন প্রভুতা সংস্থাপনে সমর্থ হয় নাই, সেইরূপ শিবাজী শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থান করিলেও একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির বন্দী হইলেও এবং তাঁহার প্রত্যাগমনের কোনরূপ সম্ভাবনা না থাকিলেও তাঁহার রাজ্যমধ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয় নাই। এরূপ ঘোরতর পরীক্ষার সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারীগণের হৃদয় হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য করণ ইচ্ছা মন্দীভূত হয় নাই। একজন সামান্য মাবলা প্রহরী হইতে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীত্রয় পর্য্যন্ত কেহই আপন আপন কর্ম্ম যথারীতি নির্ব্বাহ করিতে আলস্য প্রকাশ করেন নাই। বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা, চিন্তা ও চরিত্রের মনুষ্যগণকে কর্ত্তব্য কর্ম্মপরায়ণ করিয়া এক সূত্রে বদ্ধ করা শিবাজীর পক্ষে সাধারণ বুদ্ধিমত্তা বা সামন্য দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে।

আলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনানীগণ বিপুল সাম্রাজ্য নিজে নিজে বিভাগ করিয়া লন। সমস্ত শৃঙ্খলা তাঁহার পঞ্চত্বের সহিত পঞ্চভূতে লীন হয়। লোকহৃদয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম-পরায়ণতা চিরস্থায়ীরূপে প্রবেশকরণ-ক্ষমতা বোধ হয় আলেক-

ক্ষেত্তারের যতদূর থাকা উচিত ততদূর ছিল না; যদি তাহা থাকিত তাহা হইলে কখনই তাঁহার সাম্রাজ্য খণ্ডশঃ খণ্ডশঃ বিভক্ত হইত না।

শিবাজীর সময়ে প্রভুকে হত্যা বা বন্দী করিয়া রাজ্যোপার্জ্জন করা ভারতবর্ষে সংক্রামক রোগের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। দুরাকাঙ্খী রাজপুরুষগণ এরূপ অধর্ম্মজনক কুৎসিৎ কার্য্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত বা লজ্জিত হইতেন না। এরূপ ভীষণ সংক্রামক রোগ হইতে রক্ষা করা সাধারণ চিকিৎসকের কার্য্য নহে। শিবাজীর অনুপস্থিতি-কালে ভ্রম সংশোধনের সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহার কর্ম্মচারীগণ অধিকতর প্রযত্নের সহিত কার্য্য করিতেন। মহারাষ্ট্র রাজ্য শৈশবকালে যে ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহাতে উপদেষ্টার অসীম বহুদর্শিতা প্রদর্শিত হয়। রাজ্যাপহারী স্বার্থপরায়ণ দুর্দ্দান্ত দস্যু অথবা ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ডতপস্বীগণমধ্যে এই সকল লোকোত্তর মহদ্‌শক্তি কখন দৃষ্টিগোচর হয় না।

শিবাজী, দিল্লী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, সুশৃঙ্খলাসহ রাজকার্য্য পরিচালিত হইতেছে, বিজাপুর সহ মোগলদিগের অবিরাম লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইতেছে, গোলকুণ্ডাধিপতি মোগলগণের চিরকারিতা দেখিয়া নেকনাম খাঁ নামক সেনানীকে বিজাপুর সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছেন এবং সম্রাট-সেনানীগণ সম্রাটের বিশ্বাস ও সাহায্য প্রাপ্ত না হওয়াতে দিন দিন বীতশ্রদ্ধ হইতেছে অবগত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হন।

শিবাজী কালবিলম্ব না করিয়া সেনাপতি ও প্রধান কর্ম্মচারীগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। মোরোপন্থ

পেশবে, নীলোপন্ত মজুমদার, অয়াজীপন্ত সুরনীস, নেতাজী পালকর, তানাজী মালসুরে, প্রতাপরাও গুজর প্রভৃতি বীরগণ একমত হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অভিমতি প্রদান করেন। সকলে যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কি প্রণালীতে যুদ্ধ পরিচালিত হইবে, কিরূপেই বা দুর্গ সকল হস্তগত হইবে এত দ্বিষয় বিচার করিতে আরম্ভ করেন। শিবাজী সকলকে বিচারপরায়ণ দেখিয়া কহিলেন "পরাজিত দেশের পক্ষে সম্মুখসমর অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদানের ন্যায় বিপ্লবসজনক; এরূপ অবস্থাতে শত্রু-সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া সুযোগক্রমে আক্রমণ, খাদ্য দ্রব্য অবরোধ এবং রাস্তাঘাট বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে উদ্বেজিত করা উচিত। শত্রুগণ যাহাতে আমাদিগের সংখ্যা এবং অবস্থান অবগত হইতে না পারে তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমার মতে দিবাভাগে কোন নিভৃত স্থানে অবস্থান করিয়া রাত্রিকালে বিদ্যুৎগতিতে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করা শ্রেয়স্কর। দেশবাসী জনসাধারণ যদি শত্রুগণের বিপক্ষতাচরণ করে ভালই; কিন্তু যাহাতে তাহাদের সাহায্য না করে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। এরূপ অবস্থাতে শত্রু কর্তৃক অকস্মাৎ আক্রান্ত হওয়ার ন্যায় বিপজ্জনক বিষয় আর কিছুই নাই; অতএব সৈন্যগণকে শয়ন ভোজন কালেও যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া থাকিতে উপদেশ দিবেন। কি আক্রমণ, কি অনুসরণ, কি পলায়ন সকল সময়েই সৈন্যগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে যত্ন করিবেন। সুশৃঙ্খলাই বিজয়প্রাপ্তির প্রধান কারণ। যে সেনাপতি বারংবার পরাজিত হইয়াও সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খল ও উৎসাহপূর্ণ রাখিতে সমর্থ হন তিনিই যথার্থ সেনাপতি নামের

উপযুক্ত ব্যক্তি। যিনি নৈরাশ্য-গ্রস্ত শ্রীভ্রষ্ট এবং মৃত-দেহ-পরিপূরিত দেশকে আশাযুক্ত, শ্রীমান ও সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ হন তিনিই যথার্থ সেনাপতি পদের উপযুক্ত ব্যক্তি। যিনি অর্দ্ধ বা অশিক্ষিত সৈন্য লইয়া সকল প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যবর্ত্তী হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হন তিনিই সেনাপতিগণের অগ্রগণ্য। আপনাদিগকে একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা কহিব ইহা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিবেন—যে ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার পবিত্র নাম লইয়া পৃথিবীমধ্যে অনেক অধর্ম্মাচরণ এবং অত্যাচার হইয়াছে এবং হইতেছে, সেই স্বর্গীয় পবিত্র নাম লইয়া যাহারা স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকে, তাহারা নরক-পিশাচ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। সত্য বটে, গ্রামাদি দগ্ধ ও শত্রুপক্ষ সাহায্যকারীগণকে সামান্য অপরাধে গুরুতর দণ্ড প্রদান করাতে সময় সময় অত্যন্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে হয়; কিন্তু ইহা ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য না হইয়া বরং সমস্ত দেশের কল্যাণকর হওয়াতে অবশ্যই করণীয়। ইহা না করিলে শত্রুগণ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া আরও শতগুণে উৎপীড়নকারী হইয়া উঠিবে, তাই বলিতেছি সেনাপতিগণের পক্ষে সময় সময় কঠোর ভাব অবলম্বন করা উচিত।"

শিবাজী এই সকল উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিলে পর, বীরগণাগ্রগণ্য তানাজী মালসুরা গম্ভীর স্বরে কহিলেন "আমি সিংহগড় অধিকারের ভার গ্রহণ করিলাম। ইহা যত অল্প সময় ও অল্প সৈন্য দ্বারা সাধিত হয় সে বিষয়ে যত্ন করিতে ক্রটী করিব না!" তানাজীর এরূপ বীরোচিত বাক্যে সকলের হৃদয় প্রোৎসাহিত হইল এবং চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই উহা

কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইলেন। সিংহগড় দাক্ষিণাত্যের একটি প্রধানতম দুর্গ। শিবাজী ইহার সিংহগড় নাম প্রদান করিয়া অন্বর্থ ব্যঞ্জনই করিয়াছেন। মিরজা জয়সিংহ শিবাজীর নিকট হইতে সিংহগড় প্রাপ্ত হইয়া উদয়ভানু নামক এক জন রাজপুত সেনানীকে দ্বাদশশত রাজপুতবীর প্রদান করিয়া দুর্গরক্ষকপদে নিয়োজিত করেন। স্বভাবতঃই ইহা শত্রুগণের অভেদ্য, তাহাতে আবার রণদুর্ম্মদ রাজপুতগণ ইহাকে প্রাণ প্রদানে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প। তানাজী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যাজীসহ, নির্ব্বাচিত পঞ্চ শত মাবলা সৈন্য লইয়া সিংহগড় বিজয়ের জন্য বহির্গত হন। ১৫৮৯ শকে মাঘ মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় নবমী তিথিতে তানাজী দুই জন সৈন্য সঙ্গে করিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে পর্ব্বতের দুর্গমতম প্রদেশ দিয়া দুর্গারোহণ করিয়া রজ্জুবদ্ধ করেন। শীতে অঙ্গ শিথিল হইতেছে, অন্ধকারে পদেপদে পদ বিক্ষেপ হইতেছে, তথাপি কাহার ও ভ্রূক্ষেপ নাই। তানাজীর উৎসাহ সকলের হৃদয়কে উৎসাহিত করিয়া একীভূত করিয়াছে। কতক্ষণে দুর্গ পরাজয় করিয়া তাহা অধীনে আনয়ন করিব, কত ক্ষণে বিজয়বার্ত্তা শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিয়া গৌরবান্বিত হইব, কত ক্ষণে সিংহগড়-বিজেতা নাম প্রাপ্ত হইয়া বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিব, সকলে একাগ্রচিত্তে এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া উল্লসিত। তানাজীর বেশ ও কার্য্য সামান্য মাবলা সৈন্যের সহিত কোন প্রভেদ নাই। যে কোন কর্ম্ম হউক না কেন তানাজী সকল বিষয়ে অগ্রগামী। ইনি সর্ব্বাগ্রে দুর্গোপরি আরোহণ করিয়া রজ্জু আরোহিণী বন্ধন করেন এবং ইহাঁরই সাহায্যে মাবলা

সৈন্য একে একে দুর্গারোহণ করিতেছে। পূর্ব্ব দিকে চন্দ্রদেব উদীয়মান। বিমল চন্দ্রিকা অন্ধকারজাল দূর করিয়া দুর্গোপরি পতিত হইয়াছে। সমস্ত জীবজগৎ নিস্তব্ধ। সমীরণ শব্দ হইবার ভয়ে মৃদুমন্দ গতিতে গমন করিতেছেন। প্রকৃতি যেন কোন অপূর্ব্বদৃশ্য দেখিবার জন্য নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিন শত মাবলা দুর্গোপরি আরোহণ করিয়াছে এবং সূর্য্যাজীসহ অপর দ্বিশত সৈন্য দুর্গের পাদদেশে দণ্ডায়মান; এমত সময়ে জনৈক রাজপুত প্রহরী ইহাদিগের আগমনজনিত মর্ম্মর শব্দ লক্ষ্য করিয়া কারণ নিরাকরণ করিতে গিয়া তানাজীর অদৃশ্য নিশিত শরাঘাতে ভূপতিত হইল; ইহার পতনশব্দে অন্যান্য প্রহরীগণ সে স্থানে আগমন করিলে অকস্মাৎ তাহারা মাবলা-গণের তীক্ষ্ণ শরজালে নিবদ্ধ হইয়া নিপতিত হইল। ইহাদিগের পতন ও চীৎকার শব্দে রাজপুত সৈন্য জাগরিত হইয়া যথাপ্রাপ্ত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মাবলাগণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তানাজী আর কাল বিলম্ব না করিয়া আক্রমণ করিলেন। রাজপুতগণ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হওয়াতে লক্ষ্যস্থির করিতে অসমর্থ হইয়া সত্বর মসাল সকল প্রজ্বলিত করিল। সৌভাগ্যক্রমে ইহাতে মাবলাগণের অধিকতর সুবিধা হইল এবং সেই আলোকসাহায্যে অব্যর্থ লক্ষ্য করিয়া তাহারা প্রধান প্রধান রাজপুত বীরগণকে নিহত করাতে রাজপুতগণ খড়্গহস্তে প্রচণ্ড বিক্রমে মাবলাগণকে আক্রমণ করিল। তানাজী, কৃপাণহস্তে সকলের অগ্রগামী। মাবলা-গণ অল্প সংখ্যক হইলেও, গিরিনদীর প্রবল স্রোত যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদিকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া বহু দূরে লইয়া

যায়, সেইরূপ তাহারা ভীমবেগে রাজপুতদিগকে প্রতিপদে পশ্চাদ্গামী করিতে লাগিল। যুদ্ধকালীন ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া সূর্য্যাজীর হৃদয় স্থির থাকিতে পারিল না। রণস্থলের ভৈরব নিনাদ তাঁহার হৃদয়কে উত্তেজিত করিল; এক মুহূর্ত্ত শত শত বৎসরের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। মস্তকোপরি তীক্ষ্ণধার কৃপাণবিলম্বিত ব্যক্তির ন্যায় ইহাঁকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিল। ইনি ক্ষণবিলম্ব করিতে অসমর্থ হইয়া উপরের ঘটনা কিরূপ হইতেছে অবগত হইবার জন্য অবশিষ্ট সৈন্যগণকে শীঘ্র আগমন করিতে আজ্ঞা দিয়া দুর্গারোহণ করিলেন। যুদ্ধের যে স্থল অত্যন্ত লোমহর্ষণজনক, যে স্থলে তরবারীর ঝঞ্ঝনা ধ্বনিতে কর্ণ বধির হয়, যে স্থল নিহত বীরগণের শরীর দ্বারা আচ্ছাদিত, যে স্থল শোণিত প্রবাহে পঙ্কিল সেই স্থলে তানাজী সকলের অগ্রবর্ত্তী, সকলকে উত্তেজিত করিয়া শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে নিরত। তানাজী প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে রাজপুত সেনানী উদয় ভানুর নিকটে গমন করেন। উভয় সেনানী সিংহবিক্রমে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েরই অসাধারণ বীরত্ব। যুদ্ধ করিতে করিতে তানাজীর চর্ম্ম অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িল; আঘাত প্রতিরোধ করিবার অন্য কিছুই নাই। বীরবর তানাজী বজ্রহস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক উদয় ভানুর প্রচণ্ড তরবারীর আঘাত সহ্য করতঃ ঘোরতর বিক্রমে শত্রুশরীর দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ভূপতিত হইলেন। উভয় সেনানী ভীমপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। মাবলাগণ নেতাজীর পতনে বজ্রাহতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। রাজপুতগণ অধিকতরসংখ্যায় আক্রমণ করায় মাবলাগণ সম্মো-

হিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে নেতাজীর ভ্রাতা সূর্য্যাজী দুর্গারোহণ করিয়া যুদ্ধসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক মাবলা যোদ্ধা দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে তানাজীর মৃত্যু এবং মাবলাগণের প্রত্যাবৃত্তের কথা নিবেদন করিলেন। সূর্য্যাজী এ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন "কোন্ ব্যক্তি পিতৃতুল্য সেনাপতির শরীর রণস্থলে অরক্ষিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করে? এই দেখ। আমি রজ্জুচ্ছেদন করিয়া গমনপথ রোধ করিতেছি, এই কি তোমাদের পলায়নের সময়? ছি! তোমাদের সে আত্মাভিমান কোথায়? তোমরা যে যুদ্ধস্থলে শিবাজীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাবলা বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাক; সে গর্ব্ব এখন কোথায়? রণস্থল হইতে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়া কেমন করিয়া আত্মীয়-স্বজনের নিকট মুখ প্রদর্শন করিবে? রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়াই কি মৃত্যুর মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে? কখনই নহে। অতএব এ সুকীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া দুষ্কীর্ত্তিপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে যাইতেছ কেন? তোমাদিগের এই ক্ষণকালের কার্য্য জন্য চিরকালের তরে তোমাদিগের পুত্র পৌত্রগণ দুঃখসাগর সংমগ্ন হইবে তাহা কি জানিতে পারিতেছ না? অতএব আর বিলম্ব করিও না, ইহা বিলম্ব করিবার সময় নহে।" সূর্য্যাজীর ওজস্বিনী বক্তৃতায় মাবলাগণের হৃদয়ে জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হইল। তাহাদিগের মোহজাল বিদূরিত করিল। ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সকলে "হর হর মহাদেব" শব্দে দিক্‌মণ্ডল বিঘোষিত করিল। এই ধ্বনি গভীর নিশীথে পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কন্দরে কন্দরে, বৃক্ষে বৃক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া বারংবার "হর হর মহাদেব" শব্দে

প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এ ধ্বনির কি অদ্ভুত শক্তি, মাবলাগণ যে যথা হইতে ইহা শ্রবণ করিল, সে তথা হইতে নক্ষত্রবেগে রণস্থলাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। মাবলাগণের কালান্তক যমের ন্যায় আক্রমণ কাহার সাধ্য সহ্য করে। রাজপুত বীরগণ ইহাদিগের পুনরাক্রমণে প্রথমতঃ কম্পিত, তার পর বিশৃঙ্খল এবং তদনন্তর পলায়ন করিতে আরব্ধ করিল। এক প্রহরের ঘোরতর যুদ্ধে পঞ্চ শত রাজপুতবীর তাহাদিগের সেনাপতিসহ সমরক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় শয়ন করিল। কতকগুলি পলায়নকালে পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং অবশিষ্ট স্বর্য্যাজীর বন্দী হইল। এই চিরস্মরণীয় যুদ্ধে তানাজীর সহিত ৫০।৬০ জন মাবলা যোদ্ধা অতিমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া শমনসদনে গমন করেন। স্বর্য্যাজী বিজয় লাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে দুর্গোপরিস্থ পলাল পুঞ্জে অগ্নি প্রদান করিয়া উৎকণ্ঠিত শিবাজীর চিন্তা দূর করেন। শিবাজী রাজগড় হইতে এই আলোক অবলোকন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন "তানাজী সিংহগড় গ্রহণ করিয়াছেন।" অতি প্রত্যূষে সংবাদবাহক শিবাজীকে সিংহগড়-প্রাপ্তি এবং অসাধারণ বীরতার সহিত তানাজীর মৃত্যু কথা নিবেদন করিল। শিবাজী এ সংবাদে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া কহেন "সিংহ-গুহা অধীনে আসিল বটে, কিন্তু সিংহ পলায়ন করিল!" শিবাজী ইঁহার মৃত্যুতে দ্বাদশ দিবস উষ্ণীষ পরিধান না করিয়া তানাজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তানাজী বাল্যকাল হইতে শিবাজীর রাজ্য-সংস্থাপন-সহচর ছিলেন। সেব্য-সেবক ভাব ব্যতীত উভয়ে দৃঢ় মিত্রতায় আবদ্ধ ছিলেন। যে কোঙনা

দুর্গ জয়কালে তানাজীর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও যুদ্ধনিপুণতা প্রকটিত হইয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছিল, যে দুর্গের নাম ইঁহার বীরতা ব্যক্ত করিবার জন্য 'সিংহগড়' প্রদান করা হয় সেই সিংহগড় গ্রহণকালে ইনি নিহত হইলেন। ইনি পুণার অন্তর্গত উমরঠ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে শিবাজীর সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীনতা-সংস্থাপন-যুদ্ধে ব্রতী হন এবং আমৃত্যু সেই কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিয়া অমরধামে গমন করেন।

শিবাজী সূর্য্যাজীকে সিংহগড়ের কেল্লাদার এবং অন্যান্য সৈন্যগণকে যোগ্যতানুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্য বলয় ও পদোন্নতি প্রদান করেন এবং রাজপুত বন্দীগণকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দেন।

তানাজীর উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া আবাজী সোন দেব মাহুলী দুর্গাধিপতি আলিবর্দ্দী খাঁকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাহা অধিকার করেন। এইরূপ কল্যাণ ভিণ্ডীর কেল্লাদার উজবক খাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অসীম বীরত্বপূর্ব্বক ইহা করতলস্থ করিলেন।

এইরূপে মোরোপন্ত, নীলোপন্ত, অন্নাজীপন্ত, প্রতাপরাও গুজর প্রভৃতি বীরগণ চারি মাসের মধ্যে অধিকাংশ দুর্গ পুনরধিকার এবং মহারাজা জয়সিংহ যে সকল দুর্গ রাখিতে অসমর্থ হইয়া দুর্গদ্বার ভঙ্গ করিয়া জ্বালাইয়া দেন, মোরোপন্ত পেশওয়া ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে তাহা পুনর্নির্ম্মাণ করিলেন।

১৫৮৩ শকের পর হইতে শিবাজী প্রায়ই প্রত্যেক বৎসর জঞ্জীরার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। মোগল নৌ-সেনাপতি

ঞ্জীরার কেল্লাদার বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্য্য সহকারে শিবাজীর প্রবল াক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করেন। নৌসেনাপতি ফতে খাঁ জলে স্থলে শিবাজীবাহিনী কর্ত্তৃক বারংবার অবরুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে ঞ্জীরা দুর্গ প্রদান করিয়া সন্ধি স্থাপনে যত্নবান হন। ইহাঁর ধীনস্থ সিদ্দী সম্বোলী, সিদ্দী ইয়াকৎ, সিদ্দী খৈরু সেনানায়কের নোগত ভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিতে কৃতসঙ্কল্প ইলেন। সেনাপতি শিবাজীর সহিত মিলিত হইলে সিদ্দী য়ের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইবে, ইহারা হিন্দুদিগের উপর যে কল অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে তজ্জন্য শিবাজী ইহা-দগকে কখন ক্ষমা করিবেন না বিবেচনা করিয়া এই হিন্দুজাতি-ক্র সিদ্দীত্রয় একদিন কার্য্যোপলক্ষে সেনাপতিসকাশে গমন রিয়া ফতে খাঁকে বন্দীপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ়তা সহকারে ক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিবাজী ইহাদিগের বিশেষ কানরূপ অনিষ্ট সাধনে অসমর্থ হইয়া রায়গড়ে প্রত্যাগমন করেন এবং বর্ষা ঋতুর অবসানে পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী সন্য লইয়া সুরাতনগর আক্রমণ করিতে গমন করেন। ইহাঁর মনের কিছুদিন পূর্ব্বে সুরাতের শাসনকর্ত্তা মানবলীলা সম্বরণ করেন। শিবাজীর প্রথম আক্রমণের পর মোগল শাসনকর্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া নগর সুদৃঢ় করেন। শিবাজী প্রাচীর ভেদ করিয়া নগরমধ্যে দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন। ভবিষ্যতে সুরতবাসীকে এরূপ আক্রমণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাহাদিগের উপর বাৎসরিক দ্বাদশ লক্ষ টাকা চৌথ স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে স্বদেশাভিমুখে গমন করেন। মোগল সেনাপতি দাউদ

খাঁ চরমুখে শিবাজীর স্থরাত আক্রমণ এবং প্রত্যাগমন কথা অবগত হইয়া ত্বরিত গতিতে কাঞ্চন-মাঞ্চন গিরিসঙ্কট পথাভি-মুখে গমন করেন। পূর্ণিমার রাত্রি, সমস্ত রাত্রি অবিশ্রামে গমন করিয়া অগ্রগামী সেনানেতা আখলাস খাঁ প্রাতঃকালে মহারাষ্ট্রীয় সেনার সমীপবর্ত্তী হন। আখলাস খাঁ যৌবন-সুলভ হঠকারিতাবশতঃ দাউদ খাঁর আগমন অপেক্ষা বা আপন অবস্থা পর্য্যালোচনা না করিয়া শিবাজীকে আক্রমণ করে। শিবাজী স্বীয় সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ লইয়া যুদ্ধ, এক ভাগ আবশ্যককালে সাহায্য এবং অপর ভাগ বিজয়লব্ধ দ্রব্য রক্ষা এবং আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিবার জন্য সন্নদ্ধ থাকিতে আজ্ঞা করেন। শিবাজী আখলাস খাঁকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ঘোরতর যুদ্ধে আখলাস খাঁ সাংঘাতিকরূপে আহত এবং পরাজিত হন। ইহাঁর পলায়নকালে দাউদ খাঁ যুদ্ধ-বার্ত্তা অবগত হইয়া আখলাসের সাহায্য করিতে আগমন করেন। পথ-পরিশ্রান্ত দাউদ-সৈন্য আখলাস খাঁর পরাজয় দর্শনে ব্যামোহিত হইয়া পড়ে। শিবাজী অপর একদল সৈন্য লইয়া প্রচণ্ডবেগে দাউদ খাঁকে আক্রমণ করিলেন। প্রবল ঝটিকার সম্মুখে তৃণরাজী যেরূপ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে সেইরূপ সমবেত মোগলসৈন্য শিবাজীসম্মুখে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। প্রতাপরাও সরনোবত, ব্যাঙ্কোজী দত্তো, আনন্দরাও বরকড় প্রভৃতি বীরগণ অসামান্য বীরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক জয়লাভ করেন। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত এই লোমহর্ষণ সংগ্রামে তিন সহস্র যবন নিহত, বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী

আহত, চারি সহস্র অশ্ব ধৃত এবং দুইজন প্রধান সেনানায়ক বন্দী হন।

শিবাজী মোগল সৈন্য পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইলে ইহাঁর গতি রোধ এবং মোগল সৈন্যের সহায়তা করিবার জন্য মাহুরবাসী উদারামের বিধবা পত্নী পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া আগমন করেন। বিধবা বীরাঙ্গনা পরিচালিত সৈন্য-সহ তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল। রায়বাগীন* কোষনির্মুক্ত অসি উত্তোলন করিয়া সর্ব্বাগ্রে সৈন্যগণকে উত্তেজনা করিতেছেন। বিজয়মদোন্মত্ত শিবাজী সৈন্যের নিকট স্ত্রী পরিচালিত সৈন্য পরাভূত হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? শিবাজী রায়বাগীনকে যথোচিত সম্মানপুরঃসর ইহাঁর পুত্র জগজীবন উদারামকে অভয় প্রদান এবং যবন সহিত মিলিত হইয়া স্বদেশদ্রোহ করিতে নিষেধ করিয়া নিরাপদে বিজয়লব্ধ দ্রব্যসহ রায়গড়ে প্রত্যাগমন করেন। পুত্র সহ রায়বাগীন সেই দিন হইতে যবন পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের হিতসাধনে মনোনিবেশ করেন এবং সেই দিন হইতে যবনগণকে জন্মভূমির শত্রু বলিয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। যত দিন পর্য্যন্ত না ভারত-ললাম ললনা সকল স্বদেশ রক্ষার্থে এইরূপ নিবিবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ততদিন ইহার উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

মহারাজ জয়সিংহ বিজাপুর সমর হইতে আরাঙ্গাবাদে প্রত্যাগমন করিয়া দিল্লী অভিমুখে গমনকালে পথিমধ্যে পঞ্চত্ব

* ইনি এক সময় যুদ্ধপরাজিত সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া অসীম বীরতাপূর্ব্বক সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া বিজয় প্রাপ্ত হন এজন্য সম্রাট প্রসন্ন হইয়া ইহাঁকে রায়বাগীন উপাধি প্রদান করেন।

[illegible]। অনেকে দুর্বৃত্ত আরাঙ্গেবকে ইহাঁর মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাঁর মৃত্যু হওয়াতে দিলেরখাঁও দিল্লীতে আহূত হন। আরাঙ্গেব শাহ আলমকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার এবং যশবন্ত সিংহকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেরণ করেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে, রাজকুমার শাহ আলম এবং সেনাপতি যশবন্ত সিংহের সহিত শিবাজীর বিশেষ মিত্রতা সংস্থাপিত হয়। ইহাঁরা নানারূপ প্রলোভন প্রদান করিয়া শিবাজীকে পুনরায় আনায়বদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন আরাঙ্গেব এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। শিবাজী পূর্ব্বমিত্রতা স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের কুশল সংবাদপ্রাপ্তির জন্য উপহারসহ লোক প্রেরণ করেন। শিবাজী-প্রেরিত লোক সকল অতি আদরের সহিত আরাঙ্গাববাদে অভ্যর্থিত হইল। "সম্রাট শিবাজীর উপর প্রসন্ন আছেন, তাঁহার এরূপ ভাবে আগমনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। দিল্লীতে শিবাজীর অনেক শত্রু তাহাদিগের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সম্রাট প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মনে কোন দ্বৈধভাব ছিল না; এক্ষণে পূর্ব্বের সন্ধি অনুসারে কার্য্য সাধিত হইলে সম্রাট অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবেন এবং এ বিষয়ে আমরাও সম্পূর্ণ সহায়তা করিব" ইত্যাদি নানা প্রকার প্রলোভন বাক্য কহিয়া শাহআলম শিবাজী-প্রেরিত লোককে নানাবিধ বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। শিবাজী ইহাদিগের বাক্যে সম্মত হইলেন। সম্ভাজী বেরার প্রদেশের জাইগীরদার নিযুক্ত হইলেন, ইহাঁর পক্ষ হইয়া প্রতাপরাও সরনোবত, রঘুনাথ পন্ত প্রভৃতি কর্ম্মচারী রাজস্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময় সম্ভাজী কিছুদিন আরাঙ্গাবাদে অবস্থান

রেন। বালক সম্ভাজীর তথায় অবস্থান অনাবশ্যক বিবেচনা রিয়া বিবাহ উপলক্ষে পুনরায় তাঁহাকে রায়গড়ে আহ্বান রিয়া আনিলেন।

সম্ভাজী রায়গড়ে প্রত্যাগমন করিলে অতি সমারোহের হিত পিলাজী সিরকের কন্যা যেসুবাইসহ ইঁহার বিবাহকার্য্য ম্পন্ন হইল। এ বিবাহে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। শিবাজী মাবার মোগলদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এতদনু-ারে তিনি বিজাপুর হইতে চৌথ সংগ্রহ করিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। বিজাপুর দরবার শিবাজীপ্রেরিত লোককে ভর্ৎসিত ও অপমানিত করিয়া প্রেরণ করাতে শিবাজী এ অব-মাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সীমান্ত প্রদেশের দুর্গ সকল পরিদর্শন করিতে গমন করেন। শিবাজী পন্‌হালা দুর্গে অবস্থানকালে সিদ্দীজোহর, আফজল খাঁর পুত্র ফাজল খাঁ সহ বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া ইহা অবরোধ করেন। সেনাপতি নেতাজী পালকরের অসাবধানবশতঃ শত্রু-সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যাবেক্ষণ না করাতে এবং তাহাদিগের আগমনের পূর্ব্বে সংবাদ না দেওয়াতে শিবাজী অবরুদ্ধ হইলেন। বিজাপুর সৈন্য অসীম পরাক্রম ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে শিবাজীকে বন্দী করিবে, এই আশায় উল্লসিত হইয়া দিবারাত্র সমভাবে কার্য্য করিতে লাগিল। শিবাজী ছয়মাস দুর্গ-মধ্যে অবরুদ্ধ, রাজ্যমধ্যে কি হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, দুর্গের আহার্য্য সামগ্রীও আসন্ন নিঃশেষপ্রায়, এরূপ ঘোরতর বিপদে শিবাজী কর্ম্মচারীগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "যে-প সময় আসিতেছে, এরূপ অবস্থায় আমরা যদি দুর্গমধ্যে

নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করি, তাহা হইলে শত্রুগণ আজীবন যাহা সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইয়াছে তাহা দুর্ভিক্ষ কর্তৃক সাধিত হইবে। এজন্য আমি মনন করিয়াছি যে কল্য অত্যন্ত প্রত্যুষে শত্রু-ব্যূহ ভেদ করিয়া রাঙ্গণা দুর্গে গমন করিব। যে সময় শত্রুগণ আমার অনুসরণ করিবে, সে সময় তোমরা সেই সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিও। তাহা হইলে আমি নির্ব্বিঘ্নে রাঙ্গণা দুর্গে পৌছিতে পারিব। আমার পৌছান সংবাদস্বরূপ দুর্গ হইতে অনবরত কিছুক্ষণ তোপধ্বনি করিব, তখন তোমরা দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।" শিবাজী এই মন্ত্রণা অনুসারে দুই হাজার সংসপ্তক মাবলা সৈন্য লইয়া অতি প্রত্যুষে যবন-সৈন্য ভেদ করিয়া রাঙ্গণা দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সিদ্দী জোহর এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ফাজল খাঁকে তাঁহার অনুসরণ করিতে প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে কায়স্থবীর বাজী পরভু পাঁচ হাজার মাবলা সৈন্য সঙ্গে লইয়া ফাজল খাঁর পশ্চাদ্ভাগে ভীমবেগে আক্রমণ করিলেন। ফাজল খাঁ পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। শিবাজী তাঁহাকে এইরূপ ছলনা করিয়া দূরতর প্রদেশে আনয়নপূর্ব্বক পরাস্ত করিতে বাসনা করিয়াছেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া শিবজী-অনুসরণে নিবৃত্ত হইয়া বাজী পরভুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরভু কালান্তক যমের ন্যায় যবনসৈন্য আক্রমণ ও পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। শুষ্ক তৃণরাজী যেরূপ অগ্নিসংযোগে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ সংসপ্তক মাবলা বীরগণ, বীরকুলপ্রবর বাজী পরভু কর্ত্তৃক পরি-

চালিত হইয়া সিংহবিক্রমে যবনসংহারে প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদিগের শ্রবণভৈরব হুঙ্কার, অনবরত অসি সঞ্চালনার ঝঞ্ঝনা ও মুহুর্মুহু "হর হর মহাদেব" শব্দে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। বীরপুরুষগণের বীরদর্পে ইতস্ততঃ গমনে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। শত্রুগণের শোণিতপ্রবাহে পৃথিবী পঙ্কিল হইয়া উঠিল। এদিকে শিবাজী দ্রুতবেগে ক্রোশচতুষ্টয় অতিক্রমণ করিয়া নিরাপদে রাঙ্গণা দুর্গে উপস্থিত হইয়া অনবরত তোপধ্বনি করিতে লাগিলেন। লোমহর্ষণ ঘোরতর যুদ্ধকালীন বীরবর বাজী পরভু শত্রুপক্ষীয় গোলকাঘাতে সাংঘাতিক আহত হইয়া ঘোটক হইতে নিপতিত হইলেন। প্রভুভক্তিপরায়ণ পরভু, প্রভুর নিরাপদে দুর্গ পৌঁছান সংবাদ অবগত হওয়াতে মৃত্যু-যন্ত্রণাকেও পরম সুখজনক বোধ করিতে লাগিলেন। রাঙ্গণাভিমুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া "জীবন আজ সার্থক হইল" এই কথা বলিয়া কায়স্থকুলকমলবিকাশভাস্কর বাজী পরভু অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই ঘোরতর ভয়াবহ যুদ্ধে পাঁচ হাজার যবনসৈন্য নিহত হইয়া যমপুরীর সংখ্যা বর্দ্ধন করে।

সম্মুখে বর্ষা আগত প্রায়। শিবাজী দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া কোন্ সময় কিরূপ ভাবে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া সমস্ত সৈন্য বিধ্বংস করেন এই ভয়ে ভীত হইয়া সিদ্দী জোহর প্রভৃতি যবন সেনাপতিগণ বিজাপুরে গমন করিলেন।

শিবাজী যুদ্ধাবসানে বাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পিতার পদ এবং তাঁহার অপর সাতজন ভ্রাতাকে প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া পরলোকগত মহাত্মা বাজী পরভুর সম্মাননা করেন,

সেনাপতীর অনবধানতাবশত তাঁহাদিগকে এইরূপ বিপদজালে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া অনেক ভৎর্সনা করেন এবং তাঁহাকে সেনাপতি-পদচ্যুত করিয়া রাজগড়ের সরনোবত কড়তাজী গুজরকে প্রতাপরাও নাম প্রদান করিয়া সেই পদে নিযুক্ত করেন।

দুই বৎসরের মধ্যে শাহ্ আলম শিবাজীকে হস্তগত করিতে অসমর্থ হওয়াতে এবং দিন দিন পুত্রের সহিত তাঁহার মিত্রতা বর্দ্ধিত হইতেছে অবগত হইয়া সম্রাট অত্যন্ত ক্ষিন্ন হন। পাছে পুত্র শিবাজীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া সম্রাট গোপনে একদল সৈন্য, পাঠাইয়া নিরাজী পন্ত, প্রতাপরাও প্রভৃতি শিবাজীর কর্ম্মচারীগণকে বন্দী করিতে কহেন। রাজকুমার এ সংবাদ পূর্ব্বেই অবগত হইয়া এই সকল ঘটনা নিরাজী পন্ত প্রভৃতিকে বিবৃত করিলেন। তাঁহারা সেই রাত্রেই আরাঙ্গাবাদ পরিত্যাগ করিয়া রায়গড়াভিমুখে গমন করেন। শিবাজী সম্রাটের দুরাকাঙ্খা অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে জলে ও স্থলে মোগলগণকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শিবাজী স্বভাবতঃই নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে ক্লেশিত হইতেন। দিবারাত্রি সমভাবে কার্য্য করিতে পাইলেই তিনি তাহাতে শান্তি পাইতেন। কার্য্য করিবার নিমিত্ত যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখন অলসভাবে (যাহাকে সাধারণতঃ বিশ্রাম কহে) থাকিলে তাঁহাদিগের অপরিসমাপ্ত কর্ম্ম সকল স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগকে ব্যাকুলিত করিয়া থাকে। শিবাজী কহিতেন "ইহা কর্ম্মভূমি, কর্ম্ম করিবার জন্যই এখানে আগমন—বিশ্রামের জন্য জন্মগ্রহণ

করা হয় নাই।” কার্য্যকালে শিবাজীর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন কিন্তু তিনি অবিরাম সমানভাবে কর্ম্ম করিতেন; শারীরিক বা মানসিক অবসাদ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইত না।

শিবাজী স্থলপথে মোরোপন্ত পেশওয়ার অধীনে বিংশতি সহস্র পদাতিক প্রেরণ করিয়া অন্ধ্রা, পুত্তা, সিলহেরি প্রভৃতি দুর্গাক্রমণ করিতে এবং প্রতাপরাওকে দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া আবশ্যকানুসারে মোরোপন্তের সাহায্য এবং যে সকল নগর ও গ্রামের উপর চৌথ স্থাপন করিয়াছিলেন তথা হইতে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এই সময় হইতে মোগল প্রজাগণ নিয়মিতরূপে শিবাজীকে চৌথ প্রদান করিতে প্রারম্ভ করেন। কালে এই চৌথ সমগ্র ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদান করিয়া অধীনতাপাশে আবদ্ধ হন।

জলপথে শিবাজী বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সর্ব্বশুদ্ধ ১৬০ খানা রণতরী সম্যকপ্রকারে যুদ্ধদ্রব্যে পরিপূরিত করিয়া বোম্বাই, সুরাত ও ভরোচ আক্রমণের নিমিত্ত প্রেরণ করেন; কিন্তু কোন অভাবনীয় কারণবশতঃ রণতরীসমূহ গন্তব্যস্থানে গমন না করিয়া প্রত্যাগমন করে। প্রত্যাগমনকালে পর্টুগীজদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে পর্টুগীজদিগের বৃহৎ জাহাজ জয় করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা দাভোলে প্রত্যাগমন করেন। ময়নায়ক ভাণ্ডারী ইহাতে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎকালীন ইউরোপীয় নৌবলে বলীয়ানগণের অগ্রগণ্য পর্টুগীজদিগকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালেও শোচনীয় দশা প্রাপ্ত ভারত-

বর্ষীয়গণ উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে সেই পুরাকালীন নির্ভীকতা, দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে বিমুখ নহে।*

মোরোপন্ত অন্ধ্রা, পুত্তা, প্রভৃতি দুর্গ পরাজয় করিয়া কোকন-প্রান্ত দিয়া সালেরী দুর্গাভিমুখে গমন করেন। প্রতাপরাও বর-ঘাট হইয়া ইহা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। মোগল সেনা-পতি ইখলাস খাঁ বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রতাপ রাওয়ের গতি রোধার্থে উপস্থিন হন। কিন্তু প্রতাপের রণদুর্ম্মদ অশ্বা-রোহী সৈন্যের নিকট পরাস্ত হইয়া সালেরী দুর্গে প্রবেশ করিলেন। মোরোপন্ত ও প্রতাপরাওয়ের যুগপৎ প্রচণ্ড আক্র-মণে যবনগণ বিশৃঙ্খল হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন। যুদ্ধ-কালে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের পদধূলিতে আকাশ মণ্ডল এরূপ পরিপূর্ণ হয় যে তাহাতে শত্রু মিত্র প্রভেদ কেবল শব্দ দ্বারা হইতে লাগিল। হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র ও মনুষ্যের শোণিত-প্রবাহে ধরণী কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ প্রবল-পরাক্রমে দুর্গ হস্তগত এবং যবনগণকে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করি-লেন। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রাতঃকাল হইতে প্রারম্ভ হইয়া সন্ধ্যা-কালে সমাপ্ত হয়। সংসপ্তক হিন্দুগণ অলৌকিক বীরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রায় দশ হাজার যবন সৈন্য ও ২২ জন বিখ্যাত সেনা-নায়ক নিহত ও অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তিকে বন্দী করেন; তন্মধ্যে আখলাস খাঁ, মোহকম সিংহ প্রভৃতি প্রধান। এই চিরস্মরণীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা ছয় হাজার উষ্ট্র ও অশ্ব এক, শত পঁচিশটা হস্তী এবং নানা প্রকার যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য প্রাপ্ত হন। এই

* বর্ত্তমান কালেও ইয়ুরোপীয় জাহাজে ভারতীয় নাবিকগণ সময় সময় অসীম সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তা দেখাইয়া থাকে।

ঘোরতর সংগ্রামে আনন্দরাও, খণ্ডোজী জগতাপ, বিসাজী বল্লাল, মুকুন্দ বল্লাল মোরে, রঙ্গনাথ রূপাজী ভোঁসলে, সুরেরাও কাঁকড়ে প্রভৃতি বীর পুরুষগণ যেরূপ সিংহবিক্রমে যবনগণকে বিমর্দ্দিত, বিত্রাসিত ও উৎসাদিত করিয়াছিলেন, ইহাঁরা যেরূপ সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সকলকে অনুপ্রাণিত ও প্রোৎসাহিত করিয়া সেনাসন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তাহা চিরকাল ভারতইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। এই ঘোরতর আহবে শিবাজীর বাল্যসহচর বীরাগ্রগণ্য জাবলী, রায়ারী প্রভৃতি দুর্গবিজেতা এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসংস্থাপন যজ্ঞের প্রধান অধ্বর্যু সুরেরাও কাঁকড়ে বীরগতি প্রাপ্ত হন।

শিবাজী, বিজয়সংবাদ অবগত হইয়া রণস্থলে যাঁহারা শৌর্য্য ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে বহুমূল্য দ্রব্য সকল পুরস্কার, পদোন্নতি এবং নিহতগণের স্ত্রী পুত্রের সহিত সহানুভূতি প্রদশন ও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করেন। যে সকল মুসলমান সেনাপতি আহত ও বন্দী হইয়াছিলেন, চিরপ্রথানুসারে তাঁহাদিগের চিকিৎসা, সুশ্রূষা ও বিদায়কালে পদানুসারে সম্মানিত করিয়া বিদায় দেন। সালেরী সমীপবর্ত্তী দিলের খাঁ পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া শক্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ে ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আরাঙ্গাবাদাভিমুখে পলায়ন করিলেন। প্রতাপরাও জয়মদে উল্লসিত হইয়া বিদ্যুৎবেগে খানদেশ আক্রমণ ও বড়হাণপুর পর্য্যন্ত গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে অনেক নূতন স্থলে চৌথ সংস্থাপন এবং পুরাতন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া শিবাজীসকাশে উপস্থিত হন।

আরাঞ্জেব শিবাজীর দিন দিন প্রবলতা এবং স্বীয় বিপুল

বাহিনী ক্ষয় ও রণকুশল যশবন্ত সিংহ, দিলের খাঁ, মহব্বত খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিগণের পরাজয়ে অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হইয়া গুজরাটের সুবেদার বাহাদুর খাঁকে (পরে যিনি খাঁনজাহান বাহাদুর হন) দক্ষিণাপথের সুবেদার নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। বাহাদুর খাঁ শিবাজীদমনে অসমর্থ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে আরাঙ্গাবাদে অবস্থান করেন। শিবাজী ইঁহার অলসতা দেখিয়া এক দল সৈন্য উত্তর ভাগে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং গোলকুণ্ডা প্রদেশ প্রচণ্ড প্রভাবে আক্রমণ করিয়া চৌথ স্থাপন করেন। ইঁহার অনুপস্থিত কালে সুরাট ও জঞ্জীরার নৌসেনাপতি দণ্ডারাজপুরী আক্রমণ করেন। দণ্ডারাজপুরী সমুদ্র-শাখার উপর সংস্থাপিত। শত্রু-আক্রমণ-রাত্রিতে সৈন্যগণ শিবপূজা উপলক্ষে সিদ্ধি পান করিয়া বিচেতন হইয়াছিল। এই সুযোগে মুসলমান সৈন্য দুর্গে রজ্জু আরোহিনী সংলগ্ন করিয়া বিনা বাধায় প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত নৃশংসতা সহকারে সকলকে নিহত করে। রঘুনাথ পন্তসহ সৈন্যগণ স্বীয় অনবধানতা বশতঃ প্রাণ প্রদান করিয়া ইহার কঠোর প্রায়শ্চিত্য ভোগ করেন।

এই সময় বিজাপুর-সুলতানের মৃত্যু হওয়াতে বিজাপুরে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। এক পক্ষ মোগলদিগের সহিত মিলিত হইয়া শিবাজীকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া সকল অনর্থের মূলোৎপাটন করিবার জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ হন। অন্য পক্ষ এ মতের তীব্র প্রতিবাদ পূর্ব্বক কহেন "আরাঞ্জেব কোন প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য নহেন। তাঁহার করালগ্রাসে পতিত হইলে নিষ্কৃতি লাভ নিতান্ত সহজ হইবে না; এরূপ অবস্থাতে শিবাজীর সহিত মিলিত হইয়া মোগলগণকে দাক্ষিণাত্য হইতে বিদূরিত করাই শ্রেয়স্কর;

অন্যথা সমস্ত দাক্ষিণাত্য মোগল কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইবে। প্রথমোক্ত মতের পৃষ্ঠপোষক সেনাপতি করীম খাঁ-প্রমুখ ব্যক্তিগণ। খবাস খাঁ প্রভৃতি জনগণ শেষোক্ত মতানুসারে চলিবার জন্য বিশেষ-রূপে প্রয়াস পান। করীম খাঁর হস্তে সৈন্যবল থাকায় তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া শিবাজীবিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। শিবাজী বিজাপুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বহু সংখ্যক সৈন্য সমবেত পূর্ব্বক প্রতাপরাওকে সেই সৈন্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে আবদুল করীম-বিপক্ষে প্রেরণ করেন। প্রতাপ রাও প্রবল প্রতাপে বিজাপুরসৈন্য আক্রমণ করেন। সিংহ-বিক্রমে হিন্দুগণ শ্রবণভৈরব "হর হর মহাদেব" শব্দে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া যবনকুল সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। দাবানল যেরূপ প্রদীপ্ত হইয়া তরুরাজী ভস্মীভূত করে, সেইরূপ কালানলের ন্যায় হিন্দু সৈন্য মুসলমান সৈন্যশলভকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। আবদুল করীম পরাস্ত হইয়া আত্মরক্ষার্থে রণ-ভঙ্গ দিলে প্রতাপ রাও অনুসরণ করিয়া সেই যবন সৈন্যকে প্রায় চতুর্দ্দিক শৈলবেষ্টিত এক জলবিহীন স্থানে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করেন এবং স্বয়ং সসৈন্যে একমাত্র পথে অবস্থান করিয়া নির্গমন দ্বার রোধ করিলেন। করীম খাঁ যুদ্ধস্থলের ভীষণতা পরিহার করিয়াও শত্রু হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। পানীয় বিনা প্রাণোৎক্রমণের সময় উপস্থিত দেখিয়া প্রতাপরাওসমীপে আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রতাপরাও দয়ার্দ্রচিত্তে "শিবাজীর বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করিব না" এই রূপ শপথ করাইয়া করীম খাঁকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। করীম খাঁ প্রতাপরাওয়ের তরবারী

ও ঔদার্য্যের নিকট পরাস্ত হইয়া বিজাপুরে গমন করেন। শিবাজীর অনভিমতে আবদুল করীম খাঁর সহিত প্রতাপ রাওয়ের সন্ধির কথা মুসলমান চরিত্রাভিজ্ঞ শিবাজীর কর্ণগোচর হইল। তিনি প্রতাপ রাওয়ের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইলেন। প্রতাপরাও বিজাপুর জয় করিয়া হায়দারাবাদ, রামগিরী, দেবগড় প্রদেশ আক্রমণ ও চৌথ স্থাপন করিতে গমন করেন। ইত্যবসরে নির্লজ্জ আবদুল করীম পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বেলোল খাঁসহ সসৈন্যে পন্হালপ্রান্তে আগমন করিয়া গ্রাম সকল উৎসাদন ও লুণ্ঠন করিতে প্রারম্ভ করে। শিবাজী এ কথা অবগত হইয়া প্রতাপরাওকে কহিয়া পাঠাইলেন "তোমার অদূরদর্শিতা বশতঃ বিজাপুরসৈন্য পুনরাক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, -তুমি যদি করীম খাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে তাহা হইলে সে এত শীঘ্র বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সাহস করিত না; যেরূপে হউক তুমি উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে" প্রতাপরাও শিবাজীর ভৎর্সনায় উত্তেজিত হইয়া ভীমবেগে জেসরী ক্ষেত্রে যবন সৈন্য আক্রমণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ ক্রমে ক্রমে ভীষণতর ও রণস্থলের শ্রবণভৈরব নিনাদে কর্ণকুহর বধিরপ্রায় হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্র সেনা, কেশরীবিক্রমে যবন সেনার উপর নিপতিত হইলেন। তাঁহাদিগের হস্তস্থ শাণিত ভল্লের ভীষণ প্রহারে যবনগণ ভূপতিত হইয়া রণস্থল কাপুরুষগণের বিভীষিকাপ্রদ করিয়া তুলিল। প্রতাপরাও রণমদোন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অরিকুল বিনাশ করিতে করিতে কতিপয় সহচরসহ যবনব্যূহ ভেদ

করিয়া অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়া, যবনগণকে দলিত, মথিত ও বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপরাও স্বীয় সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কতিপয়মাত্র রণদুর্ম্মদ সহচর লইয়া বিপুল শত্রু বাহিনীর মধ্যবর্ত্তী। এই ক্ষুদ্র সেনাদল ইন্ধন বিহীন অগ্নির ন্যায় ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা বর্ত্তমান ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দাহিকাশক্তি মন্দীভূত হইল না, অবশেষে যবনকুল সংহার করিতে করিতে এই ভয়াবহ সংগ্রামের মধ্যস্থলে প্রতাপরাও বীরলোক প্রাপ্ত হইলেন। প্রতাপরাওয়ের মৃত্যুজনিত শোকে মাবলাগণ বিচলিত হইবার উপক্রমকালে হংসাজী মোহিতে পঞ্চ সহস্র সৈন্য লইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। শত্রুকুল-নিসূদন হিন্দুবীরগণের প্রচণ্ড বাহুবলে যবনগণের উদ্যম বিতথ হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে যবন অক্ষৌহিনী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন দ্বিগুণিত উৎসাহিত হইয়া রণবীর হিন্দুগণ ছিন্ন ভিন্ন ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ড তরবারি আঘাতে যবন সৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তখন করীম খাঁ আত্ম রক্ষার গত্যন্তর না দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া বিজাপুরাভিমুখে পলায়ন করিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত কামান, নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র, রাজকীয় ধ্বজা ও নানা প্রকার বিলাস দ্রব্য শিবাজীর বিজয়ী সৈন্যের হস্তে পতিত হইল। শিবাজী প্রতাপরাওয়ের শোণিত বিনিময়ে যুদ্ধজয়ে লাভ করিয়া অতীব দুঃখিত এবং শোকাবেগ পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন "আজ আমার এক দিক শূন্য হইল।" প্রতাপের মৃত্যুতে বাস্তবিকই শিবাজীর এক দিক শূন্য হয়। সকল কার্য্যে প্রতাপ অগ্রগামী,

রণকুশল মোগল সেনাপতিগণ বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া আগমন করিলে তিনি তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। ইহাঁর বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষিপ্রকারিতা অসীম। ইনি যবনগণকে পদে পদে পরাস্ত ও পদানত করিয়াছেন। পরাজিত শত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হিন্দুবীরগণের রক্ত মজ্জায় সন্নিবেশিত। প্রতাপরাও এই বীরমন্ত্রের পরমোপাসক। বিশ্বাসঘাতক দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছগণকে ইনি এইরূপ সরল ভাবে ক্ষমা করিয়া তাহাদিগের নিকৃষ্ট প্রকৃতির ভীষণতা বিবৃদ্ধি করিয়া শিবাজীর নিকট অনেক সময় ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন। সুশৃঙ্খলা সহকারে চৌথ সংস্থাপন বিষয়ে ইনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। নূতন স্থলে ইহাঁর ন্যায় চৌথ সংস্থাপন করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। শত্রু পরাজয় করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ পূর্ব্বক জয়-ফল ভোগ এবং পরাজিত হইয়া সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইহাঁর ন্যায় সুদক্ষ সেনাপতি শিবাজীর সেনানীগণমধ্যে অতি অল্পই পরিলক্ষিত হইত। কি জয়, কি পরাজয়, সকল সময়েই ইহাঁর মুখমণ্ডল উৎসাহ। পরিপূরিত পরিদর্শিত হইত। নৈরাশ্য বা ভীতি ইহাঁর হৃদয়ে কখন বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাঁর মৃত্যুতে শিবাজী যথার্থই কহিয়াছিলেন যে "অদ্য আমার এক দিক শূন্য হইল"। শিবাজী ইহাঁর অবদান পরম্পরায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় পুত্র রাজারামের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ প্রদান করিয়া প্রতাপরাওয়ের গুণগ্রামের সম্মাননা করেন।

বীরকেশরী প্রতাপরাওয়ের মৃত্যুর পর শিবাজী হংসাজী মোহিতেকে হম্বীররাও উপাধি প্রদান করিয়া "সরনৌবত"

পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি এক জন বিচক্ষণ, সমরকুশল, কার্য্যতৎপর ও সাহসী সেনাপতি ছিলেন। ইনি যুদ্ধস্থলে অতি-মানুষ বীরতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়া সৈন্যগণের অতীব প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। হম্বীররাও সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্পৎগাঁও অভিমুখে গমন করেন। বিজাপুরের সরদার হোসেন ময়না খাঁ নামক একজন পরাক্রান্ত সেনাপতি নানা প্রকার আয়ুধসম্পন্ন পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া হম্বীররাওকে আক্রমণ করেন। ক্ষুধার্ত্ত সিংহ করিযূথের উপর যেরূপ প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিয়া থাকে সেইরূপ হম্বীররাও দিবা দ্বিপ্রহরের সময় যবন সৈন্য মথন করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণের হৃদয়-স্তম্ভনজনক ভীষণ শব্দে কর্ণকুহর বধির ও মনুষ্যাদির শোণিতপ্রবাহে সমরাঙ্গন কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল। হিন্দু বীরগণের নিশিত অস্ত্রাঘাতে যবনগণ নিহত হইতে লাগিল। দাবাগ্নিতে অরণ্য সমুদায় যেরূপ ভস্মীভূত হয় সেই-রূপ মহারাষ্ট্রীয়বীরকেশরীগণের ক্রোধাগ্নি বিস্ফুরণে যবনকুল দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রজনী সমাগতা, তথাপিও যুদ্ধের বিরাম নাই; রাত্রির বৃদ্ধিসহকারে যেন যুদ্ধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঘোর অন্ধকার, শত্রু মিত্র কেবল যুদ্ধ শব্দে নির্ণীত হইল, এই ঘোরতর সংগ্রামে হিন্দুবীরগণ যেরূপ বীরতা সহকারে যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তাহা ইতিহাসপৃষ্ঠে চিরকাল উজ্জলাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। সমস্ত রাত্রির ভীষণ যুদ্ধের পর হতাবশিষ্ট যবন সৈন্য ছত্র ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। বিজয়লক্ষ্মী হম্বীরাওয়ের অঙ্কগতা হইলেন। এই ভয়াবহ সংঘর্ষণে যবনপরিত্যক্ত চারি হাজার অশ্ব, দ্বাদশ হস্তী ও

উষ্ট্র, অনেক গুলি কামান এবং বস্ত্রাদি ও নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য হম্বীররাও শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিলেন।

মোরোপন্ত পেশওয়ে বিজয়ী বাহিনী পরিচালিত করিয়া কোপল দুর্গাবরোধ করেন। হোসেন খাঁর সহোদর ভ্রাতা এই বিশাল দুর্গের অধিপতি। মোরোপন্তের বিশাল বুদ্ধির নিকট সমস্তই প্রতিহত হইল; তাঁহার অধ্যবসায় ও শূরতায় পরাস্ত হইয়া যবন সেনাপতি মোরোপন্তের পদানত হইলেন। মোরোপন্ত দুর্গাধিকার করিয়া কনকগিরী, হরপনহল্লী, রায় দুর্গ, চিত্র দুর্গ প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া তুঙ্গভদ্রার তট পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শিবাজী কর্ত্তব্যকর্ম্মপরায়ণ, অধ্যবসায়ী, অবসরজ্ঞ ও শূর; এই জন্য ভগবান ইঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন। ঈশ্বরের অনুগৃহীত না হইলে কে কোথায় সামান্য অবস্থা হইতে বিশাল রাজ্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? তিনি প্রতিভাবলে সকল বিষয়েই উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন; কি পররাষ্ট্র কি স্বরাষ্ট্র সকল বিষয়েই ইঁহার বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতা প্রকটিত হয়। শিবাজী যে সময় মুসলমান রাজন্যবর্গের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়াছিলেন, যবনগণ যখন ইঁহার কৃপাকটাক্ষ প্রাপ্তির জন্য অশেষ প্রকারে অসাধ্য সাধনা করিতেন, যখন গোখাদক প্রজাপীড়ক ম্লেচ্ছগণ গোব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করিতে ভীত হইত, যখন ভারতীয় হিন্দুগণের তিনি একমাত্র আশার স্থল বলিয়া পরিগণিত হইতেন, সেই সময় সকল শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ বেদান্তাদি দর্শনের পারদর্শী, কাশীনিবাসী প্রখ্যাত পণ্ডিত গাগাভট্ট তীর্থভ্রমণোপলক্ষে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে আসিয়া শিবাজীর নিকট আগমন করেন। ইনি বেদাদি শাস্ত্রের তত্ত্ব নির্ণয়ে ব্রহ্মণ্যদেবের ন্যায় কথিত হইতেন। ইঁহার পবিত্র ও আদর্শ আচরণ দর্শন করিলে দুরাচারীগণের হৃদয়েও পবিত্রতা সম্পাদন করিত। ইনি তৎকালে ভারতের গৌরব বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইনি শিবাজীর রাজ্যে অবস্থানকালে শিবাজীর রাজ্য-সুশাসন-ব্যবস্থা, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই অপক্ষপাতে বিচারিত হইয়া নির্ব্বিবাদে কালযাপন

করিতেছে, প্রজা সকল ধন-ধান্যপূর্ণ ও ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক উন্নতিকল্পে যত্নবান, সকলেই হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে শিবাজীর উন্নতির জন্য ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতেছে অবলোকন করিয়া আনন্দ সাগরে পরিপ্লুত হন। সমস্ত প্রদেশ যবনগণ কর্তৃক অভিব্যাপ্ত ও উপপ্লুত। যবনদিগের বিকট গ্রাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিবাজী হিন্দু বিজয়-বৈজয়ন্তী সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া স্বদেশানুরক্ত গাগা ভট্ট শিবাজীকে শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন "রাজন্। চিরকাল ক্ষত্রিয়রাজন্যবর্গ অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আপনি সেই ক্ষত্রিয় কুলধুরন্ধর চিতোরের মহারাণার বংশধর। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের দিগন্তবিস্তৃত কীর্ত্তি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য অশ্রুতপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও অবদানপরম্পরা কখনই মনুষ্য সমাজ হইতে লুপ্ত হইবার নহে। তাঁহারা সকলেই অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসন ও নানাবিধ যাগযজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান কালেও আপনার জ্ঞাতি মহারাণারা অভিষিক্ত হইয়া নানা প্রকার যাগযজ্ঞ করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এখনও গোব্রাহ্মণ রক্ষণ কার্য্যে ভারতবর্ষীয় রাজন্যবর্গের অগ্রগণ্য। তাঁহারা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ ভৈরব বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা যেরূপ লোকোত্তর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা কি কখন ইতিহাস-পৃষ্ঠা হইতে বিলুপ্ত হইবে? কখনই নহে। আপনার পূর্ব্ব-পুরুষগণ স্বধর্ম্ম রক্ষা ও প্রতিপালনে চিরদিন তৎপর। তাঁহারা

কদাচ ধর্ম্মাচরণ হইতে বিচ্যুত হন নাই। আপনি সেই লোক-পাবন প্রাতঃস্মরণীয় মহদ্‌বংশোদ্ভব ; আপনি যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিবেন তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এরূপ স্বদেশহিতকর কার্য্য হইতে বিরত থাকিলেই বরং প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি যদি শাস্ত্রানুসারে আপনার উদয়পুরস্থ জ্ঞাতিগণের ন্যায় যজ্ঞোপবীত ধারণ না করেন, আপনি যদি শাস্ত্রানুসারে অভি-ষিক্ত হইয়া প্রজা পালন না করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রমর্য্যাদা কে প্রতিপালন করিবে? আমরাই বা কাহার নিকট শাস্ত্র-কথা কীর্ত্তন করিব?" মোরোপন্ত নিরাজীপন্ত প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ পণ্ডিতপ্রবর গাগাভট্টের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিষিক্ত হইবার জন্য আহ্লাদসহকারে অনু-মোদন করিলেন। শিবাজী তাঁহাদিগের বাক্যে অভিমতি প্রকাশ করিয়া অভিষিক্ত হইতে স্বীকৃত হন এবং এই বৃহৎ ব্যাপারের আয়োজনের জন্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণকে আহ্বান করিয়া দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে আজ্ঞা করেন।

শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষগণ চিতোর হইতে দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া নানা প্রকার সঙ্গ ও ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া উপনয়ন সংস্কার হইতে বিচ্যুত হন ; এজন্য শিবাজী প্রভৃতি বাল্যকালে উপনীত হন নাই। গাগা ভট্ট প্রথমতঃ "ব্রাত্যস্তোম প্রায়-শ্চিত্য" * বিধান করিয়া যথাশাস্ত্র যজ্ঞোপবীত প্রদান পূর্ব্বক

* যাঁহাদিগের পিতা পিতামহ অনুপনীত তাঁহাদিগের উপনয়নকালে প্রথমে এই প্রায়শ্চিত্য করিতে হয়।

অভিষেকের ব্যবস্থা করেন। কাশী, কাঞ্চী. অবন্তিকা. অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, মিথিলা প্রভৃতি প্রদেশের বিদ্বান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, ঈশ্বরপরায়ণ সাধুতপস্বীসকল অতি আদর সহকারে নিমন্ত্রিত হইলেন। নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণবৃন্দ ১৫৯৬ শকে* আনন্দ নাম সম্বৎসরে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল চতুর্থীর পূর্ব্ব দিবসের মধ্যে রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন। আহূত এবং অনাহূত জনগণের সমাগমে রায়গড় লোকারণ্য এবং উৎসবপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সমাগত সম্ভ্রান্ত জনগণের অবস্থান জন্য সর্ব্বোপকরণ সংযুক্ত রমণীয় গৃহ সকল নির্ম্মিত হইল, বিচিত্র স্তম্ভযুক্ত নানা প্রকার কারুকার্য্য সম্বলিত বহুবিধ বহুমূল্য প্রস্তর ও সুবর্ণাদিজড়িত নয়নরঞ্জন বস্ত্র সকল মণ্ডিত এবং চন্দ্রাতপ সকল বিতত, বহু লোক সমবেত হইবার উপযুক্ত প্রশস্ত সিংহাসনসভা প্রস্তুত হইল। যজ্ঞ-শালা, ভোজন-শালা, রন্ধন-শালা, অতিথি-শালা প্রভৃতি সুপ্রশস্ত গৃহ সকল নির্ম্মিত হইল। ব্রাহ্মণভোজন নিমিত্ত দুর্গমধ্যে ও বহির্ভাগে এক স্থানে পঞ্চ সহস্র ব্রাহ্মণ উপবেশন করিয়া ভোজন করিতে পারেন এরূপ সুবিস্তৃত সুন্দর দ্বাদশটি গৃহ প্রস্তুত হইল। নানা প্রকার উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্য সকল স্তূপাকারে সংগৃহীত হইল; যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তি যে কোন দ্রব্য অভিলাষ করিবে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিপূরণের জন্য সুব্যবস্থা সকল ব্যবস্থাপিত হইল। কি উষ্ণ, কি পর্য্যুষিত সকল প্রকার দ্রব্যই ইচ্ছার সহিত অর্পিত হইত। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, পদস্থ, অপদস্থ, আহূত, অনাহূত সকলেই সসম্মানে অভ্যর্থিত হইলেন। প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া প্রধান কর্ম্মচারী

* ১৬৭৪ খৃঃ।

এবং তাঁহাদিগের অধীনে বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী ও তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইলেন। প্রধান কর্ম্মচারীগণের উপর একজন সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন—সকল বিষয়ের পুংখানুপুংখরূপে তত্ত্ব লওয়াই তাঁহার প্রধান কার্য্য।

চতুর্থীতে শিবাজী যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেন। এই দিবস হইতে প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজ্যাভিষেক-উৎসব প্রারম্ভ হইল। বখরকার চিটনীস বলেন এই মহোৎসব ব্যাপারে পঞ্চ লক্ষ মনুষ্য সমবেত হইয়াছিলেন। এই বিপুল লোকসমষ্টির সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য কর্ম্মচারিগণ বিশেষ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজ্যের সমস্ত প্রজা কি হিন্দু কি মুসলমান কি পার্সী কি ইহুদী কি খৃষ্টান সকলেই আনন্দিত। সকল দেবালয়ে সকল সম্প্রদায় ভক্তিবিনম্র ভাবে শিবাজীর দীর্ঘজীবন-কামনায় প্রার্থনা-নিরত। হিন্দুর দেবালয়ে, মুসলমানের মসজীদে, পার্সী প্রভৃতির উপাসনাগৃহে রাজকোষ হইতে উপহার সকল প্রেরিত হইল। রণনিপুণ যবন-ভীতিপ্রদ মহাবীরগণ এক্ষণে প্রশান্ত প্রকৃতি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের পরম ভক্তিভাজন যুদ্ধসহচর শিবাজী অভিষিক্ত হইবেন—একথা শ্রবণাবধি সেই শুভ দিন ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহারা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—এক্ষণে সেই অভিষেকের দিবস প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত। রায়গড় এই মহানন্দের কেন্দ্রভূমি। রায়গড়ের প্রত্যেক স্থল অভিনব দৃশ্য ধারণ করিয়া দর্শকবৃন্দের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। যজ্ঞশালায় নানা প্রকার পট্টবস্ত্রপরিধৃত ব্রাহ্মণগণ শ্রেণীবদ্ধ উপবিষ্ট হইয়া কোন স্থানে হব্যবাহনে আহুতি প্রদান, কোন স্থানে একাগ্রমনে জপ, কোন স্থানে পূজার নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার লইয়া পূজা এবং

কোন স্থানে সমস্বরে সুমধুর সামগান করিতেছেন। এই যজ্ঞ-শালায় প্রবেশ করিবামাত্র মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আসিয়া আত্মবিস্মৃতি আনয়ন করে। সামগীতি ও বেদাদি মন্ত্রোচ্চারণজনিত অপূর্ব্ব মধুর শব্দে কর্ণকুহর পরিপূরিত করে। ব্রাহ্মণগণের নয়নানন্দদায়ক সৌম্যমূর্ত্তি পরিদর্শন করিলে, এ স্থানের দর্শকবৃন্দের বিচিত্র আসন হইতে উত্থানইচ্ছা দূর হইয়া যায়। যজ্ঞশালা হইতে যদি একবার ব্রাহ্মণশালায় গমন করেন তাহা হইলে ভারতের সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী এক স্থানে দর্শন করিতে পাইবেন। এস্থানে জিগীষু পণ্ডিতগণ আহার বিহার পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়, বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের কূট প্রশ্ন সমাধানে বিচারশীল। প্রপঞ্চানভিজ্ঞ বিদ্বানগণ বাহ্য-জ্ঞান-বিরহিত হইয়া যখন চিন্তানিমগ্ন থাকেন, যখন গভীর চিন্তার পর তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হইয়া ত্রৈলোক্যপ্রাপ্তিজনিত সুখা-নুভব করেন, তখনকার দৃশ্য সহৃদয়সংবেদ্য, তাই এস্থান কোলা-হল বা জনতাপরিপূর্ণ নহে, অতি অল্পসংখ্যক বিদ্যারসিক পুরুষ শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিতে আগমন করিয়াছেন।

মধ্যাহ্নকালে একবার যদি কেহ রন্ধনশালার দৃশ্য দেখিতে গমন করেন, তাহা হইলে সে ভাব তাঁহার হৃদয় হইতে কখন অপনীত হইবার নহে। বৃহৎ বৃহৎ স্থালী সকল চুল্লিকোপরি, তাহাতে নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য সকল পাচিত হইতেছে। কোন স্থানে কেশরান্ন, মধুরান্ন, ঘৃতান্ন, শুদ্ধান্ন প্রভৃতি নানা প্রকার অন্ন প্রস্তুত হইতেছে। ভোক্তাগণের রুচিবৈচিত্র্যানুসারে ভারতের সকল প্রদেশের সকল প্রকারের ব্যঞ্জন পাক হইতেছে, ষড়্‌রসসম্বলিত চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজ্য সকল স্তূপীকৃত

হইয়াছে। সূদ-শাস্ত্রাভিজ্ঞ একজন কর্ম্মঠ ব্যক্তি মহানস পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হন।

নাট্যশালায় নানা প্রকার বিনোদজনক নাটকাভিনয়, ঐন্দ্রজালীক অদ্ভূত ক্রীড়া, মল্লগণের যুদ্ধনিপুণতা, নানা প্রকার শ্বাপদগণের ভীষণ আহব, পর্য্যায়ক্রমে অনুদিন অনুষ্ঠিত হইয়া দর্শকবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

ফলসহিত কদলিবৃক্ষ সকল প্রশস্ত পদবীর পার্শ্বদেশে রোপিত হইয়া বনশোভার অনুকরণ করিল। চতুর্থী হইতে প্রতি দিবস পঞ্চাশৎ সহস্র ব্রাহ্মণ বহুবিধ রাজভোগ্য আহার্য্য দ্রব্যে ভুঞ্জিত হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ এক টাকা করিয়া দক্ষিণা প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য অতিথি অভ্যাগত দীন দরিদ্র সমাদরে সংকৃত হইলেন। ষষ্ঠী হইতে মহারাজ ঋত্বিজগণসহ ফল, মূল, ঘৃত, পয় পান করিয়া অভিষেকের পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। যাজ্ঞিকগণ বিনায়কশান্তি, নক্ষত্রশান্তি, গ্রহশান্তি, ঐন্দ্রিশান্তি, পৌরন্দরীশান্তি, যথাক্রমে সম্পন্ন করিয়া রাজ্যাভিষেকের অঙ্গসকল সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করেন। দেখিতে দেখিতে অভিষেকের দিন সমাগত, অদ্য ত্রয়োদশী—অভিষেকের দিন; আনন্দরোলে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইল। সিংহাসন গৃহ আজ লোকে লোকারণ্য। শিবাজী মহারাজ, মাতা ও রামদাস স্বামীর চরণ বন্দনা ও অভিমতি গ্রহণ পূর্ব্বক মৃত্তিকা, পঞ্চগব্য, গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থোদকে স্নান. শ্বেত বস্ত্রালঙ্কার ও পুষ্প ধারণ করিয়া প্রায়হস্ত পরিমিত উচ্চ স্বর্ণমণ্ডিত ক্ষীরীকাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন। রাজমহিষী সইবাই ও যুবরাজ সম্ভাজী বহুমূল্য অলঙ্কার পরিধান করিয়া তাঁহার

পার্শ্বদেশে উপবেশন করেন। ঋত্বিজগণ, পত্র ও গণলেখক, প্রধান অমাত্য, দ্বাদশ মহাল *, অষ্টাদশ কারখানার + কর্ম্মচারীগণ, দেশাধিকারী, নগরাধিকারী প্রভৃতি রাজপুরুষগণ শুভ্র বসনভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। শিবাজীর চতুঃপার্শ্বে অভিসিঞ্চন করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে মুখ্যপ্রধান মোরোপন্ত ঘৃতপূর্ণ স্বুবর্ণকলস লইয়া, দক্ষিণ দিকে ক্ষত্রিয়প্রধান সেনাপতি হম্বিররাও মোহিতে দুগ্ধপূর্ণ রজত কলস লইয়া, পশ্চিমে নিলোপন্তপুত্র রামচন্দ্র পণ্ডিত অমাত্য দধিপূর্ণ তাম্র কলস লইয়া, উত্তর দিকে অমাত্য-প্রধান রঘুনাথ পণ্ডিতরাও মধুপূর্ণ স্বুবর্ণ কলস লইয়া, অগ্নি কোণে সচিব প্রধান অন্নাজী ছত্র লইয়া, নৈঋত ভাগে জনার্দ্দন পণ্ডিত হনমন্তে প্রধান ব্যজন লইয়া, ঈশান কোণে সোনোপন্ত পুত্র বালাজী পণ্ডিত ন্যায়াধীশ চামর লইয়া, বায়ব্য কোণে দত্তাজী পণ্ডিত মন্ত্রীপ্রধান অপর চামর লইয়া, সম্মুখের দক্ষিণ ও বাম ভাগে পত্র ও গণলেখক বালাজী আবজী এবং চিমণাজী আবজী মস্যাধার লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মাণ্ডলীক রাজন্যবর্গ, বিদেশ হইতে সমাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ, ইংলণ্ড প্রভৃতি বৈদেশিক রাজন্যবর্গের দূতগণ, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, বৈদিক প্রভৃতি জনসমূহ যথা স্থল স্বুশোভিত করিয়া উপবেশিত হইলেন। স্বুমুহূর্ত্তে

---

* ১ পোতে, ২ সোদাগীর, ৩ পালখী, ৪ কোঠী, ৫ ইমারত, ৬ বহিলী, ৭ পাসা, ৮ সেরী, ৯ দারুনী, ১০ থট্টী, ১১ টঙ্কসালা, ১২ ছবীনা।

+ ১ খজীন, ২ জহ্বাহীর খানা, ৩ আম্বর খানা, ৪ সবত খানা, ৫ তোপ খানা, ৬ দপ্তর খানা, ৭ জামদার খানা, ৮ জিরাত খানা, ৯ মুদবর খানা, ১০ উষ্টর খানা, ১১ নগার খানা, ১২ তালীম খানা, ১৩ পীল খানা, ১৪ ফরাস খানা, ১৫ আবদার খানা, ১৬ শিকার খানা, ১৭ দারু খানা, ১৮ শহত খানা।

অভিষেক কার্য্য আরম্ভ হইল। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ বেদোক্ত মন্ত্র সকল উচ্চারণ করিয়া ঘৃতাদি দ্রব্য শিবাজীর মস্তকে অভিষিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিলেন। সে সময় নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি মিলিত হইয়া আকাশমণ্ডল নিনাদিত করিতে লাগিল, নানা বর্ণ ও আকৃতির পতাকা সকল উড্ডীয়মান হইয়া পরম শোভা সম্পাদন করিল। অভিষেকান্তর সৌভাগ্যবতী স্ত্রীসকল একত্রিত হইয়া বরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বরণের পর শিবাজী ঘৃত পরিপূরিত কাংসপাত্রে, অনন্তর দর্পণে মুখ পরিদর্শন ও শুভ্র বসন ভূষণ পরিধান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা ও সুবর্ণময় বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজা করিয়া উড়ুম্বর কাষ্ঠনির্ম্মিত সুবর্ণমণ্ডিত নানা প্রকার বহুমূল্য মণিখচিত সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনের এক এক দিকে বৃষ, মার্জ্জার, ব্যাঘ্র ও সিংহের দুইটী দুইটী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত; ইহার উপর মৃগ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং উহা নানাপ্রকার বহুমূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত। সিংহাসনারোহণ কালে তুরি, ভেরী, পনব আনক গোমুখ প্রভৃতি বাদ্য সকল বাজিয়া উঠিল; দুর্গ প্রাকার হইতে অনবরত তোপধ্বনি শুনিয়া অন্যান্য দুর্গে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। এইরূপ রাজ্যস্থ সমস্ত দুর্গে মুহুর্মুহু তোপধ্বনি হইয়া শিবাজীর সিংহাসনাধিরোহণবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল। শিবাজী সিংহাসারোহণ করিয়া "ভবানী" "তুলজা" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আয়ুধ সকল পূজা করিলে তাঁহার মস্তকোপরি চতুর্দ্দিক হইতে মুক্তা, সুবর্ণ ও রজত পুষ্প সকল বর্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর ষোড়ষজন ব্রাহ্মণ সধবা এবং কন্যা পুনরায় তাঁহাকে বরণ করিলেন। বরণের পর ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিবাজী

তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গাগা ভট্টকে এক লক্ষ নগদ মুদ্রা এবং বহুপ্রকার বহুমূল্য বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। এইরূপ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে বিদ্যা ও পদমর্য্যাদানুসারে পঞ্চবিংশতি সহস্র হইতে দ্বিশত মুদ্রা পর্য্যন্ত দক্ষিণা প্রদান করেন। চিটনীস বলেন রাজ্যাভিষেকোপলক্ষে প্রায় এক কোটি দ্বিচত্বারিংশৎ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

মহাভাগ শিবাজী সপ্তচত্বারিংশৎ বৎসর বয়ক্রমের সময় ১৫৯৬ শকে আনন্দনাম সম্বৎসরে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশী তিথি বৃহস্পতিবারে অভিষিক্ত হন। সিংহাসনাধিষ্ঠান কালে ইহাঁর কমনীয় মুখশ্রী অধিকতর কমনীয় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মধ্যমাকৃতি গঠন, শ্যাম ছবি, সুবিভক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিশাল নেত্র, চাপসম ভ্রূ, তরঙ্গায়িত শেষভাগ, তিল ফুলসম আনত নাসিকা, বিস্তীর্ণ ললাট, সূক্ষ্ম ওষ্ঠ, সুন্দর চিবুক, প্রশস্ত বক্ষ এবং আজানুলম্বিত বাহু দর্শকদিগের মনোমধ্যে তাঁহাকে দেববলসম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিল।

শিবাজীর সিংহাসনারোহণ দিবস হইতে দাক্ষিণাত্যে একটী শক প্রচলিত হয়, তাহা শিবশক নামে অভিহিত এবং বর্ত্তমান কালে ইহা শিবাজীর বংশধর কোলাপুর রাজসংসারে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

রাজ্যাভিষেক উৎসব পরিসমাপ্তির পর শিবাজী সমাগত নৃপতি এবং রাজদূতগণকে যথোচিত সম্মাননা করিয়া বিদায় প্রদান করেন। এই সকল দূতগণের মধ্যে বৃটনদূতের সন্ধি-সংস্থাপন এবং শিবাজীকে সম্মান প্রদর্শন জন্য আগমন, বর্ত্তমান কালে একটি জ্ঞাতব্য ঘটনা। ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ অভিনবত্ব

পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান কালের ইতিহাস লেখকেরা ইহা লিপিবদ্ধ করিতে কোন কারণে বিস্মৃত হন তাহা তাঁহারাই জানেন। নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণালোক হইতে ইহা সংগৃহীত হইল, জানি না আমাদিগের স্বদেশবাসীর হৃদয়কন্দর হইতে কতটুকু অন্ধকার অপসারিত করিবে।

যখন শিবাজীর রাজ্য সুরাতের দক্ষিণ হইতে গোয়ার দক্ষিণস্থ ভূভাগ * পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যখন পর্টুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিকগণ ইহাঁর রাজ্যোৎপন্ন দ্রব্যে পুষ্কল পরিমাণে লাভবান হন, যখন অন্যান্য বৈদেশিক বণিকগণ শিবাজীর কৃপাকটাক্ষপ্রাপ্তি-লালসায় নানা প্রকারে তাঁহার মনস্তুষ্টি প্রতিবধানার্থে চিন্তা-নিরত থাকিতেন, সেই সময় বণিকরূপী ইংরাজ বাণিজ্যবিষয়ক সুবিধার জন্য শিবাজীর দরবারে দূত প্রেরণ করেন। ইংরাজ-দূত শিবাজীর বোম্বাইস্থ কর্ম্মচারী নারায়ণ পন্ত সহিত বহুবিধ উপহার দ্রব্য লইয়া নানা প্রকার পথক্লেশ অতিক্রমণ পূর্ব্বক অভিষেকের পূর্ব্বে রায়গড়ে উপস্থিত হন। ইংরাজদূতের নাম সার হেনরী অক্সএনডেন। ইংরাজদিগের সহিত যে সন্ধিপত্র লিখিত হয় তাহাতে বিংশতিটি সন্ধিসূত্র বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত সূত্র চতুষ্টয়ই প্রধান।

১ম। রাজাপুর ধ্বংস জন্য ইংরাজদিগকে তাহার ক্ষতি-পূরণ করিয়া দিতে হইবে। রাজাপুর, দাবোল, চেউল এবং কল্যাণ নগরে ইংরাজগণ বাণিজ্যগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। শিবাজীর বর্ত্তমান রাজ্য এবং ভবিষ্যতে যাহা

* ইহার মধ্যে সুরাত, বসাই, বম্বে, চেউল, জঞ্জীরা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান সকল বৈদেশিকগণের অধিকারভুক্ত ছিল।

পরাজয় করিবেন তাহাতেও ইংরাজগণ বাণিজ্য করিতে পারিবেন।

২য়। পণ্যদ্রব্যে শতকরা ২½ রাজস্ব প্রদান করিতে হইবে। দ্রব্যের তাৎকালিক মূল্যানুসারে ক্রয় বিক্রয় হইবে।

৩য়। সম্রাটের সিক্কার ন্যায় বিশুদ্ধ রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রণ করিতে হইবে; তাহার আদান প্রদান উভয়েই করিবেন।

৪র্থ। অর্ণবযান ভগ্ন হইয়া সমুদ্রকূলে সংলগ্ন হইলে তাহা ভূস্বামী প্রাপ্ত হইবেন।

শেষোক্ত বিষয়টি উঠাইয়া দিতে ইংরাজদূত বিশেষরূপ চেষ্টা করেন কিন্তু শিবাজী তাহাতে অস্বীকৃত হওয়াতে অগত্যা ইহাতে ইংরাজদূত সম্মত হইলে অষ্টপ্রধানসহ শিবাজী সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

ইংরাজদূত শিবাজীকর্তৃক সাদরে অভ্যর্হিত হইয়া কিছু দিন পরে বোম্বাই নগরে প্রত্যাবর্তন করেন।

অভিষেক উৎসব সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইলে শিবাজী মহা-সমারোহের সহিত সুবর্ণ ও নানা প্রকার বহুমূল্য রত্নে তোলিত হন। এই সকল তোলিতদ্রব্য সমাগত ব্রাহ্মণপণ্ডিত দীন দরিদ্রগণ মধ্যে বিতরণ করা হয়। এইরূপ পুণ্যকৃত্য করিবার সময় শিবাজী রায়গড়ের অভ্রভেদী চূড়া "জগদীশ্বরের" সুবিখ্যাত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাসাদোজগদীশ্বরস্য জগতামানন্দদোঽনুজ্ঞয়া
শ্রীমচ্ছত্রপতেঃ শিবস্য নৃপতেঃ সিংহাসনে তিষ্ঠতঃ।
শাকেষণ্ণব-বাণ ভূমিগণনাদানন্দ সংবৎসরে
জ্যোতিরাজ মুহূর্ত্ত কীর্ত্তি মহিতে শুক্লেশসার্পেতিথৌ ॥২॥

শিবাজী ধর্ম্মকার্য্যে পরম সুখে নিরুদ্বেগে কিছু দিন অতিবাহিত করিলে তাঁহার গর্ভধারিণী জিজাবাই পুত্রপৌত্রাদি পরিবেষ্টিতা হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। শিবাজী মাতৃবিয়োগজনিত দুঃখে অভিভূত হইয়া বালকের ন্যায় অধীর হইয়া পড়েন। অশৌচান্তে শাস্ত্রবিধানানুসারে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন এবং অকাতরে অশেষবিধ দ্রব্য ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

জিজাবাই ধর্ম্মভীরু, বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন। শিবাজী যদি মাতার নিকট শৈশবকালে সংশিক্ষা প্রাপ্ত না হইতেন, কিম্বা তাঁহার হৃদয়ে শৈশবকাল হইতে সদ্গুণবীজ সকল বপণ না হইত, তাহা হইলে তিনি এরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন কি না তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়। জিজাবাইয়ের ঈশ্বরনির্ভরতা, মিতব্যয়িতা ধর্ম্মশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণরাজি বাল্যকাল হইতে শিবাজীহৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া তাঁহাকে বরেণ্য করিয়া তুলে। শিবাজী জননীকে নারীরূপধারিণী দেবী বলিয়া পূজা করিতেন। রাজসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েও মা'র আদেশানুসারে চালিত হইতেন; কখনও তাঁহার আজ্ঞা ব্যতিক্রম করেন নাই। শিবাজী যৎকালে দিল্লী গমন করেন সে সময় রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীত্রয় জিজাবাইয়ের আদেশানুসারে পরিচালিত হইতেন।

বাপী-কূপ-তড়াগ-রাজি-রুচিরং রম্যংবনংবীতিকে
স্তম্ভৈঃকুম্ভিগৃহে নরেন্দ্র সদনৈরভ্রংলিহৈর্মোহিতে (?)
শ্রীমদ্রায়গিরৌগিরামবিষয়ে হীরাজিনানির্ম্মিতো
যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ বিলসতস্তাবৎ সমুদ্ভুজ্জৃম্ভতাম্ ॥ ২ ॥

উপরোক্ত শ্লোকদ্বয় মন্দিরমধ্যে খোদিত আছে।

ইহাঁর বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ্ণ ছিল যে সকল বিষয়েই তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। শিবাজী বাল্যকাল হইতে মাতার নিকট যুদ্ধস্থলের ভীষণতা, যবনগণের অত্যাচার, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের স্বদেশ রক্ষার জন্য অসাধারণ আত্মত্যাগ, যবনহস্তে জ্যেষ্ঠের মৃত্যু প্রভৃতি নানা প্রকার কথা শ্রবণ করেন; সুতরাং তাঁহার যবনদমন স্পৃহা বলবতী হয়। শিবাজী যৎকালে বন্দীভাবে দিল্লীতে অবস্থান করেন, সেই ঘোরতর দুঃখের সময় সুখ দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা জিজাবাই আদর্শ চরিত্রের ন্যায় অত্যন্ত ধীরভাবে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিয়া অবশিষ্ট সময় ঈশ্বরোপাসনানিরতা থাকিতেন। যতদিন পর্য্যন্ত ভারত-জননীগণ এইরূপ সুশিক্ষিতা সর্ব্বগুণসম্পন্না নিষ্কামব্রতপরায়ণা না হইতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা শিবাজীর ন্যায় পরম ভাগ্যবান পুত্রের জননী হইবার অনুপযুক্তা। পুরাকালে জননীগণ শিবাজীর ন্যায় শত শত সন্তান প্রসব করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়াছেন, এখনও আবার সেইরূপ গুণবতী হইলে দশ কোটি জননী শত শত শিবাজী প্রসব করিবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শিবাজী মাতৃবিয়োগজনিত দুঃখ বিমুক্ত হইতে না হইতে আবার তাঁহার হৃদয়াকাশ প্রলয়কালীন জলদজালসমাচ্ছন্ন বিশ্ব-সংহারক প্রবলবাত্যা সমাযুক্ত ক্ষোভিত রূপ ধারণ করে। যিনি শিবাজীর বাল্যকালের হৃদয়তোষিণী ক্রীড়াসহচরী ছিলেন, যিনি যৌবনকালে হৃদয়চারিণী ও সদুপদেশপ্রদায়িনী ছিলেন, যিনি শিবাজীর সুখ দুঃখের সমান অধিকারিণী ছিলেন, যিনি শিবাজীকে শঙ্কটাপন্নাবস্থায় নানা প্রকার উৎসাহগর্ভিত বাক্যে প্রোৎসাহিত করিতেন, যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংস্থা

পনের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জাতিগত স্বার্থ লক্ষ্য করিতে শিবাজীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রবল স্বাধীনতাস্পৃহা শিবাজীকে উন্মত্ত করিয়াছিল, সেই রমণীগণাগ্রগণ্যা, বীরাঙ্গণা, শিবাজীর সহধর্ম্মিণী সইবাই ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত সুখধামে গমন করেন।

পত্নীবিয়োগজনিত দুঃখ কিরূপ ভয়ঙ্কর, কিরূপ হৃদয়বিদারক, কিরূপ অশান্তিজনক ও কিরূপ শূন্যতা প্রতিপাদক তাহা বজ্রাপেক্ষা কঠোরহৃদয় শিবাজীতে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছিল। পত্নীবিয়োগ-বিধুর শিবাজী পতিপ্রাণা সইবাইবিয়োগে এতদুর অধীর হইয়াছিলেন যে কিছুদিন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। কর্ত্তব্যকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কখন সুখে বা দুঃখে অভিভূত হন না, সুখ বা দুঃখ তাঁহারা অবিকম্পিতভাবে ভোগ করিয়া থাকেন। ব্রণিতহৃদয় শিবাজীর ব্রণ পূরিত হইল বটে, কিন্তু ব্রণচিহ্ন দুর হইল না। সকলের দৃষ্টি ইতর স্থানে পতিত না হইয়া অগ্রেই ক্ষতস্থানে পতিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শিবাজী হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে গোপন করিয়া রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা এবং ভাবি কার্য্যের সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন।

শিবাজী সিংহাসনারূঢ় হইয়া দেখিলেন মহারাষ্ট্র ভাষা মধ্যে যবনভাষা বহুল পরিমাণে মিলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ রাজব্যবহার শব্দমধ্যে অধিকতর পরিমাণে মিশ্রিত। শিবাজী ইহা দুর করিবার জন্য "রাজব্যবহার কোষ" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। ইহাতে প্রাকৃত এবং যাবনী শব্দ সকল সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী অষ্টকের পূর্ব্ব উপাধি পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন সংস্কৃত নাম প্রদান করেন। এই আট জন কর্ম্মচারী বা অষ্টপ্রধান—ইহাঁদিগেরই পরামর্শানুসারে রাজ্যশাসন, যুদ্ধ-ঘোষণা এবং সন্ধি আদি কার্য্য সকল সাধিত হইত—

কর্ম্মচারীগণের নাম।	নূতন উপাধি।	পূর্ব্ব উপাধি।
মোরোপন্ত পিঙ্গলে	মুখ্যপ্রধান	পেশবা।
রামচন্দ্র নীলকণ্ঠ	পন্তঅমাত্য	মজুমদার।
অন্নাজী পন্ত	পন্তসচীব	সুরনীস।
হম্বীর রাও মোহিতে	সেনাপতি	সরনোবত।
জনার্দ্দন পন্ত হনমান্ত	সুমন্ত	চারমুলকী।
বালাজী পন্ত	ন্যায়াধীশ	আদালত।
রঘুনাথ পন্ত	ন্যায়শাস্ত্রী	দবীর।
দত্তাজী পন্ত	মন্ত্রী	ওয়াকনীস।

এইরূপ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া শিবাজী মহারাষ্ট্রীয় ভাষার পুষ্টিসাধন ও স্বভাষানুরাগ প্রদর্শন করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রাজ্য উপার্জ্জন অপেক্ষা রক্ষা করা অধিকতর বুদ্ধিমত্তা এবং ক্লেশের বিষয়। অনেক ব্যক্তি যুদ্ধস্থলে প্রচণ্ড বিক্রম, অসীম বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য, ক্লেশসহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, প্রভৃতি প্রকটিত করিয়া সময় সময় পৃথিবীর অধিকাংশ স্থল পদাক্রান্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের রাজ্যশাসন-শক্তি সম্যক প্রকারে না থাকাতে বিজিত দেশে তাঁহাদিগের গমনের দূরতার সহিত জেতৃত্ব সম্বন্ধ দূরতম হইয়াছিল। পরাধীন দেশ অনেক সময়ে অনেক মহাত্মার আত্মোৎসর্গে বহুক্লেশে যুদ্ধস্থলে স্বাধীনতা লাভ করিয়া আত্মশাসনে অসমর্থ হইয়া পুনরায় পরাধীন হইয়াছে—এরূপ উদাহরণ ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে। সাধারণের প্রচণ্ড উদ্যমে কোন পরাধীন দেশ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁহারা আত্ম-শাসন করিতে সক্ষম হইবেন ততদিন তাঁহারা স্বাধীনতা ভোগ করিতে অনুপযুক্ত। যে পর্য্যন্ত না পরাজিত দেশবাসী পরস্পর সমবেদনা, অধীন ভাবে কার্য্য, অহমহমিকাভাব দূর, সাধারণ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য, এবং আত্মোৎসর্গ করিতে না শিখিবেন সে পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বাধীনতালাভের কখনই উপযুক্ত নহে। হে অবনতি-কূপ-নিমজ্জিত ভারতবাসীন্! যদি আপনাদিগের মনুষ্যত্বলাভের স্পৃহা থাকে তাহা হইলে অগ্রে ঐ সকল দেবত্ব সম্পাদক গুণ-সকল অভ্যাস করুন।

শিবাজী যেরূপ প্রচণ্ডরূপে শানিত তরবারির বিকট প্রহারে রাজ্য উপার্জ্জন করেন, সেইরূপ শীতাংশুনিন্দিত সৌম্যরূপে সর্ব্বভূতে সুশীতল ছায়া প্রসারিত করিয়া শাসন করেন। শিবাজী কোন দেশ সম্যক প্রকারে জয় করিয়া প্রথমেই তাহার শাসন-ব্যবস্থার প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগ প্রদান করিতেন। যাহাতে প্রজারা বলবানের অত্যাচার ও অবিচার হইতে রক্ষা পায়, যাহাতে প্রজাগণ রাজপুরুষগণের পীড়নে প্রপীড়িত না হয়, যাহাতে তাহাদিগের কৃষি-বাণিজ্য বর্দ্ধিত হইয়া সুখ-সমৃদ্ধি সাধিত হয় এবং যাহাতে সকলে নির্ব্বিবাদে আপন আপন ধর্ম্ম-মত সকল অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করিতেন।

শিবাজীর রাজস্ব-সংগ্রহ শস্যের উপর নির্ভর করিত। শস্য উত্তমরূপে উৎপন্ন হইলে কর বৃদ্ধি এবং মন্দরূপ জন্মাইলে কর হ্রাস হইত। কৃষিবলদেশে শিবাজীর এ নিয়ম অত্যন্ত হিত-জনক। শস্য উত্তমরূপে উৎপন্ন হইলে প্রজাকে সেই শস্যের দুই পঞ্চমাংশ রাজস্ব প্রদান করিতে হইত এবং অবশিষ্ট তিন পঞ্চমাংশ তাহার থাকিত। এই ধান্য সংগ্রহ করিতে যাহাতে প্রজাপীড়ন না হয় সে বিষয়ে উপরস্থ কর্ম্মচারীগণ বিশেষরূপে দৃষ্টি প্রদান করিতেন। গ্রামের আয়তনানুসারে ২।৩।৪ খানি গ্রামের উপর একজন কারকুন এবং ইহাঁদিগের কার্য্য সহায়তার জন্য কার্য্যানুসারে লেখক নিযুক্ত হইত। ইঁহারা আবার তালুকদার বা তরফদার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেন। তালুকদার জেলার প্রধান কর্ম্মচারী; ইহাঁর অধীনে বহুসংখ্যক কারকুন নিযুক্ত থাকিত; তাহারা যথা সময় কোনরূপ ব্যত্যয় না করিয়া

হিসাব প্রদান করিত। তালুকদার স্বয়ং এবং ইহঁার অধীনস্থ পরিদর্শকগণ কারকুনদিগের হিসাব এবং প্রজার অবস্থা পরিদর্শন করিতেন। তালুকদারগণকে, সুবেদারের অধীনে কর্ম্ম করিতে হইত। সুবেদার এক একটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। শাসন কর্ত্তার হস্তে সৈনিকবলও প্রচুর পরিমাণে ন্যস্ত থাকিত। তালুকদারদিগের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে একজন মারহাট্টা হাবিলদার নিযুক্ত হইতেন। ধানা ও অর্থাদি রক্ষার জন্য সরনৌবত ও তাঁহাদিগের অধীনে ২।১টি দুর্গ থাকিত।

শিবাজী কাহারও সহিত নিয়মাবদ্ধ হইয়া বা কাহারও প্রাপ্য অর্থ প্রজাগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে দেওয়া—এ প্রথার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। শিবাজী বলিতেন ইহাতে তাহারা নির্দ্দয়তা সহকারে প্রজাপীড়ন করিয়া থাকে, প্রজাগণকে পীড়িত করা রাজার ধর্ম্ম নহে। জমীদারদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি দেশমুখ, দেশপাণ্ডে প্রভৃতি জমীদারদিগের ক্ষমতা অত্যন্ত সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। জমীদারগণ শিবাজী নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন; তাহার ব্যতিক্রম হইলে বিশেষ দণ্ডনীয় হইতেন। মহারাষ্ট্ররাজ্য মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণীস্থ পুরুষগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। শিবাজী এই সকল প্রজাগণকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ভোগবিলাসনিরত, পাশবহৃদয় ও অর্থগৃধ্নু জমীদারদিগের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে বিশেষরূপে প্রয়াস পাইতেন। যাহাতে জমীদারগণ ভবিষ্যতে কোনরূপ রাজশক্তির অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে সে জন্য তিনি গ্রামের প্রাচীর সকল ধ্বংস করিয়া দিয়া ছিলেন। শিবাজী জাইগীর প্রথার অত্যন্ত বিরোধী

হইলেও দুই এক স্থলে বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে জাইগীর প্রদান করিয়াছিলেন। জাইগীরদারগণ অনেক সময় প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নানাপ্রকার বিপদ উদ্ভাবনা করিয়া প্রভুশক্তি ধ্বংস করিতে চেষ্টিত হওয়াতে দূরদর্শী শিবাজী এই সকল প্রথা সমূলে উন্মূলিত করিয়া ফেলেন। নবার্জ্জিত দেশে সেই প্রদেশের পুরাতন, কুলীন, প্রতিষ্ঠিত, কর্ম্মচারীগণের উপর কর্ম্মভার ন্যস্ত করিতেন; পরে ধীরে ধীরে উপরোক্ত প্রথা সকল প্রচারিত করিতেন।

দায়াদ-বিবাদ ও বিসম্বাদ পঞ্চায়ৎ কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইত। বহুদর্শী, বৃদ্ধ, ধর্ম্মভীরু, অভিজ্ঞ গ্রামবাসী এই পঞ্চায়ৎ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইতেন। পঞ্চায়ৎ কর্ত্তৃক বিবাদভঞ্জন না হইলে যথাক্রমে কারকুন, তালুকদার, সুবেদার ও ন্যায়াধীশ কর্ত্তৃক বিচারিত হইত। ন্যায়াধীশ এ বিষয়ের প্রধান বিচার-পতি। কায়িক দণ্ড প্রদান করিতে হইলে পঞ্চায়ৎ বিচার করিয়া রাজপুরুষগণের হস্তে প্রেরণ করিতেন। সামাজ কর্ত্তৃক আর্থিক দণ্ড প্রদত্ত হইলে, পঞ্চায়ৎ সেই অর্থ সমাজের কল্যাণার্থে ব্যয় করিতেন। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান কালের ন্যায় সে সময় বিচারের মূল্য প্রদান করিতে হইত না।

প্রজাগণকে দস্যু ও চৌর ভয় হইতে মুক্ত করিবার জন্য রাজ-পুরুষগণ অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টি প্রদান করিতেন। শিবাজী প্রথমতঃ কতকগুলা দুর্দ্দান্ত দস্যুর প্রাণদণ্ড প্রদান করিয়া দুষ্ট জনের বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছিলেন। যে সকল জাতি তস্কর বলিয়া প্রখ্যাত তাহাদিগকে গ্রামের একপার্শ্বে ভূমি প্রদান করিয়া বসতি করান। গ্রাম মধ্যে কোন চুরী হইলে তাহাদিগকে তাহার মূল্য

অথবা অপরাধকারীর সংবাদ প্রদান করিতে হইত। ব্রাহ্মণ যে কোন অপরাধে অপরাধী হউন না কেন তাঁহাদের প্রাণদণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল; দেশ হইতে নিষ্কাষিত করাই তাঁহাদিগের পক্ষে চরম দণ্ড। যে ব্যক্তি জীবিকার জন্য ভূমি প্রাপ্ত হইয়াও চৌর্য্যাপরাধে প্রমাণিত হইত সে অতীব গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইত। শিক্ষা সম্বন্ধে শিবাজীর মনোযোগ নিতান্ত কম ছিল না। জাতিগত শিক্ষা অত্যন্ত হিতজনক বিবেচনা করিয়া কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি সাম্প্রদায়ীক শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অভিজ্ঞ কর্ম্মকার সূত্রধর প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধোপযোগীদ্রব্য নির্ম্মাণ ও বালকগণকে শিক্ষাপ্রদানার্থ নিযুক্ত করিয়া উৎসাহবর্দ্ধন করিতেন। এরূপ জাতিগত শিক্ষা স্বাধীন ভারতে হিতপ্রদ সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণগণ হিন্দুসমাজের মস্তিষ্ক স্বরূপ বোধে শিবাজী তাঁহাদিগের শিক্ষাকল্পে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করেন। প্রত্যেক বিদ্যার্থী ও অধ্যাপক রাজকোষ হইতে বিদ্যানুসারে বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। প্রত্যেক বৎসরে শ্রাবণ মাসে বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ রায়গড়ে আহূত ও পরীক্ষিত হইয়া বিদ্যানুসারে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। শিবাজী স্থানে স্থানে অন্নছত্র স্থাপন করিয়া বিদ্যার্থীগণের সুবিধা সম্পাদন করেন।

রাজ্যমধ্যে গবাদি গৃহপালিত পশু যাহাতে উৎকর্ষ লাভ করে তজ্জন্য শিবাজী বিশেষ যত্নবান ছিলেন। মানদেশ, ভীমথড়ী প্রভৃতি তৃণবহুলপ্রদেশে অশ্ব পালন করিবার জন্য অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ লোক সকল নিযুক্ত করেন। এইরূপ গো, মহীষ, মেষ ও ছাগাদি পশুর উৎকর্ষ সাধনার্থ দেশ ও কোকন

প্রদেশে স্থান নির্দ্দেশ করেন ; এইরূপে শিবাজীর অধ্যবসায় ও যত্নে অল্প দিনের মধ্যেই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুদৃঢ়, বলবান, ক্লেশসহিষ্ণু অশ্ব, বলীবর্দ্দ প্রভৃতি পশু উৎপন্ন হয়। এই সকল শ্রমশীল ও ক্লেশসহিষ্ণু অশ্ব মহারাষ্ট্রগণের অত্যন্ত প্রিয় এবং বিশেষরূপে যুদ্ধোপযোগী হইয়াছিল।

মুসলমান প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগের বিবাদ তৎ ধর্ম্মাবলম্বী পঞ্চায়ৎ কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইত। এরূপ ভাবে নিষ্পত্তি না হইলে রাজপুরুষসমীপে প্রেরিত হইত।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিবাজীর হৃদয় অতীব উদার ছিল। বর্ত্তমান কালের ন্যায় তৎকালে রাজ-ধর্ম্মযাজকগণই এক মাত্র রাজ-কোষ হইতে বৃত্তি পাইতেন এরূপ নহে। যে সকল মসজীদ বা পীর-স্থানের কোন স্বত্বাধিকারী ছিল না সে সকল স্থানের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ভূমিবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এই সকল স্থান পরিদর্শন ও হিসাবাদি রাখিবার জন্য মুসলমান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। উপরস্থ রাজপুরুষগণ আসিয়া এ সকল বিষয় সময় সময় পরীক্ষা করিয়া যাইতেন।

সৈনিক নিয়ম।—শিবাজীর সৈনিক নিয়ম সকল সরল, হৃদয়গ্রাহী এবং সুখসাধ্য। প্রথমতঃ শিবাজী পদাতিক সৈন্যের উৎকর্ষ সাধনার্থে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। পরে রাজ্য বৃদ্ধির সহিত অশ্বারোহী সৈন্য এবং গোলন্দাজের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে মনো-নিবেশ করেন। ঘাটমাথা এবং কোকন প্রদেশ হইতে ইঁহার সৈন্য সকল সংগৃহীত হইত। ঘাট মাথার অধিবাসিরা মাবলা ও কোকনবাসীরা হাটকারী নামে অভিহিত হয়। প্রথমোক্তরা দুর্গাক্রমণ করিতে পারদর্শী এবং শেষোক্তরা লক্ষ্যভেদক বলিয়া

বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইহারা সকলেই ক্লেশসহিষ্ণু যুদ্ধ প্রিয় সাহসী এবং দৃঢ়শরীর ছিলেন। তৎকালে পাজামা, শীত কালে কার্পাসভরিত অঙ্গাবরণ, মস্তকে পাকড়ি, কটিদেশে কটিবন্ধ এবং পদদেশে পদত্রাণ ইহাই সৈন্যগণের সাধারণ পরিচ্ছদরূপে ব্যবহৃত হইত। পদাতিক সৈন্যগণ ঢাল তলবার বন্দুক এবং প্রত্যেক দশম ব্যক্তি বন্দুকের পরিবর্ত্তে তীর ধনুক ব্যবহার করিত। রাত্রিকালের আক্রমণে নিঃশব্দে কার্য্যসিদ্ধি করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী হইত। সৈন্যগণ আপন আপন গৃহ হইতে অস্ত্র আনয়ন করিত এবং যুদ্ধকালে রাজকোষ হইতে বারুদ গোলা গুলি প্রাপ্ত হইত। প্রত্যেক নয় জন পদাতিকের উপর একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়; তিনি নাইক নামে অভিহিত হন। এই রূপ পঞ্চাশ জনের উপর হাবিলদার, এক শতের উপর জুমালদার, সহস্রের উপর হাজারী এবং পঞ্চ সহস্রের উপর পাঁচ হাজারী নিযুক্ত হইতেন। সমস্ত পদাতিক সৈন্য সরনৌবত বা প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত।

অশ্বারোহী সৈন্য শিলেদার ও বরগিরদার ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমোক্ত আপন অশ্ব লইয়া কার্য্য করিত, শেষোক্ত রাজ্য হইতে অশ্ব প্রাপ্ত হইত। ইহারা পদাতিক সৈন্যের ন্যায় পরিচ্ছদ ও অস্ত্র ধারণ, অধিকন্তু শত্রুভেদক ভীষণ ভল্ল ধারণ করিতেন। পঞ্চ বিংশতি অশ্বারোহির উপর এক জন হাবিলদার, এক শত পঞ্চবিংশতির উপর জুমালদার, ছয় শত পঞ্চ বিংশতির উপর এক জন সুবেদার এবং প্রত্যেক দশ জন সুবেদার অর্থাৎ ছয় হাজার দুই শত পঞ্চাশ জন অশ্বারোহীর সেনাপতি পাঁচ হাজারী নামে অভিহিত হইতেন।

অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের প্রত্যেক জুমালদার এক জন মজুমদার, বেতন ও হিসাব রক্ষক কারকুন এবং একজন করিয়া গুপ্তচর প্রাপ্ত হইতেন। জুমালদার পাঁচশত হোণ এবং মজুমদার এক শত পঞ্চাশ হোণ বাৎসরিক বেতন পাইতেন। সুবেদার ও মজুমদার, কারকুন এবং গুপ্তচর পাইতেন। ইহাঁর বাৎসরিক বৃত্তি সহস্র হোণ। এইরূপ পাঁচ হাজারী দুই হাজার হোণ, ইহাঁর মজুমদার, গুপ্তচর, কারবারী এবং জমনীস পঞ্চ শত হোণ পাইতেন শেষোক্ত কর্ম্মচারীদ্বয় রাজ্যে বন্দোবস্ত করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেন। রাজস্ববিভাগে শিবাজী অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কর্ম্মচারী এবং সৈনিক বিভাগে ব্রাহ্মণ, মহারাট্টা এবং কায়স্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। পদাতিক এবং অশ্বারোহী উভয় সৈন্যদলে দুই জন পৃথক পৃথক সেনাপতি নিযুক্ত হইতেন।

প্রত্যেক দুর্গে হাবিলদার, সবনীস এবং সরনৌবত তিন জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। কর্ম্মচারীত্রয় মিলিত হইয়া দুর্গের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বৃহৎ বৃহৎ দুর্গে ছয় সাত জনও কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। সবনীস দুর্গের আয় ব্যয় এবং শস্যাদি সঞ্চয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিতেন। প্রত্যেক দুর্গে অন্ততঃ ছয় বৎসরের আহারোপযোগী শস্য সংগৃহীত হইত। কি যুদ্ধ কি শান্তি সকল সময়েই সৈন্যগণ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত থাকিত। দুর্গের পাদদেশে মহার (চণ্ডালের ন্যায় জাতি) প্রভৃতি জাতি নিবাস করা জন্য শত্রুর অকস্মাৎ আক্রমণ হইতে দুর্গ রক্ষার অনেক সহায়তা করিত।

সৈন্যগণ শরৎ কালে একত্রিত হইয়া বিজয়াদশমীদিবসে পর রাজ্যাক্রমণে বহির্গত হইতেন। অশ্বারোহী সৈন্যগণই

দূরতর প্রদেশাক্রমণে গমন করিতেন। অভিযানের পূর্ব্বে আক্রম্য প্রদেশের আচার, ব্যবহার ও ভাষাজ্ঞ চরগণ শত্রুগণের অবস্থা ও সংখ্যা, তৎপ্রদেশবাসীর মনোগত ভাব ইত্যাদি বিষয় সুক্ষ্মরূপে পরিদর্শন করিয়া আসিতেন। তাঁহারা বুদ্ধিমান, মনোগত ভাবগোপনে নিপুণ, দুষ্ট পদার্থ হৃদয়াঙ্কণ করণে সমর্থ ও সাঙ্কেতিক ভাষাভিজ্ঞ হইতেন, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অপরিচিত এমন কি যাঁহার অধীনে নিযুক্ত থাকিতেন তিনি ব্যতীত অপরে কেহ তাঁহার বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইতেন না। শিবাজী চরগণ প্রমুখাৎ সমস্ত বিষয় অবগত এবং সৈন্যগণের অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র, পরিচ্ছদ প্রভৃতি তন্ন তন্ন রূপে পরীক্ষা করিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিতেন। গমন কালে মূল সৈন্যের অগ্রে এবং পশ্চাদ্ভাগে দুইটি সেনাদল শত্রুগণের অবস্থান অবগত এবং অকস্মাৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রক্ষিত হইত। যুদ্ধের শীঘ্র সম্ভাবনা না থাকিলে দলে দলে বিভিন্ন বিভিন্ন মার্গে গমন করিত; ইহাতে ঘোটক ও আরোহী উভয়েরই সুবিধা সাধিত হয়। যুদ্ধ সম্ভাবনা থাকিলে যে পথ দিয়া শীঘ্র গমন করা যায় সেই পথই অনুসরণ করা হইত। বিশেষ আবশ্যক না হইলে দ্রুতবেগে যাইতেন না; ইহাতে কেবল অনর্থক ঘোটক ও আরোহী ক্লান্ত হইয়া রুগ্ন দল বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ঘটনাক্রমে অপরিচিত দেশে উপস্থিত হইলে তদ্দেশে শত্রুদিগের গতিবিধি অবগত হইবার জন্য ডাকঘর সকল লুণ্ঠিত এবং পত্রসকল পঠিত হইত, কিম্বা শত শত ব্যক্তি দেশের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। শিবাজী এই সকল পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

সৈন্যগণ অনাবশ্যকীয় কোন দ্রব্য নিকটে রাখিতে পারিত না, রন্ধনের জন্য বড় ঘটী এক খানা চাটু ও থালা যথেষ্ট হইত। ইহারা প্রায় খিচুড়ীই প্রত্যহ ভোজন করিত। সুতরাং বিশেষ তৈজস পত্রের আবশ্যক হইত না। বিশ্রামকালে পর্য্যয়ণ বিস্তার করিয়া শয্যার কার্য্য সমাধা করিত। প্রত্যেক সৈন্যের অশ্বশয্যার সহিত একটি ঝুলি থাকিত, তাহাতে বিজয়-লব্ধ দ্রব্য রক্ষিত হইত। লব্ধ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর নিকট যদি সেই দ্রব্যের বিশেষ বিবরণ না লিখান হইত তাহা হইলে অপরাধী সৈন্য বিশেষ দণ্ডে দণ্ডিত হইত।

মহাভাগ শিবাজী যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে সেনাপতিগণকে তুইটি বিষয় বিশেষ রূপে চিন্তা করিতে পরামর্শ প্রদান করিতেন। যুদ্ধের তুইটি নিশ্চিত ফল, জয় ও পরাজয়। জয়লাভ করিয়া কিরূপে তাহার ফল ভোগ, কিরূপে বা পরাজিত সেনার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত ও নৈতিক বল বিহীন করিতে হইবে, কিরূপেই বা সম্ভাবিত শত্রু-সেনাসাহায্যকারীগণকে পুনরাক্রমণ করিতে হইবে তদ্বিষয় যুদ্ধের পূর্ব্বেই সেনাপতির পরিচিন্তনীয় বিষয়। পরাজিত হইয়া কিরূপে কোন পথে নির্বিঘ্নে সৈন্যগণ ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসহ গমন করিতে পারা যায়, কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে সৈন্যগণমধ্যে নৈতিক বল বিহীনতা আগমন করিতে না পারে, পূর্ব্ব হইতে তাহা চিন্তা করা উচিত; কেননা জয় বা পরাজয়-কালীন মানসিক বিশৃঙ্খলতার সময় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা সকলের পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে। শিবাজী বলিতেন নৈতিকবল বিহীন বিভীষিকাগ্রস্ত বিপুল বাহিনী, উপযুক্ত

নায়ক কর্ত্তৃক পরিচালিত মুষ্টিমেয় সৈন্য দ্বারা পরাজয় করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

যুদ্ধযাত্রার সময় সৈন্যগণ শয়ন ভোজন উপবেশন সকল সময়েই যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত থাকিতে আদিষ্ট হইত। শিবাজী বলিতেন শত্রুগণের অকস্মাৎ আক্রমণের সময় যে পদাতিক বা অশ্বারোহী "হর হর" শব্দে সর্ব্ব প্রথমে শত্রুর উপরে শাণিত তলবারী বা অশ্বারোহণ করিয়া ভীষণ ভল্লাঘাত করিতেন তিনিই সর্ব্বজন কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইতেন। এইরূপ যে পদাতিক বা অশ্বারোহী যুদ্ধের ভীষণ স্থানে পশ্চাৎ পদ না হইয়া সিংহ-বিক্রমে অরি-কুল বিনাশ সাধনে তৎপর হন, তিনি বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত এবং বিশেষ রূপে পুরস্কৃত হইতেন। যে বলবান, দৃঢ়, ক্লেশসহিষ্ণু পুরুষ যুদ্ধস্থলে অসীম সাহসিকতা এবং প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিতে পারিতেন কালক্রমে সেই পুরুষসিংহকে শিবাজী, সেনানায়ক-পদে নিযুক্ত করিতেন, যুদ্ধ-বীরের উপরোক্ত গুণ প্রধান ভূষণ। যিনি পুস্তকগত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উপরোক্ত গুণ বর্জ্জিত হন তিনি কখন যোদ্ধা এই স্পৃহণীয় নাম গ্রহণের যোগ্য নহেন। যে সেনানী, সাহায্যের জন্য বিপুলবাহিনী বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদিগের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াও বজ্র প্রভাবে অরিঅক্ষৌহিনী দলিত, মথিত ও বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ হইতেন বীরকুলচূড়ামণি শিবাজী, তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া সম্মানিত করিতেন। শিবাজী সৈন্যগণকে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রোৎসহিত করিয়া সাগরোপম যবনবাহিনীর উপর লোকোত্তর বিজয় লাভে সমর্থ হন।

সৈন্যগণমধ্যে মদ্য, অহিফেন, গাঁজা. সিদ্ধি প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন বা কোন স্ত্রী সঙ্গে লইয়া গমন বা বন্দিনী অথবা তাহাদিগের উপর অত্যাচার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। যিনি ইহা উল্লঙ্ঘন করিতেন তিনি অতি কঠোর ভাবে দণ্ডিত হইতেন। কৃষকগণের বা শষ্য ক্ষেত্রের যাহাতে কোন প্রকার অনিষ্ট সাধিত না হয় সে বিষয় শিবাজী সৈন্যগণকে বিশেষ রূপে দৃষ্টি দিতে আজ্ঞা করেন। তৎকালে গ্রাম সকল ভষ্মীভূত, ক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত দেখিয়া যবন সৈন্যের গমনানুমান করিতে ক্লেশ বোধ হইত না। বর্ত্তমান কালে সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত পুরুষগণেরও শিবাজীর এই সকল সন্নীতি শিক্ষনীয় সন্দেহ নাই।

আহত সৈন্যের চিকিৎসার জন্য, প্রত্যেক সেনাদলে উপযুক্ত পরিমাণে চিকিৎসক সকল নিযুক্ত থাকিতেন। নিহতগণের প্রেতকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য তিনি সুব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সৈন্যগণ যাহাতে ধর্ম্মভীরু, সচ্চরিত্র, কর্ত্তব্যকর্ম্মপরায়ণ হয়, সে জন্য প্রত্যেক সৈন্যদলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা বীরধর্ম্ম, দান ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম এবং হৃদয়ের মহত্ত্বতা-জনক উপাখ্যান সকল সৈন্যগণমধ্যে কীর্ত্তন করিতেন।

গো ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক এবং দেবমন্দীর সকল যে কোন জাতির হউক না কেন, শিবাজী সৈন্যের তাহা সম্মানের বিষয়, সৈন্যগণের উন্মত্ততা জনক যুদ্ধজয়ের সময়ও তাহারা উহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে বিমুখ হইত ইহা সাধারণ নীতিশিক্ষার ফল নহে। সৈন্য নিযুক্তের সময় সেনাগণের মধ্যে কোন

ব্যক্তি তাহার জন্য প্রতিভূ হইলে তবে সে ব্যক্তি সৈনিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিত। এইরূপ প্রত্যেক সৈন্য কাহার না কাহার প্রতিভূ হইয়া তাহার কর্ম্মের জন্য উত্তর প্রদান করিতে বাধ্য হইত।

শিবাজী নবীন রাজ্য জয় করিয়া শত্রু আক্রমণ হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য সীমান্ত প্রদেশে দুর্গশ্রেণী সকল নির্ম্মাণ করিতেন। ইহাতে শত্রু আক্রমণ বা প্রজা বিদ্রোহ ভীতি একেবারেই নির্ম্মূল হইত। এইরূপে তিনি রাজ্যমধ্যে বহুল পরিমাণে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।*

* নিম্নে শিবাজীর রাজ্যের প্রধান প্রধান দুর্গ পরিগণিত হইল ইহাতে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃতি অনুমান করিতে ক্লেশ হইবে না।

সাতারা প্রদেশ—সাতারা, বৈরাটগড, বৰ্দ্ধনগড়, পরলী বা সজ্জনগড়, পাণ্ডবগড়, মাহিমান গড়, কমলগড়. বন্দনগড়, তাথবড়া, চন্দনগড, নান্দগিরী। করাড়প্রদেশ—বসন্তগড, মচিন্দ্রগড, ভূষণগড, কসবা করাড়। সহ্যাদ্রি মাবল প্রদেশ—রোহিড', সিংহগড়, নারায়ণ গড়, কুবারী, কেলনা, পুরন্দর দৌলত-মঙ্গল, মোরগিরী, লোহগড়, রুদ্রমাল, রাজগড়, তুঙ্গ, তীকোনা, রাজমাচী তোরণা, দাতে গড়, বিসাপুর, বাংসোটা, সিভনারী। পান্‌হালা প্রদেশ—পন্হালা, খেলনা, বিশালগড়, পাবনগড়, রাঙ্গনা, গজেন্দ্রগড়, ভুদরগড়, পারগড়, মদনগড়, ভবগড়, ভূপালগড়, গগনগড়, বাবড়া। কোকণ, বক্কারী এবং নল দুর্গ প্রদেশ—মালবন সিন্ধুদুর্গ, বিজয়দুর্গ, জয়দুর্গ, রত্নাগিরী, সুবর্ণ দুর্গ, থান্দেরী, উন্দেরী. কুলা বা রাজকোট, অঞ্জনবেল, রেবদণ্ডা, রায়গড় পালী, কলানিধিগড়, আরনাল, সুরঙ্গগড় মানগড, মহিপতগড়, মহিমণ্ডণগড়, সুমারগড়, রসালগড়, কর্ণালা, ভোরোপ বল্লালগড়, সারঙ্গগড়, মাণিকগড, সিন্দগড়, মণ্ডণগড়, বালগড় মহিমন্তগড় লিঙ্গাণা, প্রচীতগড়, সমানগড় কাঙ্গেরী প্রতাপগড়, তলাগড়, ঘোষালগড়, বিথাড়ী, ভৈরবগড, প্রবলগড়, অবচিতগড, কুম্ভগড়, সাগরগড়, মনোহরগড়, সুভানগড়, মিত্রগড়, প্রহ্লাদগড, মণ্ডণগড়, সহনগড় শিকেরাগড়, বীরগড়, মহীধরগড়, রণগড়, সেঠগাগড়, মকরন্দগড়, মাহুলী, ভাস্করগড়, কবন্থী। থানা প্রদেশ—কল্যাণ ভিম্বড়ী. বাই, করাড়. সুপে,পটাব, বারামতী, চাকন, শিরবল, মিরজ, তাসগাঁও করবীর। বাগলাণ প্রদেশ—সালেরী,

শিবাজী আজীবন তৎকালীন প্রধান প্রধান ক্ষমতাশালী রাজন্যবর্গের সহিত অনবরত লোকক্ষয়কর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া ও রাজ্য শাসন ব্যবস্থা এবং সুন্দর সুন্দর সৈনিক নিয়ম প্রণয়ন

নাহাবা, হরসল, মুলেরী, কণেরা অহিবন্তগড়, ধোড়োপ। নাসিকত্রিম্বক প্রদেশ—ত্রিম্বক, বাহুলা, মনোহরগড় বখলাগড়,' চাবণ্ডস, মৃগগড়, করোলা, রাজপেহর, রামসেন, মাচনাগড়, হর্ষণ, জবলাগড়, চান্দগড়, সবলগড়, আবটা, কণকই, গড়গড়া, মনরঞ্জন, জীবধন, হড়সর, হরীন্দ্রগড়, মার্কণ্ডেয়গড়, পটাগড়, টণকই, সিদ্ধগড়। ক্ষোণ্ড,বিদনুর প্রদেশ কোট ফোণ্ড,কোট কাহুর,কোটবকর কোটব্রাহ্মণাল, কোটকড়বল, কোট আকোলে, কোটকঠর, কোটকলবর্গে, কোট শিবেশ্বর, কোট মঙ্গরুল, কোটকড়ণার কোট কৃষ্ণাগিরী। জগদেবগড় ও কর্ণাটকাদি প্রদেশ—গদেবগড়, সুদর্শনগড় রমণগড়, নন্দীগড়, প্রবলগড়, বহিরবগড়, মহারাজগড়, সিদ্ধগড়, জবাদিগড়, মার্ত্তণ্ডগড় মঙ্গলগড়, গগনগড়, কৃষ্ণাগিরী, মল্লিকার্জ্জুনগড়, কস্তুরীগড়, দীর্ঘপলিগড়, রামগড়। শ্রীরঙ্গপট্টণ প্রদেশ—কোঠে ধর্ম্মপুরী, হরিহরগড়, কোট গরুড়, প্রমোদগড়, মনোহরগড়, ভবানীদুর্গ, কোট অমরাপুর, কোট কুহুর, কোট তলেগিরী, সুন্দরগড়, কোট তলগোণ্ডা, কোট আটনুর, কোট ত্রিপাদুরে, কোট দুটানেটী, কোট বথনুর কলপগড়, মহিনদীগড়, কোট আলুর, কোট শ্যামল, কোট বিরাড়ে, কোট চন্দমাল। জিলোর প্রদেশ—কোট আরকাট, কোট লখনুর, কোট পালনা-পট্টণ, কোট ত্রিমল, কোট ত্রিবাদী, পালে কোট, কোট ত্রিকোণদুর্গ, কৈলাশ-গড়, চঙ্গিবরা কোট, কোট বৃন্দাবন, চেতপাহ্বলী, কোলবালগড়, রসালগড়, কর্ম্মঠগড়, বশবন্তগড়, মুথ্যগড়, গর্জ্জনগড়, মড়বিড়গড়, মহিমন্তগড়, প্রাণগড়, সামারগড়, সাজরাগড়, দুভেগড়, গোজরাগড়, অমুরগড়। বনগড় প্রদেশ—বনগড়, গহনগড়, সিমদুর্গ, নলদুর্গ, মিরাগড়, শ্রীমস্তদুর্গ, শ্রীগদনগড়, নরগুন্দ মহন্তগড়, কোপলগড় বাহাদুর চিন্তা, ব্যঙ্কটগড়, গন্ধর্ব্বগড়, টাকেগড়, শূপে-গড়, পরাক্রমগড়, কনকাদ্রিগড়, ব্রহ্মগড়, চিত্রদুর্গ, মসন্নগড়, হডপসরগড়, কাঞ্চনগড়, অবলাগিরিগড়, মন্দনগড়। কোল্থার বালাপুর প্রদেশ—কোল্থার, ব্রহ্মগড়, বডন্নগড়, ভাস্করগড়, মহিপালগড়, মৃগমদগড়, আম্বেনিরাইগড়, বুধলা কোট, মাণিকগড়, নন্দীগড়, গণেশগড়, খবলগড়, হাতমঙ্গলগড়, মঞ্চকপ্রকাশ-গড়, ভীমগড়, প্রেইবারগড়, মেদগিরী, বেনগড়, শ্রীবর্দ্ধনগড়, নিদনুর কোট, মলকোহ্লার কোট, ঠাকুরগড়, সরসগড়, মল্হারগড়, ভূমণ্ডলগড়, বিরুট কোট। চন্দী প্রদেশ—রাজগড়, বেনগড়, কৃষ্ণাগিরী, মদোন্মত্তগড়, আরবলুগড়, বালাকোট।

করিয়া স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি ঐশ্বরিক শক্তিবলে সকল বিষয়েই সিদ্ধবিদ্য ছিলেন। যে বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনার্থ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন সেই বিষয়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করেন। তিনি যেরূপ আড়ম্বর-শূন্য ছিলেন তাঁহার নিয়মাবলীও সেইরূপ সুখসেব্য এবং হৃদয়গ্রাহী ছিল। যে দিন পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ শিবাজীর এই সকল নিয়মানুসারে পরিচালিত হইয়াছিলেন সে দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলের অজেয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহারা শিবাজীপ্রোক্ত মিতাচার প্রতিপালন, গো ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য বদ্ধ পরিকর ছিলেন, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা মুসলমান, ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ ও পর্টুগীজদিগের হৃদয়ে বিজাতীয় বিভীষিকা উৎপাদন করিতে সমর্থ ছিলেন। যে দিন হইতে তাঁহারা মূল মন্ত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন-ব্রত বিস্মৃত হইয়া স্বীয় স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত. এবং সাধারণ স্বার্থ বলি প্রদান করিতে কৃত সংকল্প হন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদিগের অধঃপতন প্রারম্ভ হয়। যে দিন তাঁহারা কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর সমবেদনা বিহীন হন, সেই দিন হইতে তাঁহাদিগের অধঃপতন প্রারম্ভ হয়। যে দিন এই বীরজাতি শাসন বহির্ভূত হইয়া সমধর্ম্মীদিগের ও স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হন সেই দিন হইতে তাঁহাদিগের অবনতি আরম্ভ হয়। যে দিন হইতে তাঁহারা রাজ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া লুণ্ঠনকারী নামে অভিহিত এবং হিন্দুগণসমীপে সকল প্রকার ঘৃণিত বিশেষণের পাত্র হন সেই দিন হইতেই তাঁহারা শোচনীয়াবস্থায় শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে যত্নবান হন।

যদি এই বীর জাতি, যাঁহারা অভ্যুত্থান কালে নানাবিধ সদ্গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, যদি তাঁহারা শিবাজী. পদবী অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে অদ্য ভারতের মানচিত্র অন্য রূপ ধারণ করিত সন্দেহ নাই। বিধাতা ভারতভালে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;. প্রায়শ্চিত্য না করিয়া কে কোথায় সুখ লাভ করিয়াছেন ? হে আজন্ম কঠোর প্রায়শ্চিত্য নিরত ভারত বাসিন্! আপনারা যে এই পূর্ব্বপুরুষ-গণের অধর্ম্মাচরণজনিত ঘোরতর প্রায়শ্চিত্য প্রত্যহানুষ্ঠান করিতেছেন, কখন কি আপনারা সেই সকল মহাপাপবিষয়ক চিন্তা করিয়া থাকেন ? জানি না, আপনাদিগের এই বহু বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত কবে নিঃশেষিত হইবে এবং কবেই বা আপনারা মহাপাপ নির্ম্মুক্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিবেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

শিবাজী নানা প্রকার শোকদুঃখ অবিচলিতভাবে সহন করিয়া পুনরায় পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করেন। এ সময় উত্তরে মোগল ও দক্ষিণে বিজাপুর রাজ্যের সহিত তাঁহার শত্রুতা থাকিলেও তাঁহারা অনবরত লোকক্ষয়কর যুদ্ধে অকৃতকার্য্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করেন। শিবাজীও তাঁহাদিগের সহিত বৈরভাব দূর করিয়া বন্ধুত্বভাব অবলম্বন করেন। যৎকালে শিবাজী রাজ্যমধ্যে শান্তিসুখানুভব করেন সে সময় সুদূর কর্ণাটক প্রদেশে শাহাজী-সংস্থাপিত বিশাল জাইগীরমধ্যে ব্যাঙ্কোজীসহ নারায়ণ ভ্রাতৃদ্বয়ের মনবিবাদ অঙ্কুরিত হয়। নারোত্রিমল হনমন্তে নামক জনৈক শাহাজীর ভাগ্য-সহচর ব্রাহ্মণ তাঁহার জাইগীরের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি দক্ষতার সহিত দীর্ঘকাল কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে, শাহাজী প্রসন্ন হইয়া রঘুনাথ নারায়ণ ও জনার্দ্দন নারায়ণ নামক তাঁহার পুত্রদ্বয়কে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভ্রাতৃদ্বয় উভয়েই রাজনীতি-তত্ত্বজ্ঞ, দীর্ঘদর্শী, অবসরজ্ঞ, অধ্যবসায়ী এবং যশলিপ্সু ছিলেন। শাহাজীর মৃত্যুর পর ব্যাঙ্কোজী, নারায়ণ দ্বয়ের সাহায্যে কিছুদিন সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উন্নতহৃদয় ভ্রাতৃদ্বয়, শিবাজী যেরূপ বিশাল হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিতেছেন, তিনি যেরূপ গোব্রাহ্মণ রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়া, সকলকে এককেন্দ্রে আবদ্ধ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন

প্রকার কার্য্য করিতে অভ্যস্ত করাইয়াছেন, প্রভুভক্ত ভ্রাতৃদ্বয় সেইরূপ ব্যাঙ্কোজীকে পুরঃসর করিয়া সুদূর দ্রাবিড়মণ্ডলে মহারাষ্ট্র বিজয়বৈজয়ন্তী সংস্থাপিত করিতে বিশেষরূপে প্রয়াশ পান।

উষর ভূমিতে সুবীজ রোপিত হইলে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না; যদি বা অঙ্কুরিত হয় তাহা ফলবিহীন হইয়া বিকৃতরূপে বর্দ্ধিত হয়; দৈবক্রমে বর্দ্ধিত হইলেও তাহা কখন সুফল প্রসব করিতে দৃষ্টিগোচর হয় না। নারায়ণদ্বয়ের হিত-পরিপূরিত উপদেশ ব্যাঙ্কোজীর নিকট অহিতজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া অবশেষে ঘোরতর শত্রুতায় পরিণত হইল, ভ্রাতৃদ্বয় এক অবস্থায় এস্থানে অবস্থান করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া, ভাগানগর-রাজ্য পরিদর্শন পূর্ব্বক শিবাজীসকাশে উপস্থিত হইয়া সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অরাজকতা, হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপনের সুগমতা এবং তৎপ্রদেশ রক্ষণবিষয়ক নির্ব্বিঘ্নতা সবিস্তারে নিবেদন করেন। রাজনীতিজ্ঞ শিবাজী, হিন্দুবিদ্বেষী আরাঞ্জেবের অদূরদর্শীতা বশতঃ তাঁহার সেনাপতিগণ অকর্ম্মণ্য প্রতীয়মান হইলেও তাহারা পরম শত্রু—এ বিষয় তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। কালক্রমে তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, অবলীলাক্রমে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবার বাসনায় তিনি স্বীয় বল অধিকতর বৃদ্ধি করিবার জন্য দক্ষিণপ্রদেশ বিজয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। দিল্লী গমনকালে তিনি রাজ্যশাসনের যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, এবারেও সেইরূপ রাজ্যশাসন, দুর্গরক্ষা, এবং সীমান্ত প্রদেশে সৈন্য সন্নিবেশিত হইল। এই সময়ের কিছুদিন পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী ভাগানগরাধিপতি তানাসা মোগলাও

শিবাজী-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শিবাজীকে বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ হোণ প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন। শিবাজী এই মিত্রতা দৃঢ়তর করিবার নিমিত্ত নিরাজীপন্তের পুত্র সুচতুর প্রহ্লাদপন্তকে বহুবিধ উপহারসহ ভাগানগরে প্রেরণ করেন। প্রহ্লাদপন্ত যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর তানাসা সমীপে উপস্থিত হইয়া শিবাজীর ভাগানগর দর্শন-বাসনা প্রকাশ করেন। তানাসা শিবাজীর বাসনা অবগত হইয়া প্রথমতঃ অত্যন্ত চিন্তাবিহ্বল হন, পরে মন্ত্রীপ্রবর মাদন্না-পন্ত এবং অকন্নাপন্ত ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়ের বাক্যে, প্রহ্লাদপন্ত প্রভৃতির বিনীত ব্যবহারে এবং শিবাজীর পূর্ব্ব সৎব্যবহারে তাঁহার কুচিন্তা দূরীভূত হয়।

শিবাজী পঞ্চবিংশতি সহস্র অশ্বারোহী এবং পঞ্চদশ সহস্র মাবলা পদাতিক সমভিব্যাহারে ভাগানগরাভিমুখে যাত্রা করেন। শিবাজী ভাগানগর রাজ্যে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে সৈন্যগণকে কাহার প্রতি অত্যাচার বা বিনা মূল্যে কাহারও দ্রব্য এমন কি তৃণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। যিনি এই নিষেধাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিবেন তিনি কঠোররূপে দণ্ডিত হইবেন এইরূপ সৈন্যগণমধ্যে প্রচারিত করেন। স্বরাজ্যে শিবাজীর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তানাসা তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের জন্য বহুদূর আগমন করেন। শিবাজী এ কথা অবগত হইয়া দ্রুতগতিতে তাঁহার সমীপে লোক প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠান "আপনি আমার জ্যেষ্ঠ তুল্য, আপনাকে দেখিবার জন্য আমি আসিতেছি, কনিষ্ঠের প্রত্যুদ্গমনের জন্য জ্যেষ্ঠের আগমন ভাল দেখায় না; আমি বিশেষ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি আপনি ভাগানগরে

প্রত্যাগমন করুন।” তানাসা শিবাজীর ব্যবহারে প্রীত হইয়া মদন্না পন্তকে তাঁহার নিকট প্রেরণ এবং স্বয়ং ভাগানগরে গমন করিলেন। সসৈন্য শিবাজী ধীরে ধীরে ভাগানগরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তানাসা নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া শিবাজীকে অত্যন্ত আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। নগর পদবী পরিষ্কৃত, বৃক্ষ রোপিত, পূর্ণ ঘট রক্ষিত, বিজয় তোরণ সংস্থাপিত' এবং গৃহ সকল সুসজ্জিত, হইল। বহুদিন হইতে লোক সকল শিবাজীর লোকোত্তর গুণপরম্পরা শ্রবণ করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য উৎফুল্ল নয়নে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, শিবাজীর নগরপথে গমনকালে চতুর্দ্দিক হইতে অনবরত তাঁহার মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দিব্যালঙ্কার বিভূষিতা পুরস্ত্রীগণ আরতি করিতে লাগিলেন, সুমধুর বিজয় বাদ্য এবং লোক-কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইল, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শিবাজী-দর্শনমানসে পথ, গৃহদ্বার, গবাক্ষ ও ছাদের স্থান সকল অধিকার করিল। পথ দিয়া গমনকালে শিবাজী, দীন দরিদ্রগণকে বস্ত্র ও অর্থ প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। শিবাজী এইরূপে সংকৃত হইয়া ভাগানগরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাসাদে প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। তানাসা শিবাজীকে নানা প্রকার বহুমূল্য উপহার এবং কর্ম্মচারী ও সৈনিকপুরুষ গণকে বহুবিধ পুরস্কার প্রদান করিয়া সংকৃত করেন। শিবাজীর অবস্থানকালে একদিন মদন্না পন্ত তাঁহাকে স্বগৃহে ভোজন নিমন্ত্রণ করিতে মনস্থ করিয়া শিবাজীসকাশে গমন করেন। শিবাজী তাঁহাকে কোন কথা কহিতে সঙ্কোচিত বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা

করেন "আপনাকে যেন কোন বিষয় কথনেচ্ছু বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহা কি গোপনীয় বিষয়?" মদন্নাপন্ত সুযোগ পাইয়া কহিলেন "আপনি অসাধারণ ক্ষমতাশালী ও বিপুল-রাজ্যের অধীশ্বর। আমাদিগের একান্ত বাসনা আপনি একদিন আমাদিগের দরিদ্র পর্ণকুটীরে পদার্পণ করিয়া কিছু ভোজন করেন। এ বাসনা পূর্ণ হইবে কি না তাহা সন্দেহ করিয়া কহিতে সঙ্কুচিত হইতে ছিলাম।" শিবাজী মদন্নাপন্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মিতহাস্যে কহিলেন "আপনি ব্রাহ্মণ, বর্ণগুরু। আপনাদিগের সুখ সমৃদ্ধি ও যবন অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমরা প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া ঘোর যুদ্ধানলে প্রাণার্পণ করিয়া থাকি, আপনাদিগের চরণ-সেবাই আমার জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য, আপনাদিগের পবিত্রগৃহে আমি ভোজন করিব ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই সামান্য কথা কহিতে আপনি এত সঙ্কুচিত হইতে ছিলেন?" মদন্নাপন্ত শিবাজীর বিনত বাক্যে অত্যন্ত মোহিত। শিবাজী সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহার গৃহে ভোজন করেন। ভোজন-কালে ভোজ্য দ্রব্য চাহিয়া তাঁহাদিগের সন্তোষ সম্পাদন এবং প্রত্যাগমনকালে গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আহ্বান ও আলাপ করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া প্রত্যাগমন করেন। সামাজিক বিষয়ে শিবাজী আপনাকে একজন পরাক্রান্ত নৃপতি বা অশেষ গুণসম্পন্ন বুদ্ধিমান বিবেচনা না করিয়া একজন সমাজের বিনত ক্ষত্রিয় বিবেচনা করিতেন। এ বিষয়ে শিবাজীর যেরূপ সুজনতা ও সরলতা পরিলক্ষিত হয় তাহা প্রায়ই ধন-মদ-মত্ত গর্ব্বিত ধনবানগণমধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না।

শিবাজীর একটি অসাধারণ গুণ ছিল যে তাঁহার আবাস স্থানের সন্নিকটে কোন বিদ্বান বা তপস্বী অবস্থান করিলে তিনি যে কোন জাতি হউন না কেন তাঁহাদিগের সহিত আলাপাদি না করিয়া গমন করিতেন না। শিবাজী যে সময় ভাগানগরে গমন করেন সে সময় কেশব স্বামী নামে, এক জন উদারচরিত্র বিদ্বান মহাত্মা অবস্থান করিতেছিলেন। শিবাজী তাঁহার চির প্রথানুসারে সাধুর নিকট গমন ও ধর্ম্মসংকীর্ত্তনাদি শ্রবন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হন। প্রত্যাগমনকালে শিবাজী তাঁহার যথাবিহিত পূজা ও সৎকার করিয়া ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য বহুল পরিমাণে অর্থ প্রদান করেন। নিস্পৃহ-স্বামী সেই অর্থ হইতে এক কপর্দ্দক মাত্র গ্রহণ না করিয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণগণমধ্যে তাহা বিতরণ করেন।

শিবাজী ভাগানগরে পরম সমাদরে অবস্থান করিয়া প্রহ্লাদ পন্তকে তথায় দূতরূপে নিযুক্ত পূর্ব্বক স্বয়ং সসৈন্যে দক্ষিণাভি মুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে তুঙ্গভদ্রাতীরবর্ত্তী করনাল কড়পে প্রভৃতি প্রদেশ হইতে পাঁচ লক্ষ হোণ চৌথ সংগ্রহ এবং নিবৃত্তিসঙ্গমে স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া অন্তরপুরিতে সৈনা গণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কতিপয় প্রধান কর্ম্মচারী সহ শ্রীশৈল মল্লীকার্জ্জুন গমন করেন। এ স্থানের রমণীয়তা, পবিত্রতা, এবং নির্জ্জনতা দর্শন করিয়া শিবাজীর হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন সাত্ত্বিক বৃত্তি বিস্ফূরিত হয়। তিনি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণকে আহ্বান করিয়া নিজের নির্ব্বেদ বিষয় জ্ঞাপন করিয়া কহেন 'আমি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া অবধি আপনাদিগের অধ্যব-সায়, ক্লেশসহিষ্ণুতা, কার্য্যতৎপরতা এবং বিশ্বস্ততায় এই

বিপুলরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছি। সাধ্যানুসারে আমি আমার সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে যত্নশীল ছিলাম; এক্ষণে আপনারা আমাকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় প্রদান করুন। জীবনের অবশিষ্ট সময় আমি ঈশ্বর উপাসনায় বিনিয়োগ করিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করি। শ্রীমান সম্ভাজী ও রাজারাম আপনাদিগের তত্ত্বাবধানে রহিল। ইহাদিগকে লইয়া আপনারা রাজ্যপালন, গো ব্রাহ্মণ রক্ষা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং যবনগণের করাল দংষ্ট্রা হইতে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জননী জন্মভূমিকে রক্ষা করুন।" শিবাজী ক্ষিন্ন মনে এই সকল কথা কহিলে সমাগত কর্ম্মচারীগণ শিবাজীর নির্ব্বেদ ভাব অবলোকন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে এ ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য সবিনয় প্রার্থনা করেন। দৃঢ় হৃদয় শিবাজী একবার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন তাহা অত্যন্ত ক্লেশকর বা শত শত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও কখনই সঙ্কল্প চ্যুত হইতেন না—ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস। শিবাজী শ্রীশৈলের যতই রমণীয়তা অবলোকন করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার হৃদয় অপূর্ব্ব ভক্তিরসে পরিপূরিত হইতে লাগিল, অবশেষে ইহা এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তিনি স্বীয় মস্তক কর্ত্তন করিয়া জগজ্জননী নৃত্যকালীর চরণকমলে অর্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

এই ঘোর সঙ্কট সময়ে ভগবতী শিবাজীর শরীরে আবির্ভূতা হইয়া কহেন "তোমার এ মোক্ষ সাধনের সময় নহে, তোমার হস্তে অনেক অমানুষিক কার্য্য সাধিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক কার্য্য হইবে। তোমাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংস্থাপন,

যবনকুল বিনাশ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। তুমি এই সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন না করিয়া শত শত মস্তক কর্ত্তন করিয়াও আমাদিগের প্রসন্নতা লাভ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। অতএব এ সকল অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে দেবতা সকল তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। দেশের কল্যাণসাধনই প্রধান ধর্ম্ম; যে মহাপুরুষ এই ধর্ম্ম প্রকৃষ্ট রূপে পরিপালন করেন তিনিই ধার্ম্মিকগণাগ্রগণ্য।"

শিবাজী চৈতন্যলাভের পর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অগত্যা পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কর্ত্তব্যকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। শিবাজী শ্রীশৈলে দ্বাদশ দিবস অবস্থান করিয়া এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন, পদ্ম-পরিপূরিত দিব্য-সরোবরের সুন্দর সোপানাবলীসংযুক্ত মনোহর ঘাট, সাধু সন্ন্যাসী অভ্যাগতদিগের অবস্থান জন্য পর্ব্বত খনন করিয়া শীত গ্রীষ্মে সুখকর বহু সংখ্যক গুহা ও গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া সৈন্যসহ মিলিত হইয়া দমলচেরী গিরিসঙ্কট বর্ত্ম দিয়া পেইনঘাট পর্ব্বত অতিক্রমণ করিয়া কর্ণাটক প্রদেশে উপস্থিত হন। গমন কালে মান্দ্রাজ নগর সাত ক্রোশ দূরে পরিত্যাগ করিয়া চন্দীর বিশাল দুর্গ অবরোধ করেন (১৫৯৯ শক)। দুর্গারোহণাভিজ্ঞ মাবলাগণ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়াতে অল্প সময়ের মধ্যে দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইল। দুর্গের প্রধান কর্ম্মচারী রূপ খাঁ এবং নাজির মহম্মদ পরাজিত হইয়া শিবাজীর শরণাপন্ন হন। শিবাজী তাঁহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ পূর্ব্বক বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া বিদায় প্রদান করেন। শিবাজী চন্দী এবং ইহার সমীপবর্ত্তী

প্রদেশ হস্তগত করিয়া বিট্‌ঠল পিলদেব গোরাড়করকে সুবেদার, রামজী নলগেকে চন্দী দুর্গাধিপতি, তিমাজী কেশবকে সবনিস এবং রুদ্রাজী সালবীকে পূর্ববিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীপদে নিযুক্ত করিয়া কাবেরী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে সের খাঁ নামক বিজাপুরের জনৈক সেনানায়ক পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া শিবাজীর পথ রোধ করিতে আগমন করেন। শিবাজী সের খাঁর আগমন-বার্ত্তা অবগত হইয়া স্বয়ং সেনা পরিচালনা ও সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সিংহবিক্রমে যুগপৎ চতুর্দ্দিক হইতে ত্রিবাদি মহাল-ক্ষেত্রে আক্রমণ করেন। যবনসৈন্য শিবাজীসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহা-দিগের অদম্য পরাক্রম, অনবরত কর্ণ বধিরকর কামানরাজীর শব্দ, প্রলয়ঙ্কর অগ্নীময় ভীষণ গোলক বর্ষণ, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। সংসপ্তক শিবাজী সৈন্য চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বজ্রবেগে যবনগণকে দলিত মথিত ও নিহত করিতে লাগিল। প্রবল ঝটিকার সম্মুখে তৃণরাজী যেরূপ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে সেইরূপ যবনসৈন্য হতবল হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ হওয়াতে হতাবশিষ্ট যবন সেনা শিবাজীর বন্দী। শিবাজী এই ঘোরতর সংগ্রামে অনেকগুলি রাজকীয় পতাকা, প্রায় পঞ্চ সহস্র অশ্ব, দ্বাদশটি হস্তী এবং অন্যান্য নানাপ্রকার যুদ্ধোপযোগী ও বহুমূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন। শিবাজী চির প্রথানু-সারে সের খাঁকে সম্মানিত করিয়া বিদায় প্রদান করেন। যে সকল যবনসৈন্য শিবাজীর অধীনে কর্ম্ম করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র এক জন সেনানীর অধীনে

নিযুক্ত করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় গৈরিক বিজয়বৈজয়ন্তী জন্মভূমি হইতে তিন শত ক্রোশ দূরে উড্ডীয়মান। শিবাজীর নিকট যবনগণ প্রতি পদে পদে পরাস্ত, ইহাঁর নামের প্রভাবে শত্রুগণের হৃৎকম্প উপস্থিত ও একে একে দুর্গ সকল হস্তগত হইতে লাগিল। হিন্দু গৌরবরবি আবার দশ দিক আলোকিত করিয়া সমুদিত হইল, এক ব্যক্তির অসাধারণ আত্মোৎসর্গে মুসলমানাক্রান্ত দাক্ষিণাত্য প্রদেশ পুনরায় হিন্দুগণের বিলাসভূমি হইল, গো সকল যবনগণের ভয়াল দংষ্ট্রা হইতে সুরক্ষিত হইল, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনরায় নবীন ভাবে ব্রাহ্মণ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মভাবে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। আবার বৈদিক মন্ত্র সকল, অমৃত বর্ষিণী, শ্রুতিমধুর দেববাণী উচ্চারিত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বীরগণ সুতীক্ষ্ণ তরবারী গ্রহণ করিয়া যুদ্ধস্থলে সকলের অগ্রগামী হইয়া বর্ণত্রয়কে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য—হিন্দু বিজয়বৈজয়ন্তী পুনরায় সংস্থাপন জন্য, শান্তপ্রকৃতির হিন্দুগণের হৃদয়ে একবার বীররস উদ্দীপ্ত হইলে তাহারা কত অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা দেখাইবার জন্য—সকলকে আহ্বান করিয়া নক্ষত্রবেগে যুদ্ধস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। ভারতের ব্রাহ্মণগণ যখন জাগরিত হন তখন পৃথিবীমধ্যে এরূপ কোন জাতি নাই যে এই সকল আর্য্যসন্তানগণকে কোন প্রকারে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়; আবার যখন এই সকল আর্য্য সন্তানগণ আত্মশক্তি বিস্মৃত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় বিচেতন হইয়া প্রসুপ্ত থাকেন তখন পৃথিবীমধ্যে এরূপ কোন হীনতর জাতি নাই যাহারা ইহাদিগের উপর প্রভুতা সংস্থাপনে অসমর্থ

হয়। হূণ, খশ, প্রভৃতি বর্ব্বরদিগের ভারতাক্রমণই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শিবাজী প্রত্যাগমন কালে ব্রাহ্মণবীর নরহরি বল্লালের অধীনে দশ সহস্র অজেয় মাবলা সৈন্য প্রদান করিয়া ভিলোরের দুর্গম দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। বল্লাল অসাধারণ অধ্যবসায়ে এবং বুদ্ধিমত্তায় অল্প সময়ের মধ্যে দুর্গ অধিকার করেন। ব্যাঙ্কোজী এ সময় চন্দাবর (তাঞ্জোর) রাজ্যে রাজ্য করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ সহ সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। শিবাজী ব্যাঙ্কোজীসহাগত ভীবজী ও প্রতাপ-রাওকে (শেষোক্ত দ্বয় শাহাজীর উপপত্নী পুত্র) প্রীতি ভাবে আলিঙ্গন করিয়া পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। শিবাজী ইহা-দিগের সহিত আটদিন সম্মিলনসুখ উপভোগ করিয়া তাঁহা-দিগকে নানা প্রকার বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

এক দিন কথাপ্রসঙ্গক্রমে শিবাজী ব্যাঙ্কোজীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহেন "দেখ স্বর্গীয় মহারাজ প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; এই দীর্ঘ কাল যাবৎ তুমি তাঁহার উপার্জ্জিত বিষয় একাকী ভোগ করিয়া আসিতেছ। আমার দূরতর প্রদেশে অবস্থান এবং তোমার সুশৃঙ্খলা সহকারে রাজ্য-ব্যবস্থা নির্ব্বাহ করার জন্য আমি ইহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হই নাই। পৈত্রিক বিষয়ের উন্নতি সাধন করা কি পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম নহে? পিতার উপা-র্জ্জিত বিষয় যৎসামান্য হইলেও কি পুত্রের নিকট তাহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় নহে? আমার প্রাপ্য অংশ কি তোমার প্রত্যা-

র্পণ করা উচিত হয় না ?” শিবাজী এইরূপ নানা প্রকার কথা কহিলে ব্যাঙ্কোজী কোন প্রকার উত্তর প্রদান না করিয়া নিস্তব্ধ ভাব অবলম্বন করেন। শিবাজী অন্য কথা উত্থাপন না করিয়া ব্যাঙ্কোজীর বিষণ্ণ ভাব দূর করিতে প্রয়াস পান। ব্যাঙ্কোজী শিবাজীর নিকট হইতে স্বায় শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীগণের নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করেন। তাহারা শিবাজীর হৃদয় কুটিলতা পরিপূর্ণ অনুমান পূর্ব্বক এ স্থানে ক্ষণবিলম্ব করা অবিধেয় সিদ্ধান্ত করিয়া নিশীথ রাত্রে সকলের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিতে পরামর্শ প্রদান করেন।* দুর্ব্বলহৃদয় ব্যাঙ্কোজী রজনীযোগে পলায়ন করতঃ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ষাট ক্রোশ ভূমি অতিক্রমণ করিয়া চন্দেরীতে উপস্থিত হন এবং আত্মরক্ষার্থে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। শিবাজী প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ব্যাঙ্কোজীর পলায়নবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত এবং দুঃখিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দ্রুতগামী অশ্বারোহীগণকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা

* মল্হার রাও চিটনীস বলেন, স্বীয় শিবিরমধ্যে বাক্যবিতণ্ডা প্রশ্রয় বিচার করিলে পাছে আতিথ্যধর্ম্ম ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে শিবাজী এতদ্বিষয় চিন্তা না করিয়া ব্যাঙ্কোজীকে নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় প্রদান করেন। পরে শিবাজী, শ্যামজী নাইক পুণ্ডে, কোনেরী পন্থ ও শিবাজী শঙ্করকে ব্যাঙ্কোজীনিকটে রাজ্য বিভাগ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ব্যাঙ্কোজী তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করেন। শিবাজী সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর অস্ত্রধারণ করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করেন।

ব্যাঙ্কোজীর কোন তত্ত্ব প্রাপ্ত না হইয়া কয়েক জন পলায়মান প্রধান কর্ম্মচারীকে ধৃত করিয়া লইয়া আসে। শিবাজী তাঁহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া কহেন "দেখুন শ্রীমান্ যে কেবল বয়োকনিষ্ঠ এরূপ নহে, কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তিতেও কনিষ্ঠতা প্রকাশ করিতেছেন। আমি ধনলুব্ধ হইয়া পৈত্রিক রাজ্যের অংশ চাহিয়াছি এরূপ নহে। আমি ইহা ত্রৈলোক্যদুর্লভ বিবেচনা করিয়া থাকি। পৈত্রিকসম্পত্তি-বিহীন হইয়া সসাগরা মেদিনীর আধিপত্যলাভ আমি সুখজনক বলিয়া বিবেচনা করি না। পৃথিবীমধ্যে এরূপ কোন হতভাগ্য মনুষ্য আছে যাহার হৃদয় পৈত্রিকসম্পত্তিভোগলোলুপ হয় না? তাই বলিয়া আমি ভ্রাতৃবিরোধ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার তরবারী সাহায্যে সম্পত্তি প্রাপ্তিরূপ পাপ ইচ্ছা স্বপ্নেতেও প্রকাশ করি না। যে তলবারী ভারতের সাধারণ শত্রু যবনদমনের নিমিত্ত কোষ নির্ম্মুক্ত হইয়াছে, যে তলবারী গোব্রাহ্মণ রক্ষা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য পরিগৃহীত হইয়াছে, যে তরবারী সমধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণের ক্লেশজাল পরিহার করিয়া ভ্রাতৃভাব সঞ্জনন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, শ্রীমানকে কহিবেন, আমি সেই পবিত্র তলবারী ভ্রাতার উপর প্রয়োগ করিয়া রাজ্যোপার্জ্জনকে দুরপনেয় পাপ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি।" এই বলিয়া শিবাজী তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার ও অশ্ব প্রদান করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যাঙ্কোজীর নিকট প্রেরণ করেন।

শিবাজী যে সময় ব্যাঙ্কোজীর বিষয় চিন্তাক্রান্ত ছিলেন সেই সময় সন্তাজী (শাহাজীর উপপত্নী গর্ভপ্রসূত।) নামে তাঁহার এক ভ্রাতা সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। শিবাজী

যথোচিত স্নেহসহকারে তাঁহাকে গ্রহণ এবং তাঁহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া এক সহস্র অশ্বারোহী সেনার নায়ক এবং ভেলোরা দুর্গ ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত করেন। শিবাজী বিজিত প্রদেশ সকল সুশৃঙ্খলা সহকারে শাসন করিবার জন্য রঘুনাথ নারায়ণকে নিযুক্ত, পররাষ্ট্র-আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বহুসংখ্যক নবীন দুর্গ নির্ম্মাণ এবং হম্বীররাওকে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিবাজী নবোপার্জ্জিত দেশের সুব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া কোল্হার, বালাপুর প্রদেশে আগমন করেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তত্তৎ প্রদেশবাসীহিন্দুগণ শিবাজীকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণ শিবাজীকে তাঁহাদিগের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ঈশ্বরসমীপে তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যে কয়েক স্থল শিবাজীর অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হইয়াছিল সেই সকল মুসলমান দুর্গরক্ষকগণকে শিবাজী সৈন্য অবলীলাক্রমে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া শিবাজী সকাশে আনয়ন করেন। এই সকল প্রদেশ আয়ত্বাধীন হইলে শিবাজী সসৈন্য মানসিংহ মোরে এবং রঞ্জনারায়ণ নামক দুই জন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর হস্তে সমস্ত শাসন ভার ন্যস্ত করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হন। সম্পৎগাঁও প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন কালে শিবাজীসৈন্য বলবাড়া দুর্গের অধীশ্বরী মলবাই দেসাইণের রাজ্য আক্রমণ করিয়া গমন করিবার উপক্রম করেন। দেসাইণ আপন প্রজাগণকে রক্ষা এবং স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শিবাজীর গমন পথে বাধা প্রদান করেন। অবলা দুর্ব্বলা হইলেও স্বীয় জন্মভূমি ও সম্মান রক্ষা করিবার

সময় দুর্ব্বলা নহেন। যাঁহাদিগের হৃদয়ে অণুমাত্র আত্মমর্য্যাদা, আত্মাভিমান অবস্থান করে তাঁহারা প্রবল শত্রুরও অত্যাচার অণুমাত্র সহন করেন না।

সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় নরনারীগণ শত্রুর পদদলন অপেক্ষা কৃপাণাঘাতে খণ্ড খণ্ড হওয়া স্পৃহণীয় বলিয়া বিবেচনা করেন। যে সময় ভারতবর্ষে এইরূপ বীরাঙ্গণাগণ আপন স্বত্ব রক্ষার্থে কৃপাণহস্তে সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য সকলের অগ্রবর্ত্তী হন, সে সময় শিবাজীর ন্যায় বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপন করিবেন তাহা আর আশ্চর্য্য কি? শিবাজী এই বীররমণী কর্ত্তৃক ঘোরতররূপে বাধা প্রাপ্ত হইলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রণনিপুণ অভিজ্ঞ বহুদর্শী সেনানায়ক-পরিচালিত যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈন্যের নিকট অবলা-পরিচালিত সেনা ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল। বীরনারী সম্মুখ সমর অসম্ভব বিবেচনা করিয়া রণক্লান্ত সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া স্বীয় দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শিবাজীসৈন্যও ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে পশ্চাৎ গমন করিয়া দুর্গাবরোধ করেন। শিবাজীর কামান সমুদায় বিশ্ব-সংহারক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবিরাম ভীষণ গোলক সকল দুর্গোপরি উদ্গীরণ করিয়াও স্ত্রী-পরিচালিত সৈন্যের ত্রাসোৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহারা অসাধারণ দক্ষতার সহিত প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইল। যখন দুর্গপ্রাচীর একেবারে ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া পড়িল, যখন দুর্গ রক্ষার উপায় সকল বিফল হইয়া পড়িল তখন মলবাই দেসাইণ সপ্তবিংশতি দিবসের ঘোরতর অবরোধের পর শিবাজী-সমীপে আত্মপ্রদান করেন।

শিবাজী বীরাঙ্গনার যথেষ্ট পরিমাণে সম্মাননা ও সেই প্রদেশের শাসনভার তাঁহার উপর প্রদান করিয়া স্বদেশাভিমুখে গমন করেন।

যে সময় শিবাজী দুর্গ পরাজয়, রাজ্য সকল অধীনে আনয়ন, ও রাজ্যশাসন ব্যবস্থা প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন সে সময় বিজাপুর-সেনাপতি করিম খাঁর মৃত্যু হওয়াতে মসুদ খাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিজাপুরের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ইনি সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শিবাজীর অভ্যুত্থানবার্ত্তা অবগত হইয়া ঈর্ষা-প্রজ্বলিত-চিত্তে হোসেন খাঁ ময়ণা, লোদি খাঁ, বাবলী খাঁ প্রভৃতি কতকগুলি রণনিপুণ যোদ্ধার হস্তে দশ সহস্র সৈন্য প্রদান করিয়া শিবাজীর রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। আরাঙ্গেব খানজাহান বাহাদুরের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া দিলের খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে দ্বিগুণতর ভাবে যুদ্ধানল পুনঃপ্রজ্বলিত করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করেন। দিলের খাঁ বিজাপুরের নূতন মন্ত্রী মসুদ খাঁকে নানা প্রকার প্রলোভন প্রদান করতঃ আপন পক্ষে আনয়ন করিয়া শিবাজীর রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য পীর গাঁও অভিমুখে যাত্রা করেন। শিবাজী, রাজ্যের চতুঃপার্শ্বে ঘোরঘনঘটা করিয়া শত্রুসৈন্য জলদজাল একত্রিত হইতেছে অবগত হইয়া অনতি বিলম্বে যুদ্ধবীর নিলোজী কাটকরকে হোসেন খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং প্রলয়কালীন প্রভঞ্জনবেগে রায়গড়াভিমুখে গমন করিলেন। নিলোজী কাটকর অসীম রণনিপুণতা প্রদর্শন করিয়া দুর্গাবাদ নামক স্থলে যবন সৈন্যকে আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষ সিংহবিক্রমে প্রাণপণ করিয়া লোমহর্ষণ

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন যুদ্ধ স্থলের শ্রবণ-ভৈরব নিনাদ. আগ্নেয় অস্ত্রোত্থিত দৃষ্টিরোধক সর্ব্বাচ্ছাদক নিবিড় ধূমাবলী, ক্ষণপ্রভার ন্যায় দৃষ্টিনাশক অগ্নিময় গোলক সমূহের লোকসংহারক ক্রিয়া ও মুমূর্ষুগণের হৃদয়ভেদী কাতর শব্দ যুদ্ধ স্থলের ভীষণতা অধিকতর সম্পাদন করিল। যুদ্ধমদোন্মত্ত হিন্দুবীরগণ দাবা-নলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া যবন অনীকিনী নিমেষ মধ্যে বিধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। এই ঘোরতর যুদ্ধে বহু সংখ্যক যবন সৈন্য আহত, নিহত ও বন্দী হন। অবশিষ্ট সৈন্য প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। মুসলমানদিগের রাজকীয় পতাকাও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে যুদ্ধোপ-যোগী দ্রব্য নিলোজীর হস্তগত হয়।

শিবাজী কর্ণাটক প্রদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে ব্যেঙ্কোজী মোগল, পাঠান, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন। রঘুনাথ পন্থ ব্যেঙ্কোজীর দুরভি-সন্ধি অবগত হইয়া এরূপ কার্য্য করিতে ভূয়ো ভূয়ো নিষেধ করিয়া পাঠান। তিনি বাসনাসক্ত পুরুষের ন্যায় হিতাহিত জ্ঞান বিরহিত হইয়া ইঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ব্যাঙ্কোজী বিপুল বাহিনী পরিচালনা করিয়া বালগোড়াপুরে হম্বীররাওকে আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল। ব্যাঙ্কোজী প্রাণরক্ষণে বিমুখ হইয়া অতিমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন ও সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে সকলের অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিলেও বিজয়-লক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া রণদুর্ম্মদ হম্বীররাওএর অঙ্কগতা

হন। ব্যাঙ্কোজীসহ প্রতাপজী, ভিবজী, শিবাজী পন্ত ডবীর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত জনগণ বন্দী হইয়া হম্বীররাও শিবিরে আনীত হইলেন। শিবাজী কনিষ্ঠের দুর্বুদ্ধির ফল অবগত হইয়া সসম্মানে তাঁহাকে মুক্ত এবং ধীর ভাবে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান।

শিবাজী রায়গড়ে প্রত্যাগমন কালে সাতারা নগরে রামদাস স্বামীর চরণ বন্দনা ও সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিয়া ত্বরিত গমনে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া কর্ণাটক প্রদেশে রঘুনাথ পন্তের অধীনে দশ সহস্র সৈন্য প্রদান করিয়া অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া হম্বীররাওকে আগমন করিতে আদেশ করেন।

শিবাজী সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশে হিন্দু রাজ্য সংস্থাপন করিয়া প্রায় দেড় বৎসর পরে রায়গড়ে আগমন করেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মোরো পন্ত প্রভৃতি সেনাপতিগণ সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। শিবাজী ইঁহাদিগের নিকট হইতে রাজ্য ব্যবস্থা এবং শত্রুগণের অবস্থা অবগত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল অনীকিনী সংগৃহীত হইল। শিবাজী এই অসংখ্য বাহিনীর কিয়দংশ স্বদেশ রক্ষা এবং মোরোপন্তের অধীনে প্রদান করিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া যবনগণ বিরুদ্ধে গমন করেন। ব্রাহ্মণবীর মোরোপন্ত বিভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিয়া দাবানলের ন্যায় যবনদ্রুম সমূহ ভস্মীভূত করিতে আরম্ভ করিলেন।

শিবাজী যবন সৈন্যের গুপ্ত স্থল আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অজেয় সেনাদল লইয়া আরাঙ্গাবাদাভিমুখে বিদ্যুৎবেগে গমন

করিতে লাগিলেন। এ সময় যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ রণমস্ত খাঁ, কেশর সিংহ (জয় সিংহের পৌত্র) প্রভৃতি সেনানীগণপরিচালিত তৎকাল পরিজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক উপকরণ সম্পন্ন ত্রিংশৎ সহস্র মোগল সৈন্য জালানপুর ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। শিবাজী প্রচণ্ড পরাক্রমে "হর হর মহাদেব" শব্দে দিঙ্মণ্ডল আকুলিত করিয়া যবন ব্যূহ আক্রমণ করেন। যবনগণের "দীন দীন", হিন্দুগণের "হর হর" শব্দের সহিত আগ্নেয়াস্ত্র সমুহের শ্রবণভৈরব শব্দ মিলিত হইয়া ত্রিভুবন কম্পিত করিবার উপক্রম করিয়া তুলিল। যবনগণ অনবরত হিন্দুগণের প্রতি ভীষণ গোলক সকল বর্ষণ করিয়া গতিরোধ করিবার প্রয়াশ পাইতে লাগিল। শিবাজী অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন পূর্ব্বক অপর দিক হইতে কিয়দংশ সৈন্য, যবনসৈন্য আক্রমণের নিমিত্ত, প্রেরণ করেন। যবনগণ সে মুহূর্ত্তে কামানরাজীর চক্র পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হওয়াতে শিবাজীসৈন্য বিনা বাধায় ভীষণ ভল্ল ও শাণিত অসি প্রহারে মোগল সৈন্য ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করেন। দেখিতে দেখিতে কামান সকল নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল, অসিযুদ্ধ ভীষণ দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া রণস্থলের ভয়ঙ্করতা বৃদ্ধি করিল। দৈবসুরক্ষিত শিবাজী যেন বহু রূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রত্যেক সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধনিরত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। রাত্রির আগমনেও যুদ্ধের বিরাম নাই। দ্বিতীয় দিবস পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম প্রজ্বলিত হইল। মোগল সৈন্য এ দিবস সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়েন। রণমস্ত খাঁ প্রভৃতি সেনানীগণ আত্মরক্ষার্থ রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। শিবাজী এই

চিরস্মরণীয় দিবসে জয়জনিত হর্ষের সহিত সিদোজী নিম্বালকর পাঁচহাজারী প্রভৃতি বীর পুরুষগণের নিধনজনিত দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়েন।*

শিবাজী যুদ্ধাবসানে বিপুল পরিমাণে যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য এবং অন্যান্য নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া রায়গড়ে প্রত্যাগমন করেন।

কর্ণাটক প্রদেশে বীর রমেণ্য হম্বীররাও শিবাজীর আদেশপত্র প্রাপ্ত হইয়া রঘুনাথ পন্তকে যথোপযুক্ত সৈন্য প্রদান করিয়া দ্রুতবেগে শিবাজীসমীপে গমন করিতে লাগিলেন। ইনি পথি মধ্যে বিজাপুর সেনাপতি হোসেন খাঁ ও লোদী খাঁ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। উভয় পক্ষ বিজিগীষু হইয়া কাপুরুষগণ ভীতিপ্রদ সংগ্রাম অসীম শৌর্য্যের সহিত প্রারম্ভ করিলেন। এই লোমহর্ষণ সংগ্রামে বহু সংখ্যক মোগল সৈন্য নিহত, আহত এবং হোসেন ও লোদী খাঁ সেনানায়কসহ বন্দী হন। হম্বীররাও যবন সেনাপতিসহ শিবাজীসমীপে আগমন করিলে শিবাজী প্রত্যুদ্গমন করিয়া হম্বীররাওয়ের সম্বর্দ্ধনা করেন। উদারধী শিবাজী যবন সেনাপতিদ্বয়েরও সম্মাননা পূর্ব্বক যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া বিজাপুরে প্রেরণ করেন। বীরহৃদয় শিবাজী বীরচরিত্রের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ যুদ্ধস্থলেই শত্রু, কিন্তু তিনি বন্দী

* ফেরেস্তা কার কহেন এই প্রচণ্ড সংগ্রামকালে জান মহম্মদ নামক এক জন মুসলমান সন্ন্যাসীর অনেক ভৃত্য জলানয়ন কালে বিজয়োন্মত্ত হিন্দু সৈনিক কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হয়। সন্ন্যাসী এই অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া "শিবাজীর শীঘ্র মৃত্যু হউক" বলিয়া অভিসম্পাৎ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য এ বৃত্তান্ত খবরকারগণ কেহ উল্লেখ করেন নাই।

হইলে তাঁহাকে মিত্রের ন্যায় অভ্যর্থনা করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রেরণ করিতেন।

শিবাজী যে সময় দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যুদ্ধনিরত ছিলেন সে সময়ে যৌবন সীমায় উপনীত সম্ভাজী অঙ্কুশ বিহীন মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় উশৃঙ্খল হইয়া উঠেন। শিবাজী দেশে প্রত্যাগমন করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণরমণীর উপর সম্ভাজীর অত্যাচার কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া ক্রুদ্ধ হন। এই অপরাধে সম্ভাজীকে পান্হালা দুর্গে জনার্দ্দন পন্ত হনমন্তের তত্ত্বাবধানে রক্ষা করিয়া জালানপুর অভিমুখে গমন করেন। শিবাজী সমরবিজয়ানন্তর প্রত্যাগমন করিয়া শ্রবণ করিলেন সম্ভাজী সুযোগক্রমে দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া দিলের খাঁর সহিত মিলিত হইয়াছেন। শিবাজী এ কথা অবগত হইয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পুরন্দর দুর্গে গমন করেন।

ব্রাহ্মণ বীর মোরোপন্ত প্রভৃতি বীরগণ খান্দেশ প্রভৃতি প্রদেশে রুদ্ররূপে করাল তলবারী পরিচালনা করিয়া মোগলদিগের বিভীষিকাপ্রদ হইয়া উঠেন। আউন নয়াগড় প্রভৃতি দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করিয়া বীরদর্পে মেদিনী কম্পিত করিতে লাগিলেন ; শিবাজী সৈন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া যবনগণের বিজাতীয় ভয়ের কারণ হইয়া উঠে।

শিবাজী আরোঙ্গাবাদাভিমুখে গমন করিলে দিলের খাঁ শিবাজীর কিছু করিতে না পারিয়া বিজাপুরের উত্তরাধিকারিণী পাদসাবিবীকে হস্তগত করিতে পারিলে মিত্রতা সংস্থাপিত হইবে এই ভাণ করিয়া অসংখ্য সৈন্যসহ বিজাপুর রাজ্য আক্র-

মণ করেন। বুদ্ধিমতী পাদসাবিবী রাজ্যের সমূহ বিপদ সমাগত অবলোকন করিয়া সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই সকল বিপদ রাজী পরিহার মানসে দিলের খাঁর শিবিরে গমন করেন। দিলের খাঁ বিবীকে হস্তগত এবং তাঁহাকে রক্ষাগণ কর্তৃক সুরক্ষিত করিয়া আরাঙ্গাবাদে প্রেরণ করিয়া বিজাপুর রাজ্য সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিবার জন্য যুদ্ধানল পুনঃ প্রজ্বলিত করেন। বিজাপুর-মন্ত্রী দুর্বৃত্ত বিশ্বাসঘাতক দিলের খাঁর পিশাচনিন্দিত ব্যবহারে ক্রোধসন্তপ্ত হইয়া শিবাজীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। উদারহৃদয় শিবাজী বিজাপুরের পূর্ব্বশত্রুতা বিস্মৃত হইয়া মোগলদিগের অসদাচরণে অতীব ক্রুদ্ধ হন এবং অনতিবিলম্বে হম্বীররাওকে বিজাপুরসাহায্যে প্রেরণ করেন। হম্বীররাও সসৈন্যে বিজাপুরাভিমুখে গমন করিলে পথিমধ্যে রণমস্ত খাঁর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইনি ইতিপূর্ব্বে আরাঙ্গাবাদের নিকট শিবাজী কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও বিতাড়িত হন। এখানেও আবার সেইরূপ লোমহর্ষণ ভীষণ আহব অভিনীত হইল। রণমস্ত খাঁ অতি কষ্টে কালের করাল গ্রাস হইতে এ যাত্রায় রক্ষা পাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। হম্বীররাও সম্পূর্ণরূপে জয় প্রাপ্ত হইলেন, এ সংবাদ খাঁর নিকট পৌছিবার পূর্ব্বেই তিনি সসৈন্যে দিলের খাঁর পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দিলের খাঁ অধ্যবসায়ের সহিত বিজাপুর অবরোধ করিলেও তাঁহার সৈন্যের অকর্ম্মণ্যতা, মুসেদ খাঁর রক্ষণচতুরতা এবং হম্বীররাও কর্তৃক পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রান্ত হওয়াতে বিজাপুর-প্রাপ্তি-আশা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন এবং কৃষ্ণানদী উত্তীর্ণ হইয়া অরক্ষিত কর্ণাট দেশ লুণ্ঠন এবং গ্রাম সকল

ভস্মীভূত করিতে আরম্ভ করেন। কর্ণাটক প্রদেশে দিলের খাঁর আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া ব্রাহ্মণবীর জনার্দ্দন পন্থ ছয় সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সিংহবিক্রমে দিলের খাঁকে আক্রমণ করেন। বিজয় লক্ষ্মী দিলের খাঁর প্রতি একেবারেই বিরূপা; তাই তিনি প্রতিপদে শিবাজীসৈন্য কর্তৃক বিড়ম্বিত ও পরাভূত হইতেছেন।

সম্ভাজী পন্‌হাল দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া দিলের খাঁর শিবিরে উপস্থিত হইলে দিলের খাঁ অত্যন্ত সমাদরে সম্ভাজীকে অভ্যর্থনা, সম্রাটের নিকট হইতে রাজা উপাধি এবং সপ্ত সহস্র অশ্বের মনসবদার প্রদান করাইবেন এইরূপ নানা প্রকার শ্রুতি-মধুর প্রলোভনবাক্যে তাঁহাকে মোহিত করেন। দিলের খাঁ প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরাভূত এবং অনন্যোপায় হইয়া সম্ভাজীকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া ভূপালগড় আক্রমণে গমন করেন। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে চাকন দুর্গ পতনের পর হইতে বীরকুলচূড়ামণি প্রভুভক্ত ফেরঙ্গজী নরশালা ভূপালগড় রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। দিলের খাঁ দুর্গাবরোধ করিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিলে ফেরঙ্গজী সিংহবিক্রমে তাহার উত্তর প্রদান করেন। এইরূপ যুদ্ধস্থলের যে স্থানে যবনগণ হিন্দুবীর-গণের প্রভাব সহনে অসমর্থ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে, দিলের খাঁ সেই স্থানে সম্ভাজীকে প্রেরণ করিয়া ফেরঙ্গজী-পরি-চালিত কামানরাজীর বিশ্বসংহারক গোলোকোদ্গীরণ স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন। ফেরঙ্গজী প্রভুপুত্রকে নিহত করা অপেক্ষা পরাজয়কে অধিকতর গৌরবজনক বিবেচনা করিয়া অগত্যা ভূপালগড় পরিত্যাগ করিয়া শিবাজীসকাশে উপস্থিত হন।

শিবাজী দিলের খাঁর নীতি অবগত হইয়া সৈন্যগণমধ্যে কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিলেন "সম্ভাজী আমাদিগকে যখন পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে তখন সে আমাদিগের আর সমবেদনার পাত্র নহে ; সে এখন হইতে যবনগণের ন্যায় সাধারণ শত্রু বলিয়া অভিহিত হইবে অতএব যুদ্ধস্থলে যিনি তাহাকে নিহত. আহত বা বন্দী করিতে সঙ্কুচিত হইবেন তিনি কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবহেলা ও আমার এই আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।" স্বদেশদ্রোহী পুত্রকে নিহত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিতে পুত্রবৎসল শিবাজীর জিহ্বা একবার মাত্র বিচলিত হইল না। ধন্য তাঁহার স্বদেশানুরাগ! ধন্য তাঁহার সন্ন্যাস! আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত ভারত বাসিন্! দেখুন আপনাদিগের পূর্ব্বজগণ স্বদেশ রক্ষার্থে প্রণাধিক প্রিয়তম আত্মজকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

স্বার্থপরায়ণ কুটিলহৃদয় আরাঙ্গেব, সম্ভাজী দিলের খাঁর হস্তগত হইয়াছে অবগত হইয়া, ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে দিল্লী পাঠাইবার জন্য দিলের খাঁকে আদেশ করিয়া পাঠান। সম্ভাজী সম্রাটের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া দিলের খাঁর ইঙ্গিতানুসারে মোগল শিবির হইতে পলায়ন করিয়া পুনরায় পহ্লাল দুর্গে আগমন করেন। শিবাজী পুত্রের আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া পুরন্দর হইতে পহ্লালে গমন করেন। সম্ভাজী পিতার চরণতলে পতিত হইয়া করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পুত্রবৎসল শিবাজী পুত্রের অতীত অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রীতিভাবে আলিঙ্গণ করেন। শিবাজী পুত্রের পূর্ব্ব আচরণ উল্লেখ না করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে উন্মার্গগামী না হন, যাহাতে সর্ব্বজন-

প্রশংসিত ও সুচারুরূপে রাজকার্য্য করিতে সমর্থ হন তদ্বিষয়ক উপদেশ সকলপ্রদান করিয়া কহিলেন পরস্ত্রী ও মদ্যে একবার আশক্তি হইলে তাহার বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র দোষোদ্ঘাটন করিলেও দোষ সকল আসক্তজন হৃদয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থান প্রাপ্ত হয় না ইহা হইতে দৃঢ় হৃদয় মনুষ্যগণও শীঘ্র নিবৃত্ত হইতে পারেন না যশলিপ্সু ব্যক্তির ইহা হইতে দূরতর প্রদেশে অবস্থান করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। ইহাতে একবার আসক্ত হইলে মানবধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া পাশবধর্ম্ম পরিপূর্ণ করিয়া তুলে।'' শিবাজী সম্ভাজীকে পাশববৃত্তি পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা করিয়া রাজ্যের আয়, ব্যয়, সঞ্চিত অর্থ, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় পুত্রের পরিজ্ঞাত করিলেন। ভবিষ্যতে যাহাতে ভ্রাতৃ-বিরোধ না হয় তজ্জন্য সুদূরদর্শী শিবাজী তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ হইতে কাবেরীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ সম্ভাজীর এবং তুঙ্গভদ্রা হইতে গোদাবরীর তট পর্য্যন্ত প্রদেশ রাজারামের রাজ্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন। শিবাজী পুত্রকে নানা-বিধ কল্যাণকর উপদেশ প্রদান করিয়া রায়গড়ে উপস্থিত হন। এস্থানে আগমন করিয়া শিবাজী রঘুনাথ পন্তের পত্রে অবগত হন ব্যাঙ্কোজী পরাজয়ের পর হইতে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া সন্ন্যাসাবলম্বনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। শিবাজী ইহা অবগত হইয়া ব্যাঙ্কোজীকে উপদেশ ও স্নেহ পরিপূরিত বাক্যে লিখেন "তোমার আচরণে আমি যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়াছি, এই কি তোমার রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে অবস্থানের সময়? প্রিয় দর্শন! একবার স্বর্গীয় পিতৃদেবের বিমল চরিত্র স্মরণ কর তাহা হইলে তোমার অবসাদ ভাব বিদূরিত হইবে।

তিনি যেরূপ ঘোরতর বিপদে ধৈর্য্য প্রদর্শন, নানা প্রকার বিপদের সহিত সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া ধন ও রাজ্য বিবৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ ? নিশ্চেষ্টভাবে এখন সময় কাটাইবার সময় নহে। যতদিন ইন্দ্রিয় সকল প্রবল থাকে ততদিন কার্য্য করিবার সময় ; তারপর তুমি সংসার পরিত্যাগ কর, তখন বরং সকলে প্রশংসাই করিবে। আমাদিগের ন্যায় তুমি একটি নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিলে, এ কথা শুনিয়া আমি যতদূর আহ্লাদিত হইব ততদূর সন্তুষ্ট আর কেহই হইবে না। সেইরূপ তোমার অবনতি-কথা শুনিয়া যেরূপ মর্ম্মপীড়িত হই সেরূপ আর কে হয় ? তাই বলি আমাদিগের আহ্লাদের জন্য, আমাদিগের মর্ম্মপীড়া বিদূরিত করিবার জন্য, সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় কার্য্য করিতে আরম্ভ কর। ভাই ! সর্ব্বদা তোমার সুসংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য আমি উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।”

ইহার কিছু দিন পরে শিবাজী স্বর্গীয় সেনাপতি প্রতাপ রাওয়ের কন্যার সহিত রাজারামের বিবাহ অতি সমারোহের সহিত প্রদান করেন। রায়গড় আবার কিছু দিন সজীব ও আনন্দের উৎস স্বরূপ হইয়া উঠিল। যথাবিহিত ও সুচারু রূপে বিবাহ সম্পন্ন হইল। শিবাজী কন্যার পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া জানকী বাই প্রদান করেন।

শিবাজী যৎকালে মোগলদিগকে পদে পদে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্য ভূমি হইতে তাহাদিগকে এক প্রকার উচ্ছেদ-প্রায় করিয়াছিলেন, যখন তিনি অবিরাম যুদ্ধ করিয়া মোগল-দিগের কুবের রাজকোষ অর্থশূন্য, দক্ষিণাত্যের যুদ্ধনিরত

সেনাপতিগণের শিবিরসমূহ আহার্য্যবিহীন করিয়া মূর্ত্তিমতী দুর্ভিক্ষের লীলা-নিকেতন, এবং বহু দিন হইতে অপ্রাপ্ত-বেতন সৈন্যগণকে ঘোর নৈরাশ্য-নিপীড়িত করিয়া মৃতপ্রায় করিয়াছিলেন। তখন আরাঙ্গেব কোষ পরিপূরণের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া হিন্দু মাত্রের উপর জজিয়া কর (মুণ্ড কর) সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হন। পরমেশ্বর যেন শীঘ্র শীঘ্র পাপপরিপূর্ণ মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বংস করিবার জন্য আরাঙ্গেবের হৃদয়ে এই দুর্ব্বাসনা প্রদান করিলেন। করভার-প্রপীড়িত প্রজাকুল অহর্নিশ উচ্চৈস্বরে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিকট মোগল সাম্রাজ্য বিনিপাতের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মোগল সম্রাটের এই সকল অত্যাচার কাহিনী শিবাজীর কর্ণগোচর হইলে, সধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সম্রাট আরাঙ্গেবকে একখানি সুললিত উপদেশ ও প্রেমপরিপূর্ণ তেজস্বিনী ভাষায় পত্র লিখেন। এই পত্রে শিবাজীর মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা, দার্শনিক ভাব পরিপূর্ণতা ও হিন্দুগণের জন্য তাঁহার অসীম প্রেমপ্রবণতা বিলক্ষণরূপে পরিস্ফুটিত হয়।

যে সময় শিবাজী এইরূপ লোকহিতকর কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় তাঁহার জানুদ্বয় অত্যন্ত শোথযুক্ত হওয়ায় তিনি প্রবল জ্বর গ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন। শিবাজী আপন অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, প্রহ্লাদপন্ত, গঙ্গাধরপন্ত, রামচন্দ্র, নীলকণ্ঠ, বালপ্রভু চিটনীস, হিরোজী ফরজন্দ, সূর্য্যাজী মালসুরা, প্রভৃতি কর্ম্মচারীবর্গকে আহ্বান করিয়া কহেন "আমরা যেরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছি তাহার ঘোর সঙ্কটকাল

সমুপস্থিত। যাহাতে কোন বিপদ উপস্থিত না হয় সে জন্য আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তুঙ্গাভদ্রার দক্ষিণ প্রদেশ এবং রাজারামকে উত্তর প্রদেশ,বিভাগ করিয়া দিলাম; কিন্তু সম্ভাজী আমার একথা প্রতিপালন করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। সে যেরূপ ক্রোধী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, আদূরদর্শী ও চঞ্চলচিত্ত তাহাতে যে রাজ্যমধ্যে ঘোরতর বিপ্লব আসিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দু বিদ্বেষী আরাঞ্জেব কখনই এ সুযোগ পরিত্যাগ করিবে না; সুতরাং তাহার আক্রমণ হইতে আমাদিগের এ রাজ্য বিপদ-বিহীন হইবে না। এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে এক মাত্র আশা আছে যে, যদি আপনারা একমত হইয়া সাধারণ বিপদ হইতে রাজ্য রক্ষা করেন, তাহা হইলে শত শত সম্ভাজী বা আরাঞ্জেব কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না,কিন্তু তাহা হওয়া সুকঠিন। সম্ভাজীর অত্যাচারে আপনাদিগের মধ্যে অনেককে প্রপীড়িত হইতে হইবে। সম্ভাজী অবশেষে যবন কর্ত্তৃক বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক নিহত হইবে। ভাগানগর ও বিজাপুর, রায়গড় প্রভৃতি মোগল-গণের হস্তগত হইবে। রাজারাম প্রভৃতি বীরগণ অসীম বীরতা প্রদর্শন করিয়া হস্তচ্যুত রাজ্য পুনরায় উপার্জ্জন করিবে” শিবাজী এই সকল কথা কহিলে সকলের চক্ষু দিয়া অবিরাম অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সকলেই কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধ। এ সময় মোরোপন্ত ও হম্বীররাও সুদূর প্রদেশে যবনদলনে প্রবৃত্ত ; সুতরাং তাঁহারা শিবাজীর অন্তিমকালে অনু-পস্থিত। শিবাজী বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাজলে স্নান ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া প্রাতঃকাল হইতে বিষ্ণুর সহস্র নাম ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠে অভিনিবিষ্টচিত্ত। ছয় সাত দিবসের

উৎকট রোগ ভোগ করিয়াও তাঁহার ইন্দ্রিয়গণের কোনরূপ শিথিলতা সম্পাদিত হয় নাই। বিস্মৃতির লেশ মাত্রও নাই। ১৬০২ শকে রৌদ্র নাম সম্বৎসরের চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমা তিথি রবিবার দিবসে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ভগবান পুণ্যশ্লোক শিবাজী যোগযুক্ত হইয়া পার্থিব শরীর পরিত্যাগ করেন। অদ্য ভারতের ঘোর দুর্দ্দিন ? নানাপ্রকার অনৈসর্গিক বিষয় প্রকটিভূত হইয়া তাহার সূচনা করিতে লাগিল। পৃথিবী কম্পিত, গগনে ধূমকেতু উদিত ও উল্কাপিণ্ড নিপতিত হইতে লাগিল। রাত্রিকালে ইন্দ্রধনু ওদিগ্দাহ দৃষ্টিগোচর হইল। পৃথিবী অশিবরূপ ধারণে সকলের ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল।* পতিপ্রাণা পুতলাবাই মহারাজের সহিত সহমৃতা হইলেন। অদ্য অকালে ভারত গৌরবরবি অনন্তকাল সাগরে চিরকালের জন্য নিমজ্জিত হইল।

* সভাসদ এই সকল ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নৈতিক ও গার্হস্থ্য উভয় জীবন আদর্শ ভাবে অতিবাহিত করিয়াছেন, এরূপ মহাপুরুষের উদাহরণ মানবইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে। অপক্ষপাত ও অভিনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে প্রায় সকলেরইদোষ সকল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পতিপ্রাণা যাসেফাইন-পরিত্যাগজনিত মহাবীর নেপোলীয়নকে যেরূপ দুরপনেয় কলঙ্কে পতিত হইতে, অথবা রুষ আক্রমণজনিত তাঁহাকে যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, আমাদের শিবাজী-জীবনে সেরূপ অভিনয় অভিনীত হয় নাই। লোকোত্তর প্রতিভাশালী মহাবীর আলকজেণ্ডারের প্রতিভা পূর্ণচন্দ্র বাল্যকালে চন্দ্রিকাকিরণ বিকীরণ করিয়া বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহা যেরূপ মেঘাবৃত, নিস্তেজ এবং অবশেষে ঘোর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন অমাবস্যায় পরিণত হইয়াছিল, শিবাজীতে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য প্রতিভাত হয়। শিবাজীর বুদ্ধিবৃত্তি বয়োবৃদ্ধি সহকারে মেঘনির্ম্মুক্ত কৌমুদীর ন্যায় বিমল আভা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া অনুপমেয় সৌন্দর্য্য ধারণ করে। জয়োল্লাসে উন্মত্ত বা ক্রোধে অধীর হইয়া শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া সময় সময় আলেকজেণ্ডারাদি বীরগণ যেরূপ নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিয়া পাশব প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রকটিত করিয়াছেন, শিবাজীর জীবনে সেরূপ ঘটনা আদৌ অনুষ্ঠিত হয় নাই। শিবাজীর রণস্থলের ভৈরব মূর্ত্তি এবং বজ্র হইতেও কঠোর হৃদয়, বিজয় প্রাপ্তির পরেই

সৌম্য ও কুসুমকোমলতা ধারণ করিত। পরাজিত শত্রুর প্রতি তাঁহার দেবোচিত ব্যবহারও অযাচিত করুণা বিতরণ, তাঁহার কালকুটকণ্ঠ শত্রুগণও মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

শিবাজীর গার্হস্থ জীবন অত্যন্ত রমণীয় ও শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার ন্যায় পিতৃপরায়ণ পুত্র অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় বিবেচনা করিতেন। তাঁহার ভক্তি অসীম ও পরীক্ষিত। শাহাজী যৎকালে বিজাপুরে অবরুদ্ধ হন, সেই সঙ্কটাপন্ন পরীক্ষার সময় তাঁহার পিতৃভক্তি উত্তমরূপে পরীক্ষিত হয়। আবার যখন শাহাজী বিজাপুর হইতে দূতরূপে শিবাজীসমীপে আগমন করেন সে সময় তিনি পিতৃভক্তি-কার্য্যতঃ প্রকৃতরূপে প্রদর্শন করিয়া প্রভূত প্রশংসা প্রাপ্ত হন। তিনি পিতার আজ্ঞানুসারে স্বীয় স্বার্থ বলিদান করিয়াও বিজপুরের বাসনা পরিপূরণ করেন। শিবাজী বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও পিতার জীবিত কাল পর্য্যন্ত রাজোপাধি গ্রহণ বা মুদ্রা মুদ্রণ করেন নাই। যাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য কত রাজন্যবর্গ উৎকণ্ঠা পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতেন, যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কত ব্যক্তিকে রাজা করিয়াছেন, তাঁহার রাজোপাধি-বিহীনতাই পরম ভূষণস্বরূপ। এরূপ পিতৃসম্মান প্রদর্শন সকলেরই শিক্ষণীয়। শাহাজী পুত্রের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেও বাল্যকাল হইতে. তিনি সংসারের পরম শান্তি পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেও. শিবাজীর হৃদয় পিতার চরণকমল হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই। শিবাজীর মাতৃভক্তি অনুপমেয়, তিনি মাতৃ আজ্ঞা ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না। রাজ্য শাসন বিষয়ক কূট

প্রশ্ন হইতে অতি সামান্য বিষয় পর্য্যন্ত মার নিকট নিবেদন করিয়া করিতেন। শিবাজী স্বয়ং উদাহরণ প্রদান করিয়া অপরকে সেই বিষয় অভ্যস্ত করাইতেন। তিনি মাদক দ্রব্য সেবন ও পরস্ত্রী সংসর্গের পরম বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার এ উদাহরণ কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণমধ্যে সম্পূর্ণরূপে অনুক্রামিত হইয়াছিল। শিবাজী যদি এইরূপ উদাহরণ প্রদর্শন না করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে আরও অধিক পরিমাণে সম্ভাজীর নিকট হইতে মনঃকষ্ট ভোগ করিতে হইত। সম্ভাজী মনের আবেগ বশতঃ দিলের খাঁ সমীপে গমন করিলেও তাঁহার হৃদয় পিতৃ ভক্তি বিহীন ছিল না। আবার যখন সেই পিতৃ ভক্তি প্রবল বেগে সম্ভাজীর হৃদয়ে প্রবাহিত হয় তখন তিনি অন্যত্র গমন না করিয়া পিতৃচরণে নিপতিত হইয়া সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়া আত্মপ্রদান করেন।

তৎকালীন প্রথানুসারে শিবাজী বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। শিবাজী বলিতেন "পরস্পর শত্রুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে সে স্থানে বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা তাহা দূরীভূত করিবে।" এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বহু বিবাহ করিয়াছেন এ অনুমান নিতান্ত দূষণীয় নহে। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী নিম্বলকর দুহিতা সম্ভাজী মাতা সইবাই, দ্বিতীয়া রাজারাম-গর্ভধারিণী শিরক্যাকন্যা সোয়রা বাই, তৃতীয়া পুতলাবাই, চতুর্থার নাম বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত। ইনি পরিবার বর্গকে বস্ত্রালঙ্কার ও হৃদয় প্রদান করিয়া প্রসন্ন করিতেন। হৃদয় প্রদান করিতেন বটে, কিন্তু হৃদয়ের কর্তৃত্ব প্রদান করিতেন না, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। সম্ভাজীর দুরাচার জন্য শিবাজী তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলে, রাজারাম-

মাতা সোয়রাবাই রাজারামকে সিংহাসনাধিকারী করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু পুত্রবৎসল শিবাজী যথার্থ পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই।

শিবাজীর ভ্রাতৃস্নেহও প্রগাঢ়। ব্যাঙ্কোজী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে তৎকালে শিবাজী যে পত্র খানি প্রেরণ করেন তাহাতে তাঁহার অসীম ভ্রাতৃস্নেহ নিদর্শিত হয়। সন্তাজী প্রভৃতির সহিত শিবাজীর সস্নেহ ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য।

কর্ম্মচারীগণের প্রতি শিবাজী অত্যন্ত স্নেহের সহিত ব্যবহার করিতেন। অত্যন্ত গুরুতরাপরাধ না হইলে তিনি কাহারও জীবিকোচ্ছেদ করিতেন না, এতদ্বিষয়ক একটি সুন্দর ঘটনা চিটনীস বর্ণনা করিয়াছেন। এক সময় শিবাজী বালাজী আবাজীকে এক খানি প্রয়োজনীয় পত্র লিখিতে আদেশ করেন। তাহা লিখিত হইয়াছে কি না শিবাজী জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তরে আবাজী লিখিত না হইলেও কহেন "হাঁ লিখিত হইয়াছে।" শিবাজী তাহা পড়িয়া শুনাইবার জন্য আজ্ঞা করিলে, আবাজী অন্য এক খণ্ড কাগজ লইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। অধ্যয়ণাবসানে শিবাজী আবাজীর লিপিচাতুর্য্যের ভাবগাম্ভীর্য্য বিষয়ক অশেষবিধ প্রশংসা করেন। আবাজী প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করেন। শিবাজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহাতে পতিত হইবা মাত্র হৃদয় ভেদ করিয়া অন্তস্তলে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি হাসিলে কেন?" এই প্রশ্ন শুনিয়া সত্য কথা গোপন করিলে অধিকতর দণ্ডিত হইবেন বিবেচনা করিয়া আবাজী ভীত হইয়া কহিলেন " কাগজ এ পর্য্যন্ত লিখিত না হওয়াতে

এই শূন্য পত্র পাঠ করিয়াছি, এক্ষণে প্রস্তুত করিব। আমার এই অক্ষমনীয় অপরাধ প্রভুই ক্ষমা করিতে এক মাত্র সমর্থ” এই বলিয়া করযোড়ে অভিবাদন করেন। “পত্র লিখ নাই বলিয়া হাসিলে, আচ্ছা ঐরূপ পুনরায় লিখিতে পারিবে?” আবাজী আজ্ঞা হাঁ বলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শিবাজী ইহা সুললিত এবং ভাবপরিপুর্ণ হইয়াছে শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্নতা পুর্ব্বক বহু মূল্যের পরিচ্ছদ ও মুক্তার মালা আদি নানা-প্রকার দ্রব্য তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করেন।

শিবাজী অসাধারণ মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা স্বজাতীয়, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব বা কর্ম্মচারীগণমধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এরূপ নহে। তিনি জাতিভেদ না করিয়া গুণবান ব্যক্তিকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। উপযুক্ত স্থানে তাঁহার দান অপরি-মিত ছিল। শত্রু বন্দীভাবে আনীত হইলে তাহারা শিবাজীর বিনত ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। বিদায় গ্রহণ কালে পদ মর্য্যাদানুসারে সকলেই সম্মানিত হইতেন।

শিবাজী গুণীগণের গুণ গৌরবের সময় অমিতব্যয়ী ছিলেন; কিন্তু অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে অতীব মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি স্বয়ং এক কপর্দ্দক বৃথা ব্যয় করিতেন না। কি শাসন বিভাগ, কি সংগ্রাম বিভাগ সকল বিভাগেই তাঁহার অসাধারণ মিত-ব্যয়িতা পরিলক্ষিত হইত। অতি ক্ষুদ্রতম বিষয়ও ইহাঁর দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারিত না। তিনি ভোজন ও পরিচ্ছদে সম্পূর্ণ আড়ম্বরবিহীন ছিলেন। যে সময় যুদ্ধযাত্রায় গমন করিতেন তখন শিবাজীকে এক জন সামান্য কর্ম্মচারী হইতে প্রভেদ করা নিতান্ত সহজ হইত না। তাঁহার পরিচ্ছদ

বিষয়ক সরলতা ও স্বল্প ব্যয়তা সৈনিকগণ মধ্যে বিশেষরূপে অনুকৃত হইয়াছিল। তিনি মিতাচার ও মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া বিলাসপরায়ণ ও অমিতব্যয়ী যবনগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিবাজী অমিতব্যয়ীকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি গোপনে প্রত্যেক কর্ম্মচারীর আয় ব্যয়ের বিশেষরূপে তত্ত্ব লইতেন এবং অপব্যয়ী ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি কর্ম্ম হইতে অপসারিত করিতেন। শিবাজী-ভীতি সকলকে মিতাচারা ও মিতব্যয়ী করিয়া তুলিয়াছিল।

শিবাজী ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ অতীব উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সকল কালে রাজন্যবর্গের বিশেষ শিক্ষনীয়। যে সময় দুর্ব্বৃত্ত ধর্ম্মধ্বজী স্বার্থপরায়ণ আরাঞ্জেব ক্ষুধার্ত্ত শোণিত-লোলুপ ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় ধনবান দরিদ্র ভেদ না করিয়া হিন্দু মাত্রেরই নিকট হইতে করগ্রহণে দৃঢ়ব্রত হইয়াছিলেন, যে সময় দিগ্বিজেতা তৈমুরকুলকলঙ্ক আরঙ্গেব, বাবর ও হুমায়ুন-উপার্জ্জিত, দেবচরিত্র আকবর-সম্বর্দ্ধিত জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান সংরক্ষিত পরম ঐশর্য্যশালী মোগলসাম্রাজ্য পণ করিয়া হিন্দুগণের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে সময় মহাভাগ বন্দনীয়-চরিত্র শিবাজী আপন রাজ্যের মুসলমান প্রজার উপর সমদর্শন করিয়া এবং যবনদিগের মসজীদ, পীরস্থান প্রভৃতির কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য রাজকোষ হইতে বৃত্তি বিধিবদ্ধ করিয়া অসীম ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রজা যে কোন জাতি হউক না কেন, সকলেই পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইত। ধর্ম্ম বা বর্ণগত প্রভেদ তাঁহার সমদর্শীচক্ষে দর্শিত হইত না। মোরোপন্ত হম্বীর রাও প্রভৃতি হিন্দু বীর-

পুরুষগণ যেরূপ তাঁহার পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা পরিচালনা করিয়া দিক সকল বিকম্পিত করিতেন, সেইরূপ দরিয়া খাঁ, ইব্রাহিম খাঁ প্রভৃতি মুসলমানগণ হিন্দুবিজয়-বৈজয়ন্তী ভারত-সমুদ্রবক্ষে উড্ডীয়মান করিয়া ইংরাজ, পর্টুগীজ, ফ্রেঞ্চ, ডেন্স ও মোগলগণের বিজাতীয় বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা সমদর্শিতা ও গুণগ্রাহিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কি হইতে পারে?

শিবাজী শত্রুপক্ষের নিকট মহাপ্রাণ নেপোলিয়নের ন্যায় বিধিবহির্ভূত রাজদ্রোহী, রাজ্যাপহারী দস্যু, এবং প্রাণী-জগতের ভীতিবহ এক ভয়ঙ্কর জীব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিচার করিলে এ সকল কথা যে সম্পূর্ণ ঈর্ষাপ্রণোদিত তাহা আর বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব থাকে না। যিনি জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি বৈদেশিক অত্যাচারপ্রপীড়িত স্বদেশের অধীনতাপাশ বিমোচন করিয়া তাহার গলদেশে স্বাধীনতা-হার পরাইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হন, সেই দেবচরিত্র অনুদিন স্মরণীয় মহাপুরুষ যদি রাজদ্রোহী বিশেষণে অভিহিত হন, তাহা হইলে যাঁহারা মানব-জাতির স্বাধীনতা হরণের জন্য বদ্ধপরিকর, শত শত বাধা অতিক্রমণ করিতেও অপরাঙ্মুখ, বিজিতগণের উপর পাশব-বল প্রয়োগে অসঙ্কুচিতচিত্ত, যাঁহারা পদদলিত প্রজার সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য অকৃতমনোযোগ, সেই সকল পুরুষপ্রবরেরা তাহা হইলে কোন বিশেষণে অভিহিত হইবেন? একবার পরাজিত হইয়াছে এই ঘোরতর অপরাধ জন্য যদি তাহাদিগের

স্বাধীনতা-প্রাপ্তি-আশা পাপজনক হয়, যদি পরাধীনতারূপ নরক-ভোগ-অবস্থা পূণ্যজনক বলিয়া কথিত হয়, তাহা হইলে সংসার মধ্যে পাপপুণ্য নির্ব্বাচন করা নিতান্ত সুকঠিন হইয়া উঠে। মনুষ্য-স্বত্বাপহারী প্রবঞ্চকদিগের মায়াজাল যত দিন পর্য্যন্ত না ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে তত দিন পর্য্যন্ত এ সংসারে শান্তি কোথায় ?

শিবাজী কোমল ব্যবহার ও মধুর সম্ভাষণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার হৃদয়স্পর্শী সুমধুর সম্ভাষণ পরম শত্রুকেও মিত্র রূপে পরিণত করিত। মহারাজা জয়সিংহ এবং দিল্লীর প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্তবর্গ তাঁহার বাক্যে মুগ্ধ হইয়া দৃঢ় মিত্রে পরিণত হইয়াছিলেন। শিবাজীর বাক্যে এরূপ মোহিনী শক্তি ছিল যে তাহা শ্রোতৃবর্গকে উত্তেজিত করিয়া নিরস্ত থাকিত এরূপ নহে কিন্তু তাহা ক্রিয়া-শক্তির উপর সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা বিস্তার করিয়া সকলকে একপ্রাণে সম্মিলিত করিয়া কার্য্য করাইত। এই শক্তিবলে তিনি সকলকে দেশের বিপদে বিপন্ন, অপমানে অপমানিত এবং সুখে সুখী হইতে শিখাইয়াছিলেন। এই লোকোত্তর শক্তি কখন দুর্বৃত্ত দস্যুগণ মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না, ইহা সাম্রাজ্যসংস্থাপক লক্ষ লক্ষ লোকের নেতার মধ্যেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শিবাজীর আত্মসংযম-ক্ষমতাও অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। লোমহর্ষণ যুদ্ধের মধ্যস্থলে অথবা যমকিঙ্কর স্বরূপ আফজল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় কিম্বা শত্রুগণপরিবেষ্টিত দিল্লীতে বন্দীভাবে অবস্থাকালীন ইনি আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা সেনাপতি এবং রাজনীতিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত-

গণের অত্যন্ত আবশ্যকীয় গুণ—ইহা ব্যতীত সেনাপতির সেনাপতিত্বই বৃথা।

শিবাজীর রণনিপুণতার বিষয়ে, তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দী আরাঙ্গেব তাঁহার মৃত্যু কথা শ্রবণানন্তর আহ্লাদে অধীর হইয়া কহিয়া ছিলেন "শিবাজী একজন অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। আমি ভারতের প্রাচীন রাজ্য বিধ্বংসে প্রবৃত্ত থাকিলেও তিনি অদ্ভুত শক্তিবলে আমার সম্মুখে একটি নবীন রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। আমার সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন সৈন্যগণ ঘোরতর বিক্রমে উনবিংশতি বৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিলেও তিনি তাঁহার রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করিয়া অসাধারণ রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।" সম্রাটের প্রত্যেক কথাই সত্যপরিপূর্ণ। শিবাজীর আর একজন সমকালীন গ্রন্থকার তাঁহার জীবন সমালোচনায় কহিয়াছেন "শিবাজী অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন; তাঁহার রাজ্যশাসন শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তিনি ধার্ম্মিক ও গুণবান ব্যক্তির পরম মিত্র ছিলেন। তিনি বিজ্ঞতার সহিত কার্য্য নিদ্ধারণ এবং দৃঢ়তার সহিত সম্পন্ন করিতেন। কোন কার্য্য করিতে হইলে বহু ব্যক্তির সহিত বিচার করিয়া পরে স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে তাহা নিষ্পন্ন করিতেন। কর্ম্মের পূর্ব্বে কেহই তাঁহার হৃদ্গত ভাব অবগত হইতে পারিত না, ফল দেখিয়া অনুমান করিতে হইত।" বিশেষ লক্ষ্য করিয়া শিবাজীর ক্রিয়া কলাপ অধ্যয়ন করিলে এ সকল বিষয়ের যথার্থতা উপলব্ধি হয়।

শিবাজীর সৈন্যসংগঠন ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি মহারাষ্ট্রীয়গণের হৃদয়ে জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া সকলকে একপ্রাণে সম্মিলিত করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার

সৈন্যসংখ্যা ন্যূনকল্পে দেড়লক্ষ ছিল, তন্মধ্যে ১০৫০০০ পদাতিক এবং ৪৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। এই সকল সৈন্য পরিচালনা করিবার উপযুক্ত পরিমাণে সেনানায়ক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শিবাজী স্বীয় বুদ্ধিবলে যুদ্ধশাস্ত্রানভিজ্ঞ শান্ত প্রকৃতির ব্যক্তিগণকে যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন বিদ্যায় এরূপ পারগ করিয়াছিলেন যে, তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।* এতদ্ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মাত্রেই সৈন্যের কার্য্য করিতেন।

শিবাজী যেরূপ অসাধারণ আত্মসংযমী সেইরূপ পরিশ্রমীও ছিলেন। সাধারণতঃ তিনি চার পাঁচ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া সমভাবে কার্য্য করিতেন। কখন কখন যুদ্ধযাত্রার সময় সমস্ত দিবা

* নিম্নোক্ত কর্ম্মচারীগণ রাজ্য শাসন বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন :—

নাগোজী বল্লাল, গণেশ শিবদেব, চন্দোহিরদেব, নেভাজীশিন্দে, রানাজী ভাস্কর, বয়াজী গড়দরে বালাজী নীলকণ্ঠ, হিরোজী শেলকে, ত্রিম্বক বিট্‌ঠল, মহিরজী বড়গরে, চন্দোনারায়ণ, পেমনী, খণ্ডোজী আটোলে, রাঘোবল্লাল, পলবন্তরাও দেবকান্তে, বহিরজী ঘোরপড়ে, মালোজী থোরাত, বালাজী মহিরব, দেবাজী উঘড়ে, গণেশ তুকদেব, কেরোজী পবার, উচালে, নরসোজী শিতোলে। ইত্যাদি

অশ্বারোহী সেনানায়কগণ।

হম্বীরারাও সরনৌবত, সন্তাজী ঘোরপড়ে, মানাজী মোরে, যেসাজী কাটকর, সন্তাজী জগতাপ, নিবাজী পাটোলে, জেতোজী কাটকর, পরসোজী, ধনাজী জাধব, শামাথান, রাঘোজী শিরকে, হরজী নিম্বালকর, ভবানরাও, আনন্দরাও হশম হাজারী তেলঙ্গরাও, রূপাজী ভোসলে, ব্যঙ্কটরাও খাণ্ডেকর, খণ্ডোজী জগতাপ, উদাজী পবার, রামজী কাঁকড়ে, কৃষ্ণাজী যাড়গে, সাবাজী মোহিতে এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী ছিলেন।

পদাতিক সৈন্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ।

যেসজীকাঙ্ক, সূর্য্যাজী মালসুরে, গণোজী দরেকর, মুখ.জী বেনমনা, মালসাবন্ত, বিঠোজী লাড়, ইন্দ্রোজী গাবড়ে, জাবজী মহানলাগ, নাগোজী

ঘোটকোপরি অতিবাহিত করিয়াও ক্লান্তি অনুভব করিতেন না। তিনি কহিতেন মনুষ্যের যত শত্রু আছে তন্মধ্যে অলসতাই সর্ব্বপ্রধান শত্রু। বর্ষার চার মাস গৃহে অবস্থান করিয়া রাজ্যশাসন বিষয়ক নিয়ম সকল প্রণয়ন, দুর্গ ও প্রধান প্রধান নগর সকল পরিদর্শন এবং কর্ম্মচারী নিয়োগ ও তাঁহাদিগের কার্য্য পরীক্ষা করিতেন। এ সময় তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। শয্যা হইতে উঠিবার সময় গায়ক সকল সুমধুর কণ্ঠে ও শ্রুতিমধুর বীণানাদে জগদীশ্বরের অনন্ত মহিমা ঘোষণা করিয়া শিবাজীকে প্রবোধিত-করিতেন। শিবাজী প্রবোধিত হইয়া শৌচাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক গাভী সেবা করিয়া গোদাবরী প্রভৃতি পবিত্র নদীর পূত সলিলে স্নান করিয়া চার ঘটিকার মধ্যে পূজা, পুরাণাদি শ্রবণ ও বস্ত্রাদি পরিধান কার্য্য সাঙ্গ করিতেন। পরে এক ঘটিকা ব্যায়াম ও লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করিয়া সভাগৃহে গমন করিতেন এবং সভাগৃহে সমাগত নূতন ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য আলাপ ও কর্ম্মচারীগণের নিকট সংবাদ গ্রহণ ও অন্যান্য সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেন। এইরূপে দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিয়া ভোজনের জন্য গমন করিতেন। অগ্রে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করিতে বসাইয়া পরে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং পংক্তি-ভোজনযোগ্য ব্যক্তির সহিত উপবেশন করিয়া ভোজন করিতে বসিতেন। এখানে আর এখন সেব্য-সেবক বা ধনী নির্ধন ভাব

প্রহ্লাদ, পিলাজী গোলে, মুধোজী সোনদেব, কৃষ্ণাজী ভাস্কর, কলধোড়ে। তান সাবন্ত মাবলে, মহাদজী ফরজন্দ, যেসজী দয়েকর, বালাজীরাও দরেকর সোনদলবে, চাঙ্গোজীকড়ু, কোণ্ডলকর, ডবলেকর, তান সাবন্ত ভোঁসলে। ইত্যাদি

নাই। সামাজিক প্রথানুযায়ী সকলেই স্ব স্ব মর্য্যাদা প্রাপ্ত"। ভোজ্য সামগ্রীর কোনরূপ পার্থক্য অনুষ্ঠিত হইত না। সকলকে পর্য্যাপ্ত আহার পরিবেশিত হইত। শিবাজী বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষ ব্যতীত মাংসাহার করিতেন না। নিরামিষ ভোজনই তাঁহাদিগের দৈনিক আহার এবং যুদ্ধস্থলে খিচুড়ী তাঁহাদিগের প্রধান ভোজ্য ছিল। ভোজনান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ পূর্ব্বক পুনরায় সভাগৃহে গমন করিয়া যে সকল পত্র আসিয়াছে তাহা শ্রবণ ও প্রত্যুত্তর প্রদান এবং আয় ব্যয় হিসাব দর্শন করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিতেন। তথায় মাতার নিকট কথোপকথন এবং গৃহ-কৃত্য ব্যবস্থা করিয়া অপরাহ্নে অশ্বারোহণে দ্রষ্টব্য স্থান পরি-দর্শন ও পরিভ্রমণ করিয়া সায়ং কালে গৃহে প্রত্যাগমন ও সভা গৃহে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া দুই ঘটিকা জপ, পুরাণ বা দাস-বোধ শ্রবণ করিয়া সকলে মিলিত হইয়া ভোজন পূর্ব্বক পুনরায় সভাগৃহে গমন করিতেন এবং শাসন বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান করিয়া মন্ত্রীগণকে গুপ্ত উপদেশ দিয়া চরমুখে গুপ্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া এবং পণ্য দ্রব্যের মূল্য অবগত হইয়া প্রায় রাত্রি বারটার সময় অন্তঃপুরে গমন করিতেন। যখন শিবাজী গৃহে অবস্থান করিতেন তখন এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিতেন। বিশেষ আমোদ প্রমোদ করিতে হইলে ভূষণের কবিতা বা পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় কথা শ্রবণ করিয়া সময়াতিবাহিত করি-তেন। অসংসংসর্গ ও অসদালাপের উপর শিবাজী বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। শিবাজী রাজকার্য্যে নিমগ্ন থাকিলেও বিদ্বানগণের সমাদর বা মহারাষ্ট্রীয় ভাষার উন্নতিকল্পে শিথিল-মনা ছিলেন না। তাঁহার সমকালীন কবিগণের মধ্যে রাম

দাস স্বামী, তুকারাম এবং বামন পণ্ডিতই প্রধান। প্রথমোক্ত ব্যক্তি শিবাজীর গুরু। ইনি "দাসবোধ" নামক এক খানি অত্যুত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য পরিপুষ্ট করিয়াছেন। তিনি ভক্তি-সূত্রে সকলকে একত্র গ্রথিত করিয়া গো ব্রাহ্মণ রক্ষার নিমিত্ত সকলকে প্রোৎসাহিত এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলেই দেবতা সকল প্রসন্ন হন এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সকলকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

তুকারাম পুণার নয় ক্রোশ দূরে দেহু নামক গ্রামে ১৬০৪ খৃঃ জন্ম গ্রহণ এবং ১৬৪৯ খৃঃ ফাল্গুন কৃষ্ণদ্বাদশী তিথিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মারহাট্টা কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা দেহু গ্রামে বণিকবৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। তুকারাম বাল্য কাল হইতে অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই ইনি বিবাহিত হইয়াছিলেন। ইঁহার স্ত্রীর নাম জীজাবাই; ইনি স্বভাবতঃ অত্যন্ত মুখরা ছিলেন। স্ত্রীর কর্কশ ব্যবহারে তুকারাম অত্যন্ত ক্ষিন্ন হইয়া সন্ন্যাসী হন এবং কথা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যাহা রচনা করিতেন সেই সকল রচিত কবিতা শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে ব্যাখ্যা করিতেন। ইনিই মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে এরূপ ভাবে কীর্ত্তন প্রথা সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তুকারামের কবিতা নির্ভিকতা, প্রেম-পরিপূর্ণতা, প্রত্যেক বিষয়ের অন্তর্দৃষ্টি-পূর্ণতা এবং হৃদয়গ্রাহিতার জন্য প্রসিদ্ধ। তুকারামের কীর্ত্তন তৎকালে মহারাষ্ট্রীর সমাজের উপর প্রভূত প্রভুতা প্রসারিত করিয়াছিল। শিবাজী ইহাঁর কথায় এত দূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে অনেক সময় তিনি যবনগণের হস্তে পতিত হইবার

সম্ভাবনা থাকিলেও সিংহগড় হইতে কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য পুণা গমন করিতেন। এক সময় রাত্রিকালে শিবাজী কথা শ্রবণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। যবন সেনাপতি ইহা অবগত হইয়া শিবাজীকে ধৃত করিবার জন্য কতক গুলি অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। শিবাজী কথা-প্রাঙ্গন পরিত্যাগ না করিয়া অবিকম্পিত ভাবে কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অপর এক জন ব্যক্তি শিবাজীর পরিচ্ছদ পরিধান এবং অশ্বারোহণ করিয়া যবন সৈন্যগণের সম্মুখ দিয়া বেগে গমন করিলেন। শিবাজী গমন করিতেছেন বিবেচনা করিয়া শত্রুগণ পশ্চাৎ অনুধাবন করিল। এ দিকে শিবাজী সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া যথা সময়ে নির্ব্বিঘ্নে সিংহগড়ে উপস্থিত হঁন। এক সময়ে শিবাজী তুকারামকে নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য প্রেরণ করেন কিন্তু বিষয়ত্যাগী তুকারাম তাহা গ্রহণ না করিয়া পুনরায় শিবাজীর নিকট উহা প্রেরণ করেন।

বামন পণ্ডিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের এক জন প্রধান কবি। ইনি কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া বিশেষরূপে বুৎপত্তি লাভ করেন এবং সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। পরে রামদাস স্বামীর উপদেশক্রমে মাতৃভাষার উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করেন। ইনি ভগবদ্গীতার দুই খানি টীকা ভাগবতের স্থানে স্থানে অতি সুন্দর ব্যাখ্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কতক গুলি পুস্তক রচনা করেন। ইহার পুস্তক ভক্তজনগণ কর্ত্তৃক অতি সমাদরে পঠিত হইয়া থাকে। ইহার ভাষা সংস্কৃত শব্দ বহুল ও ভাবপূর্ণ, গভীর রস-ভরিত, শ্রুতি-সুখকর, পৌঢ় ও শব্দালঙ্কার যুক্ত। ইহাঁর কবিতা যমক-

বহুল বলিয়া রামদাস স্বামী ইহাকে যমকাবামন বলিয়া আহ্বান করিতেন। সেতারার সমীপবর্ত্তী কোরে গাঁও কুমটে নামক স্থানে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর স্ত্রীর নাম গিরিবাই। ১৫৯৫ শকে বৈশাখ শুক্ল ষষ্ঠী তিথিতে ইহার মৃত্যু হয়। শিবাজী ইহাকে অত্যন্ত সম্মাননা এবং ধনাদি দিয়া পূজা করিতেন।

উত্তর ভারতবর্ষ হইতে কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ভূষণ নামক এক জন প্রসিদ্ধ কবি শিবাজীর সভাতে আগমন করেন। ইনি এক জন প্রকৃত স্বদেশানুরাগী, ভারতের শোচনীয়াবস্থা পরিচিন্তনশীল এবং যবনগণের বিদ্বেষ্টা ছিলেন। ইনি এক সময় আরাঙ্গজেবের দরবারে প্রাচীন হিন্দু নরপতিদিগের বীরত্ব বর্ণন করেন এই অপরাধে ভূষণ সম্রাটের নিকট নিগৃহীত হন। ভূষণ এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য হিন্দু নরপতিগণকে প্রোৎসাহিত করণ বাসনায় কএক জন রাজার নিকট গমন করেন কিন্তু তাঁহাদিগকে আত্ম-রক্ষণে অসমর্থ দেখিয়া শিবাজীসমীপে আগমন করেন। শিবাজী ইহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। কবিবর ভূষণ বীর-রস বর্ণনে অসাধারণ নিপুণ ছিলেন। ইহার কবিতা বীররস পরিপূরিত, অনুপ্রাসযুক্ত ও ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত। উত্তর ভারতবর্ষে এখনও কবিগণ কর্ত্তৃক ইহার কবিতা অতি সমাদরে পঠিত হইয়া থাকে। এরূপ কিম্বদন্তি এক সময় শিবাজী ইহার কবিতায় এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে প্রত্যেক কবিতায় সহস্র সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক এবং অবশেষে শরীরস্থ ভূষণ পর্য্যন্তও প্রদান করিয়াছিলেন। শিবাজী অজ্ঞানদাস প্রভৃতি পবাড়াকার-গণকে অনেক সময় বহুমূল্য অলঙ্কার, পরিচ্ছদ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি

প্রদান করিয়া সম্মানিত করিতেন। পবাড়া সকল যোদ্ধাগণের কীর্ত্তিকলাপ পরিপূরিত। যুদ্ধকালীন এই সকল গীতি গীত হইয়া যোদ্ধাগণকে রণমদোন্মত্ত করিয়া তুলিত। বর্ত্তমান কালে ইহা উচ্চ শ্রেণীর মহারাষ্ট্রীয়গণের মুখে আর বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। নিম্ন শ্রেণীর পুরুষগণের ইহা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ গীতি; তাহারা কএক জন একত্রিত হইলেই প্রায় পবড়া সকল গান করিয়া থাকে। ইহা শ্রবণ করিলে যুদ্ধ স্থলের ভৈরব মূর্ত্তী, যোদ্ধগণের অদ্ভূত ক্রিয়া কলাপ হৃদয়পটে সমুদিত করিয়া কাপুরুষ হৃদয়েও বীররসের আবির্ভাব করিয়া থাকে।

শিবাজীর দূরদর্শিতা অসামান্য। কোন বিষয়ই তাঁহার লক্ষ্যের বর্হিভূত হইতে পাইত না। তিনি ভারতভূমি ও ভারতবাসীর যথার্থ তত্ব অবগত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ বিদেশীয় সংসর্গে যত দূর কেন দরিদ্র হউক না, এই দরিদ্রতা দূর করিতে এক বৎসরের অতিরিক্ত সময় আবশ্যক হয় না। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ভূমিই ইহার মূল ধন, এ ধন শক্রগণ লুণ্ঠন বা বিধ্বংস করিতে অসমর্থ। যে বিদেশীর হস্তে ভারত একবার পতিত হইয়াছে তিনি তৎকালে পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতাশালী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। আবার যখন ইহা হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে তখনই তিনি শ্রীভ্রষ্ট, লক্ষ্য-বহির্ভূত ও অস্তিত্ব-বিলুপ্ত হইয়া নগণ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। শিবাজী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত সহনশীল জাতি; সহজে অত্যাচার প্রতিবিধান করিতে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু যখন একবার "শস্ত্রং দ্বিজাতির্ভিগ্রাহ্যম্" বলিয়া

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলে মিলিত হইয়া নক্ষত্রবেগে কর্ত্তব্য করণে প্রবৃত্ত হন, তখন পৃথিবীমধ্যে এরূপ কোন জাতি নাই যে তাঁহাদিগের গতি রোধ করিতে সমর্থ হয়। শিবাজী আর্য্যগণকে যবনগণ অপেক্ষা বুদ্ধিমান, সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় বলিয়া উপলব্ধি করেন। কি শাস্ত্র কি সস্ত্র আলোচনা কোন বিষয়েই ইহাঁরা পৃথিবীর অপর কোন জাতির পশ্চাদ্বর্ত্তী নহেন, ইঁহারা উপযুক্ত নায়ক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে সমস্ত পৃথিবী অবলীলাক্রমে জয় করিতে সমর্থ হন। পুরাকালে ইঁহারা উপযুক্ত নেতা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যে অনৈক্য ভাব, স্বার্থপরতা, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয় তাহা কেবল ইহাঁদিগের আত্মবিস্মৃতি ও দরিদ্রতানিবন্ধন। ইহাঁদিগের দরিদ্রতা দূর হইলে ইঁহারা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। শিবাজী এই দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য তলবারই এক মাত্র প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়াছিলেন। তিনি গো ব্রাহ্মণ রক্ষা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে জাতীয়ভাব জাগরুক করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর পরম মাননীয় গৈরিক পতাকা উত্থাপিত করিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ দর্ভ সমিৎ পরিত্যাগ করিয়া শাণিত কৃপাণ এবং কৃষকগণ হলের পরিবর্ত্তে ভীষণ ভল্ল গ্রহণ করিয়া দলে দলে শিবাজীর সহিত মিলিত হইয়া যবন-সর্প-সত্রে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই মহাযজ্ঞে বাবর, হুমায়ুন প্রভৃতির সঞ্চিত বিপুল সম্পত্তি স্বহাকৃত হইয়া অবশেষে দিল্লীর সিংহাসন যজ্ঞ-দক্ষিণারূপে প্রদত্ত হয়।

সম্পূর্ণ।